ক্রেইগ টমাস-এর

কালজয়ী টেকনো-থ্রিলার

ফায়ারফক্স

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

রাশিয়া এমন একটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে যা আকাশযুদ্ধে আমেরিকাকে হারিয়ে দেবে। নড়েচেড়ে ওঠে পেন্টাগন। সিআইএ পরিকল্পনা করে অসম্ভব একটি মিশনের–বাকিটা ফায়ারফক্স নামের অসাধারণ টেকনো থৃলারে খুঁজে পাবেন পাঠক।

'টেকনো-থৃলারের প্রথম উদাহরণ...অনুকরনীয় একটি কাজ'

–টম ক্ল্যান্সি

'ফায়ারফক্স পাঠককে ওড়াবে...পাইলটের সিটে বসিয়ে দেবে!'

–নিউইয়র্ক টাইমস

'ফায়ারফক্স একটি অলটাইম ক্লাসিক...এই একটি উপন্যাসই টমাস ক্রেইগকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখবে'

–ওয়াশিংটন পোস্ট

'অসাধারণ প্লট...দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখনী!'

–সানডে টাইমস

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984-8659-11-8





ফায়ারফক্স

মূল : ক্রেইগ টমাস

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

FIREFOX

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০

প্রচ্ছদ : দিলান

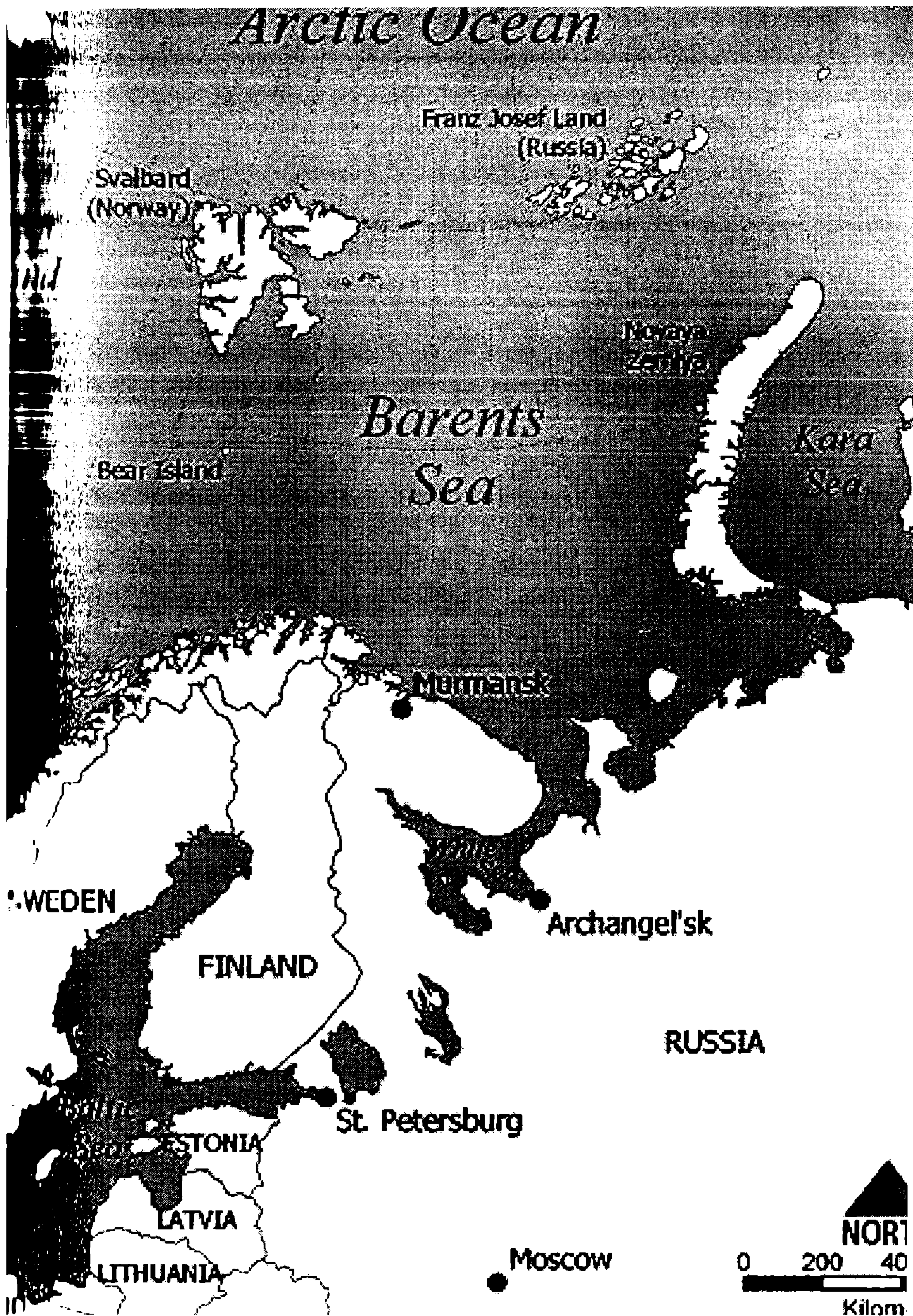
বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

Nor law, nor duty bade me fight,
Nor public men nor cheering crowds,
A lonely impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds;

I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death.

W. B. Yeats



Arctic Ocean
Franz Josef Land
(Russia)
Svalbard
(Norway)
Barents
Sea
Kara
Sea
Bear Island
Murmansk
SWEDEN
FINLAND
Archangel'sk
RUSSIA
St. Petersburg
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
Moscow
NORT
0
200
40
Kilom

প্রেক্ষাপট

হোটেলে নিজ রুমে শুয়ে আছে লোকটা, বুকের উপরে হাত দুটো থাবার মতো উঁচিয়ে আছে, যেনো তার চোখের নাগাল পেতে চাইছে। টানটান হয়ে আছে তার দেহ, দুশ্চিন্তায় শক্ত হয়ে গেছে সে। ঘামে ভিজে তার ভ্রু চকচক করছে আর কালো হয়ে গেছে বাহুর নিচে শার্ট। চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, স্বপ্ন দেখছে সে।

স্বপ্নটা এখন আর প্রায়শই দেখা দেয় না, সেরে উঠতে থাকা ম্যালেরিয়া রোগের মতো আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সেটা, এই ব্যাপারটাকে এই পরিস্থিতিতে এনেছে তো সে নিজেই, বাকহোল্জ কিংবা ল্যাংলে'র কোনো মনোচিকিৎসক নয়, তাদেরকে ভীষণ অপছন্দ করে সে। তারপরও যখন স্বপ্নটা ফিরে আসে সর্বশক্তি নিয়েই ফিরে আসে, সমস্ত স্মৃতি আর বিবেকের ফসিল সাথে করে নিয়ে আসে সেটা। ভিয়েতনাম থেকেই এসব কিছু তার সঙ্গী হয়েছে। এমনকি ঘামে ভিজে এই ভোগান্তির সময়েও তার মনের শীতল একটা অংশ এসব দৃশ্য আর প্রতিক্রিয়া অবলোকন করে।

স্বপ্নে নিজেকে একজন ভিয়েতনামি হিসেবে দেখে সে—ভিয়েত কং নাকি ক্ষুদে কৃষক তাতে কিছু এসে যায় না—আর সেখানে পুড়ে পুড়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে চলে যায়; ধীরে ধীরে, ভয়ঙ্করভাবে, সার্চ করতে থাকা ফ্যান্টম বোমারু বিমান থেকে যে নাপাম বোমা নিচে ফেলে দেয়া হয়, সেই বোমা যেনো তাকে গ্রাস করে ফেলে। ঝলসে পুড়তে পুড়তে, গলতে শুরু করে সে...আর সেই সময় আগুনের শিখার গর্জনের সাথে পিছু হটে যাওয়া জেট বিমানগুলোর গর্জন মিলিয়ে যায়।

আগুনের শিখার মাঝেও কাঁপতে থাকে অন্য সময়, অন্য প্রতিচ্ছবি, উড়ে বেড়ায় স্ফুলিঙ্গরা, ভয়াবহ তাপে তার মাংসপেশীগুলো শিহরিত হয়ে কুঞ্চিত হয়ে আসে। যেনো মস্তিষ্কের পেছনের সুদূর কোনো বিন্দু থেকে দেখতে পায় নিজের পুরনো মিগ-২১ বিমানটি ওড়াচ্ছে, দৃশ্যমান ইউএসএফ ভূতটাকে ধরে ফেলার সময় জমে বরফ হয়ে যায় সে...তারপরই সায়গনের ড্রাগ, দৃষ্টিতে ধরা পড়া একটা মিগের দৃশ্য...আর সেটার ভেঙে পড়া, যুদ্ধাহতদের হাসপাতালে মাসের পরে মাস কাটিয়ে দেয়া। চারপাশে ক্রন্দনরত, রক্তাক্ত মানবমন। শেষ

পর্যন্ত পাগল হওয়ার উপক্রম হয় তার। নতুন কোনো অন্ধকারে ডুবে যেতে চাইতো সে। যেখানে গেলে অন্য মনের কান্না আর শুনতে হবে না বা নিজের মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা থেকেও দূরে থাকা যাবে।

এরপর হাসপাতালে কাটানো। জিভে পিত্ত ওঠার তিক্ত স্বাদ। তারপরই সেই মিগের আগমন, রুশ বিমান ওড়ানো, রুশ চিন্তা করা, সর্বোপরি রুশ বনে যাওয়া...গ্রেগোরিয়ান বাচনভঙ্গিতে কথা বলা স্বপক্ষত্যাগী লেবেদেভ। তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য লোকটাকে আনা হয়েছিলো কারণ অনর্গলভাবে রুশ ভাষায় কথা বলতে শেখার দরকার ছিলো তার।

তারপরে আছে আমেরিকায় তৈরি মিগ-২৫'এর প্রটোটাইপ নিয়ে প্রশিক্ষণ, আর বেলেনকোর জিজ্ঞাসাবাদ, বেলেনকো মানে যে লোকটা বছর কয়েক আগে জাপানে একটা ফক্সব্যাট উড়োজাহাজে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো...তারপর সিমুলেটরে দিনের পরে দিন এবং সপ্তাহের পরে সপ্তাহ, এমন একটা উড়োজাহাজের উড্ডয়ন যা সে কখনোই দেখে নি।

নাপাম বোমা, আগুনের শিখা আর সায়গন...

নিজের দেহের পোড়া গন্ধটাও নাকে লাগছে খুব, স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে গলিত চর্বি থেকে নীলচে আগুন বেরুচ্ছে...মিচেল গান্ট নিজের হোটেল কক্ষে যন্ত্রণায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এসআইএস) প্রধানের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে-কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অবলোকনের জন্যে : ৪/২/৭৬

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

বিলিয়ার্স্কের মিকোয়ান প্রোজেক্ট সম্পর্কে আপনি পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে চেয়েছেন, সেখানকার গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের প্রধান অবরের নিকট থেকে গত শরৎকালে পাওয়া প্রতিবেদনটি এর সাথে সংযুক্ত করা হলো। আপনি দেখতে পাবেন তার প্রতিবেদনে মৌলিক কিছু পরামর্শের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। আপনার মন্তব্য পেলে পুরো ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হবে।

আপনার একান্ত
– রিচার্ড কানিংহাম

* * *

কেবলমাত্র নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এসআইএস) প্রধানের অবলোকনের জন্যে : ১৮/৯/৭৫

প্রিয় কানিংহাম,

বিলিয়ার্স্কের গোপন মিকোয়ান প্রজেক্ট, সাম্প্রতিককালে ন্যাটো যার সাংকেতিক নাম দিয়েছে 'ফায়ারফক্স', সেটার ব্যাপারে চলমান গোয়েন্দাবৃত্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ আপনার কাছে পৌছেছে। আমার সুপারিশ জানতে চেয়েছেন আপনি। তাতে ক'রে আমার যা প্রস্তাবনা সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য তৈরি আছেন কিনা সেটাই ভাবনার বিষয়।

নতুন এই এয়ারক্রাফট নিয়ে সোভিয়েতদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনার কাছে বিবৃত করার দরকার আমার নেই। আমাদের বিশ্বাস, এই এয়ারক্রাফটের পরবর্তী ব্যাপকহারে উৎপাদন সামাল দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা তহবিল পাশাপাশি

গড়ে তোলা হয়েছে। 'ফক্সব্যাট' নামে পরিচিত বর্তমানের মিগ-২৫-এর নির্ধারিত পূর্ববর্তী দুই উত্তরসুরীর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে 'ফায়ারফক্স'খ্যাত মিগ-৩১ বিমান সোভিয়েত বিমানবাহিনীতে সংযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আক্রমণের মূল দায়িত্ব পালন করবে ফক্সব্যাট। একসূত্র মতে, মিগ-৩১-এর উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য শুধুমাত্র ইউরোপিয় রুশ অঞ্চলেই অন্তত তিনটি ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স পরিকল্পনাধীন বা নির্মাণাধীন রয়েছে।

এয়ারক্রাফট বিষয়ে বলতে গেলে, এর সম্ভাবনা নিয়ে আমার নতুন ক'রে বলার প্রয়োজন নেই। সোভিয়েত প্রত্যাশা যদি এর দ্বারা পূরণ হয়, তা আশির দশক শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর মতো কোনো কিছুই আমাদের হাতে থাকছে না, বিমান বাহিনীর শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেই থাকবে। SALT সংলাপ এবং প্রতিরক্ষায় কাটছাঁটের কারণ আমাদের সবার জানা, আর পাল্টা অভিযোগের সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। এতোটুকু বলাই এখন যথেষ্ট যে, এই এয়ারক্রাফটের প্রোডাকশন ইন্টারসেক্টর এবং স্ট্রাইক ভার্সন রাশিয়ার হস্তগত হলে শক্তির এক অগ্রহণযোগ্য ভারসাম্য তৈরি হবে।

আমাদের নিজস্ব গুপ্তচরবৃত্তির সম্পর্কে বলতে গেলে, ভাগ্যের কৃপা আমার লাভ করেছি। পিওতর বারানোভিচের সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। অস্ত্র-ব্যবহার পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারই। আপনি অবগত আছেন যে, তিনি অন্য দুই উঁচুমাপের টেকনিশিয়ান নিযুক্ত করেছেন এবং ডেভিড এজেক্লিফ মস্কোর পাইপলাইনের শেষপ্রান্তে তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থানীয় রুশ চর পাভেল উপেন্সকয়কে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এতোসব ব্যবস্থা যতো মনকাড়াই হোক না কেন আমরা জানি, এগুলো আসলে যথেষ্ট নয়। এ পর্যন্ত আমাদের অর্জিত জ্ঞান কিংবা আরো যে জ্ঞান আমাদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাতে করেও মিগ-৩১'এর হুমকি প্রকাশিত করা কিংবা পাল্টা অনুরূপ কোনো হুমকি তৈরিও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই গবেষণা এতোটাই নিগূঢ় গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন হয়েছে যে, বারানোভিচ

এবং তার দল যেসব বিষয়ে অভিজ্ঞ তার বাইরে এয়ারক্রাফটের অন্যান্য বিষয়ে বলতে গেলে তারা অবগতই নয়।

এই প্রেক্ষিতেই পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে বিলিয়ার্স্ক প্রজেক্টের বিরুদ্ধে একটা অভিযান আমাদের অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে বা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। একটাই পরামর্শ দেওয়ার আছে এখানে, চূড়ান্ত পরীক্ষণ যখন চলবে তখনই একটা এয়ারক্রাফট, সম্ভব হলে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রোটোটাইপ চুরি করতে হবে।

আপনার বিস্ময় আমি আঁচ করতে পারছি! আমি অবশ্য এটাকে সম্ভবপর বলেই মনে করি। এ কাজের জন্যে কোনো একজন পাইলটকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে কোনো আমেরিকান পাইলটকে নিযুক্ত করা দরকার বলেই মনে করি, কারণ আমাদের নিজস্ব আরএএফ পাইলটরা আর আকাশযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয় না (সব রকম সম্ভাবনাই বিবেচনায় রাখছি)। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কোনো আমেরিকানই এ কাজের জন্যে বেশি উপযুক্ত হবে ব'লে মনে করছি। মস্কো এবং বিলিয়ার্স্কে আমাদের নেটওয়ার্ক আছে, পাইলট এবং এয়ারক্রাফটের মধ্যে সময়মতো সংযোগ ঘটিয়ে দেবে তারা। উপরোক্ত বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণাত্মক হবে আশা করি। সেটা জানার প্রতীক্ষায় রইলাম।

একান্ত

– কেনেথ অব্‌রে

কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অবলোকনের জন্যে–'সি' : ১১/২/৭৬

প্রিয় স্যার রিচার্ড,

আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আপনার দ্রুত জবাবের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকৃতপক্ষে এয়ারক্রাফটটা নিয়ে আরো অধিক জানার ইচ্ছা আমার গত তিন বছর যাবত–অব্‌রের প্রতিবেদনগুলোর একটা সারসংক্ষেপ সম্ভবত

আপনি আমাকে পাঠাতে পারেন? তার পরামর্শ সম্পর্কে বলতে গেলে–তিনি আন্তরিক নন বলেই ধারণা করি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ এনে কথা বলা নিশ্চয়ই হাস্যকর ব্যাপার!

আপনার স্ত্রীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

একান্ত,
– অ্যান্ড্রু গ্রেশান

* * *

সি'/কেএ১৩/২/৭৬

কেনেথ–

প্রধানমন্ত্রীর গতকালকের চিঠির একটি প্রতিলিপি সংযুক্ত করছি। আপনার গজিয়ে ওঠা দুষ্কর্ম নিয়ে তিনি কী ভাবেন তা দেখতে পাবেন। এয়ারক্রাফট নিয়ে সরকারীভাবে তার মতামতই আমার মত। আর ব্যক্তিগতভাবে, স্বীকার করছি, এই বিলিয়ার্স্ক জুজু আমাকে দিশেহারা ক'রে ফেলেছে! অতএব, একটা পাইলট খুঁজে পাবার জন্য যা করার দরকার তাই করুন। আর এই প্রস্তাবিত অভিযানটি যদি তা করতেই হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট তৈরি করতে ভুলবেন না। সিটিএ-তে কর্মরত আমাদের বন্ধু বাকহোলজ সম্পর্কে আপনি হয়তো খোঁজ খবর নেবেন, সম্প্রতি তিনি হেড অব দি কভার্ট অ্যাকশন স্টাফ পদে উন্নীত হয়েছেন, তার পদবী কি ডিরেক্টর? যাইহোক, বিলিয়ার্স্কের ব্যাপারে আমেরিকানদের আগ্রহ-উদ্দীপনা ইউরোপের মতোই সমান ক্ষতি পোহাবে।

আমাদের অনুসন্ধান সফল হোক। এ ব্যাপারে আমাকে ফোন করবেন না, আমি আপনাকে ফোন করবো যদি কখনো দরকার পড়ে!

একান্ত,
–রিচার্ড

* * *

কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অবলোকনের জন্যে – ২৯/৬/৭৬

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

স্যার রিচার্ড কানিংহামের কাছে কিছু কারিগরি ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়ে আপনি অনুরোধ করেছিলেন। ব্যাপারগুলো 'ফায়ারফক্স' (মিকোয়ান মিগ-৩১) সাংকেতিক নামের এয়ারক্রাফটের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি মনে করি, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এই চিঠি আবারো একটা সুযোগ এনে দিয়েছে কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে সামরিক বিমানচালনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুশ উন্নয়ন মাত্রা সম্পর্কে আপনার ওয়াকেবহাল থাকা প্রয়োজন, কারণ তার সবকিছুই কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই এয়ারক্রাফটটির দিকে।

আমাদের তথ্যের প্রধান উৎস হচ্ছেন বারানোভিচ। চিন্তা-চালিত অস্ত্রব্যবস্থা নিয়ে অন্যেরা যে তাত্ত্বিক কাজ করেছে তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোনিক্স জ্ঞান তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। উচ্চপ্রযুক্তির এয়ারক্রাফটে এটি ব্যবহৃত হবে। বিলিয়ার্স্ক প্রজেক্টের এই দিকটি নিয়েও যাবতীয় তথ্য বারানোভিচ আমাদের যোগান দিতে পারছেন না, আর রাশিয়া থেকে তাকে সাফল্যের সাথে বের করে আনতেও আমরা সক্ষম হবো না, কারণ বিলিয়ার্স্কে তারা সবাই রক্ষী পরিবেষ্টিত থাকেন। সেখানে আমার পরামর্শ, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কোনো প্রোডাকশন প্রোটোটাইপ আমাদের চুরি করতেই হবে। তাতে ক'রে ফ্রন্ট-লাইন ভার্সনে রুশরা যা কিছু করতে মনস্থ হয়েছে তার সবকিছুই পাওয়া যাবে।

মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে চিন্তা-চালনা নামের বৈজ্ঞানিক একটি ব্যাপার। আমাকে সম্ভবত উল্লেখ করতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানকালে অক্ষম লোকদের জন্য বিশেষ চেয়ার তৈরিতে এই চিন্তা-চালিত প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অথবা অচল লোকের ইতিবাচক চিন্তা দ্বারা কোনো জড়ভাবের চলাচল যেনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই কাজ করা হচ্ছে। চেয়ারটা ইলেকট্রনিক নানারকম ব্যবস্থা-সজ্জিত থাকবে। এর

ফলে মস্তিষ্কে সংযুক্ত (ক্যাপ' বা কোনো ধরনের হেডরেস্টের মাধ্যমে) হুইলচেয়ার বা অক্ষম লোকদের বহন করার গাড়িতে মস্তিষ্কের নির্দেশনা পৌঁছে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, সামনে এগোনো, মোড় নেওয়া, ডানে বা বামে সরে যাওয়ার জন্য মানসিক নির্দেশনা আসবে সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে। সেই নির্দেশনা শুধু শুধু মাংসপেশীতে সঞ্চালিত হওয়ার পরিবর্তে হুইলচেয়ারের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চলে যাবে। এমন কোনো সামরিক সিস্টেম এখনো তৈরি হয় নি। তবে মনে হচ্ছে, সোভিয়েতরা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এরকম কোনো সিস্টেম তৈরির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। (অবশ্য পশ্চিমারা এখনো সেই হুইলচেয়ার তৈরি করতে পারে নি)।

রাডার এবং ইনফ্রারেড এই দুটো হচ্ছে আধুনিক এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ এবং পরিচালনার চিন্তাচালিত এবং প্রমান পদ্ধতি। উড়োজাহাজে স্থাপিত চিন্তা-চালিত এবং নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রাগারের সাথে এই দুইয়ের সমন্বয় স্থাপন করা হবে। বারানোভিচ যে ধরনের সিস্টেম তৈরি করছেন বলে আমরা আশা করছি, তাতে এই সমন্বয় থাকবে। আপনি জানেন, রাডারের কারণে কোনো কঠিন বস্তুতে সিগন্যাল বাধা পেয়ে ফিরে আসে। তারপরে স্ক্রিনে দেখা যায় যে, সেখানে আসলে কী আছে : আর সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আশেপাশে কী ধরনের তাপীয় উৎস আছে, ইনফ্রা-রেডের মাধ্যমে সেটা জানা যায়। পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই উভয় বা যে কোনো একটা পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে গোপনাস্ত্র পরিচালনা বা সেগুলোর দিকে তাক্ করা যবে। গোপনাস্ত্রের ভেতরেই এর যেকোনো একটি বা উভয় ব্যবস্থাই থাকবে, অবশ্য চিন্তা-চালিত সিস্টেমের প্রধান সুবিধা হচ্ছে ফায়ারিংয়ের পরেও ক্ষেপণাস্ত্রের কমান্ড পাইলটই ধরে রাখবে। সেই সাথে তাদের ছুটে যাওয়া ত্বরান্বিত কমান্ডও তাদের হাতে থাকবে, কারণ শারীরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই পাইলটের মানসিক কমান্ড সরাসরি ফায়ারিং সিস্টেমে সঞ্চালিত হবে।

এ ধরনের পরিশীলিত কোনো সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য বিশেষ অস্ত্রপাতি–যেমন নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বা

কামান দরকার–আমাদের কিংবা বোঝা যায় রুশদেরও কাছেও নেই। অবশ্য রুশরা সময়ের দিক দিয়ে যে সুবিধা পাবে সেটাকে যদি বিনষ্ট না করা যায়, তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়বো, কারণ ক্ষেপণাস্ত্র আর কামান প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন নিঃসন্দেহে আগামী দিনে ঘটতে থাকবে।

আর সে কারণেই, এই সিস্টেম অবশ্যই আমাদের হাতে আসতে হবে। কোনো এক সময় একটা মিগ-৩১ আমাদের চুরি করতেই হবে।

একান্ত,
কেনেথ অব্‌রে

* * *

প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে কে.এ'র বরাবর ২৪/৯/৭৬

প্রিয় অব্‌রে,

যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার উদ্বেগের জন্য প্রশংসা করছি, যদিও আপনার বাতলে দেওয়া সমাধান মানতে পারছি না। 'ফক্সব্যাট' নামে সাম্প্রতিক যে 'উপহারখানা' লেফটেন্যান্ট বেলেনকো পশ্চিমাদের দিয়েছেন সেটা নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা সম্ভবত অযথাই, নয় কি? ফক্সব্যাটের গোপনীয় ব্যাপারগুলো ফাঁস হয়ে গেলে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রুশদের নিশ্চিত বছরের পরে বছর সময় লাগবে?

একান্ত,
অ্যান্ড্রু গ্রেশাম

* * *

কে.এ'র তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর ৩০/৯/৭৬

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার জিজ্ঞাসার জবাবে বলছি, আমি নিশ্চিত, ন্যাটো যে এয়ারক্রাফটের সাংকেতিক নাম দিয়েছে ফায়ারফক্স, তার

সাথে তুলনায় মিগ-২৫ ফক্সব্যাট খেলনা মাত্র। জাপানে সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে কথা মনে রেখে মিথ্যা নিরাপত্তার মায়াজালে আমাদের প্রবোধ মানলে চলবে না এই দুর্ঘটনা আমাদের জন্য যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছে, তার প্রকৃত যোগ্য আমরা নই, এবং আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যে কোনো সুবিধা নাও দিতে পারে।

আরো বলা প্রয়োজন, জাপান থেকে এখানে আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের কাছে যেসব তথ্য আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মিগ-২৫ নিয়ে যতো গর্জন ততোটা বর্ষাচ্ছে না। টাইটেনিয়ামের বদলে ইস্পাত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এতে, সর্বোচ্চ গতিবেগ অর্জন করে তা ধরে রাখা এর জন্য কঠিন। আর আমরা যতোটা ভাবি, এর ইলেকট্রোনিক্স সিস্টেম ততোটা পরিশীলিত নয়।

অবশ্য, বিলিয়ার্স্কি থেকে বারানোভিচের যে অভিমত আমরা পাচ্ছি, তাতে করে বোঝা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত মিগ-৩১ বিমান অস্বাভাবিক রকম প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিক খোশগল্পের মাধ্যমে মিগ-২৫'এর সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে তিনি অবগতই আছেন কিন্তু বিলিয়ার্স্কে ফায়ারফক্সের ব্যাপারে কেউ ছিদ্রান্বেষণ করছে না।

একান্ত,
কেনেথ অব্‌রে

অব্‌রের নিকট থেকে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অবলোকনের জন্যে -৩/৭/৭৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

অ্যান্টি-রাডার কি, কিংবা রুশি সিস্টেমে এটি কিভাবে কাজ করে কোনোটাই আমার জানা নেই, এই সিস্টেমের গোপন ব্যাপারগুলো যারা জানে, বিলিয়ার্স্কি থেকে আমাদের সেই সোর্সরা জানাচ্ছে, এটা আদৌ ইলেকট্রনিক নয়। কাজেই সেটাকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলার জন্য পাল্টা কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব নয়। রাডার কিংবা রাডারকে ইলেকট্রনিক উপায়ে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য আমেরিকান কোনো আবিষ্কারকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমরা যে ব্যবহার

করি, এটা তার সাথে সম্পূর্ণভাবে বিসদৃশ, রুশ সিস্টেমের মতো কোনো কিছু ইউএসএফ বা আরএএফ কারোর চিন্তা-ভাবনাতেই নেই।

এখন এটা স্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চায়নার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পর থেকে পশ্চিমা নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ফায়ারফক্সই সবচেয়ে বড় হুমকি।

একান্ত,

কেনেথ অব্‌রে

* * *

'সি'/কে.এ ৩০/৭/৭৯

কেনেথ–

প্রধানমন্ত্রী এবং ওয়াশিংটনের কাছ থেকে আপনি এগিয়ে যাওয়ার সংকেত পেয়েছেন, বাকহোলজের সাথে আপনার যোগাযোগ থাকতে হবে। আপনার সাজানো দৃশ্যপট, যাতে পাইলট (লোকটা আজব চিড়িয়া, আপনারও কি তাই মনে হয় না?) রিফুয়েলিং করার স্থান এবং পাইলটকে বিলিয়ার্স্কে নিয়ে যাওয়ার উপায় সব কিছুই বলা হয়েছে, এর সবই অনুমোদিত হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে, পাইলটের কাছে এক ধরনের হোমিং-ডিভাইস থাকবে যেটা ব্যবহার করে সে রিফুয়েলিং করার জায়গা খুঁজে পাবে। কিন্তু এই যন্ত্রটা সম্পর্কে রুশদের কিছুই জানা থাকবে না, সেটা খুঁজেও পাবে না তারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী বোঝেন, আর ফার্নবরোও কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে ডেভিস নামে এক লোকের দেখা পাবেন আপনি।

আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি। সুযোগ এখন পুরোপুরি আপনার হাতের মুঠোয়।

–রিচার্ড

মুখবন্ধ

অফিসে একাই আছে সে, নতুন পেইন্টের গন্ধ এখনও তার নাকে ভালোভাবেই লেগে আছে। কেজিবি'র কর্নেল মিখাইল ইউরিভিচ কনটার্স্কি, 'এম' ডিপার্টমেন্টের প্রধান, বিলিয়ার্স্কের মিকোয়ান প্রজেক্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। আবারো বিষন্ন সন্দেহ যেনো পেয়ে বসেছে তাকে। তার সহকারী দিমিত্রি প্রিয়াবিন তাকে একা রেখে গেছে, সেই বিকেলে তাদের কাজকর্ম দেখে যে নিশ্চয়তার আশ্বাস পেয়েছিলো সে এই বিশাল কামরাটাতে যেনো সেটাও উবে গেছে এখন। বড় আর নতুন ডেস্কটার পেছনে বসে নিজেকে শান্ত রাখতে চাইলো।

অনেকটা সময় চলে গেছে, বুঝতে পারছে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে কাজ করে এই সময়ক্ষেপণ। সে জানে, কোথায় কোন্ প্রেক্ষিত রয়েছে সেই বুঝজ্ঞান তার আর নেই। এখন ব্যাপার হলো, মিগ-৩১ নিয়ে চূড়ান্ত অস্ত্র পরীক্ষার তারিখটি সন্নিকটে। শেষ মিনিটের আতঙ্ক ছাড়া সেটাকে আর তেমন কিছুই মনে হচ্ছে না। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা মালপত্রের যেমন বিরক্তি ঘটায়, তার চাকরির ক্ষেত্রে এটাও তেমনি একটি অস্বিস্তকর ঝামেলা। সারাটা সময় তার ভয়ে ভয়ে কাটছে, কিছু একটা বোধহয় ভুলে গেছে সে।

এই সময়ে অফিস ছেড়ে যেতে তার মন সায় দিচ্ছে না, কারণ সে জানে এখনও তার অবয়বে ঔদ্ধত্যের বিশেষ ছাপটা ফুঁটে ওঠে নি। সেন্টার করিডোরে উদ্বিগ্ন মানুষ হিসেবে দেখা যাবে তাকে; তার জন্য সেটাই হবে অমার্জনীয় একটি ভুল।

বিলিয়ার্স্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফাঁকফোকড়গুলো নিয়ে বহু বছর ধরে অবগত আছে সে–বারানোভিচ, ক্রেশিন আর সেমেলোভস্কি এবং তাদের বার্তাবাহক, মুদিদোকানী ঢেরকভ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে আসছে। যে লম্বা সময় ধরে মিগের পরিকল্পনা আর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাতে ক'রে এগুলো না জানাটাই ছিলো অসম্ভব।

কিন্তু সে এবং তার ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে তেমন কিছুই করে নি। তবে নজরদারি বাড়িয়ে তথ্য প্রবাহ কমিয়ে একেবারে শূন্যের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছে।

হঠাৎ ক'রে মাথাটা দু'হাতের মাঝে এনে রাখলো, বন্ধ চোখের পাতা দু'হাতের তালুতে চেপে ধরলো সে–ভয় নিয়ে এক ধরণের জুয়ায় মেতেছে। প্রজেক্ট থেকে অতিপ্রয়োজিনীয় মানুষদের সরিয়ে ফেলতে ভয় ছিলো তার। ভয় ছিলো যদি সে তা করতেও চাইতো, ব্রিটিশ কিংবা সিআইএ ঘুষ দিয়ে অন্য কাউকে হাত ক'রে ফেলতো, তাদের অস্তিত্ব হয়তো তার কাছে অজানাই থেকে যেতো। অথবা নতুন কোনো এজেন্ট বা কন্ট্যাক্ট তৈরি করতো, যাদের সম্পর্কে জানার সুযোগও হতো না তার। অপরিচিতের চাইতে পরিচিত খারাপ জিনিসের সাথে কারবার করাই বেশি নিরাপদ। প্রিয়াবিনকে জানিয়ে দেওয়ার সময় মুখে হাসি ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলো সে। এই তরুণ সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে এটা বিরাট রকমের নির্বোধ মন্তব্য হয়ে গেছে।

ব্যর্থতার দামটাও হয়েছে চড়া। কলঙ্ক, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও গড়িয়েছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো সে। ভাবলো, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা যা-ই জেনে থাকুক না কেন তাদের পক্ষে যতোটুকু জানা সম্ভব ছিলো তার চাইতে অনেক কমই তারা জানে।

তার হালকা শ্যামবর্ণের চেহারাটা পাণ্ডুর আর অবসন্ন হয়ে এসেছে। ধূসর চোখ দুটো আতঙ্কে ভরা। ওরা যদি গুপ্তচরও হয়ে থাকে তারপরও ওদের কাজ করতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই তার। কথাগুলোকে ফাঁকা আওয়াজ ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে, যেনো অবিশ্বাসী কোনো শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছে, এমনকি স্বয়ং আন্দ্রোপভের উদ্দেশ্যে...

অধ্যায় ১

বৃটিশ এয়ারওয়েজ বিএসি-১১১ থেকে শেরেমেতেইভো বিমানবন্দরের রানওয়ে পর্যন্ত পথটুকু হেটে যেতে হবে। যাত্রীদের লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যাংলা-পাতলা লোকটার কাছে মনে হলো এ পথের যেনো শেষ নেই। শনশন বাতাসে তার মাথার নরম টুপিটা এক হাত দিয়ে চেপে ঠিক জায়গায় ধরে রেখেছে, লোকটার আরেক হাতে একটা ট্রাভেল ব্যাগ, তার ভেতরে বিমান চলাচলের বিভিন্ন সংকেত নিয়ে লেখা একটা বই আছে। আর দশজন লোকের মতোই সে সাধারণ একজন–চোখে মোটা রিমের চশমা, ঠোঁটের উপরে একটু আধটু গোঁফ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে তার নাক লাল আর গাল সাদাটে হয়ে গেছে। পরনে কালো কোট, কালো ট্রাউজার আর সাদামাটা একজোড়া জুতো। শুধু তার অস্বস্তিকর, ভয়ঙ্কর খিটখিটে চেহারাটার কারণেই অন্যদের থেকে আলাদা দেখাচ্ছে তাকে।

কেজিবি'র নিয়মই হচ্ছে মস্কোর প্রধান বিমানবন্দরে যতো বিদেশী ফ্লাইট আসবে তাদের সব যাত্রীর ছবি তুলে রাখা। শুধু এই কারণেই একটা ক্যামেরা দিয়ে তার ছবিটাও তুলে রাখা হলো। টেলিফটো লেন্স লাগানো ছিলো ক্যামেরাটায়। ব্যাপারটা বুঝলেও ঠিক মনে করতে পারলো না রানওয়ে দিয়ে হেটে আসার সময় ধূলোবালি থেকে চোখ-মুখ আড়াল করার জন্য কখন মাথাটা নিচু হয়ে গিয়েছিলো তার।

বিমান থেকে নেমে লাউঞ্জে হঠাৎ গরম পরিবেশে এসে সচকিত হলো সে। এবার কোটের গলাবন্ধটা নামিয়ে হ্যাটটা খুলে বাদামী চুলগুলো একটু আঁচড়ে নেওয়া দরকার। কপালের উপরে চুলগুলো সমতল ক'রে চুলে সিঁথি কেটে ফেললো, দেখে যেনো মনে হয় কোনো কেতাদুরস্ত লোক সে নয়। সেই সময়টাতে আরো একবার তার ছবি তোলা হলো। মনে হচ্ছে যেনো এভাবে ছবি তোলার জন্যেই পোজ দিচ্ছে সে। চারদিকে তাকিয়ে শুল্ক ডেস্কের দিকে এগোলো লোকটা। চারপাশে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিশাল জনস্রোত তাকে আকৃষ্ট করছে। ডেলিগেশনরা নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। আফ্রিকার জাতীয় পোশাকের ফ্লেমিঙ্গো রঙ তার নজর কাড়লো। প্রাচ্য, ইউরোপিয় তারাও সেখানে আছে। সেই বিশাল জনসমাবেশে নিজেকে যেনো হারিয়ে ফেললো

সে। বিমান বন্দর লাউঞ্জের আন্তর্জাতিক পরিবেশ দেখে একেবারে থ বনে গেলো। সব দেখে একটা ব্যাপারই টের পাওয়া যাচ্ছে যে, খুব ঠাণ্ডা লাগছে তার আর বিমানে চড়ার কারণে কিছুটা বমি বমিও লাগছে।

শুল্ক কর্মকর্তাদের পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সম্ভবত কেজিবি'র লোক, সে কথা তার জানা। সনাক্তকরণ যন্ত্রের স্ক্রিন দুটোর মাঝে তার এয়ারলাইন ব্যাগটা রাখলে কনভেয়ার বেল্টে ক'রে তার জিনিসপত্রগুলো গড়াতে গড়াতে তার কাছে চলে এলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো সে। এরপর কি হবে সেটা আগে থেকেই জানে। শুল্ক বিভাগের লোকজনের পেছনে যে দু'জন লোক আপাত উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজন এসে বেল্ট থেকে সুটকেস দুটো নামিয়ে ফেললো।

শুল্ক কর্মকর্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে সে। পাশে নিরাপত্তাকর্মী একে একে তার সুটকেস দুটো খুলে ভেতরের জামাকাপড়গুলো যে তন্নতন্ন ক'রে দেখছে সেদিকে তার খেয়াল নেই বলেই মনে হচ্ছে। কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা ক'রে শুল্ক কর্মকর্তা সেগুলো লম্বা কাউন্টারের শেষে কন্ট্রোলারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কেজিবির লোকটা আরো গুরুত্ব দিয়ে জামাকাপড় ঘেঁটে দেখতে শুরু করলে মিলিয়ে গেলো তার মুখের হাসি। তীব্র, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রতিটি সুটকেসের ভেতরে দেখছে কেজিবি'র লোকটা।

কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলো : "মিঃ আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন? মস্কোতে আপনার কাজ কি?"

লোকটা কেশে বললো : "আমার কাগজপত্রেই তো দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলউয়াইন গার্ডেন সিটির এক্সেলশিয়র প্লাস্টিক কোম্পানির রপ্তানি প্রতিনিধি আমি।"

"হ্যা, তা ঠিক।" নিরাপত্তা কর্মকর্তার বিপর্যস্ত অঙ্গভঙ্গীর দিকে চোখ বুড়বুড় ক'রে তাকিয়ে রইলো লোকটা। "জনাব ওর্টন, গত দু'বছরে আপনি বেশ কয়বার সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছেন, তাই না?"

"তা এসেছি–কিন্তু আগে কখনোই এমন কিছু হয় নি!" লোকটা বিরক্ত নয়, নিছক অবাক হয়েছে। রাশিয়া ভ্রমণে পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ লোক সে। বোঝা যাচ্ছে নিজেকে অমায়িকভাবে তুলে ধরতে চাচ্ছে। তার সাথের জিনিসপত্র নিয়ে যেসব কটুকাটব্য করা হচ্ছে সেগুলো আমলেই নিচ্ছে না।

"আমি দুঃখিত, ভুল হয়েছে," কর্মকর্তা বললো। কেজিবির লোকটা এখন শুল্ক কর্মকর্তার সাথে নিচু স্বরে কথা বলছে। বাদবাকি যাত্রীরা ইতিমধ্যে ফটক পেরিয়ে যাত্রী লাউঞ্জে গিয়ে ভীড় করেছে। তারা কেউ আর এখানে নেই। মিঃ আলেকজান্ডার টমাস ওর্টনের এখন খুব একা লাগছে।

"আমার কাছে সঠিক সব কাগজপত্র আছে, দেখতেই পারছেন," বললো সে। "লন্ডনে আপনাদের সোভিয়েত দূতাবাসের সহ-রাষ্ট্রদূতের স্বাক্ষরও সেখানে রয়েছে।" তার গলার স্বরে হতাশার ভাব ফুঁটে উঠলো। যেনো কার্যত কোনো তামাশার মাঝে তাকে বারবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে অথচ সেটা সে বুঝতে পারছে না। "আপনিই বললেন, আমি এখানে এর আগে কয়েকবার এসেছি, কোনোবারেই তো সমস্যা হয় নি। আমার জিনিসপত্র নিয়ে তার এতো ঘাঁটাঘাটি করার দরকার আছে কি–তিনি কী খুঁজছেন?"

কেজিবির লোকটা এগিয়ে এলে আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন নিজের তৈলাক্ত চুলে হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। রুশ লোকটা দেখতে বিশাল, চ্যাপ্টা মোঙ্গল চেহারা। কর্মকর্তার কাছ থেকে পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়ে খতিয়ে দেখতে লাগলো সে। মনে হলো যথেষ্ট দেখা হয়েছে তার। এরপর ওর্টনের মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো : "মস্কোতে কেন আসেন, মিঃ ওর্টন?"

"আমি একজন ব্যবসায়ী, নির্দিষ্ট ক'রে বললে একজন রপ্তানীকারক।"

"সোভিয়েত ইউনিয়নে কি রপ্তানী করার আশা করেন আপনি? আপনার দেশের কোন্ জিনিস?" রুশ লোকটার কথায় বিদ্রুপের ছোঁয়া। ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাগুলো বললো সে, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা অবাস্তব ঠেকছে, লোকটা তার তৈলাক্ত চুল আবারো ঠিক ক'রে নিলো। তাকে আগের চাইতে বেশি বিহ্বল মনে হচ্ছে এখন, যেনো কোনো তামাশার মধ্যে পড়ে গেছে।

"প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিস, যেমন খেলনা ইত্যাদি।"

"যেসব আগডুম বাগডুম বিক্রি করেন তার কিছু নমুনা দেখাতে পারেন, মিঃ ওর্টন?"

"আগডুম বাগডুম? এই দেখুন!"

"আপনি ইংরেজ, তাই না, মিঃ ওর্টন? আপনার কথা শুনে অবশ্য... ইংরেজদের মতো লাগে না।"

"আমি জন্মসূত্রে কানাডিয়ান।"

"দেখে তো আপনাকে কানাডিয়ান ব'লেও মনে হয় না, মিঃ ওর্টন।"

"যতোটা সম্ভব আমি চেহারায় ইংরেজিয়ানা ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করি যাতে ক'রে বাইরে বেঁচা-বিক্রিতে সুবিধা হয়, এবার বুঝেছেন?" হঠাৎ ক'রে কণ্ঠস্বর প্রশিক্ষণের কথাটা মনে পড়ে গেলো তার। এতো নগন্য কণ্ঠটা তার বাদবাকি কাজগুলোর মধ্যে হাস্যকর বলেই মনে হতো কিন্তু এই ব্যাপারটাই এখন বেশ কাজে দিচ্ছে। মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো সে।

"বুঝলাম না।"

"আপনি আমার লাগেজ তল্লাশী করছেন কেন?"

কেজিবির লোকটা এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলো। "সেটা আপনার জানার কোনোই দরকার নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে আপনি একজন আগন্তুক, সেটা মনে রাখবেন, মিঃ ওর্টন!" নিজের রাগ দেখানোর সর্বশেষ উপায় হিসেবে যেনো ছোটো ট্রানজিস্টার রেডিওটা হাতে নিয়ে ওর্টনের দিকে তাকিয়ে রেডিওর পেছন দিকটা জোরে টেনে খুলে ফেললো সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওর্টন।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে রুশ লোকটা হতাশ হয়েছে। রেডিওর পেছন দিকটা লাগিয়ে দিয়ে বললো, "এটা সাথে নিয়ে ঘোরেন কেন? মস্কোতে বসে আপনার এই রেডিও দিয়ে নিজ দেশের হাস্যকর অনুষ্ঠানগুলো তো শুনতে পারবেন না।" লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেডিও সেট আর পাসপোর্টটা তার দিকে ঠেলে দিলো।

ওগুলো নেবার সময় নিজের হাতের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করলো ওর্টন। এরপর নিচু হয়ে তার হ্যান্ড-গ্রিপটা তুলে নিলো সে। কেজিবি'র লোকটা তার সুটকেস দুটো বন্ধ ক'রে পায়ের কাছে এনে রাখলো। একটার তালা ফেঁটে শার্ট আর মোজা বেরিয়ে ওর্টনের হাঁটুর কাছে পড়ে যেতেই তড়িঘড়ি সেগুলো ধরার চেষ্টা করলো সে। এটা দেখে কেজিবি'র লোকটা মজা করে হাসলো। সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করলো ওর্টন। ভ্রুর উপরে চুল এসে পড়ায় দেখতে তার সমস্যা হচ্ছে, চুলগুলো সরিয়ে চশমাটা ঠিকঠাক করে সুটকেস দুটো দু'পাশে তুলে নিলো, মানসম্মান যতোটা সম্ভব বজায় রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো সে। বিশাল কাঁচের তৈরি দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে এবার খোলা বাতাসের স্বাদ পাবে সেই সাথে পাবে নিস্তার। পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারলো শুল্ক ডেস্কের পেছনে দেয়ালের পাশে কেজিবি'র লোকটা তার সহকর্মীর সাথে শলাপরামর্শ করছে। তার সহকর্মী নিশ্চিতভাবেই তার উর্ধ্বতন কেউ, তার সম্পর্কে খুবই বাজে মনোভাব পোষণ করছে সে। কাস্টম্স আর পাসপোর্ট চেকিংয়ে কেজিবি'র লোকটা তাকে গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করে গেছে।

গান্ট জানে তারা সেকেন্ড চিফ ডিরেক্টরের কর্মকর্তা হয়ে থাকবে, সম্ভবত ৭ম ডিপার্টমেন্টের ১ম সেকশন হবে। তারাই আমেরিকা, ব্রিটেন এবং কানাডার নাগরিকদের ব্যাপারগুলো দেখভাল করে। প্লেন থেকে নামার পর এই প্রথমবারের মতো গান্টের পেটের ব্যাথা কমে এলো। স্বাভাবিকভাবেই ওদের সন্দেহ হয়েছিলো তার অভিব্যক্তির পরিবর্তন দেখে।

যাত্রী লাউঞ্জের প্রধান দরজার বাইরের এসে সুটকেস দুটো হাত থেকে নামিয়ে নিচে রাখলো সে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে এখনও। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের

ভেতরে থেকেও খুব একটা রক্ষা হচ্ছে না। নরম টুপিটা আরো একবার মাথায় চেপে দিয়ে লাইন থেকে একটা ট্যাক্সি ডাকলো ওর্টন।

একটা কালো ট্যাক্সি কাছে এলে যতোটা সম্ভব মিষ্টি ক'রে নিরীহ স্বরে বললো, "হোটেল মস্কোভা।"

ড্রাইভার তার জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সুটকেসগুলো গাড়িতে তুলে ভেতরে ঢুকে ইঞ্জিন স্টার্ট ক'রে বসে রইলো। গান্ট জানে, কেজিবি'র কোনো গাড়ি এসে তাদের পেছনে অবস্থান নেবার জন্য ড্রাইভার অপেক্ষা করছে। কেজিবি'র যে লোকটা তার সাথে তর্জনগর্জন করেছে সে সংকেত দিলে গান্ট সেটা দেখতে পেলো। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে একপাশে ঠেস্ দিলো যাতে করে ড্রাইভারের আয়নায় লম্বা আর চকচকে গাঢ় হলুদ রঙের সিডান গাড়িটা দেখা যায়। ড্রাইভার বিমানবন্দরের বাইরে মটরওয়েতে এসে পড়লো, এই পথ ধরেই মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিশাল, বিখ্যাত লেলিনগ্রাদ অ্যাভিনুতে পৌছানো যাবে। নিজের সিটে ঠিক মতো বসলো সে। খেয়াল রাখলো পেছনের রঙিন কাঁচের জানালা দিয়ে যেনো তাকে দেখা না যায়। গাড়িটা যে তার পিছু নেবে সে কথা তার জানাই ছিলো।

সব দুশ্চিন্তা ঝেঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবলো, আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন প্রথম পরীক্ষার উতরে গেছে। তার শরীর ঘামছে না। ট্যাক্সিতে প্রয়োজনমাফিক হিটার নেই, ভেতরের তাপমাত্রাও তাই কম। তারপরই বুঝতে পারলো, এখনও সে নার্ভাস হয়ে আছে। এই পরীক্ষায় তার পাস করারই দরকার ছিলো। যে ভূমিকায় অভিনয় করছে তার শ্রোতাদের কাছে আগে থেকেই তা পরিচিত। একটু ভুল হলেই সেটা তারা ধরে ফেলবে। নিজেকে পুরোপুরি আড়াল ক'রে ফেলা দরকার। শুধুমাত্র ওর্টনের তৈলাক্ত চুল, চশমা আর দুর্বল চোয়াল সেটা ঢেকে ফেলতে পারবে না, চলাফেরা, গলার স্বর সব কিছুতেই পরিবর্তন আনতে হবে, বিশেষ বিশেষ আফটার শেভক্রিমের যেমন আলাদা গন্ধ থাকে তেমনি তাকে ঘিরেও আলাদা একটা আবহ তৈরি করতে হবে– সন্দেহ আর অসুস্থতার আবহ।

তৃতীয় যে জিনিসটা করনীয় সেটা বোধহয় সবচাইতে কঠিন–তার আচার ব্যবহার আর উচ্চারণে বিশেষ ধরণের আরোপিত, বেমানান ইংরেজিয়ানা নিয়ে আসতে হবে।

যে লোকটি তাকে বিমানবন্দরে জেরা করেছে তার সঠিক কল্পনাশক্তি আর অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিলো। মনে মনে সেজন্য ধন্যবাদ দিলো তাকে। এই সাফল্যের কথা বিবেচনা করে অব্রের উঁচু স্তরের চিন্তাভাবনার স্বীকৃতি দিলো সে। দেখতে ছোটোখাটো, হৃষ্টপুষ্ট ইংরেজ অব্রে, ওর্টন সাজার জন্য গান্টকে প্রয়োজনীয় বেশ ধরতে যাবতীয় চিন্তাভাবনা জুগিয়েছে। যেনো সেই বেশ ধরে

ভালো মানুষের মতো রাশিয়ায় ঢুকে দীর্ঘ সময় কাটানো যায়। প্রায় দু'বছর ধরে গান্টের এখনকার নতুন চেহারার সাথে অনেক মিল আছে এরকম এক লোক শেরেমেতিয়েভোর শুল্ক বিভাগে আনাগোনা করেছে, প্লাস্টিকের খেলনা ইত্যাদি রপ্তানিতে ছোটোখাটো ফড়িয়া হিসেবে কিছুটা সফলতা আছে তার। স্পষ্টতই রেড স্কোয়ারের মতো জায়গাতে এ ধরণের পণ্যের পসার ভালো। এই ব্যাপারটাই দারুণভাবে অব্রের মনে ধরেছিলো।

স্বাভাবিকভাবেই এর বাইরে অন্য ব্যাপারও আছে; আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন একজন কালোবাজারী। বছরখানেক আগে একটা মাদক-চোরাকারবারী লাইনে ওর্টনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা পাওয়া যায়। সে কারণেই কেজিবি'র লোকদের সন্দেহ বেশি মাত্রায় ছিলো। বহু আগে থেকেই সতর্কতার সাথে ওর্টনের উপরে চোখ রাখা হচ্ছিলো কিন্তু এভাবে কখনো তাকে হেনস্তা হতে হয় নি। কেজিবি'র বোকা লোকটা ভেবেছিলো মালপত্রের মধ্যে সে নিশ্চিত কিছু একটা খুঁজে পাবে। তার সন্দেহ প্রশমিত হয় নি ব'লে অপূর্ণ রয়ে গেছে। সেজন্যেই হোটেল পর্যন্ত গান্টকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

ডান দিকের খিমকি রিজার্ভোয়া পেরিয়ে গেলো ট্যাক্সিটা। মেঘের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন আকাশের নিচে বিপুল ধূসর জলরাশিকে শীতল মনে হচ্ছে। শীঘ্রই তারা নগরের সুগঠিত শহুরে অংশে উপস্থিত হলো। গান্ট তার বাম দিকের জানালার পাশ দিয়ে দেখলো ডায়নামো স্টেডিয়ামটা পেছনে ফেলে যাচ্ছে তারা।

গান্ট জানে, অব্রের মন সে জয় করতে পারে নি। সেদিকে তার খেয়ালও ছিলো না। গান্টের যে ভূমিকা তাতে করে অব্রেকে মুগ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্যও তার ছিলো না। তার ভ্রমণ তো কেবল শুরু হলো। এক অধৈর্য হওয়া ছাড়া আর কিছু বোধ হচ্ছে না। একটা ব্যাপারই সে পরোয়া করে।

সে যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্যারেজে কাজ করতো তখন দুপুরের লাঞ্চব্রেকেরর সময় বাকহোলজের সাথে তার দেখা হবার পর থেকেই প্রথমবারের মতো সে অ্যাপাচি গোষ্ঠী নামে পরিচিত ইউএসএআর-এর শান্ত শিষ্ট মিগ-স্কোয়াড্রন ছেড়ে দেয়। এযাবত এই একটা ব্যাপারই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে : ইতিহাসের সবচাইতে সেরা ফাইটারটা সে চালাবে। গান্টের কাছে মনে হয়েছে তার যদি আত্মা বলে কিছু থেকে থাকে—অবশ্য সেটা আছে কিনা সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে—তবে সে আত্মা এই একটা কাজের মধ্যেই প্রোথিত হয়ে আছে। বাকহোলজের কারণে সে আবারো বিমান চালিয়েছে, প্রথমে মিগ-২১, এরপরে ফক্সব্যাট, তারপরই সব ছেড়েছুঁড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো। তবে বাকহোলজ তাকে আবারও খুঁজে বের

করে ফায়ারফক্স নামের আইডিয়াটা সবিস্তারে তাকে জানায়।

ওর্টন সেজে তার অভিনয় করার ব্যাপারটা নিয়ে অব্রে খুব আমোদিত ছিলো–এটার দরকারও ছিলো বলা যায়। সত্যিকার অর্থে এটাকে গান্ট অবশ্য প্রাথমিক একটি কাজ বলেই ভেবেছে। এরফলে ফায়ারফক্স নামের আইডিয়াটার আরো কাছাকাছি পৌছাতে পারবে সে।

গান্ট সবসময় এমন মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী থাকে যে সেটাকে অসুস্থতা বলেই মনে হয়। এই বিশ্বাস তার কখনও হারায় নি। রাতের বেলা দুঃস্বপ্নের ভেতরে, মাদকের নেশায়, হাসপাতালে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় কিংবা নিজের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় যখনই বলা হোক না কেন, এই বিশ্বাসটুকু তার ভেতরে থাকেই। নিজেকে সে একজন বৈমানিক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। বাকহোলজ জানে, গান্ট এরকমই ভাবে, তাই তার এই মনোভাবটাকে সে ব্যবহার করেছে সুকৌশলে। সেও তার দেখা সেরা বৈমানিক হিসেবে গান্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কারণ এই একটা জিনিসই কাজটা উদ্ধার করতে সাহায্য করবে। এটাই একমাত্র উপায়। হয়েছেও তাই। সে আর পালাতে পারে নি। লস্ অ্যাঞ্জেলেসের চাকরিটা ছিলো একটা ছদ্মবেশ। এর আগে তাকে হাসপাতালে সাদা পোশাকে কাজ করতে হয়েছে, সেটাও একটা ছদ্মবেশই ছিলো বলা চলে। সেরা যারা তাদের মাঝেও ভীতি কাজ করে, নিজের কাছে তার প্রত্যাশাও মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে, ব্যর্থতা তার জীবনেও আসতে পারে, সেই থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো সে।

মনে হয় আসল দুঃস্বপ্ন ছিলো সেটাই। গান্টের জগতটা বিপজ্জনক, টানটান স্নায়ুবিক উত্তেজনা, অসংখ্য অভিযান আর এতো বেশি অঘটনে পূর্ণ যে প্রচণ্ড দুঃশ্চিন্তায় তার পুরো সত্তাটাই যেনো হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো।

গান্ট এক হাত দিয়ে ভ্রু মুছলে তার আঙুল ভিঁজে গেলো। নিজেকে দেখে নিলো আয়নায় : তার মুখে অবসাদ, বলতে গেলে প্রায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। এখন ঘামছে। কেজিবি'র সাথে যে নির্বোধ খেলা শুরু হয়েছে সেটা ভেবেই ঘেমে যাচ্ছে ঠিক তা নয়, বরং পালিয়ে যাবার স্মৃতিটা মনে পড়তেই সে ঘেমে উঠছে।

গান্টের পরিবারে সবাই আদারব্যাপারী গোছের। টিনএজ বয়স থেকেই তার বাবা-মা আর ভাইদের উপরে তার ঘৃণা জন্মে যায়। তার ভাই ছিলো ইনসুরেন্সের সেলসম্যান, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে বড় ধরনের ধরা খায় সে। বড় বোনকে ঘৃণা করলেও ভালো না বেসে পারে না। চরিত্রহীন এক মহিলা, চারটা বাচ্চা আর মাতাল এক স্বামী আছে। বিশাল বৈচিত্রহীন নোংরা শহর মিডওয়েস্টের বাসিন্দা তারা। ক্লার্কভিল গান্টের পছন্দ নয়। ক্লার্কভিলে সে

যতোক্ষণ থেকেছে তার বিশাল বিস্তৃত ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। ঐ সময়টায় নিজের কোনো তাৎপর্য সে অনুভব করতে পারে নি।

অনেকদিন হলো ক্লার্কভিল পেছনে ফেলে চলে এসেছে সে। তারপর আর ফেরে নি, তার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, কিংবা বুড়ো বাবার যন্ত্রণা লাঘবের জন্যেও না। একবার তাকে তীব্র ভৎর্সনা করে বারবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার বোন চিঠি লিখেছিলো। তার জবাব সে দেয় নি। সায়গনে তার ঠিকানায় এসেছিলো চিঠিটা। ক্লার্কভিল থেকে গান্ট পালিয়ে আসে নি। যখন যেখানেই সে যাক না কেন, ক্লার্কভিল তার সাথে সাথেই থাকে। ঐ শহরটার ছাপ থাকে তার চরিত্রে।

কালো ট্রাউজারের পায়ের দিকটা দিয়ে হাতে ঘাম মুছলো সে। চোখ বুজে অতীতের কথা না ভাবার চেষ্টা করলো। মনে মনে ভাবলো, ওটা ছিলো নিতান্তই কোনো স্বপ্ন। সেই অভিশপ্ত স্বপ্ন থেকেই এসবের সূচনা হয়েছে। সেই স্বপ্ন আর অব্রের অনুপ্রেরণামূলক কথাবার্তায় গর্বিত হয়েই এসবে নিজেকে জড়িয়েছে। প্লাস্টিকের আসনটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ধরলো গান্ট। ছোটো শিশুর মতোই তার ইচ্ছে করছে সবাইকে দেখিয়ে দিতে। সে কি পারে সেটা দেখিয়ে দিতে চাচ্ছে, ক্লার্কভিল নামের মরা মানুষের সেই শহরটাতে থাকার সময়ও সে এরকম দেখাতে চাইতো। তবে অব্রেকে নিজের বাহাদুরি দেখাতে হলে একটা কাজই করতে হবে : হাইজ্যাক ক'রে নিয়ে আসতে হবে ফায়ারফক্স নামের অ্যারোপ্লেনটাকে।

কন্টার্স্কি টেলিফোনেই ছিলো। এই এক্সটেনশনের মাধ্যমে সে শিল্প-নিরাপত্তা সেকশনে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যুক্ত থাকে। এই সেকশনটি সেকেন্ড চিফ ডিরেক্টরেটের অধীনে। এর 'এম' ডিপার্টমেন্টটা ছোটো হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাটুর উপরে স্ক্রিপ্ট খুলে প্রম্পটার যেভাবে অভিনেতাকে অনুসরণ করে ঠিক সেভাবে দিমিত্রি প্রিয়াবিন তার চিফকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করলো। এর আগে কন্টার্স্কিকে দেখে যেমন মনে হয়েছিলো তার চাইতে এখন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে ব'লে মনে হয়।

এরইমধ্যে বিলিয়ার্স্কে থেকে কেজিবি সার্বক্ষণিক প্রতিবেদন সে পেয়ে গেছে। সেই সাথে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন বিভাগের তদারকি কার্যক্রম। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় বিলিয়ার্স্কে রহস্যজনক কারো আগমন ঘটে

না। শুধু বার্তাবাহক ঢেরকভ ছোটো শহরটা ছেড়ে চলে গেছে। মস্কো থেকে ফিরে আসার পরে তার মুদি দোকানের জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার ভ্যান তন্নতন্ন ক'রে তল্লাশী করা হয়েছে। যতো যানবাহন শহরে ঢুকবে তাদের সবগুলো আগাগোড়া তল্লাশী করার নির্দেশ দিয়েছে কন্টার্স্কি, সেই সাথে কারখানায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে যেসব লোকজন যাবে তাদেরও ভালোমতো তল্লাশী করতে হবে। বেষ্টনীর আশেপাশে কুকুর দিয়ে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। বিমান রাখবার জায়গায় সশস্ত্র প্রহরা বাড়ানো হয়েছে তিনগুন।

এই কাজগুলো করা হয়ে গেলে কন্টার্স্কি এবং প্রিয়াবিন উভয়েই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। ওই রাতেই বিমানে ক'রে বিলিয়ার্স্কে যাওয়ার কথা প্রিয়াবিনের। সেখানে গিয়েই নিরাপত্তা ফোর্সের দায়িত্ব বুঝে নেবে সে। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই বিলিয়ার্স্ক সিল করে দেয়া হবে। কন্টার্স্কি ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং তার পার্টির সাথে কোথাও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই অকুস্থলে পৌছে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছা ছিলো তার, তাই সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হলো। বিমানে উড়াল দেওয়ার আগে আন্ডারগ্রাউন্ড দলের লোকদের গ্রেফতার করা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। তারপর ফার্স্ট সেক্রেটারি যখন পৌছাবেন ততোক্ষণে হয়তো তাদেরকে জেরা করা শুরু করে দেবে তারা। হিসেব ক'রে দেখলো, এভাবেই ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং তাদের ভ্রমণদলের অন্যতম সদস্য আন্দ্রোপভের নেক নজর পাওয়া সম্ভব। প্রিয়াবিন আর কন্টার্স্কি ধারণা করছে, জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে তারা পরিপূর্ণ তুষ্ট হতে পারবে। বারানোভিচ, ক্রেশিন, সেমেলভস্কি, ঢেরকভ এবং তার স্ত্রী যে একটি মেকি নিরাপত্তার ভেতর বাস করছে সেটা তিরোহিত হবে কেজিবির নির্দয় সূক্ষ্ম কলাকৌশল আর নাটকীয় দক্ষতায় সবাইকে তুলে আনার মধ্য দিয়ে।

কন্টার্স্কি টেলিফোন রিসিভারটা রেখে দিয়ে গালভরা হাসি এঁটে তার সহকারী এবং অফিসে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকালো। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে বিলিয়ার্স্কে কেজিবি'র সহকারী নিরাপত্তা প্রধান ভিক্টর লানিয়েভ। বিলিয়ার্স্কের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সারনিকের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে কন্টার্স্কির নিরাপত্তা দ্বিগুন করার জন্য লানিয়েভকে বিমানে ক'রে আগেভাগে মস্কো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে তিনজন লোককে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে, তাদের গতিবিধি এবং যাদের সাথে তাদের যোগাযোগ হয় তাদের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখা লানিয়েভের ডায়েরি কন্টার্স্কিকে পড়ে শোনানো হলে স্বস্তি বোধ করে আশান্বিত হলো। এই যাত্রাপথের সফল সমাপ্তি যেনো আগেভাগেই দেখতে পাচ্ছে সে।

বিলিয়ার্স্কে নিরাপত্তা আয়োজন কিছুটা ধ্রুপদী, পুরোপুরিই শৈল্পিক। কল্পনাতীতভাবে অতিমাত্রায় বিধ্বংসী ব্যবস্থা। বিভিন্ন স্তরের কেজিবি কর্মকর্তারা এবং আবাসিক সেকেন্ড ডিরেক্টরেট থেকে তাদের নির্বাচিত স্কোয়াড সেখানে আছে। সহায়তা দেওয়ার জন্য সেখানে সোভিয়েত সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী জিআরইউ-এর লোকজনও রয়েছে। তারা বিমানবন্দর এবং শহরে টহলদারির দায়িত্ব পালন করে। তৃতীয়ত, সেখানে আছে কেজিবি'র 'আনঅফিশিয়াল' সদস্য, ইনফর্মার আর সাধারণ পোশাকের গোয়েন্দা, তারা গবেষণা ও উন্নয়ন দলের সবচেয়ে কাছের লোক। তিনটি গ্রুপই চারজন পুরুষ আর একজন নারীর উপরে তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ক'রে রেখেছে।

আগেভাগেই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অভিনন্দন পেয়ে কন্টার্স্কি এখন আনন্দে গদগদ। ছেলেমি ভাব ফুঁটে উঠেছে তার অভিব্যক্তিতে। কিছুক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুল উঁচিয়ে সে বললো : "বন্ধুরা, আমরা দ্বিগুন নিশ্চিত হতে চাই, একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনো ঝুঁকি আমরা নেবো না। কাজেই আমার পরামর্শ হচ্ছে, পঞ্চম চিফ ডিরেক্টোরেট থেকে একটা ছোটো সেনাদল নেবো আমরা। এই ডিরোক্টোরেট তাদের অন্যতম সিকিউরিটি সাপোর্ট ইউনিট। আমাদের এই প্রস্তাবের সাথে আপনারা কি একমত?"

লানিয়েভ অকুস্থলেই আছে। কিছুটা অপমানিত বোধ ক'রে বললো, "কমরেড কর্নেল, তার কোনো দরকার পড়বে না।"

"আমি বলছি অবশ্যই দরকার আছে!" কন্টার্স্কির চোখে যেনো আগুন জ্বলে উঠলো। আদেশ করে বললো, "বিলিয়ার্স্কে কোনো ভুল হওয়া চলবে না, এরকম কিছু যেনো না হয় তার পুরোপুরি নিশ্চয়তা আমরা চাই। আপনি কি দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই?"

লানিয়েভের দিকে তাকিয়ে কন্টার্স্কি হাসলো। মধ্যবয়সী লোক সে। তার পক্ষে কেজিবি'র সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াটা বিশাল ব্যাপার।

চোখ নামিয়ে মাথা নাড়লো লোকটা। "না, কমরেড কর্নেল, সেটা করতে পারবো না," শান্তভাবে বললো সে।

"স্বাভাবিক, না পারারই কথা, আর আমরাও বলছি না আপনাকে পারতেই হবে," ভিক্টর আলেক্সোভিচ দুই অধস্তন কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। কন্টার্স্কির মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তনটা বুঝতে পারলো প্রিয়াবিন। মাঝে মাঝে তার চিফ ম্যানিক ডিপ্রেসিভ আচরণ শুরু করে তাকে অবাক করে দেয়। বিগত দিনের সন্দেহগুলো এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। সেদিনের সেই ভীত লোকটার মুখোমুখি যদি হতো তাহলে কন্টার্স্কি নিজেও তাকে চিনতে পারতো না।

"কতো জন লোক, কর্নেল?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"তা প্রায় একশ' হবে। একশ' না হয়ে যায় না।"

"আমরা তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি। তাদের পরিকল্পনামতো তারা যখন কাজ করবে সে সময় তাদের ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে এটাই তো ভালো।"

লানিয়েভ মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো, "কমরেড সারনিক বিশ্বাস করেন না এরকম কোনো পরিকল্পনা করা হয়েছে।"

"উমমম। সম্ভবত করা হয় নি। কিন্তু আমাদের কাজের ধরণটা এমন হবে যে, তারা পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে অন্তর্ঘাতমূলক একটা কিছু করতে চাইছে–কোনো একটা ক্ষেপণাস্ত্রে হয়তো সমস্যা, নয়তো কামানে সমস্যা, কিংবা মাঝ আকাশে কোনো বিস্ফোরণ, এগুলো আপনাদের কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। মিগ-৩১'এর উৎপাদন স্থগিত রাখা হবে, হয়তো পুণর্বিবেচনাও করা হবে। হয় এর যেকোনো একটা ঘটবে, নয়তো আমাদের সবাইকে কালকের বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে।"

কন্টার্স্কি এখনও মৃদু হাসছে। এক মুহূর্ত ভ্রূকুটি ক'রে সন্দেহ ঝেঁড়ে ফেললো। এখন সে ভয়ের মুখোমুখি হতে পারবে না, কারণ ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনাই তার চোখে পড়ছে না। নিছক কয়েকজনের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই তার আস্থা ফিরে এসেছে। বিলিয়ার্স্কে প্রায় দুশ' লোক থাকবে–ইনফর্মাররা বাদে।

"রাজনৈতিক নিরাপত্তা সার্ভিসের কাছে আমি জানতে চাইবো, যে দু'জন ইনফর্মার আমাদের দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কে বেশি নির্ভরযোগ্য," কন্টার্স্কি হরবর ক'রে বলে চললো, "তাদের কোনো প্রয়োজন আমাদের হওয়ার কথা নয় কিন্তু তারা কারখানা এলাকার ভেতরেই থাকবে, কাজেই ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদেরও কাছে থাকবে তারা, ভিক্টর, আলেক্সোভিচ, আপনার আদেশে তারা সশস্ত্র থাকবে।" লানিয়েভ মাথা নাড়লো। "তাদের সাথে কমিউনিস্টদেরও দেয়া হবে। উড্ডয়নের আগে অ্যারোপ্লেন যখন সশস্ত্র করা হবে তখন আমাদের তিন বিশ্বাসঘাতক কোথায় থাকবে?"

লানিয়েভ সামনে রাখা নোটের দিকে চোখ বোলালো। "কমরেড কর্নেল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তিনজনই হ্যাঙ্গারের ভেতরে থাকবে।"

"হ্যা, আসলে অন্য সময়ের চাইতে তিনগুন বেশি বিপজ্জনক, বিস্তারিত খুলে বলুন তো।"

"কমরেড কর্নেল, আপনার জানা আছে, বারোনোভিচ নিজেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাজ করেছে।"

"রাতে এরোপ্লন উড়াল দেওয়ার আগপর্যন্ত সে কি কাজ করবে?"

"হ্যা, কমরেড কর্নেল।"

"তার জায়গায় আর কাউকে আনা যাবে না?"

"সম্ভবত না।"

"আচ্ছা! বাকিদের খবর কি?"

"কমরেড কর্নেল, ক্রেশিন এবং সেমেলোভস্কি খুবই বিখ্যাত মেকানিক," লানিয়েভ বললো। "জ্বালানি ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্র প্রস্তুত করার কাজ তাদের। রিয়ারওয়ার্ড ডিফেন্স পডেও তারা কাজ করবে। সিস্টেমগুলো তারাই সবচেয়ে ভালো বোঝে, তাদের জায়গায় অন্য কাউকে আনাটা অসম্ভব।"

"তাদেরকে নজরদারির মধ্যে রাখা যাবে না?"

"খুব কড়া নজরদারিতেই রাখা যাবে। আমাদের ইনফর্মাররা সারা রাত তাদের আশেপাশেই ঘুরঘুর করবে।"

"কোনো অন্তর্ঘাতের চেষ্টা হচ্ছে, এমন কিছু শনাক্ত করার মতো সামর্থ্য যতোক্ষণ তাদের আছে ততোক্ষণই ভরসা।"

"তাদের সে সক্ষমতা আছে, কমরেড কর্নেল।"

"ভালো। সেক্ষেত্রে আপনার কথাই মেনে নিলাম। ঢেরকভ স্বভাবতই বাড়িতে তার মোটকি বউয়ের সাথে ঘুমিয়ে থাকবে," কন্টার্স্কি হাসলো। "জেন্টেলমেন, এবার তাহলে পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলতে পারি? আমাদের জিআরইউ সহকর্মীরা বিলিয়ার্স্কের চারপাশে দুর্ভেদ্য বেষ্টনী গড়ে তুলবে, যে নিরাপত্তা সহায়তা ইউনিট আমরা ধার ক'রে আনছি তারা কালই এসে পৌছাবে। তারা চারপাশের বেষ্টনি, বিমানবন্দর, কারখানা এবং শহরের সীমানা অঞ্চলে যেসব প্রহরী থাকবে তাদের সহায়তা করবে। আমাদের তিন ভিন্নমতাবলম্বী, বিশেষ করে বারানোভিচকে পর্যবেক্ষণ করা হবে খুব কাছ থেকে। দিমিত্রি, আমার কথায় কোনো কিছু বাদ পড়েছে কি?"

"সবকিছু এখানে নোট করা আছে," প্রিয়াবিন বললো।

মাথার উপরে হাত রেখে ডেস্কের পেছনে শরীরটা সটান ক'রে দিলো কন্টার্স্কি। তার যে হাসিতে প্রিয়াবিন বিরক্ত হয়েছিলো এখনও সেটা তার মুখে লেগে রয়েছে। তার গলার ইউনিফর্মের কলার খোলা, তার ভেতর দিয়ে তার উদ্ধত কণ্ঠমনি এবং পাতলা পাখির মতোন গলা, তুর্কীদের মতোন টানটান অথচ আলগা ত্বক দেখা যাচ্ছে...মন থেকে সমস্ত বিরক্তি মুছে ফেললো প্রিয়াবিন।

"মনে হয় অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এই চেইন মস্কোতে গিয়ে কোথায় শেষ হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে, তবে সেটা আজ রাতে নয়। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার পথ দূরেও যদি তারা চলে যায় তাহলেও

ল্যানসিং ব্যাপারটা জেনে বিলিয়ার্স্কে আমাদের বন্ধুদের সতর্ক ক'রে দেবে। না! আগামীকাল হলেও চলবে, তাহলেও তারা কি জানে সেটা খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে! এ ব্যাপারটা কি তুমিই দেখভাল করবে, দিমিত্রি?"

"হ্যা, কর্নেল, যে গুদামঘরকে তারা কভার হিসেবে ব্যবহার করে সেটাকে আজ রাত থেকে নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করবো। আপনার আদেশ পেলেই আমরা এগোবো।"

"ভালো। আগামীকাল আমি নিজে বিলিয়ার্স্ক যাবো, তার আগেই আমি দেখতে চাই এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। দিমিত্রি, গুদামঘরে নজরদারি করার জন্য সেভেন্থ ডিরেক্টোরেটকে জানিয়ে দাও। আমাদের খুব বেশি সংখ্যক লোককে কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখার দরকার নেই, লোকজনকে দেখে রাখাই তাদের কাজ। আমি বললে পরে তাদের জায়গায় আমাদের দলকে বসানো যাবে।"

"খুব ভালো ব্যবস্থা, কর্নেল।"

"খুব ভালো? হ্যা, দিমিত্রি, আমারও মনে হচ্ছে খুব ভালোই হবে!" কন্টার্স্কি হাসলে প্রিয়াবিন দেখতে পেলো তুর্কীদের মতো তার গলার কণ্ঠমণি উঠানামা করছে। তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাত্রাতিরিক্ত আস্থাকে সে পছন্দ করছে না। লোকটার মেজাজ বিগড়ে গেলে প্রিয়াবিন যতোটুকু ভয় পায় এই ঘৃণা তারচেয়েও বেশি।

মস্কোভা হোটেলের বিপরীতে সুবিধাজনক একটি পার্কিংপ্লেসে কালো সিডানটা রাখা আছে। হোটেলের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে গান্ট আল্‌তো ক'রে পকেটে হাত বুলালো, যেনো নিশ্চিত হতে চাইছে কাগজপত্রগুলো এখনও পকেটেই আছে। দেখলো, সিডানের ভেতরে বসা লোক দুটো তাকে অনুসরণের উদ্দেশ্যে গাড়ির ভেতর থেকে বের হয় নি। একজন একটা খবরের কাগজে মন দিয়েছে, আরেকজন এইমাত্র সিগারেট ধরালো। তারা কিছুই করছে না দেখে সতর্ক হয়ে গেলো গান্ট। ডেস্কে সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে হোটেলের বিশাল বিশ্রামকক্ষে চোখ বুলাতে লাগলো সে। যে লোকটা তার পরিচয় উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে সহসাই তাকে চোখে পড়ে গেলো। শেরেমেতেইভো থেকে ঝিরজিনস্কি স্ট্রিটে তার ছবিটা নিশ্চয়ই ওয়্যারপ্রিন্ট মারফত পাঠানো হয়ে গেছে।

অব্‌রে তাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলো কি হতে পারে। নতুবা

যেরকম লুকিয়ে লুকিয়ে নাছোরবান্দার মতো তার পিছু লাগা হয়েছে, সে দম আঁটকে মরেই যেতো। সম্ভাব্য 'অর্থনৈতিক অপরাধী' হিসেবে তাকে নিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের তোড়জোড় এখন আর নেই, তারপরও পাকস্থলির গহ্বরে যেনো পানি জমে যাওয়ার মতো কষ্ট অনুভব হচ্ছে তার।

যে লোকটা গাড়িতে বসে তার উপরে নজরদারি করছে তার হাতে এক কপি *প্রাভদা*, ফলে মুখটা আড়াল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো দিকেই তার খেয়াল নেই। কেন্দ্রীয় বিশ্রামকক্ষের আংশিক ঘেরা একটি এক্সটেনশন এরিয়ায় বসে আছে আয়েশ করে, তার ওভারকোটটা একটা চেয়ারের উপর রাখা। গান্ট যদি মস্কোভা হোটেল ছেড়ে যায় তবে সেও তার পিছু নেবে। সম্ভবত এরইমধ্যে বাইরের ঘরটাতে একজন লোক বদল হয়েছে। খবরের কাগজ সামনে নিয়ে পড়ছে যে লোকটা তার মতো সেও কেজিবি'র একই ডিরেক্টোরের অধীনে কাজ করে।

নিজের ঘরে ঢুকে গান্ট তার পরিস্কার কাঁচের চশমা খুলে ইচ্ছে করেই চুলগুলো একটু উসকোখুসকো করে গলাবন্ধটা খুলে ফেললো। মনে হলো আঁটসাঁট কোনো প্যান্ট শরীর থেকে খুলে ফেলে মুক্তি পেলো সে। সুটকেস খুলে জুতো জোড়া বের করলো। এই ঘরটাকে একটা ছোটো সুট বলা যায়। লম্বা জানালাগুলো রেড স্কয়ারের বিশাল প্রান্তরের দিকে মুখ করা; প্রচণ্ড হাওয়া বইছে সেখানে।

জানালার দিকে গান্ট আমল দিলো না। ঘরটার একটা কোণে রাখা পানীয়ের ট্রলি থেকে স্কচ নিয়ে একটা নিচু সোফায় পা তুলে বসে নিজেকে এলিয়ে দিলো সে। বুঝতে পারছে, যে উদাসীনতার ভাব দেখানোর চেষ্টা করছে তাতে কাজ হবে না। এই বিপুল নিরাপত্তার হোটেল কক্ষে থাকলেও তার রেহাই নেই। তাকে বলে দেওয়া হয়েছে সে যেনো ঘরের ভেতরে আঁড়িপাতার যন্ত্র খুঁজে না বেড়ায় যেহেতু ঘরের দ্বিমুখী আয়না দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

এক পাশের দেওয়ালে লাগানো বিশাল আয়নাটার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলো সে। কেজিবির নজরদারি সম্মোহনী প্রভাব টের পাওয়া শুরু করছে, মনের জোরে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কল্পনা করতে হবে, একটা কার্ডের উপরে নগ্ন, বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে সেঁটে রাখা হয়েছে, আর উজ্জ্বল সাদা আলোকরশ্মি এসে পড়ছে তার উপর। নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠলো সে, তারপর চুমুক দিলো ঠাণ্ডা স্কচে। ওর্টনের মুখোশ ধরার জন্য এই পানীয় খাওয়ার অভ্যাস তাকে করতে হয়েছে। তার গলা, পেট যেনো উষ্ণ হয়ে গেলো। অনেকগুলো চোখ তার উপরে নিবদ্ধ এখন।

রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ফায়ারফক্স-এর উড্ডয়নের সময়গুলো, ফক্সব্যাটের প্রশিক্ষণ, কিংবা বিলিয়ার্স্কে বারানোভিচ নামের লোকটার দেওয়া ছবি আর বর্ণনা থেকে তৈরি করা সিমুলেটর, এসব বিষয়গুলো নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা সত্যিই কঠিন। তাই এরকম চিন্তাভাবনাগুলো একপাশে ঠেলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

নিরুদ্বেগ নিষ্ক্রিয়তায় তলিয়ে গেলো গান্ট। জেগে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বারো তলা থেকে নিচের রেড স্কোয়ারের দিকে তাকালো। সোজা নিচে যে গাড়িবহর পার্ক ক'রে রাখা আছে সেদিকে তার কোনো আগ্রহ নেই, আকাশের শেষ বিকেলের ঘণায়মান বিষন্নতার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলো স্কোয়ার বরাবর হিস্ট্রি মিউজিয়ামের উপর দিয়ে ক্রেমলিনের চূড়া আর গম্বুজরগুলোর দিকে। লেনিন সমাধিস্তম্ভের ব্রোঞ্জ দরজার সামনে প্রহরীদের দেখতে পেলো সে। GUM-এর ধূসর সৌধের কাঁচের দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে ছোটোছোটো যে মানুষগুলো তাদেরও দেখতে পেলো এতো উঁচু থেকে। স্কোয়ারের দূরপ্রান্তে বিশাল, বিস্ময়কর সেন্ট বাসিল ক্যাথেড্রালকে দেখে জমকালো আর অধার্মিক বলেই মনে হয়। তার চোখজোড়া ফাঁকা রেড স্কয়ারের উপরে ঘুরে বেড়ালো, যে জায়গাটা খুব কম মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরো এক ঢোক স্কচ গিলে ফেললো সে। কিন্তু এবার আর নিজেকে উষ্ণ মনে হলো না। একটু পরেই ক্রাসনোখলমস্কির নিকটে মস্কোভার বাঁধের কাছে তিন জন লোকের সাথে তার দেখা হবে, সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন গান্ট। ডিনারের পরপরই হোটেল ছেড়ে পর্যটক হিসেবে বেরিয়ে পড়বে, কেউ তাকে পিছু নিলেও তাতে কিছু এসে যায় না। একটা ব্যাপারই কেবল খেয়াল রাখতে হবে, সাড়ে দশটায় তার পৌছানো চাই-ই চাই। মনে ক'রে হ্যাট আর ওভারকোটটা সাথে নিতে হবে। না, পরার জন্যেই নিতে হবে আর সেই সাথে ট্রানজিস্টর রেডিওটাও। তার মানে, সে আর এই হোটেলে ফিরে আসছে না, বিলিয়ার্স্কে তার যাত্রার সূচনা হবে এভাবেই।

হোটেলের খাবারকক্ষে ডিনার সেরে আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন সেই রাতে দশটার একটু আগেভাগে মস্কোভা হোটেলের বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো। যতোক্ষণ খাচ্ছিলো তার উপর নজর রাখছিলো কেজিবি সার্ভিলেন্স ডিরেক্টোরের এক লোক। ছোটোখাটো মোটা লোকটা একাই একটা টেবিলে বসে ডিনার সেরেছে। এমন জায়গায় সে বসেছে যেনো বিশাল কক্ষের সবাইকে দেখতে পায়। পানশালাতেও লোকটা তাকে অনুসরণ করেছে। সামনের টেবিলে বিরাট এক ভদকার বোতল নিয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছিলো সে। গান্টের সন্দেহ

ছিলো খাবার খাওয়ার সময় তার কক্ষ তন্নতন্ন ক'রে তল্লাশি করা হবে। সে কারণেই তার ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিওটা কোটের পকেটে রাখা আছে। ডিনারের সময় কোটটা এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রেখেছে যেনো সে এটা দেখতে পায় আর অন্যেরাও যেনো বুঝতে পারে সে এটা দেখতে পাচ্ছে। কোটের পকেটে কোনো তল্লাশী চালানো হয় নি।

ডিনারের পুরো সময়টা ধরে সে *ন্যাজেল গাইড টু মস্কো* বইটা পড়েছে। বইটার সাথে একটা বড় সাইজের মানচিত্র ভাঁজ করে দেয়া আছে। খাওয়া শেষে ফলাহারের সময় ইচ্ছে করেই মানচিত্রটা টেবিলের চাদরের উপরে লোক দেখানোর মতো ক'রে ভাঁজ ক'রে রাখে। পানশালায় যতোক্ষণ ছিলো মানচিত্র আর বিভিন্ন বিষয় পড়েছে। সেখান থেকে বের হওয়ার প্রায় সাথেই সাথেই তার পিছু নেওয়া হলো আবার।

হোটেল ছেড়ে রেডস্কয়ারে নেমে আসার সময়ে ছোটোখাটো মোটা লোকটি প্রকাশ্যে একটা সিগারেট ধরালে অন্ধকারে তার গ্যাস লাইটারটা জ্বলে উঠলো। সংকেত দেয়া হলো আর কি! গান্ট অবশ্য খেয়াল করে নি তবে সেদিন বিকেলে গাড়িটা যেখানে পার্ক করা ছিলো সেখান থেকে এক লোক বেরিয়ে এলে সেটা তার দৃষ্টি এড়ালো না। ভাবলো, মাত্র একজন লোক আছে এখানে আর তার পেছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে আরেকজন মোটা লোক। তার মানে দু'জন।

অন্ধকারে জ্বলে উঠলো গাড়ির হেডলাইট। ইঞ্জিনের সাথে সাথে সেগুলোও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তারপর ইঞ্জিনের গর্জন শুরু হলে সেগুলোও পুরোপুরি জ্বলে উঠলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত নীরব ছিলো পরিবেশটা। গান্ট কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো, তাকে হয়তো এখনই গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু সেরকম কিছু করা হচ্ছে না। তবে ব্যাপারটা চেক করার জন্য একটু থামলো সে, এমন ভাব করলো যেনো স্কয়ার থেকে ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা আসার কারণে কোটের কলারটা একটু উঁচু ক'রে নিচ্ছে। বেঢপ সাইজের নরম টুপিটা মাথায় ধরে রাখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে রইলো সে।

মানেঝনায়া স্কয়ার থেকে বেরিয়ে এসে রেডস্কয়ারে ঢোকার জন্য বাম দিকের চত্বর ধরে এগিয়ে গেলো গান্ট। GUM-এর বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে এই পথটা। স্কয়ারে অসংখ্য মস্কোবাসী আছে–লেনিনের সমাধি সৌধের বাইরে মানুষের দীর্ঘ লাইন এখন আর নেই, বড় বড় বিপনীবিতানের কাঁচের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখছে লোকজন। তাদের শীতল চেহারা বিদ্যুৎ চমকের সাদা আলোয় বার বার জ্বলে উঠছে। কেউ গান্টের পিছু নিয়েছে কিনা সেদিকে কোনো খেয়াল নেই তার, সে জানে তারা তার সাথে

সাথেই থাকবে। তার নাগাল হারালেই দেওয়া হবে কোনো সাধারণ সংকেত, তারপরই তাকে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। এটা সে একেবারেই চাচ্ছে না। এই লোকগুলোকে তার কাছাকাছিই থাকতে হবে। কিছুটা সময় তাই GUM-এর ফ্যাশন ডিসপ্লে দেখেই কাটালো। পশ্চিমা ফ্যাশনের অনুকরণে অল্প-বিস্তর জিনিসপত্র এখানে রাখা আছে। ধূসর রঙের GUM বিপনিই হচ্ছে দুনিয়ার বৃহত্তম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। রেডস্কয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো। ধীর পায়ে হাটতে হাটতে তার ভেতর দিয়েই ক্রেমলিনের টাওয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে।

মস্কোভা নদী এবং মস্কোভোরেট্স্কি সেতুর কাছে যখন পৌছালো তখন একেবারে হিম হয়ে গেলো গান্ট। টুপিটা তার মাথায় লেগে আছে, আর হাত দুটো পকেটের মধ্যে ঢোকানো। নির্দিষ্ট কোথাও যেতে ইচ্ছুক সেটা অবশ্য তাকে দেখে মনে হচ্ছে না। আবার ল্যাম্পের আলোয় মস্কোর আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখার জন্য বেরিয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না। বরফ শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথার টুপিটা ধরে রেখেছে সে। সেতুর কিণার ঘেষা ছোটো পাঁচিলের উপর দিয়ে নিচে নদীর বুকে তাকিয়ে রইলো। ল্যাম্পের আলোয় নীচের জলরাশি কৃষ্ণবর্ণের দেখাচ্ছে। সেখানে খেলা করছে বাতাসে ছোটো ছোটো ঢেউ। দূরে, পেছনে কেউ একজন থামলো ব'লে স্পষ্ট বোঝা গেলো। বাতাসের ঝাপটায় লোকজন দ্রুত এগিয়ে চলছে। সেখানে হঠাৎ ক'রে কেউ থেমে গেলে আঁচ করতে পারারই কথা। গান্ট মনে মনে হাসলো।

নদীর দিকে পেছন ফিরে গলার চারপাশে কলারটা শক্ত করে বেঁধে নিলো। সেতুর উপর দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেদিকে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলো গাড়িটা থেমে পড়েছে। হেডলাইটগুলো নেভানো। মনে হচ্ছে যেনো কেউ তাতে নেই। সড়কের বাতি থেকে বেশ দূরে পার্ক ক'রে রাখা হয়েছে সেটা। কিছুটা সামনে রাস্তায় অন্যপাশে সেতুতে ঠেঁস দিয়ে দ্বিতীয় আরেকজন পথচারী দাঁড়িয়ে আছে।

গান্ট হাটতে শুরু করলো। তাকে আগেভাগেই সব বলে দেওয়া হয়েছে। বাকহোল্‌জের অধীনে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে তাকে শেখানো হয়েছে পিছু নেওয়া লোকজনকে কিভাবে শনাক্ত করতে হয়। তারপরও যেনো দুশ্চিন্তার একটা ছোটো গ্রন্থি তার পাকস্থলিতে জট পাকাতে শুরু করলো। ক্রাসনোখলমস্কি সেতুতে পৌছালে কী হবে তা তার জানা নেই। কিন্তু তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার পিছু নেওয়া লোককে সে যেনো হারিয়ে না ফেলে। গতকাল রাতে লন্ডনে সিগারেটের ধোঁয়াভর্তি কক্ষে বসে বসে অব্‌রে এই ব্যাপারটাই পরিস্কার ক'রে বলে দিয়েছে তাকে, কেজিবি'কে নিজের সঙ্গেই রাখতে হবে।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বাঁধে নেমে ড্রেইনেজ ক্যানাল পার হলো সে। ক্যানালটা মস্কোভা নদীর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে ওজারকোভস্কায়া জেটির দিকে চলে গেছে। এবারে একটু থেমে অসুস্থ হবার ভান করতে চাইলো। বুঝতে পারলো যে কৃত্রিম শান্ত ভাবটা এতোক্ষণ ধরে রেখেছে এখন আর সেটা নেই। নিজেকে আর বোঝাতে পারছে না যে, পুরো ব্যাপারটার একটা বিরক্তির সূচনা মাত্র। এবার একেবারেই আসল ঘটনার মুখোমুখি সে। সেতুর কারণে ঠাণ্ডা আর ঝড়ো হাওয়ার প্রকোপ একটু কমেছে। তার পিছু নেওয়া লোকটার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে এখন। মৃদু খটখট শব্দ, নিশ্চিত-ধীর পদক্ষেপ। পেছনে চল্লিশ গজের মতো দূরত্বে বাঁধের সিঁড়ি ধরে এগুচ্ছে সে। ভয় লাগছে তার। পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে ভেতরের জিনিসগুলো স্পর্শ করলো।

গাড়িটা আর তার আরোহীদের কথা ভাবতে লাগলো সে। কয়জন আছে দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতে পারবে না। বিরক্ত হয়েই আঁচ করলো, তিন-চারজন লোক এখন তার পেছনে আছে। বুঝতে পারলো গাড়িটা ওজারকোভস্কায়া জেটির দিকে গিয়ে থামবে এবং আবার কখন রাস্তা ধরে অপেক্ষায় থাকবে তারা।

অস্টিন্‌স্কি সেতু পার হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো। দশটা বেজে বিশ মিনিট। পরবর্তী সেতুটাতে পৌছাতে তার দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। সেখানেই তার সাথে দেখা হবে! দেখা হবে...কাদের সাথে? সেতুর ছায়ায় অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। সাডোভিস্কোয়া বাঁধটা প্রায় নির্জন। শুধু দু'য়েকটা জুটি ধীরপায়ে হাত ধরাধরি করে তার দিকে আসছে। মনে হচ্ছে শহরের কেন্দ্রের বহু মাইল দূর হতে খালের পাশ দিয়ে হেলেদুলে আসছে তারা।

তিন চারবার গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো সে। প্রথমবার বিমান চালাতে গিয়ে হেলমেটটা মাথায় চাপিয়ে, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকিয়ে এমনভাবেই দম নিয়েছিলো। নিজ হাতে বিমান চালানোর সেই স্মৃতি মনে পড়তেই যেনো শান্ত হয়ে এলো মনটা। সেই সময় একটা জিনিসই তাকে মনে রাখতে হয়েছিলো, যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেই কাজে খুবই দক্ষ একজন লোক সে। আর সেই কাজটা হচ্ছে বিমান চালনা। এ কথাটা মনে রাখলে আজও ভালোমতো কাজ করতে পারবে। তার পেছনের পায়ের আওয়াজ থেমে গেলো। লোকগুলো অপেক্ষা করছে কখন আবার জোর পায়ে হাটতে শুরু করবে সে।

আবার হাটতে লাগলো গান্ট। এক তরুণ জুটিকে অতিক্রম ক'রে গেলো সে। নিজেদের মাঝে মগ্ন তারা। তার দিকে ফিরেও তাকালো না। গান্ট

নিজের হাটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। পেছনে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কেজিবি'র লোকগুলোর লম্বা লম্বা পদক্ষেপের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে সে। প্রেমিকপ্রেমিকার সেই জুটির পায়ের আওয়াজ মনে হচ্ছে ক্ষীণ হয়ে আসছে; লক্ষ্যহীন তাদের গতিবিধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেলো তাদের পায়ের আওয়াজ। দৌড়ে পালাতে চাইলো সে। লোকগুলো যে তাকে সেতু পর্যন্ত যেতে দেবে সেটা যেনো বিশ্বাসই করতে পারছে না সে। দৌড়াতে চাচ্ছে সে–বিমানের মতো উড়াল দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার এটা নয়, বরং গতিটাকে একটু স্বচ্ছন্দ করতে হবে। ফক্সব্যাট চালানোর সময়কার ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। একটা লক্ষ্যবস্তুর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সে। মিগ আর ফ্যান্টম দুই-ই তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সে...পুণরায় যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগে ভয়ঙ্কর একটি মুহূর্ত। নিজেকে শান্ত করলো। এখনকার পরিস্থিতিটা ওরকম নয়। তারচেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক এটি।

হেটে চললো সে, সম্মোহনী এক ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে যেনো। সবার মাঝে সে-ই সেরা...যেনো দক্ষহাতে বিমান চালাচ্ছে।

বাঁধের সিড়িগুলো পেরিয়ে ক্রাসনোখল্মস্কি সেতুতে উঠে আস্তে আস্তে খালটা পেরিয়ে গেলো। তারপর আবার সিঁড়ি ভেঙে নদীর দক্ষিণ পাশের মস্কোভা বাঁধের কাছে গিয়ে পৌছালো সে। নদীর কালো জলরাশি ওপাড়ের কোটেল্নিচেস্কায়ার হলুদ রঙের তটরেখার কাছে গিয়ে মিশেছে। নিচে নেমে আসার পর কয়েক সেকেন্ড ধরে পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না আর। তারপরও উৎকর্ণ হয়ে উপরে সেতু থেকে আসা ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলো। লোকটার সাথে সাথে তার গাড়িটাও আসছে এবার। কেজিবি তার গতিবিধি আর উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু আঁচ করতে পারছে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো সাড়ে দশটা বাজে। কাঁটায় কাঁটায় এমন সময় এখানে আসাটা তাদের কাছেও সন্দেহজনক বলেই মনে হবে। নদীর দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে পেছনে সন্তর্পনে পায়ের আওয়াজগুলো শুনতে পাচ্ছে সে। প্রথমে দুই জোড়া, তারপর এক জোড়া। কেজিবির এক লোক অর্ধেকটা সিঁড়ি নেমে থেমে গেছে।

সেতুর নিচের অন্ধকারের ভেতরে তাকালো সে। সেখান থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। উল্টোদিকে ফিরে বাঁধ বরাবর হাটতে শুরু করলো এবার।

গোরোভস্কায়া জেটি থেকে এক সারি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। তার থেকে মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে আছে সে। সেদিকে এগোনোর সাথে সাথে তিনটি ছায়ামূর্তি সিঁড়ির উপরে এসে হাজির হলো। তারপর এগিয়ে এলো তার দিকে। এরা কেজিবি'র লোক কিনা এক মুহূর্ত ভেবে নিলো–ঠিক তখনই তাদের একজন মৃদু স্বরে কথা বলে উঠলো ইংরেজিতে।

"মি: ওর্টন?" কণ্ঠটা বললো।

"জি," উচ্চারণে ভিনদেশীর কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

লোক তিনটি দ্রুত তার কাছে এসে একটা টর্চ জ্বালিয়ে তার মুখে ধরলো। ইংরেজি কণ্ঠটা বললো : "হ্যা, হ্যা, ইনিই তো।"

তিন জনের মধ্যে সবচাইতে লম্বা, তরুণ, গোলগাল চেহারার সোনালী চুলের লোকটা কথা বলতে শুরু করলো।

"ক'জন আপনার পিছু নিয়েছে?" ইংরেজিতে বললেও তার কথায় রুশি টান স্পষ্ট।

নিজের উচ্চারণটা পরীক্ষা করার জন্য গান্ট রুশ ভাষায় বললো : "পায়ে হেটে তিনজন ছিলো বোধহয়–আর একটা গাড়ি। গাড়িটা এখনও সেতুর উপর আছে।"

"বেশ," রুশ লোকটা জবাব দিলো। প্রথম লোকটাকে দেখলো গান্ট। লোকটা দূতাবাসের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কেউ হবে বলেই তার ধারণা। গান্টের মতোই শারীরিক গড়ন। কপাল থেকে চুলগুলো পেছন দিকে টেনে আঁচড়ানো। গান্টের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ কিংবা কূটিল ধরণের হাসি হাসলো সে। গান্টও পাল্টা হেসে জবাব দিলো।

গান্টের উপরে চোখ রেখেই ইংরেজ লোকটা বললো, "ওরা কি করছে, পাভেল?"

"সিঁড়িতে যে ছিলো সে গাড়িতে ফিরে গেছে আর ছোটোখাটো মোটা লোকটা ভেবে পাচ্ছে না কী করবে, কারণ আমরা এখানে চারজন আছি।" রুশ লোকটা মৃদু হাসলো। "মনে হয় সে ভয় পেয়েছে।"

"তাহলে তাকে সাহায্য করার জন্যে এরইমধ্যে লোকজন রওনা হয়ে গেছে। ওরা যতোক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকবে ততোক্ষণ আমরা বরং মি: ওর্টনকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নিই।"

এখান থেকে চলে যাওয়ায় জন্য গান্ট একেবারে একপায়ে খাঁড়া...তারা ঠাঁসাঠাঁসি ক'রে দাড়িয়ে আছে এক জায়গায়, ইংরেজ লোকটার কোটের সাথে গান্টের কোট ঘেষে আছে। পাভেল নামের বিরাটাকায় লোকটা নিজের কালো কোটের নিচ থেকে একটা ভারি কাঠের মুগুর বের করলো। ওদের সবাই কালো কোট পরে আছে। ঘটনাচক্রে গান্টের কোটও কালো। আর ইংরেজ লোকটার চুলের ছাঁট ঠিক তার মতোই সেকেলে।

ইংরেজ লোকটার নাম ফেন্টন। গত দু'বছরে সে বহুবার ওর্টনের ভূমিকায় কাজ করেছে। হঠাৎ আৎকে উঠে চিৎকার দিলো লোকটা–তার পরপরই সেই চিৎকার পরিণত হলো নিদারুণ এক যন্ত্রণায়। সেই ভারি মুগুরটা দিয়ে ইংরেজ লোকটার কপালে দু'দুবার আঘাত করলো পাভেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে

গোঙাতে লাগলো লোকটা। আরো তিন তিনটি আঘাত করা হলে লোকটার পেট মোচড় দিয়ে উঠলো, তীক্ষ্ম ভয়ার্ত চিৎকার দিচ্ছে সে, ঠিক যেমনটি শোনা যায় পশুহাসপসাতালে। যেনো সাপের গর্তে গিয়ে পড়েছে সে। গান্ট বুঝতে পারলো বিশালদেহী রুশ লোকটা ইংরেজ লোকটার চেহারা একেবারে থেতলে দেবে।

পুলিশের তীক্ষ্ম বাঁশির শব্দ শুনতে পেলো সে। মনে হলো শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। যেনো আওয়াজটা আগে থেকেই রেকর্ড করা ছিলো। কেজিবি'র লোকটা আরো জনবল চেয়ে পাঠিয়েছে তাহলে!

"আপনার কাগজগুলো দিন–তাড়াতাড়ি!" ইংরেজ লোকটার ক্ষত-বিক্ষত শরীরের উপরে ঝুঁকে পাভেল রুক্ষ্ম স্বরে বললো। লোকটার থ্যাতলানো চেহারা দেখে গান্ট যেনো বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। "আপনার কাগজপত্রগুলো!"

সম্মোহিতের মতো বুক পকেট থেকে পাসপোর্ট, ভিসা, সোভিয়েত দূতাবাসের শনাক্তকরণ কাগজপত্র ইত্যাদি বের ক'রে দিলো সে। ফেন্টনের পকেট থেকে তার কাগজপত্রগুলো সরিয়ে গান্টের কাগজপত্রগুলো রেখে দেয়া হলো। তৃতীয় লোকটি এক ঝটকায় গান্টের মাথার টুপিটা নিয়ে বিশালদেহী রুশ লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে তুলে ধরলো মাটিতে পড়ে থাকা ইংরেজ লোকটাকে। কয়েক গজ দূরে বাঁধের কাছে নিয়ে গেলো তাকে, তারপর ফেলে দিলো মস্কোভা নদীর কালো পানিতে। কালো কোটটা থেকে খড়খড় শব্দ আসছে। লোকটার দু'হাত ক্রুশবিদ্ধ মানুষের হাতের মতো দেখাচ্ছে এখন–স্রোতের টানে ধীরে ধীরে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে তার দেহ।

"জলদি করুন! আমাদের পিছে পিছে মেট্রো পাভোলেটস স্টেশনের দিকে আসুন," ওর্টন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কানের কাছে চেঁচিয়ে বললো পাভেল। পঞ্চাশ গজ দূরে থাকা কেজিবির লোকদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে যারা আসছে তাদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন।

পাভেলের একশ' গজ পেছন থেকে গান্ট হাটতে শুরু করলো। পাভেল এবং আরেকজন রুশির পিছু পিছু চলতে গিয়ে গোরোকভস্কায়া জেটির সিঁড়িতে হোঁচট খেলো সে। তার পেছনে তীক্ষ্মস্বরে বাঁশি বেজেই চলেছে, সেই সাথে বাঁধের দিক থেকে কতোগুলো পায়ের শব্দ। তার সামনে পাভেল আর ওই লোকটা দৌড়াচ্ছে, তারা অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। পাভেল তার দিকে ঘুরে তাকাতেই সাথে সাথে তার মুখে সাদা আলোর ঝলকানি এসে পড়লো।

"তাড়াতাড়ি!" চিৎকার ক'রে বললো সে।

বাঁশির আওয়াজ আর ভাসমান দেহটা পেছনে ফেলে জোরে জোরে দৌড়াতে শুরু করলো গান্ট।

মস্কোভা হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে একজন ছোটোখাটো মোটাসোটা আর একজন অপেক্ষাকৃত লম্বা লোক বেরিয়ে এসেছিলো। মস্কোভা নদীর কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে কোমর সমান গভীরতায় তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহটাকে বাঁধের দিকে তুলে আনলো তারা। মোটা লোকটা রাগে গজগজ করতে করতে অভিশাপ দিচ্ছে কাউকে।

ফ্লাগমেন্টের কাছে মৃতদেহটা নিয়ে এসে মোটা লোকটা তার উপরে ঝুঁকে পড়ে কাশতে কাশতে লাশের পকেট হাতড়াতে লাগলো। একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট বের ক'রে আনলো সে। অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে একেবারে ভিজে গেছে সেটা। লম্বা লোকটা তৈলাক্ত চুলের লোকটার ছবির উপরে টর্চ জ্বেলে ধরলো, তারপর আলো ফেললো ক্ষত-বিক্ষত মুখটার উপরে।

"উম্‌ম," কিছুক্ষণ পরে বললো মোটা লোকটি। "সেন্টারেই তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম।" আত্মতুষ্টির ছাপ তার কণ্ঠে। "শেরেমেতেইভো'তে সে কোনো মাদক বহন করে নি। তার কাছ থেকে যা দাবি করা হচ্ছিলো তা মেটানোর সামর্থ্য তার ছিলো না। স্টেচকো, মিঃ আলেকজান্ডার টমাস ওর্টনকে তার চোরাকারবারী বন্ধুরাই হত্যা করেছে।"

অধ্যায় ২

মেইন লাইন রেলওয়ে স্টেশনের বিশাল সম্মুখভাগ প্রায় প্রাচ্যের মতোই আলঙ্করিক চেহারার। দেখে দ্রুত ভালো লেগে গেলো গান্টের। ধীরে ধীরে হাটছে তারা। এস্কিলেটর দিয়ে পাভোলেটস মেট্রো স্টেশনের সমতলে নেমে এলো এবার। রুশ লোকগুলোর গায়েপড়া স্বভাব। তাদের কাছ থেকে নিজের দম ফুরিয়ে যাবার ব্যাপারটা লুকানোর চেষ্টা করলো সে। তার চোখ নিচের জ্বলজ্বলে, বিষাদময় মর্মর পাথরের দেওয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক, লন্ডন অথবা প্যারিসের কোনো স্টেশনের সাথেই এর তুলনা চলে না। এই স্টেশনটা একেবারেই ভিন্ন রকমের। পাভোলেটস স্টেশনটা দেখে কোনো জাদুঘরের রাজসিক স্থাপত্যের মতো মনে হয়। অন্ধকার টানেলের গহ্বর থেকে সাঁই সাঁই ক'রে যেসব ট্রেন ছুটে বের হচ্ছে সেগুলো এই জাদুঘরে একেবারেই বেমানান।

প্লাটফর্মে লোকজনের ভীড় নেই। ট্রেন আসতে দেরি আছে। লোকজন সেজন্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাভেল এক মুহূর্ত গান্টের পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা নীল ব্রিটিশ পাসপোর্টের ভেতরে এক বান্ডিল ডকুমেন্ট অপূর্ব দক্ষতায় গান্টের হাতে ধরিয়ে দিলো সে।

বিড়বিড় ক'রে বললো, "ট্রেন থেকে নামার আগে এগুলো পড়ে ফেলবেন। আপনার নাম হচ্ছে মিখাইল গ্রান্ট, অনেকটা আপনার নিজের নামের মতোই সেটা। আপনি একজন পর্যটক। ওয়ারশো হোটেলে উঠেছেন। ওরা কোনো ইংরেজকে খুঁজছে না, মনে রাখবেন। সুতরাং একেবারে নিশ্চিন্তে থাকবেন।"

পাভেল প্লাটফর্ম বরাবর পায়চারি করতে লাগলে পাসপোর্টের ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিজের ছবিটাই দেখতে পেলো গান্ট। মাথার টুপি আর চোঁখের চশমা খুলে ওভারকোটের পকেটে রেখে দিয়ে ওভারকোটটা খুলে নিজ বাহুর উপরে ঝুলিয়ে রাখলো সে। কিন্তু তার কালো সুটটা তাকে বিপদে ফেলে দিতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে। কারণ এর ডিজাইন স্পষ্টতই বিদেশী ধাঁচের। সে লক্ষ্য করছে দু'একজন রুশ আঁড়চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে।

স্টেশনের আলোকিত অংশে ট্রেনটা এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুকলে কাঁধের উপরে ওভারকোটটা চড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো গান্ট। বুঝতে পারলো

তার ধারণাটা আসলে ভুল, তার ওভারকোটটা ছদ্মবেশের কাজে দেবে। ট্রেন ছেড়ে দিলে নিজের আসনে বসে দেখতে পেলো নিরুদ্বেগভাবে একটা খবরের কাগজ পড়ছে পাভেল। তার লম্বা পা দুটো আসনের সারির মাঝে ফাঁকা অংশে ছড়ানো। অন্য লোকটা এই কম্পার্টমেন্টে নেই।

কম্পার্টমেন্টের ভেতরে মানুষগুলোর চেহারা খতিয়ে দেখতে লাগলো গান্ট। মুখগুলো সব পর্যটকদের–ক্লান্ত, অবসন্ন, অন্তর্মুখী, পাশের যাত্রীর সাথে চোখাচোখি করতেও এদের অনীহা। পৃথিবীর সাবওয়েগুলোতে এরকম চেহারার মানুষই দেখা যায়, মনে মনে ভাবতে লাগলো সে। এর আগেও অজস্রবার এ রকম মানুষজন দেখেছে। তারপরও অচেনা অনুভূতিটা টের পেলো। শব্দ করে তাদের ট্রেন অন্য একটা উজ্জ্বল আলোকিত প্লাটফর্মে ঢুকছে। সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারলো টাগানস্কায়া নামের একটি এলাকা পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে তারা। মস্কোর কেন্দ্রে থেকে উত্তর-পূর্বদিকে তাদের যাত্রা, কম্পার্টমেন্টের দরজাগুলো হুঁশহাঁশ ক'রে খুলে গেলে যারা নেমে গেলো তাদেরকে একবার দেখে নিলো সে, আর যারা উঠলো তাদের দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। দেখতে পাচ্ছে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। টের পেলো কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আরো একবার পাভেলের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। বিশালদেহী রাশিয়ান লোকটা নীরবে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার পুরো শরীরের ভঙ্গি আর জোরালো অভিব্যক্তি স্বাভাবিক আচরণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে যেনো।

গান্ট মাথাটা এলিয়ে দিয়ে আরাম ক'রে বসার চেষ্টা করলো। দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কিংবা তার সাথের লোকেরা আসলে কতোটুকু বিশ্বাসযোগ্য কিছুই তার জানা নেই, শুধু একটা ব্যাপারই ভালো ক'রে জানে সে–অব্‌রে তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু গান্ট স্বস্তি পাচ্ছে না। মস্কোর কেন্দ্রে একটি লোককে মেরে ফেলা হয়েছে, তারপর সরকারী পরিবহনেই তারা চলাফেরা করছে। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর, অস্পষ্ট। গান্ট তার বেনামী পরিচয়টা মেনে নিয়েছে। এটাও অব্‌রের কাজ।

কিভাবে সে মস্কো থেকে পালাবে কিংবা বিলিয়ার্স্কে পৌছাবে এসব নিয়ে অব্‌রে তাকে কিছুই বলে নি। কারখানা আর বিমানবন্দরে পৌছানোর আগপর্যন্ত সে নিছক কোনো লাগেজ অথবা মালামাল। স্বীকার করলো, পুরো অভিযানটাকে সে এভাবেই দেখছে। তারপরেও বাঁধের উপরে যে হত্যাকাণ্ডটি হয়ে গেছে তার ফলে তার শান্ত, নিরুদ্বেগ মনোভাবের উপর বিরাট একটা আঘাত লেগেছে যেনো। এরপর নিজেকে শুধুমাত্র কোনো লাগেজ কিংবা বোঝা ভাবাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে তার জন্য। খুব ভয়ে আছে সে।

কুরস্কায়া স্টেশনে ট্রেনটা অল্প সময়ের যাত্রা বিরতি করলে খুব একঘেঁয়ে লাগলেও জানালা দিয়ে বাইরে না তাকানোর চেষ্টা করলো। ট্রেনে কারা উঠলো সেদিকে তার খেয়াল রাখার দরকার নেই। দরজাগুলো সাঁই সাঁই ক'রে বন্ধ হয়ে গেলে ট্রেনটা আবার ছুটতে শুরু করতেই পাভেলের দিকে তাকালো সে। বিশালদেহী রুশিটা প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করলো গান্ট। চলন্ত সিঁড়ির দিকে যাওয়ার যে গেট আছে সেখানটায় এইমাত্র ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের কাজটি করছে ওভারকোট আর হ্যাট পরা দু'জন লোক।

গান্টের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। অপেক্ষা করলো পাভেল কখন দৃষ্টি ফিরিয়ে ট্রেনের কামরার ভেতরে তাকাবে। একটু পরই পাভেল তাকিয়ে দেখতে পেলো গান্ট তার দিকে তাকিয়ে আছে। আলতো ক'রে শুধু মাথা নাড়লো সে। বুঝে গেলো গান্ট। কেজিবি। নিজেদের অভিযান শুরু ক'রে দিয়েছে তারা। প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে উঠে ব্যাপকভাবে তল্লাশী করা হয়তো তারা শুরু করে নি কিন্তু প্রবেশপথগুলো সিল ক'রে দিতে শুরু করেছে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে। পালানোর জন্য মেট্রো যে কতো সুবিধাজনক পথ সেটা তাদের ভালো করেই জানা আছে। তাদের কাছে পুরো মেট্রো ট্রেনের একটি মানচিত্র আর টাইমটেবিল রয়েছে। পালানোর পথ খুঁজে বের করার জন্য ঠিক যেমনটা করেছিলো অব্রে। তার সুবিধার জন্যই পাভোলেটস স্টেশনের কাছাকাছি হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে।

দ্রুত, অনেকটা উন্মত্ত হয়েই পাভেলের দেওয়া কাগজপত্রগুলো পড়ে নিয়ে সেগুলো সরিয়ে রাখলো। সম্মোহিতের মতো তার চোখজোড়া ফিরে গেলো আবার জানালার দিকে।

জানালার পাশ দিয়ে কালো টানেলটা ছুটে যাচ্ছে পেছনে। গান্টের মনে হলো পেটের ভেতরে দুশ্চিন্তায় গ্রন্থি আবারো জট পাকাতে শুরু করেছে, জিভটাও যেনো তেতো হয়ে গেছে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দরজার দিকে। সামনের কম্পার্টমেন্টের সাথে এই দরজাটা দিয়েই তাদের কম্পার্টমেন্টটা যুক্ত। অপেক্ষায় আছে, কখন সেই ঘটনাটা ঘটবে–দরজা খুলে ওভারকোট পরা কোনো লোকের প্রবেশ। তার হাবভাব দেখে কেউ বুঝতে পারবে না লোকটা আসলে কে।

ট্রেনটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। নোংরা জানালাগুলো দিয়ে এতোক্ষণ ধরে বাইরের যে অন্ধকার দেখা যাচ্ছিলো এবার সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে কমসোলস্কায়া স্টেশনের কড়া আলো দেখা যাচ্ছে। অনিচ্ছায় পাভেলের উপর চোখ পড়লো তার। বিশালদেহী লোকটা স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উঠে দরজার

কাছে হ্যান্ডরেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো গান্ট, জানে তার মুখটা একদম ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কম্পার্টমেন্টের দ্বিতীয় জোড়া দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

ট্রেন থামতেই দরজা খুলে গেলো। তার কাছে মনে হলো পকেটে রাখা কাগজপত্রে কী আছে তার কিছুই সে জানে না। আকস্মিক আতঙ্কে সব ভুলে বসেছে। টলতে টলতে প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়ালো। পেছন থেকে কোনো এক যাত্রী হয়তো তাকে ধাক্কা দিয়েছে, সেই ধাক্কার চোটে সাংঘাতিক কাঁপুনি ধরে গেলো সারা শরীরে। ঠিক যেমন ক'রে তার বর্তমান নাম গ্রান্ট তার মধ্যে এক ধরণের কাঁপুনি ধরাচ্ছে। বের হওয়ার সিঁড়ি খুঁজে ফিরলো তার চোখ। হ্যা, কেজিবি'র দু'জন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পাভেল তার কাছে চলে এলো। এখনও যে তার কাছাকাছি আছে যেনো সেটাই জানান দিলো সে। ঐ স্টেশনে যাত্রীদের একটা ছোটো অংশ ট্রেন থেকে নেমে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে। স্টেশনের প্রাণকেন্দ্রে শুধু গান্ট এবং সেই বিশালদেহী লোকটা আছে এখন। আস্তে আস্তে স্টেশন থেকে বের হওয়ার পথের দিকে রওনা হলো তারা। স্টেশনের আভিজাত্য তার মনে দাগ কাটলো। এখানে ওখানে কোনো হোর্ডিং নেই, নেই অন্তর্বাস পরিহিত মহিলাদের ছবি বা স্কচ মদের বিশাল বোতলের বিজ্ঞাপন। সিনেমার পোস্টারও চোখে পড়ছে না–শুধুমাত্র ১৯১৭ সাল থেকে রুশ জনগণের মহান, প্রশংসনীয় বিজয়গাঁথার দেয়ালচিত্রগুলোই দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েত বাস্তববাদের আজব ধরণের কার্টুন শৈলীতে সেগুলো অঙ্কিত।

মনে হলো পাভেল ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, তারপরও সে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো না। বের হওয়ার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে যাচ্ছে সে। তারা কাগজপত্র পরীক্ষা করছে। মিচেল গ্রান্টের কাগজপত্রগুলো বের করার জন্য পকেটে হাত ঢুকালো গান্ট। পকেট থেকে বের করেই যতোটা দ্রুত সম্ভব আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো সেগুলোতে। মিখাইল গ্রান্ট–পাসপোর্ট, এন্ট্রি ভিসা, হোটেল রিজার্ভেশন, পর্যটকদের তথ্য পুস্তিকা।

কেজিবি'র লোকটার মুখমণ্ডল ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। সাদা, চোয়াল-উঁচু পাতলা মুখ, ধারালো বাঁকা নাক, শক্তিশালী চোখ। গান্টের কাগজপত্রগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে ছবি আর তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মেলানোর চেষ্টা করলো লোকটা। তিনদিন আগে মিখাইল গ্রান্ট মস্কো আসার পর থেকে যেসব ডকুমেন্ট তাকে দেওয়া হয়েছে, এবার সেগুলোর দিকে চোখ গেলো তার। গান্ট ভাবছে, এরকম কোনো লোক সেদিন ওয়ারশো হোটেলে ছিলো কিনা। সে জানে মিখাইল গ্রান্ট নামের একজন খাঁটি পর্যটকের কাগজপত্র ধার করেই এসব জাল করা হয়েছে।

"আপনার স্বাস্থ্য এখন ভালো অবস্থায় নেই ব'লে মনে হচ্ছে, মিঃ গ্রান্ট?" ইংরেজিতে বললো কেজিবি'র লোকটা। হাসছে সে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে না কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করছে।

"না," আমতা আমতা ক'রে বললো গান্ট। "জানেনই তো খাবারদাবার নিয়ে...মানে, একটু সমস্যায় পড়ে গেছি আর কি..." দুর্বল হাসি দিয়ে বললো সে।

"ছবিতে তো দেখছি আপনি চশমা পরে আছেন, মিঃ গ্রান্ট?"

হাসিটা ধরে রেখেই পকেটে মৃদু চাপড় মারলো গান্ট। পাণ্ডুর আর অতিমাত্রায় নির্বোধ একটি হাসি। "আমার পকেটে..."

"ওয়ারশোর খাবার-দাবার ভালো না?"

"হ্যা ভালো, তবে আমার জন্য একটু বেশি গুরুপাক হয়ে গেছে।"

"আহ্। ধন্যবাদ, মিঃ গ্রান্ট।"

পাসপোর্ট আর ডকুমেন্টগুলোর নম্বর টুকে রাখলো লোকটি। বারো কদম এগোতেই বুঝতে পারলো বেশ ভালো রকম ধাপ্পাই দিয়েছে সে। তার পা দুটো অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান সিঁড়িতে গিয়ে উঠলে কেজিবির কর্মকর্তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো সে। মনে হলো তার পাকস্থলি পানিপূর্ণ হয়ে গেছে, ঢেকুর উঠলো তার, বমি বমি ভাব হচ্ছে। পাভেল এবং অন্য লোকটাকে খোঁজার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই ফিরে তাকালো না, কারণ একটা ক্রমবর্ধমান ভয় তার মধ্যে জেঁকে বসেছে : তাদেরকে হয়তো ধরে ফেলেছে তারা। এখন সে একদম একা!

সিঁড়ি থেকে নেমে মস্কো মেট্রো সিস্টেমের একটা বড় মানচিত্র দেখার জন্য এগিয়ে গেলো। মানচিত্র থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার সাহস তার নেই, টপকোর্টের পকেটে একেবারে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। কাঁধ একটু ঝুঁকে আছে এখনও, বমি বমি ভাবটাকে দমন ক'রে রেখেছে কোনোমতে। নিজেকে বার বার বললো, এই টেনশনটা বিমান ওড়ানোর টেনশনের মতোই। শান্ত, একঘেঁয়ে অবস্থা থেকে হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে ভয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ার এ অভিজ্ঞতা আগেও তার বহুবার হয়েছে, কিন্তু এই কথা ভেবেও কোনো কাজ হলো না। বিশাল মেট্রো স্টেশন, অলঙ্কৃত বিশালকক্ষ, মর্মর পাথরের মেঝে, চিত্র-বিচিত্রিত দেয়াল, এসব কিছুর মাঝে শিথিল হতে পারছে না সে। একটা কথাই তার মনের মধ্যে ঘুরছে : সে একা আঁটকে পড়েছে। পাভেল আর অন্য লোকটাকে তারা হয়তো ধরে নিয়ে গেছে। এখন কি করবে সে?

একটা হাত এসে তার কাঁধের উপরে স্পর্শ করলে বিদ্যুতে ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে। তার ঘামে ভেঁজা, আতঙ্কিত মুখটা দেখতে পেলো পাভেল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," হাঁফ ছাড়লো গান্ট।

"আপনাকে তো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে," কোনো রকম রসিকতা না করেই পাভেল বললো। "মিঃ গান্ট–আপনার অভিনয় দেখলাম, খুব একটা ভালো হয় নি।"

"হায় জিশু, কী ভয়ের মধ্যেই না ছিলাম!" এক নিঃশ্বাসে বললো গান্ট।

তার দিকে ভালো ক'রে তাকালো পাভেল। ছদ্মবেশে যেমনটা হওয়ার কথা তারচেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য দেখাচ্ছে তাকে। পাভেলের মনে পড়লো এজেক্লিফের কথা, মস্কোতে এসআইএস হেড অব স্টেশন তিনি। আমেরিকানদের নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তার সাথে একমত হলো পাভেল। এ লোকটাকে নিয়ে কাজ করাটা আসলেই ঝুঁকিপূর্ণ। এজেক্লিফ বলে দিয়েছিলেন, যাত্রাপথে কোনো রকম সমস্যা করলে লোকটাকে বাদ দিয়ে দিতে, শুধুমাত্র তার জন্য সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ককে বিপদে ফেলা যাবে না। গান্টকে দেখে এখন মনে হচ্ছে সেরকমই একটা সমস্যায় ফেলতে যাচ্ছে লোকটি।

"যান, নিজেকে আরো অসুস্থ বানান," বিরক্ত গলায় বললো পাভেল। "টয়লেটের ভেতরে লুকিয়ে থাকুন। পথে কেজিবির আরো লোক থাকতে পারে। তাদের যখন মনে হবে নিজেদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে তখনই আমরা স্টেশন ত্যাগ করবো। প্রধান প্রবেশপথে পৌছার আগেই আমাদেরকে তিন-চারবার তল্লাশী করা হয়ে যাবে। তারা যতোক্ষণ না আমাদের নিয়ে নিশ্চিত হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা বের হবো না। ঠিক আছে? এবার যান!" শেষ কথাটা সে চট ক'রে বললো। তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর সামনে এগিয়ে গেলো গান্ট। তাকে চলে যেতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে খবরের কাগজে মন দিলো পাভেল। আসলে কাগজের আড়াল থেকে কমসোল্স্কায়া মেট্রো স্টেশনের দিকে নজর বোলাচ্ছে সে।

ডেভিড এজেক্লিফ দূতাবাসের ট্রেড অ্যাটাশি হিসেবেই পরিচিত। মস্কোভা হোটেলের পানশালায় তিনি আছেন। দরজার কাছে এমন জায়গাতে অবস্থান নিয়েছেন যেখান থেকে হোটেলের বিশ্রামকক্ষের ভেতরটা দেখা যায়। রাজনৈতিক নিরাপত্তা সার্ভিসের অন্তত দু'জন লোকের সাথে কেজিবি'র লোকজনকেও চকিতে দেখে নিলেন তিনি। তার বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয় তো হতভাগা ফেন্টন ছেলেটার মৃত্যু বৃথা যায় নি। স্কচ মদ হাতে নিয়ে বিপন্নভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর শেষটুকু এক ঢোকে শেষ ক'রে ফেললেন। কেজিবির ওই অফিসারদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ওর্টন মস্কোর

চোরাকারবারীদের হাতে মারা গেছে বলেই তারা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। সঠিক সময়ে তার কাছে পৌছানো যায় নি বলেই সে মারা গেছে ব'লে তাদের ধারণা।

ওর্টন মারা গেছে–গান্ট দীর্ঘজীবী হোক।

নিজের মনেই বিষন্নভাবে হাসলেন তিনি। ঈশারা করতেই একজন ওয়েটার ট্রেতে ক'রে আরো একটা স্কচ মদের বোতল নিয়ে এলো, সাথে এক জগ পানি। পানীয়ের টাকা শোধ ক'রে মনে হলো এবার বইতে চোখ বুলাবেন। আঁড়চোখে দেখলেন, কেজিবি'র লোকেরা গান্টের মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তারা তার পুরো ঘরটা তল্লাশী করেছে। তিনি জানেন, হয়তো সবকিছু সরিয়েও ফেলেছে সেখান থেকে। ওর্টন এক রহস্যময় ইংরেজ। দেখতে নিরীহ মনে হলেও মস্কোর তরুণ সমাজকে হেরোইনের ভয়াবহ জগতে ফেলে দিয়েছিলো সে। তার ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত হবে। এজেক্লিফ হাসলেন। অন্তত আজ রাতের জন্য হলেও অব্রের কাছে সন্তোষজনক একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে পারবেন তিনি।

মেট্রোতে যেনো মাদক পাচারকারী ব'লে তাকে সন্দেহ না করা হয় সেজন্য কেজিবির লোকদের কিছু জাল কাগজপত্র দেখিয়েছে গান্ট। অবশ্য এগুলো ছাড়াও তার পকেটে অন্য কিছুও ঢুকিয়ে দিয়েছে পাভেল। সেটা দেখলে গান্টকে যতোটা অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি অসুস্থ মনে হবে : সেটা হচ্ছে একটা লাল কার্ড। শুধু কেজিবি'র লোকদের কাছেই সেটা থাকে। কার্ডটা যেহেতু জাল তাই সেটা কাজে লাগানোর ইচ্ছে তার আদৌ নেই, কিন্তু স্টেশন থেকে বের হওয়ার অন্য কোনো পথ না থাকলে এটাই ব্যবহার করতে হবে তাকে।

দেখতে পেলো ওরা আসছে। এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, পনেরো মিনিটের কম সময়ে ডজনখানেক বার জায়গা পাল্টেছে সে। উদ্দেশ্য নিজের স্নায়ুটাকে স্বাভাবিক ক'রে রাখা যাতে ক'রে তাকে স্বাভাবিক দেখায়। প্রধান প্রবেশপথেই কেজিবি'র লোকজন রয়েছে। তড়িঘড়ি ক'রে সেখানে ফাঁকা জায়গা বরাবর স্কয়ারে একটা প্রতিবন্ধক বসানো হয়েছে। ওই রাতে যতো যাত্রী আসছে বা ছেড়ে যাচ্ছে সবার কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় চিফ ডিরেক্টোরেটের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা বিভিন্ন ধরণের ডিউটি এবং অফডিউটিতে থাকা কর্মকর্তারা রয়েছে সেখানে। এজেক্লিফের কাছে থাকা রাজনৈতিক নিরাপত্তা সার্ভিসের নথিপত্র থেকে কিছু মুখ তার আগে

থেকেই চেনা। ওর্টনের খুনিদের তারা খুঁজে ফিরছে। সেই 'অর্থনৈতিক অপরাধীরা' তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দিয়েছে এ মুহূর্তে।

বাঁধের উপরে তৃতীয় যে লোকটা ছিলো তার নাম ভাসিলি। স্টেশনের একটা রেস্তোরাঁয় তাকে একবার দেখেছে সে। তেলে ভাজা বিশাল এক পিঠা খাচ্ছিলো আর চুমুক দিচ্ছিলো কফিতে। কফিটা বেশ ভালো ছিলো আর পিঠাটাও ছিলো দামে সস্তা। ভাসিলির মতো লোকের জন্য সেটাই ভালো। কাগজপত্র থেকে দেখা যায় সে একজন নৈশপ্রহরী। ভাসিলি আরো কয়েক ঘণ্টা রেস্টুরেন্টে থাকতে পারতো, তল্লাশী করার পর প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হতো। তবে তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দিতো না, কিন্তু গান্টের ক্ষেত্রে তা হবার নয়।

কেজিবি'র বাকি কর্মকর্তারা মেট্রো স্টেশনের নিচের প্লাটফর্মগুলোতে যায় নি। স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে লুকিয়ে রাখার মতো সম্ভাব্য সব জায়গা তল্লাশী করার কাজে তারা নিয়োজিত। দূরের দেয়ালে রাখা লেফটলাগেজ বাক্সগুলো খোলার কাজে একটা ছোট্ট টিম ব্যস্ত। অন্যেরা কাগজপত্র পরীক্ষা করছে, যেসব যাত্রী গাড়িতে উঠবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ভয় ভীতি দেখাচ্ছে। এসব কাজেই নিয়োজিত আছে তারা। মস্কোর লোকজনদের বিরুদ্ধে যথারীতি নিবিড় অভিযান চালাচ্ছে কেজিবি, আর এসবই পাভেল আগ্রহভরে দেখে যাচ্ছে।

পুরুষদের প্রবেশপথটা দৃষ্টিসীমার ভেতরে রাখতে চাচ্ছে সে। গান্ট ওখান থেকেই পিছু হটেছিলো। লোকটার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। সে বুঝতেই পারছে না এরকম একটা মিশনে গান্টকে কিভাবে নির্বাচিত করা হলো। পাভেল নিজে এই চেইনে একটা লিংক হিসেবে কাজ করছে। মস্কোতে এজেক্লিফের অন্যতম রাশিয়ান ফোর্স সে। কিন্তু যতোটা জানার কথা সে বোধহয় তার চেয়ে একটু বেশিই জানে। কারণ এজেক্লিফের জন্য যেসব স্থানীয় রুশ কাজ করে, ইহুদি বা অ-ইহুদি, সবাইকে সে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি শ্রদ্ধা করে। তারা যে ঝুঁকিটা নিয়েছে সেটার প্রশংসা করেছে সে, যা অব্রে করে নি–করতে পারলে তাদেরকে অন্ধকারে বিচরণ করতে দিতো না।

পুরুষদের দিকটাতে সিঁড়ি ভেঙে কেজিবির যে লোকটা আসছে পাভেল বলতে গেলে তাকে দেখতেই পেতো না কারণ স্টেশনের প্রবেশপথে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই হাঙ্গামাটার দিকেই তাকিয়ে ছিলো সে। হয়তো লোকটার কাগজপত্রে তার ভ্রমণ-ভিসা বা ওয়ার্কপারমিটে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, ব্যস ওটুকুই যথেষ্ট। কেজিবির এক লোককে আসতে দেখছে সে।

সিঁড়িতে নামার সময় তার মাথা দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে রেস্টুরেন্টের নিটকবর্তী নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেলো, ঠিক যেভাবে ঝড়ো আবহাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোর্ডিংগুলো খসে পড়ে। গাঢ় নীল রঙের একটা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে কেজিবির আরো এক লোক রেস্টুরেন্ট থেকে আসছে। সেও তাকে কাগজপত্র নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এক মুহূর্তের জন্য পাভেল ভাবলো লোকটার আদেশ অগ্রাহ্য করবে। তারপরই মাথা ঘুরিয়ে নাভার্স ধরণের একটা হাসি দেবার চেষ্টা করে হাতটা ধীরে ধীরে সরল মনে বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিলো।

গান্ট এখন ওয়াশরুমে কোনো টয়লেটের মধ্যে আছে। কোটটা তার গায়ে জড়ানো। এক হাত দিয়ে গলার চারপাশে ল্যাপেলটা শক্ত ক'রে ধরে আছে সে। আরেকটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে যেনো তার কাঁপুনি কেউ দেখতে না পায়। সায়গনে যেরকম পরিস্থিতিতে সে পড়েছিলো, বুঝতে পারলো এটাও সেরকমই। আবারো দুঃস্বপ্নটা দেখার কাছাকাছি চলে গেছে সে।

নিজেকে অসুস্থ বানানোর কোনো দরকার তার ছিলো না। ডিনারে বমি করার আগে টয়লেটের নিরাপদ আশ্রয়েই ছিলো। বমির প্রকোপ অব্যাহত আছে, শেষমেষ শুষ্ক উটকি তুলতে লাগলো সে; গলার ভেতর পিত্তরস জমাতে লাগলো উটকিটা একটু লাঘব করার আশায়। একেবারে দুর্বল, নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে গেছে। ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে আসনে বসে পড়লো সে। তার অতিদ্রুত হৃদস্পন্দন আর মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাওয়া ভয়ংকর কল্পনাগুলোকে বাগে আনার চেষ্টা করলো। পায়ের আওয়াজ, ফিসফাস কথা, কাঁশি দেয়ার শব্দ, পানি পড়া আর ক্লিক ক্লিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডজনখানেকবার ওয়াশরুমটা খালি হলো কিন্তু যেতে পারলো না। যেতে যে পারবে সে সাহসও হচ্ছে না।

তার কাছে মনে হচ্ছে, দশ হাজার মাইল ভ্রমণ শুরু করতে গিয়ে নিজ ঘরের দোরগোড়ায় পা ভেঙে পিছলে পড়ে যাওয়া একজন মানুষ সে। নিজেকে সেরকমই অসহায় একজন ভাবছে এখন। তার মনের যে ধীরস্থির অংশটা এখনও কাজ করে যাচ্ছে সেটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো শুধু সব দেখে যাচ্ছে। তার কাছেও পরিস্থিতিটাকে হাস্যকর আর লজ্জাজনক মনে হচ্ছে। নিজেকে এতোটা তুচ্ছ আর মামুলি কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছে না, তবে তার সন্দেহ, যে কাজের মুখোমুখি সে হয়েছে সেটার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তার একেবারেই ছিলো না। ভয় জেঁকে বসলো তার মধ্যে। তার ভঙ্গুর আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব এই পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিজেকে যতোই বোঝাতে চাচ্ছে পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণসাধ্য, তার ভেতরের অস্থিরতা তাতে একটুও কমছে না।

তার প্রকোষ্ঠের বাইরে টালিপাথরের মেঝেতে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ঠিক করলো ওয়াশরুমটা এবার খালি হওয়ার সাথে সাথে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। ঠিক তখনই দরজায় সজোরে করাঘাত করার শব্দটা শোনা গেলো।

"ভেতরে কে আছেন," রুশ ভাষায় বলা হলো। "আপনার কাগজপত্রগুলো জলদি দিন। দরজা খুলুন।"

"আমি–আমি..." জোর ক'রে কথা বলার চেষ্টা করলো সে। "আমি পায়খানা করছি," ইংরেজির যে উপভাষা তাকে পুঁথি পড়িয়ে শেখানো হয়েছে সেটা মনে করার চেষ্টা করলো।

"ইংরেজ?" কর্কশভাবে লোকটা বললো। "আমরা স্টেট সিকিউরিটি। আপনার কাগজপত্রগুলো দিন, প্লিজ।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন কি?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে," বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো লোকটা।

রোল থেকে কিছু কাগজ নিয়ে সশব্দে দুমড়ে মুচড়ে টয়লেটে ফ্লাশ ক'রে দিলো গান্ট। তারপর বেল্টের বকলস আর প্যান্টের জিপার খুলে দরজার চেইন আলগা করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

কেজিবির লোকটা ভুরিওয়ালা হলেও বেশ সুগঠিত মাংসপেশীর অধিকারী। অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। গান্টের কাছে মনে হলো চাকরিতে তার পদমর্যাদা নীচের দিকেই হবে। কিন্তু ইংরেজ পর্যটককে সেটা বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। বুক ফুলিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকালো সে।

"আপনার কাগজপত্রগুলো দিন," গান্টের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটা। "আপনি কি অসুস্থ, নাকি ভয় পেয়েছেন?"

"না, পেট খারাপ," ওভারকোটে মৃদুভাবে চাপড়াতে চাপড়াতে গান্ট আস্তে ক'রে বললো।

কেজিবির লোকটা সতর্কতার সাথে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখলো। কোনোটা বাদ দিলো না, তাড়াহুড়োও করলো না। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে গান্টের কাছে সেগুলো দিয়ে বললো : "আপনার কাগজপত্রগুলো তো ঠিকঠাক নেই!"

বাকহোলজ তাকে বার বার বলে দিয়েছিলো এই ধরনের কৌশলগুলো প্রাথমিক ইনকোয়্যারির জন্য খুবই প্রচলিত। যেকোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ ক'রে প্রতিক্রিয়াটি দেখা হয়। তারপরও সরলমনে উত্তর দিতে পারলো না সে। আতঙ্কিত হয়ে গেলো। তার চোখে ভয়ের চিহ্ন, যেনো ভয় পাওয়া পশুর মতো কোনো নিরাপদ গর্ত খুঁজছে। কেজিবির লোকটা পকেটে হাত দিলো। গান্ট জানে লোকটা এবার বন্দুক বের করবে। সহজাত প্রতিক্রিয়ায় লোকটার উপর

ঝাঁপিয়ে তার হাতটা ধরে ফেললো সে, যেনো তার বন্দুকটাই কেড়ে নিতে চাচ্ছে। নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো কেজিবির লোকটা।

ভারসাম্য হারিয়ে লোকটা রোলার টাওয়েল ক্যাবিনেটে ধাক্কা খেলো। এখনও সে পকেটে হাত দিয়ে বন্দুকটা বের করার চেষ্টা করছে। এটা হাতে পেলেই আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। গান্ট উন্মত্তের মতো একটা টাওয়েল হাতে নিয়ে লোকটার গলা আঁকড়ে ধরলো। রুশ লোকটার কুঁচকিতে নিজের হাটু দিয়ে সজোরে একটা আঘাত করলে সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো লোকটার নিঃশ্বাস। কাতরাতে কাতরাতে দেয়ালের পাশে বসে পড়লো সে। এই সুযোগে টাওয়েলটা আরো ভালোমতো লোকটার গলায় পেঁচিয়ে তাকে টেনে তুললো। আঁটসাট বাঁধনটা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো রুশ লোকটি–তার চোখ দুটো বড় হয়ে যেনো আলুর মতো হয়ে গেছে। গান্টের নিজের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসছে। তোয়ালেটা সে আরো সজোরে চেপে ধরলো এবার। তার কাছে মনে হলো দূর থেকে একটা জোরালো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। অনুভব করলো তার কাঁধের উপর একটা হাত, কেউ তাকে চাপড় মারলো যেনো...পেছন ফিরেই বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হলো তার মুখ।

পাভেলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাকে দ্বিতীয়বার চাপড় মারার জন্য তার হাত উদ্যত। মুখে শীতল আর নিষ্ঠুর এক হিংস্রতা।

"আপনি তো মহা বেকুব! লোকটা যে কেজিবি সেটা কি বুঝতে পারছেন না? আর তাকে কিনা মেরে ফেললেন!" মেঝেতে পড়ে থাকা ফ্যাকাশে চেহারার রুশ লোকটার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলো গান্ট। লোকটার জিহ্বা বের হয়ে আছে। পাভেলের দিকে তাকালো এবার।

"আমি–মানে, আমি ভেবেছিলাম সে বুঝে গেছে আমি কে..." ক্ষীণ কণ্ঠে বললো সে।

"আপনি একটা চিজই বটে, গান্ট!" পাভেল বললো। "আপনার জন্য তো আমরা মারা যেতেও পারতাম, সেটা কি বুঝেছেন?" সম্মোহিতের মতো দেহটার দিকে এক মুহূর্ত তাকালো সে। ভয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছে। দ্রুত ঝুঁকে তোয়ালেটা খুলে ফেললো। মৃতদেহটার বগলের নিচে ধরে ওয়াশরুমের মেঝে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেলো একটা খালি প্রকোষ্ঠে। লোকটার পকেট তল্লাশী ক'রে ভেতর থেকে তালাবদ্ধ করে দিলো গান্ট।

"কাজ কি শেষ হয়েছে?" গান্ট শুনতে পেলো তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

"হ্যা," নিষ্প্রাণ কণ্ঠে উত্তর দিলো সে।

মুখ তুলে দেখে বিশালদেহী লোকটা প্রকোষ্ঠের দরজায় উপরে দিয়ে উঠে

তার পাশে নেমে এলো। দরজার উপরে থাকা ধুলোময়লা তার জামার হাতায় লেগে গেছে, সেগুলো মুছে নিলো সে। পকেটে মৃদু চাপড় মেরে বললো, "চেষ্টা করেছি এমন অবস্থা করার যাতে ক'রে মনে হবে লোকটা রাহাজানির শিকার। আপনার এই বোকামিটা আড়াল করতেই এটা করতে হবে।" গান্টের দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বললো, "এবার সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে যান, যদি কেউ আপনাকে থামতে বলে, তার কথা শুনবেন। আপনার কাগজপত্র দেখাবেন। তারপর আগের মতোই ভান করবেন যে আপনি অসুস্থ। আমার কথা বুঝেছেন?"

"হ্যা। সে বলেছে আমার কাগজপত্রগুলো নাকি ঠিকঠাক নেই।"

"কী বোকারে বাবা–এজন্যেই তাকে মেরে ফেলেছেন? ওগুলো সব ঠিকই আছে। সে শুধু আপনাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছিলো।"

"আমি–মানে, আমি তো এও জানতাম না আপনি কোথায় আছেন..."

"কেজিবির লোকজন আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো। তবে আমার কাগজপত্রগুলোও আপনার মতো ঠিকঠাক আছে।" গান্টকে সে সামনের দিকে ঠেলে দিলো। "এবার তড়িঘড়ি ক'রে প্রবেশপথের দিকে চলে যান। এই মোটা অফিসারের খোঁজে যেকোনো সময় লোকজন আসতে পারে। ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে কাউকে আর স্টেশন ছেড়ে যেতে দেবে না তারা।"

স্টেশনের ভীড় ঠেলে এগোনোর সময় কেজিবির ছোটোখাটো কর্মকর্তারা গান্টকে দু'দুবার থামিয়ে তার কাগজপত্র দেখলো, তারপর তার স্বাস্থ্য এবং গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দিলো তাকে। স্টেশনের প্রবেশপথে যে সাময়িক প্রতিবন্ধক রাখা হয়েছে আস্তে আস্তে সেদিকটাতে এগিয়ে গেলো সে।

পাভেল তার কতোটা পেছনে আছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। প্রতিবন্ধকটা পেরিয়ে যেতে পারলে তার জন্য অপেক্ষা করবে সে।

প্রতিবন্ধকের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে অন্তত একজন লম্বা, ধূসর চুলের। মুখের একপাশে কোনো এক সময় নিম্নমানের প্লাষ্টিক সার্জারি করা হয়েছে। গান্টের মনে হলো কোনো যুদ্ধের ক্ষত হতে পারে সেটা। যে বিশালদেহী লোকটাকে সে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলেছে তার চেয়ে এর কর্তৃত্ব বেশি বলেই মনে হচ্ছে। তরুণ বয়সী, ধূসর চুলের ভাবলেশহীন চেহারার কর্মকর্তার কাছে কাগজপত্রগুলো দিয়ে গান্ট অপেক্ষা করতে লাগলো। লোকটার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলেও খেয়াল করলো তার দৃষ্টি ওর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। হালকা হেসে লোকটা লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে নিজের গাল চুলকাতে লাগলো।

"ইংরেজ?" কম বয়সী লোকটার প্রশ্ন।

"উমমম...হ্যা।"

"মিঃ গান্ট–তো এখানে কোনো একটা টেবিলে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে যে। আপনার হোটেলে একটু চেক্ করেই আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে।"

"আমার সাথে তো কাগজপত্র আছে..."

"হ্যা, তা আছে। আপনার পাসপোর্ট এবং কাগজপত্রে নিরাপত্তা সার্ভিসের টিকেট লাগানো আছে, তারপরও আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

তরুণ লোকটি প্রতিবন্ধকটা তুলে ধরলো যাতে ক'রে গান্ট ভেতরে যেতে পারে। তাকে একটা টেবিল দেখিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে বলা হলো। অন্য কোনো টেবিল আর খালি নেই। হাফ ডজন লোক আছে সর্বসাকুল্যে। তাদের সবাই রুশ নয়। এক বয়স্ক আমেরিকানের কণ্ঠ শুনতে পেলো সে। লোকটা বলছে :

"ছোকরা, এই পাসপোর্ট আর কাগজপত্রগুলো নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার তোমার নেই!" ছোটোছোটো ক'রে ছাঁটা চুলের কেজিবির এক লোক টেলিফোনে কথা বলছে, এদিকে আমল না দিয়ে সে তার কথা চালিয়ে গেলো।

ধপাস ক'রে টেবিলের উপর বসে পড়লো গান্ট। কেজিবির জিজ্ঞাসাবাদ করার ধরণটা এরকমই। শক্ত ক'রে ঢোক গিললো সে। দেখতে পেলো পাভেল তার কাগজপত্র ফেরত নিচ্ছে। তারপরে কোনো রকম পেছনে না তাকিয়ে প্রবেশপথ দিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ ক'রে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হলো তার। আবারো পরিস্থিতির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে। টেবিলে রাখা কালো টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল।

তারপর তরুণ লোকটা তার সামনের চেয়ারটাতে বসে তার দিকে হেসে বললো, "মিঃ গান্ট, আশা করি খুব বেশি সময় লাগবে না।"

ওয়ারশো হোটেলে ডায়াল করলো সে। প্রথমবারের মতো গান্ট টের পেলো ঝামেলা কাকে বলে। পৃথিবীর এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে দক্ষ নিরাপত্তা সার্ভিসের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু কেজিবি তার বিশাল আয়তনের কারণে কাজকর্মে অপটু, অব্রের এই কথাটা মনে পড়তেই একটু স্বস্তি পেলো তবে মেট্রো স্টেশনের ঠাণ্ডা বিশ্রামকক্ষে বসে এই স্বস্তিটা তাকে পুরোপুরি আশ্বস্তও করছে পারছে না এখন।

"হোটেল ওয়ারশো?" রুশ ভাষায় তরুণ লোকটা জিজ্ঞেস করলো। টেবিলের উপরেই চোখ স্থির রাখলো গান্ট। কথোপকথন যে শুনছে সেটা যেনো কেউ বুঝতে না পারে এমন ভাব করছে।

“আহ্‌–স্টেট সিকিউরিটি থেকে বলছি। প্রোডকভের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।” ঐ হোটেলের কর্মচারীদের মাঝে কেজিবির যে লোকটা আছে তারই নাম হয়তো প্রোডকভ। হয়তো সে কোনো ওয়েটার, ডেস্ক-স্টাফ, কিংবা ডিসওয়াশার। কিন্তু হোটেল ম্যানেজারের চাইতেও তার ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি।

কিছুক্ষণ সময় পার হলো, তারপর বললো : “প্রোডকভ, আমার এখানে একজন পর্যটক আছেন, মিচেল গান্ট। ৩০৮নং রুমে উঠেছেন...আচ্ছা, আপনি তাকে চেনেন। দেখতে কেমন, বলুন তো? মিঃ গান্ট, আমার দিকে একটু তাকাবেন? ধন্যবাদ। ঠিক আছে। প্রোডকভ...হ্যা...বুঝেছি। তিনি এখন সেখানে নেই?” আবারো দীর্ঘ একটা বিরতি হলে সন্দেহ নিয়ে গান্ট অপেক্ষায় থাকলো। অব্রে ভাবতেও পারবে না এখন তার কেমন লাগছে। “ঠিক আছে। ধন্যবাদ, প্রোডকভ, গুডবাই।”

এইমাত্র যা কিছু ঘটেছে সেগুলো চেপে যাওয়ার জন্য তরুণ লোকটা অমায়িক হাসি দিচ্ছে। তার চোখেমুখে কোনো সন্দেহ নেই এখন। খুব স্বাভাবিক আর রুটিনমাফিক একজন পর্যটকের কাগজপত্র চেক ক'রে দেখা হলো আর কি। মিচেল গান্ট নাম লেখা পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্রগুলো একত্র করে তাকে ফেরত দেওয়া হলো।

“ধন্যবাদ, মিঃ গান্ট। বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা অপরাধী ধরার জন্য তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছি, অবশ্যই আমরা আপনাকে আমাদের তল্লাশির বাইরে রাখতে চেয়েছিলাম। তো এখন আপনি ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে আমাদের শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন।” তরুণ লোকটা নিশ্চিতভাবেই নিজের ইংরেজি নিয়ে মনে মনে বেশ গর্বিত। দাঁড়িয়ে গান্টের সাথে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে প্রতিবন্ধক তুলে যেতে দিলো তাকে। ধূসর চুলের লোকটার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় গান্ট একটা বাঁকা হাসি দিলে তার মুখের একপাশেই কেবল সেই হাসিটা ফুঁটে উঠলো।

তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে প্রতিবন্ধক পেরিয়ে দ্রুত প্রবেশপথের দিকে যতোটা সম্ভব ধীরেসুস্থে এগিয়ে যেতে লাগলো গান্ট। সুসজ্জিত প্রবেশপথের বাইরে প্রশস্ত পথে নামতেই টের পেলো বাতাস খুব ঠাণ্ডা। ছাড়া পাওয়ার পর গান্ট বুঝতে পারলো তার দেহটা ঘেমে ভিজে গেছে। চারদিকে তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে পাভেলকে বের হয়ে আসতে দেখলো সে।

“ভালো,” সে বললো, “এরইমধ্যে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। একেবারে নিখুঁত কাগজপত্র না থাকলে একটু পর রাস্তায় বেরুনোটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে। আসুন, অল্প একটু পথ আমাদের হেটে যেতে হবে।

পিত্রোভ স্ট্রিট পর্যন্ত আমার আগে আগে হাটতে থাকুন। স্টেশন থেকে দূরে যাওয়ার পরে আমি আপনার সাথে মিলিত হবো, তখন বলে দেবো কোথায় যেতে হবে। ঠিক আছে? হাটতে থাকুন।"

সকাল ছ'টার আগেই তারা পাভেল উপেন্সকয় আর ভাসিলি লেভিনের দু'জন পরিচিত সহযোগীকে তুলে নিয়ে এলো। মিরা প্রসপেকটের বিশালায়তন এলাকায় সোভিয়েত শ্রমিকদের ফ্ল্যাটের একই টাওয়ার-ব্লকে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে তারা। কন্টার্স্কির দলের কালো সিডান গাড়িগুলো ঐ ব্লকের সামনেই পার্ক করা আছে। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার, লোকজন দ্রুত ঘোরাফেরা করছে। পুরো অপারেশনটা সারতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগে নি, এর মাঝেই লিফটে ক'রে চৌদ্দ ও ষোলোতলায় পৌছানো হয়েছে। দলটা যখন ফিরে এলো সঙ্গের অতিরিক্ত দু'জন লোককে সাংঘাতিক বিরক্ত বলেই মনে হলো। জ্ঞান হয়তো সামান্য ছিলো তবে গভীরভাবে আতঙ্কিত তারা। প্রিয়াবিন জানে তার চিফ এতে সন্তুষ্ট হবে।

প্রিয়াবিন দাঁত বের ক'রে লোক দুটোর আতঙ্কিত ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকালো। তাদেরকে বিছানা থেকে তুলে আনা হয়েছে। তারা জানে সে কেন এসেছে–আর ঝারজিনস্কি স্ট্রিটের সেন্টারে ফিরে গেলে কি ঘটতে পারে সেটাও তাদের জানা আছে। সে দেখলো তাদেরকে দুটো কালো গাড়িতে তোলা হচ্ছে। তারপরে আবার ফ্ল্যাটগুলোর ব্লকের দিকে তাকালো। ষোলো তলায় অন্ধকার একটা জানালায় অস্পষ্ট সাদা একটা মুখ দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী কিংবা হয়তো কোনো শিশুর মুখ। যাহোক, তাতে কিছু এসে যায় না।

গাড়িতে ফিরে আসার পর চারপাশে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস যেনো ধোঁয়ার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার সিটের জানালায় মাথা গলিয়ে ড্রাইভারকে সে বললো : "খুব ভালো। সার্ভিলেন্স টিমকে ওয়্যারহাউজের দিকে যেতে বলো। সেখানে যেতে যেতে আমরা উপেন্সকয়কেও পেয়ে যাবো!"

পাভেল উপেন্সকয় রিমুভাল ভ্যানের দরজা সজোরে খুলে ধরলে গভীর স্বপ্নালু ঘুম থেকে জেগে উঠলো গান্ট। মাথা নাড়তে নাড়াতে, বিড় বিড় ক'রে কথা বলতে বলতে ম্যাট্রেসের উপরে এক জায়গায় বসে পড়লো সে। ড্রাইভারের ক্যাবের ঠিক পেছনেই সেটা রাখা আছে। মস্কোর স্যানিটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ওয়্যারহাউজে এই গাড়িটাতে উঠেছিলো গান্ট।

শীতল, শক্তিশালী বাল্বের আলো ট্রাকের ভেতরে জ্বলছে। উপেন্সকয় স্তূপ করে রাখা কতোগুলো টয়লেট বোলের আড়ালে ছিলো বলে গান্ট তাকে দেখতে পায় নি। কুইবিশেভ শহরটা বিলিয়ার্স্কের একশ' মাইলেরও বেশি দক্ষিণে অবস্থিত আর মস্কো থেকে এর দূরত্ব সাতশ' মাইলেরও বেশি। কুইবিশেভে একটা নতুন হোটেল তৈরি করা হচ্ছে, সেজন্যই এই টয়লেট ফিটিংসগুলো জড়ো করা হয়েছে।

"গান্ট, আপনি কি জেগে আছেন?"

শুকনো আর বাসী মুখটা লালা দিয়ে আর্দ্র ক'রে নিতে নিতে গান্ট বিষন্নভাবে উত্তর দিলো : "হ্যা। ক'টা বাজে এখন?"

"প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আমাদের বিলিয়ার্স্ক যাত্রা ছ'টার ঠিক আগে শুরু হবে। বুড়ো লোকটা কফি তৈরি করেছে। চাইলে আপনি এসে কফি পান করতে পারেন।"

ওয়্যারহাউজের কংক্রিট মেঝের উপরে ভারি পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো গান্ট। কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেলো পায়ের আওয়াজগুলো। শব্দ ক'রে বন্ধ হয়ে গেলো একটা দরজা। চিবুকের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত ঘষছে, সেই সাথে শুষ্ক আর কটু মুখের স্বাদ দূর করার জন্য ঠোঁটও চুষছে সে। এছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কপালে একটা হাত বুলিয়ে আঙুলে লেগে থাকা ঘামের আস্তরণের দিকে নিবিড়ভাবে তাকালো সে। যেনো জিনিসটা আর কখনো দেখা হয় নি, কিংবা অনেক অনেক আগে দেখেছে। তারপর হাতটা তার বিবর্ণ নীল ওভারঅলের ট্রাউজারের পায়ে মুছে নিলো। ওয়্যারহাউজে পৌছে এই পোশাকটাই পরেছে।

ভালো ঘুম হয় নি তার। দু'ঘণ্টাও ঘুমুতে দেওয়া হয় নি তাকে। ওয়্যারহাউজে পাভেল তাকে নিয়ে আসার পর থেকে এই অবস্থা। কিরোভ স্ট্রট থেকে ছোটো বাণিজ্যিক রাস্তাটার পাশে এই ওয়্যারহাউজটা অবস্থিত। কোমসোমোল্স্কায়া মেট্রো স্টেশন থেকে পঁচিশ মাইল দূরে হবে সেটা। পাভেল তাকে ঘুমাতে দেয় নি। তার নতুন এবং তৃতীয় একটা পরিচয় আছে–সে হচ্ছে বরিস গ্লাজুনোভ, ড্রাইভারের সঙ্গী, মিরা প্রোসপেক্টের ফ্ল্যাটে তার বসবাস। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। আর পাভেলের ব্যাখ্যা মতে, বিলিয়ার্স্ক পর্যন্ত গান্ট তার সঙ্গ দেওয়ার সময় সে ঘরের ভেতরে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে। তার এই তৃতীয় পরিচয়ের সত্যিকার তথ্য আর বিরক্তিকর ব্যাপারগুলো নিয়ে পাভেল অনেক প্যাচাল পেরেছে, তাকে একটুও ঘুমাতে দেয় নি। পুরো ব্রিফিং রুশ ভাষায় দেয়া হয়েছে–ভার্জিনিয়ার ল্যাংলে'তে সপক্ষত্যাগী লেভেদেভের মাধ্যমে একাধিক ভাষা শেখানোর কথা জোর ক'রে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

গান্ট তার জীবন বৃত্তান্ত বলে চললো। যেসব কাগজপত্র তার আছে আর তাতে যা যা রয়েছে সেগুলোরও বিবরণ দিলে শেষমেষ একটু ঘুমোতে দেওয়া হলো তাকে। কেজিবি'র লোকটাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মেরে ফেলার পীড়াদায়ক স্মৃতি থেকে খুব ধীরে ধীরে মুক্তি পেলো সে। এর আগে উদাসভাবে হাটতে হাটতে একবার কিরোভ স্ট্রটের একটা দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো, পাভেল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে।

গান্ট পায়ে ভয় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মন থেকে জীবন্ত ওই ছবিগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে। ট্রাকের পেছন দিয়ে নামার সময় সামনের দিনগুলো নিয়ে একটু ভাবলো। অতীতকে এখন দূরে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছে। এখন সে ভালো করেই জানে, তাকে পুরোপুরি পাভেল উপেন্সকয়ের উপরেই নির্ভর করতে হবে।

বিশালদেহী লোকটা যতোগুলো কথাই বলেছে, সব কিছুর মাঝেই সে এক ধরণের ঘৃণা টের পেয়েছে। গান্ট স্বীকার করলো, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, যেনো সপ্তাহান্তে বিমান চালায় যে লোক তার সাথে ফায়ারফক্সের ককপিটে বসতে দিয়ে তাকে অপমান করা হয়েছে। এই পাভেল লোকটা বিলিয়ার্স্ক পর্যন্ত তার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকবে। বিশালদেহী রুশ লোকটার নির্দয় পেশাদারিত্ব বুঝতে পারছে সে। কোথায়, কখন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাকে রিক্রুট করেছে সে কথা সে জানে না। কিন্তু ওয়্যারহাউজের বুড়ো নৈশপ্রহরী চুপিচুপি পাভেলের ব্যাপারে তাকে কিছু কথা বলেছে। পাভেলের একজন ইহুদি বউ ছিলো, সে এখন জেলখানায় কিংবা শ্রমশিবিরে রয়েছে। বারো বছর আগে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর দায়ে তাকে এই সাজা দিয়েছে কমিউনিস্ট সরকার। পাভেল যখন তাকে বুড়ো লোকটার কাছে কিছু সময়ের জন্যে একা রেখে গিয়েছিলো তখনই বুড়ো তাকে এসব কথা বলেছে। আমেরিকান লোকটার সাথে পাভেলের যে দুর্ব্যবহার সেই ক্ষতে একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করেছিলো বুড়ো লোকটা। এছাড়া পাভেল সম্পর্কে গান্ট আর কিছুই জানে না। তারপরও অবাক ব্যাপার, তার ঘৃণা আর অন্যান্য ব্যবহারকে সে সহজভাবেই নিয়েছে। লোকটা আসলে খুব ভালো।

ওয়্যারহাউজের ডেসপ্যাচ অফিসে পাভেল আর বুড়ো লোকটা ছোট্ট একটা টেবিলে বসেছে। এখন পর্যন্ত দিবাকালীন কোনো কর্মী কাজে যোগ দেয় নি। তারা পৌছানোর অনেক আগেই পাভেলের চলে যাওয়ার ইচ্ছে। গান্ট পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলে পাভেল তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। ওয়্যারহাউজের মতো এই ঘরটাও বেশ ঠাণ্ডা। দু'হাত ঘষে গরম হওয়ার চেষ্টা করলো গান্ট। দেয়ালে পুরনো ইলেকট্রিক রিঙে রাখা একটি কফিপাত্রের দিকে

পাভেল নির্দেশ করলে টেবিল থেকে একটা মগ নিয়ে গান্ট নিজেই তাতে ব্ল্যাক কফি ঢেলে নিলো। চিনি ছাড়া কফিটা তেতো লাগলেও সেটা বেশ গরমই আছে। অস্বস্তি নিয়ে অনেকটা অনাহূতের মতোই টেবিলে বসলো সে। একটা ইশারা করতেই কফি শেষ ক'রে ঘর ছেড়ে চলে গেলো বুড়ো লোকটা।

গান্টের দিকে না তাকিয়েই পাভেল বললো, "সে দেখতে গেলো আমরা এখানে কোনো নজরদারির মধ্যে আছি কিনা।"

"তার মানে...?" সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলো গান্ট।

"না–আমি বলছি না আপনি কোথায় আছেন সেটা তারা জেনে গেছে," রুশ লোকটা বললো, "গত রাতের লোকগুলো কিংবা স্টেশনের যে দলটি আপনার পিছু নিয়েছিলো তাদের কথা বলছি না। কেজিবির যে ডিপার্টমেন্ট প্লেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে তারা জানে আমি কে, তাদের কথা বলছি। তারা যে নজরদারি করবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ অস্ত্রপাতির পরীক্ষাটা," ঘড়ির দিকে তাকালো সে, "ত্রিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শুরু করা হবে!"

"তারপর–আমি যে কাজে নেমে পড়েছি সেটা তারা জেনে যাবে?"

"জানবেই এমন কোনো কথা নেই, নিছক নজর রাখা হবে আমাদের ওপরে।"

"তারা যদি আমাদের কাজে বাঁধা দেয়?" গান্ট উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো। "তাহলে তো আমি মস্কো ছাড়ার আগেই সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে!"

"না! বাঁধা দিলে অন্য ব্যবস্থা আছে।" পাভেলের নিজের মনেই হয়তো কিছু সন্দেহ দানা বেঁধেছে ব'লে মনে হলো।

গান্ট অবিশ্বাসে জানতে চাইলো, "অন্য ব্যবস্থাটা কি? আমাকে আজ ছয়শ' মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে! সেটা আমি কিভাবে করবো–উড়ে যাবো?" গান্ট হা হা ক'রে হাসলে পাভেল ঘৃণাভরে তার দিকে তাকালো।

"আপনি মুক্ত হয়ে চলে যাবেন সেটা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করতেও প্রস্তুত আছি। সেরকম নির্দেশই আমাকে দেওয়া হয়েছে," মৃদুস্বরে বললো পাভেল। "এটাকে আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান বা উপযুক্ত কাজ বলেও মনে করছি না...যাইহোক, একবার এখান থেকে নিরাপদে বের হতে পারলে সার্কুলার মোটরওয়েতে পৌছার আগপর্যন্ত কেউ আর আমাদের থামাতে পারবে না। কোনো সমস্যা দেখা দিলে আপনাকে তুলে নেওয়ার জন্য সেখানে আরেকটা গাড়ি অপেক্ষায় থাকবে। আর সমস্যা না হলে আমার সাথেই আপনি থাকবেন। বুঝতে পেরেছেন?"

কিছুটা সময় চুপ থেকে গান্ট বললো : "হ্যা।"

"ভালো। এখন পাশের রুমে গিয়ে শেভ হয়ে নিজেকে একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিন। ঠিক আছে?" মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গান্ট পাশের ঘরে চলে গেলো। পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় পাভেল বললো : "গান্ট, আপনি কি ঐ বিমানটা আসলেই চালাতে পারবেন?"

দরজা দিয়ে মাথাটা বের করে গান্ট দেখতে পেলো পাভেল নিজের হাতে থাকা মগটার দিকে চেয়ে আছে। নীল ওভারঅল পরা অবস্থায় তার বিরাট দেহটাকে একটু ছোটো বলেই মনে হচ্ছে এখন।

"হ্যা," বললো গান্ট। "ওটা আমি ফ্লাই করতে পারবো। এ কাজে আমি বেশ দক্ষ।"

গান্টের চোখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে পাভেল বললো : "ভালো। বিলিয়ার্স্কি থেকে কোনো ত্রুটিপূর্ণ জিনিস পাঠিয়ে মরতে চাই না আমি।"

তার দৃষ্টি আবারো কফির মগে ফিরে গেলে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো গান্ট। মৃদু বাল্বটা জ্বালিয়ে কুসুম গরম হওয়ার আগপর্যন্ত পানি ছেড়ে রাখলো সে। নিজের চেহারাটা দেখে নিলো আয়নায়। গত রাতে পাভেল তার চুল ছেটে দিলে মাথাটা শুধু পানিতে ধুয়ে নিয়েছিলো। মাথায় ছোটো ছোটো চুলগুলো লেপ্টে আছে এখনও। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বয়স যেনো কমে গেছে। ক্লার্কভিলে থাকার সময় কৈশোরে তাকে অনেকটা এরকমই দেখাতো, তবে পার্থক্যটা হলো এখন তার মুখে হাস্যকর একটা গোঁফ আছে। ওর্টন আর গান্ট সেজে কাজ করতে গিয়ে এটা রাখতে হয়েছে। শক্ত একটা ব্রাশ দিয়ে মুখে সাবান মেখে গোঁফের লোমগুলো ঘষে নিলো ভালো করে, তারপর শেভ করতে শুরু করলো সে।

বাইরের অফিসে এসে দেখলো পাভেল বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বুড়ো লোকটা মনে হয় নজরদারি করার জন্য এসে আবারো চলে গেছে।

"তারা এখানে আছে," আস্তে ক'রে বললো পাভেল। লোকটাকে নিয়ে গান্টের মধ্যে অদ্ভুত এক নতুন চিন্তা দেখা দিলো।

"কতোজন?" গলাটা স্বাভাবিক বাখ্যার চেষ্টা ক'রে গান্ট জিজ্ঞেস করলো।

"তিনজন-একটা গাড়িতে আছে। বুড়ো লোকটা তাদের আগেও দেখেছে। বিলিয়ার্স্কি প্রজেক্টের নিরাপত্তার জন্য যে দলটা কাজ করছে এরা তারই লোক। মস্কোতে তারা মিঃ ল্যান্সিংকে অনুসরণ ক'রে থাকে, সেইসাথে বিলিয়ার্স্কি থেকে আসা কুরিয়ার ঢেরকভকেও কড়া নজরদারিতে রাখে। বুড়োলোকটার ধারণা, তারা শুধু নজরদারি করার জন্যেই এসেছে। গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্য থাকলে আরো বেশি সংখ্যায় আসতো।"

রুশ লোকটার কথা শেষ হলে গান্ট মাথা নাড়লো। পাভেল তার ওভারঅলের পকেট থেকে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল বের করলো দেখে অবাক হয়ে গেলো গান্ট।

"এটা–?"

"এটা ব্যবহার করতে জানেন?"

জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টোপাল্টে দেখলো গান্ট। মাকারভ ব্র্যান্ডের। আগে কখনো দেখে নি, তবে দেখতে ওয়াল্টার পি-৩৮'এর কাছাকাছি মনে হচ্ছে যা এর আগে সে ব্যবহার করেছে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"ভালো। একেবারে দরকার না পড়লে এটা ব্যবহার করবেন না।"

"ঠিক আছে।"

"আপনি কি প্রস্তুত?"

"হ্যা।"

"তাহলে চলুন, এ জায়গা ছেড়ে চলে যাই। ছয়টা বাজতে কিছুটা বাকি আছে–শীঘ্রই চারদিক আলো ফুঁটে উঠবে, আমাদের আবার ছয়শ' মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।" দরজা খুলে গান্টের পিছু পিছু এগিয়ে যেতে লাগলো সে।

বড় একটা ক্যাবে গিয়ে উঠলো তারা। ওয়্যারহাউজের ডাবল-ডোরের দিকে সোজা মুখ ক'রে আছে ক্যাবটা। উঠেই পাভেল ইঞ্জিন স্টার্ট ক'রে হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো। দরজার সামনে বুড়ো নৈশ প্রহরীকে দেখতে পেলো গান্ট। আস্তে ক'রে গাড়িটা চালিয়ে ধূসর আলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো পাভেল। বুড়ো লোকটার চেহারা আরো একবার দেখতে পেলো সে। বিকট হাসি হাসছে সে। তারপরই পাশের রাস্তায় এসে পড়লো তাদের গাড়িটা। সোজা চালানোর চেষ্টা করছে পাভেল। তাদের পথের বিপরীত দিকে দূরে একটা কালো সিডান গাড়ি দেখতে পেলো গান্ট, এরপর তাদের গাড়িটা সোডিয়াম আলোয় আলোকিত, ধূসর, জনহীন কিরোভ স্ট্রিটের দিকে মোড় নিলো।

তাদের পেছনে কেজিবির গাড়িটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারো মাঝে কোনো ভয় নেই, গাড়ির ইঞ্জিনও বন্ধ। বরং তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক আর বিশালদেহী লোকটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ির টেলিফোনটা নিয়ে কেজিবি কর্নেল মিকাইল কন্টার্স্কির সাথে যোগাযোগ ক'রে ফেললো।

"তারা এইমাত্র বের হয়েছে। দু'জন লোক স্যানিটারি জিনিসপত্রের ডেলিভারি ট্রাকে ক'রে বেরিয়েছে। কর্নেল, আমাদের এখন কী করতে হবে, বলুন?"

কিছুটা বিরতি, তারপর ওপাশ থেকে বলা হলো : "মিরা প্রোসপেক্টে প্রিয়াবিনের সাথে কথা বলে দেখি। আপাতত আপনারা তাদের অনুসরণ করতে পারেন, তবে খুব বেশি কাছে যাবেন না!"

"ঠিক আছে, কর্নেল।" ড্রাইভারকে মাথা নেড়ে ইশারা করতেই ইঞ্জিন স্টার্ট ক'রে দিলো সে। ওখান থেকে ওয়্যারহাউজের এইমাত্র বন্ধ হওয়া দরজা পেরিয়ে কিরোভ স্টৃটের জাংশনে গিয়ে থামলো তারা। দূর থেকে সামনের ট্রাকটাকে কালো অবয়বের মতো দেখাচ্ছে, সাডোভায়ার উত্তর-পূর্ব দিকে শহরের চারপাশ ঘিরে যে ইনার রিংরোড আছে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা।

"আরেকটু কাছে যাও," দায়িত্বরত লোকটা ড্রাইভারকে বললো, "কিন্তু খুব বেশি চলে যেও না। সাডোভায়াতে যেনো ওটাকে হারিয়ে না ফেলি সেরকম দূরত্বে থাকো।"

"ঠিক আছে!" ড্রাইভার অ্যাক্সিলেটরে পা রাখতেই ছুটে চললো সিডান গাড়িটা। ট্রাকের সাথে তার দূরত্বও কমে এলো। একশ' মিটার পেছনে থাকতেই কিরোভ স্টৃট এবং সাডোভায়ার জাংশনে দেখা গেলো ট্রাকটাকে। সিডানের গতি কমে এলো কারণ ট্রাকটা এখন রিংরোডের বিশাল যানবাহনের ভীড়ে ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে। ইন্ডিকেটরের আলো থেকে বোঝা যাচ্ছে উপেন্সকয় নামের ড্রাইভার লোকটি ডানে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গাড়িটা ঘোরাতে চাইছে।

সিডানটা এগিয়ে যেতেই প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটি বললো : "কর্নেল, তারা এখন সাডোভায়া স্টৃটে আছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাচ্ছে। আমরাও সেদিকে যাচ্ছি তাহলে।" কিন্তু সামনে থাকা বিশাল একটা লরির কারণে গতি কমিয়ে দিতে হলো, এরফলে ট্রাকের সাথে তাদের দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচশ' মিটারেরও বেশি। "আরো সামনে যাও," লোকটা বললে ড্রাইভার মাথা নেড়ে সায় দিলো। এক্সেলেটরে চাপ পড়তেই বেড়ে গেলো গাড়ির গতি। এমন সময় রেডিও রিসিভারে কন্টার্স্কির গলাটা ভেসে এলো।

"উপেন্সকয় লোকটাকে তুলে নেওয়ার জন্য প্রিয়াবিন আপনাকে অনুরোধ করেছে-তার সাথে আরো দু'জন আছে, গ্লাজুনোভ এবং রিয়াশিন। বোরখ, ঐ ট্রাকে তার সাথে যে লোকটা আছে সে কে?"

"জানি না, কর্নেল-ঐ লোকটাই হবে-"

"ঠিক বলেছো! গ্লাজুনোভই হবে। উপেন্সকয় যদি কোথাও কাউকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাথে নেয়, তবে সেটা গ্লাজুনোভই হবে। তাই নয় কি?"

"হ্যা, কর্নেল। কার্লমার্ক্স স্টৃটে মোড় নিয়েছে ট্রাকটা, মনে হচ্ছে শহরের বাইরে চলে যাবে তারা।"

"উপেন্সকয়ের শিডিউলে কোথায় যাওয়ার কথা আছে?"

"আমার জানা নেই, কর্নেল–তবে সেটা জেনে নিতে পারবো আমরা।"

"নিয়মানুযায়ী মটরওয়ের ট্রাভেল কন্ট্রোলে রিপোর্ট করতে হবে তাকে, বোরখ, তখন আমরা সেটা জেনে নিতে পারবো। চেকপয়েন্টে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করো। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেবো কি করতে হবে। প্রিয়াবিন এখন গ্লাজুনোভ এবং রিয়াশিনকে নিয়ে আসছে–সম্ভবত তারাই আমাদের বলতে পারবে, নাকি?"

গাড়ির লোকগুলো কন্টার্স্কির অট্টহাসি শুনতে পেলো, তারপরই ক্লিক ক'রে একটা শব্দ শোনা গেলো রিসিভারে। টেলিফোনটা সরিয়ে বোরখ এবার গোর্কি রোড দিয়ে ট্রাকটার দিকে তীরের মতো ছুটে চলতে শুরু করলো।

"আমাদের কর্নেল আজ সকালে খোশ মেজাজেই আছেন মনে হচ্ছে," মন্তব্য করলো ড্রাইভার। "গত রাতটা বোধহয় তাকে ঠাণ্ডা গাড়িতে কাটাতে হয় নি।"

"অশ্রদ্ধা করছো, ইলিয়া?" মৃদু হেসে বললো বোরখ।

"কে–আমি? সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখুন, আমাদের বন্ধু বামে মোড় নিচ্ছে," সে বললো। মস্কোভা নদীর শাখানদী ইয়াওজা পার হচ্ছে গাড়িটা। ইয়াওজা নদী সেখান থেকে দক্ষিণে গিয়ে অস্টিন্‌স্কি সেতুর কাছে মস্কোভা নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে। ধীরে বহমান নদীর উপরকার সেতু পার হবার পরপরই ট্রাকটা সোজা বামে মোড় নিলো, প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িটাও ট্রাকটার পিছু পিছু এগিয়ে যাচ্ছে। "সে কি আমাদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেছে ব'লে মনে করছেন?"

"আঁচ করতে পেরেছে সেটা বলা যাবে না–হয়তো গোর্কি রোড দিয়ে যেতে চাচ্ছে সে–আমার সেরকমই ধারণা–চয়কোভস্কি মহাসড়ক দিয়ে পূর্ব দিকে এগুচ্ছে," বোরখ বললো। "সে গোর্কির দিকেই যাচ্ছে, ঠিক আছে।"

"এবং কাজানের দিকে–তারপর...?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার।

"হতে পারে। সেজন্যই তো আমাদের কর্নেলের এতো উদ্বেগ।"

"উদ্বিগ্ন তিনি হবেনই," পেছনের আসনে হ্যাট পরে বসে থাকা তৃতীয় লোকটি বললো। আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে।

"ওহ্, আপনি তাহলে জেগে আছেন?" তীব্র শ্লেষের সাথে বললো বোরখ।

"এইমাত্র উঠলাম আর কি–যাদের সঙ্গে যাচ্ছি তারা সঙ্গী হিসেবে যে খুব একঘেঁয়ে।" লোকটা জবাব দিয়ে আয়েশ ক'রে বসলো।

"এই চেক পয়েন্টে আপনার ছবি তোলা হবে," রাস্তার পাশে ট্রাকটা নিতে নিতে বললো পাভেল। রাস্তার পাশে একটা সাইনপোস্টের কাছে এসে থামলো গাড়িটা। বোঝা যাচ্ছে ভারি জিনিসপত্র আনা নেওয়া করে যেসব গাড়ি তাদের লেন এটা। সামনের দিকে তাকিয়ে গান্ট দেখলো, তারা যে পোস্টটার দিকে যাচ্ছে সেটা আসলে একটা শুল্ক পোস্ট। মস্কো শহরের প্রান্তসীমা দিয়ে যে মোটরওয়ে গেছে সেটা এক ধরণের আঞ্চলিক সীমানা।

গাড়ির জানালায় পাশ দিয়ে বাদামী রঙের ইউনিফর্ম পরা এক সৈনিক উঁকি দিলে তাকে পাভেল বললো, "এখানে কি কেজিবির লোকজন পাহারা দেয়?"

"না-রেড আর্মি। তবে তারা কেজিবি'র একজনের কমান্ডেই কাজ করে। ওখানে একটা ছোট্ট ঘরে বসে।"

পাভেল মাথা নেড়ে ইশারা করলো গান্টকে, ওখানে সিভিল পোশাক পরা এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে। কাঠের একটা ছোট্ট ঘরে লম্বা সিগারেটে টান দিচ্ছে সে। কিন্তু না, কাঁচের উপর পড়া সূর্যের হলুদ আলোর ছ'টায় গান্ট ভালো ক'রে দেখতে পারলো না।

"কি হবে এখানে-শুধু কাগজপত্র চেক করবে?" জানতে চাইলো গান্ট।

"সাধারণত সেটাই করা হয়। অফিসের পাশে ছোট্ট একটা ঘর থেকে আপনার ছবি তোলা হবে। একটুও হাসবেন না-হাসলে তারা ভাববে আপনি হয়তো কিছু একটা লুকাতে চাচ্ছেন!" বিশ্রীভাবে হেসে পাভেল হ্যান্ড ব্রেকটা জোরে চেপে ধরলো। "এবার গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন।"

দরজা খুলে নেমে এলো গান্ট। দুশ্চিন্তায় আবারও পেটেটা মোচড়াচ্ছে, তবে আগের মতো অতোটা তীব্রভাবে নয়। পাভেল তাকে বলেছে, কিরোভ স্ট্রিট থেকে মোটরওয়ে পর্যন্ত পুরোটা পথ সিডান গাড়িটা তাদের অনুসরণ করেছে।

পেছনে ফিরে কেজিবির গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের পেছনে বসা মুখগুলো দেখার জন্য নিশপিশ করছে সে, কিন্তু এই ইচ্ছেটা দমাতে হলো তাকে।

সিগারেট টানতে টানতে পাভেল তার পাশে দাঁড়ালে খুব একটা আগ্রহ নিয়ে তার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো গান্ট। তার ভাবসাব দেখে যেনো মনে হয় এরকম ফর্মালিটিজের সাথে সে বেশ পরিচিত।

একজন সামরিকরক্ষী তাদের কাগজপত্রগুলো নিয়ে ভেতরের অফিসে চলে গেলে গান্ট অলস চোখে দেখলো, বিশাল বিশাল কংক্রিটের খাম্বার উপর দিয়ে গোলাকার মটরওয়েটা চলে গেছে। মাথার উপরে গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে।

"গাড়ি থেকে একটা লোক নেমে অফিসে ঢুকেছে," নিচু গলার পাভেল বললো, "আপনি জানেন গাড়িটা কোথায় আছে, সেটার জন্য দৌড় দিতে হলে..."

"আপনি মনে করছেন এরকমটি হতে পারে...?"

"না। তাদের কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয়, এই মুহূর্তে আপনি তাদের কাছে একেবারেই সাধারণ কেউ। আহ্, এই যে আমাদের কাগজপত্রগুলো চলে এসেছে।"

সেই রক্ষীটি অফিস থেকে বের হয়ে তাদের দিকে আসছে। তার বুট জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে শক্ত কংক্রিটের উপর। কাগজপত্রগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলো সে। স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়েছে ওগুলোতে। ফলে মেইন রোড ধরে গোর্কি পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেলো। গোর্কিতে গিয়ে আবার অনুমতি নিতে হবে কাজান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য, তারপর কাজান থেকে কুইবিশেভ যাওয়ার জন্য আরো একটা অনুমতির দরকার হবে। পাভেল মাথা নেড়ে সিগারেটের বাকি অংশটা ফেলে ট্রাকে উঠে বসলো। ইচ্ছে করেই অফিসের দরজার দিকে তাকাচ্ছে না গান্ট। ট্রাকের সামনে দিয়ে ঘুরে এসে নিজের আসনে বসলো সে।

পাভেল ইঞ্জিন চালু করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তাদের সামনে লাল-সাদা একটা প্রতিবন্ধক উপরে উঠে গেলো, ফলে মটরওয়ের নিচ দিয়ে গোর্কি রোডে যাওয়ার পথটা উন্মুক্ত হয়ে গেলো তাদের জন্যে।

গান্টের দিকে তাকিয়ে পাভেল বললো, "দুপুরের খাবার সময় গোর্কিতে, তারপর চা খাওয়ার সময়ে পৌছাবো কাজানে–আপনারা আমেরিকানরা কি চা খান?" গান্টকে হাসানোর জন্য নিজেই হেসে ফেললো সে।

গান্ট বললো, "তারা কি আমাদের পিছু নিয়েছে?"

উইংমিররে তাকিয়ে পাভেল বললো : "না। এখনও নেয় নি–কিন্তু পরে অন্য কাউকে আমাদের পেছনে লাগাবে তারা। চিন্তার কিছু নেই! কেজিবি আমাদের নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করছে না–শুধু একটু কৌতুহলী হয়ে আছে। আপনি কে সেটাই তারা জানতে চাচ্ছে।"

"মানে বলতে চাচ্ছেন, আমি যে গ্লাজুনোভ এটা তারা বিশ্বাস করে না?"

"এখন করলেও বেশিক্ষণ আর করবে না। আজ বিকেলের মধ্যেই স্টেট হাইওয়ে মিলিশিয়া অফিসের রেকর্ডে আপনার ছবি চলে যাবে। গ্লাজুনোভের যেসব ছবি তাদের কাছে আছে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখবে, তখন তারা জানতে পারবে আপনি আসলে কে!"

গান্ট জানতে চাইলো, "তারা আমাদের থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞেসা করবে?"

"সম্ভবত। তবে বিলিয়ার্স্কে থাকাকালীন তাদের আস্থার মাত্রা অনেক বেশি থাকবে। আশা করি তারা একটি ওয়েটিং-গেম খেলতে চাইবে। যেসব জায়গাতে আমরা থামবো তার প্রতিটাতেই আপনার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে, সুতরাং উদ্বিগ্ন হবেন না। রাস্তায় আমাদের থামালে তারা আসলে নিজেদের জন্যেই সমস্যা ডেকে আনবে, তাই না?" সে হাসলো। "আশা করবো, ভড়কে না গেলে তারা আমাদের ধরবে না–আর এ কাজ করতেই কেজিবি'র অনেক সময় লেগে যাবে!"

প্রথম বিকেলেই ডেভিড এজেক্লিফ আলেকজান্ডার টমাস ওর্টনের মৃতদেহ হিসেবে তার এজেন্ট ফেন্টনের মৃতদেহটি চিহ্নিত করতে পারলেন। মস্কোর পুলিশ ইন্সপেক্টর টরটিয়েভের সাথে শবাগারের ঠাণ্ডা, বিষন্ন ঘরে দাঁড়িয়ে লাশের ক্ষতবিক্ষত মুখটার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। চেহারা চেনাই দায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন এজেক্লিফ। ক্ষত দেখে তিনি অবাক হন নি। ওর্টনের সাজে গান্টকে যেমন দেখানোর কথা, ফেন্টনের চেহারায় এখন তারা সেটাই খুঁজে পাচ্ছে। চেহারা দেখে আমেরিকান না ইংরেজ তা বোঝার কোনো উপায় নেই। বিশেষত গতরাতে মস্কোভা ত্যাগের পরে গান্ট আরো দু'বার চেহারা পাল্টিয়ে নিয়েছে।

"হ্যা," আস্তে ক'রে বললেন তিনি, "লাশটা মিঃ ওর্টনেরই, অন্তত আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে।" টরটিয়েভের দিকে তাকালে ফেন্টনের বিকৃত চেহারাটা আবারো কাপড়ে ঢেকে দিলো সে।

"আপনার তো ভুলও হতে পারে, তাই না, মিঃ এজেক্লিফ?" লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

"তা হতে পারে, ইন্সপেক্টর," এজেক্লিফ ছোট্ট ক'রে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "দেখতেই তো পারছেন, অনেক বেশি ক্ষতবিক্ষত।"

"তা ঠিক। মনে হচ্ছে তার প্রাক্তন সহযোগীরা চেয়েছিলো তাকে যেনো চেনা না যায়।"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?"

এজেক্লিফের দৃষ্টি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলো ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু টরটিয়েভকে তিনি বেশ ভালোভাবেই দেখছেন। লোকটাকে তিনি চেনেন না। সাধারণ সিভিল পুলিশের পোশাকে থাকলেও টরটিয়েভ যে আসলে কেজিবিরই লোক একথা তার জানা।

"আমি সেটা জানি না, মিঃ এজেক্লিফ। আপনিও যে জানেন সেটাও মনে

হচ্ছে না।" টরটিয়েভ হেসে বললো। দেখতে তরুণ, নিষ্ঠুর, আকর্ষণীয়, শক্ত প্রকৃতির। অর্ন্তভেদী আর বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর দু'চোখ তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক সে। কেজিবির ফ্রন্টলাইনে এখন প্রায়ই তাকে দেখা যায়। এজেক্লিফের মনে পড়ে গেলো কথাগুলো। এই লোককে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

"উমমম। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে ভালোই লাগতো, ইন্সপেক্টর–এ নিয়ে দেশে অনর্থক একটি শোরগোল তৈরি হবে।"

"মস্কোতেও এটা নিয়ে অনর্থক শোরগোল হবে, মিঃ এজেক্লিফ!" টরটিয়েভ একটু ঝাঁঝের সাথে বললো, "যতোক্ষণ না খুনিকে খুঁজে বের করা যায়!" তারপর একটু শান্ত হয়ে বললো, "মিঃ এজেক্লিফ, আসুন। একটু পান করে নিন। এটা কোনো সুখকর কাজ না। আমরা কি যেতে পারি এখন?"

বিজয়ীর হাসি হেসে এজেক্লিফকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো সে।

"তাহলে এই লোকটা কে?" চেকপয়েন্টে ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে গান্টের ছবিটা হাতে নিয়ে কন্টার্স্কি কথাগুলো বললো। বোরখ আর প্রিয়াবিনের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। "আপনাদের কারো কিছু জানা আছে?"

জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছে দিনের আলো কমে এসেছে। তার অফিসের ভেতরে বাতি জ্বালানো আছে। এপ্রিল মাসের চমৎকার একটা দিন। দুপুরের খাবার সেরে কন্টার্স্কি আলেক্সান্দ্রোভস্কি গার্ডেনে হাঁটাহাঁটি করেছে, মৃদু বাতাস বইছিলো তখন। এখনো নিজের মধ্যে একটা সন্তোষজনক মনোভাব বজায় আছে। দুই অধীনস্থের দিকে তাকালো সে। উপেন্সকয়ের সাথে ড্রাইভারের যে সঙ্গী ছিলো তাকে এখনো শনাক্ত করা যায় নি, এনিয়ে তার তেমন উদ্বেগও নেই। 'এম' ডিপার্টমেন্টে এই লোকটা একেবারেই অচেনা। কেউ তাকে চেনে না। পেছনের গাড়িটা স্বাভাবিকভাবেই ট্রাকটাকে অনুসরণ ক'রে আসছিলো। লানিয়েভ একাই বিলিয়ার্স্কে ফিরে এসেছে সারনিকের কাছ থেকে উপেন্সকয় এবং ট্রাকটার গতিবিধি সম্পর্কিত নতুন আদেশ আর আগাম তথ্য নিয়ে।

"আমাদের জানা নেই, কর্নেল," প্রিয়াবিন বললো।

কন্টার্স্কির মধ্যে আস্থা থাকলেও অধীনস্থদের ওপরে রাগ দেখানোটা তার স্বভাব। সে বললো : "জানা নেই–ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছবিটা তো আমাদের কাছেই আছে!"

বোরখ কিছু বলার তাগিদ অনুভব করলো। "আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখছি, কর্নেল। কম্পিউটার এবং রেকর্ড ডিরেক্টোরেট অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপারটা দেখছে, স্যার।"

"তাই নাকি? কিন্তু তারা কেন দেখছে?"

"আমাদের ধারণা এই লোকটা বিদেশী কোনো এজেন্ট," প্রিয়াবিন বললো, "সম্ভবত ব্রিটিশ?"

"উমম...তাই নাকি?"

"ট্রাকটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো পারি, কর্নেল?" বোরখ বললো।

কন্টার্স্কি রেগেমেগে তার দিকে তাকালো। "গর্দভ," শুধু এ কথাটাই বললো সে।

প্রিয়াবিন বুঝতে পারলো। অসাধারণ বিজয় চাইছে কন্টার্স্কি। সে আঁচ করতে পেরেছিলো, উপেন্সকয়ের সাথে ট্রাকে যে লোকটা আছে সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু বিলিয়ার্স্ক জায়গাটা দুর্ভেদ্য ধরে নিয়েই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সে। প্রিয়াবিনও সেটা স্বীকার করেছে। কাজেই এই লোকটাকে নিয়ে কিছু করার সময় তার আছে। আশা করছে, তার মাধ্যমেই অন্যদের নাগাল পাওয়া যাবে, যারা কিনা সিএসআইএস কিংবা সিআইএ'র বড়সড় কোনো অপারেশনের সাথে জড়িত। প্রিয়াবিন যারপরনাই বিরক্ত–কিন্তু সেও একক কোনো ব্যক্তির হুমকিকে আমলে নিতে পারছে না, এমন কি লোকটা বিলিয়ার্স্কের অভিমুখে যাচ্ছে জেনেও ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে না।

কন্টার্স্কিকে তার সহযোগী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে দেখে বললো :

"আপনার জেরার খবর কি?"

"এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি। মুখ বন্ধই রেখেছে তারা।"

"তেমন কিছু না, দিমিত্রি?"

"জি, স্যার।"

"গ্লাজুনোভকে আপনি এই লোকটির ছবি দেখিয়েছিলেন যে কিনা নিজেকে গ্লাজুনোভ বলে দাবি করছে–সে কি রেগে যায় নি?"

প্রিয়াবিন হাসলো না, বললো, "কর্নেল, আমার মনে হয় না ট্রাকে উপেন্সকয়ের সাথে কে আছে সেটা সে জানে।"

"কিন্তু আপনি আর আমি একমত যে, ট্রাকটা বিলিয়ার্স্কের দিকেই যাচ্ছে?"

"হ্যা, কর্নেল, অবশ্যই ওদিকে যাচ্ছে তারা।"

"তাহলে এই লোকটা–যে-ই হোক না কেন, আর যেখান থেকেই এসে থাকুক–একজন *স্যাবোটিউরই* হবে?"

"সম্ভবত তাই, কর্নেল।"

"নিঃসন্দেহে, দিমিত্রি।" কন্টার্স্কি তার নীল চোয়ালে হাত ঘষতে লাগলো।

"ঘটনাস্থলে বারানোভিচ আর অন্যেরা উপস্থিত আছে। মিগ-৩১ নিয়ে তারা যা করতে পারছে না, একটা লোক সে কাজ করবে কিভাবে–অ্যাহ্?" এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে আবার বললো, "কী ধরণের অপারেশন এটি? সে কে তা যদি জানতে পারি তাহলে সেটা আমাদের খুব ভালো একটা কাজে আসবে।" সে হাসলে প্রিয়াবিন আবারো তার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। সন্দেহ নেই, কন্টার্স্কি বেশ মজা পাচ্ছে। এই লোকটাকে নিয়ে বাড়তি কিছু সাফল্য আশা করছে সে–কিন্তু সেটা কি? চাইলে প্রিয়াবিন ঐ ট্রাকটা থামিয়ে দিতে পারতো।

কন্টার্স্কি বলে চললো : "আমি বিলিয়ার্স্কে যাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা দেরি ক'রে বিমানে উঠবো। ততোক্ষণে সিকিউরিটিকে এই ট্রাকটার ব্যাপারে সতর্ক করে দেবেন...বোরখ, কর্নেল লেপরোভের রেকর্ডটা আমাকে দিন–এই লোকটাকে যতো দ্রুত সম্ভব চিহ্নিত করা দরকার। ততোক্ষণে দিমিত্রি আমাদের বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে আরেকবার জিজ্ঞাসা করবেন, ওই লোকটা কে!"

বোরখ টেলিফোনে ডায়াল করতে লাগলে কন্টার্স্কি আঙুল দিয়ে গান্টের ছবিতে টোকা মারলো। ঘর ছেড়ে চলে গেলো প্রিয়াবিন।

ভ্রমণজনিত কারণে গান্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাশিয়ার সুবিস্তৃত আর অন্তহীন তৃণভূমি এলাকা দেখতে দেখতে তার মনটা যেনো বিবশ হয়ে গেছে। বিলিয়ার্স্ক থেকে দুশ' মাইল পর্যন্ত উরাল পর্বত অবধি এই বিশাল সমতল এলাকা। এই দেশের সাথে তার নিজের মধ্য-পশ্চিম এলাকার মিল আছে দেখে অতীতের কথা মনে পড়ে গেলো তার। সেটা অবশ্য কোনো মধুর অভিজ্ঞতা নয়। সেই সব স্মৃতি আর গাড়ির ভেতরের গ্যাসোলিনের ধোঁয়ায় আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লো সে।

এখন অন্ধকার, উপেন্সকয় হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। যে গাড়িটা তাদের পিছু নিয়েছে ঠিক পাঁচশ' মিটার দূরত্ব বজায় রেখে সেটা চলছে। কাজানের প্রান্তসীমায় ভলগা নদীর উপরে ফেরির বিকল্প হিসেবে নবনির্মিত লেনিন সেতুটা পার হচ্ছে তারা। যে গাড়িটা তাদের পিছু পিছু আসছে সেটা হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে রাখে নি। কিন্তু পাভেল আর সে উভয়েই জানে, গাড়িটা পিছে পিছেই আসছে।

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলো গান্ট, "আর কতো দূর?"

"বাঁকটা এখনও চার মাইল সামনে–তারপর ওই রাস্তা ধরে চৌদ্দ মাইল এগোলেই বিলিয়ার্স্ক।"

"মানচিত্রে যেমনটা দেখিয়েছেন, ঐ রোডেই কি আমাকে পিক-আপ গাড়িটা ধরতে হবে?"

"হ্যা।"

"তাহলে তো আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে আমার...?" বললো গান্ট।

"এখনও হয় নি।"

"হ্যা। সামনের প্রথম ঝোঁপটা দেখলেই আমাকে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে," কথাটা দৃঢ়ভাবে বললো গান্ট।

পাভেল তার দিকে তাকিয়ে বললো, "খুব ভালো। তাদেরকে ওভারটেক করতে না দিয়েই গার্ডপোস্ট পেরিয়ে যতোটা সম্ভব পথ অতিক্রম ক'রে যাবো আমি। তারপর ভাগ্য ভালো থাকলে, আমার এই বিশ্বস্ত গাড়িটা ফেলে তাদের ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়তে পারবো। কুইবিয়েশেভের ভলগা হোটেলে আধুনিক পানি সরবরাহের কাজে আমার এই গাড়িটা ব্যবহার করতে পারবে তারা!" গান্টের দিকে কৌতুহলভরে তাকিয়ে সজোরে হেসে উঠলো পাভেল।

গান্ট বললো, "ওদের হাতে আবার ধরা খেয়ে যাবেন না যেনো।"

"তা খাবো না," পাভেল জবাব দিলো, "সেমেলোভস্কি পনেরো মিনিট আগে গার্ডপোস্ট পেরিয়ে যাবে।"

"আপনি এটা কিভাবে জানবেন?"

"কাজানের গ্যাসোলিন স্টেশনে সে ছিলো। তার সাথে কথা হয় নি ঠিক, কিন্তু সে সেখানেই ছিলো।"

"বিলিয়ার্স্ক থেকে সে কিভাবে বেরিয়ে এলো? আগামীকালের শো'য়ের আগপর্যন্ত ওটা তো সিল করা থাকবে বলেই জানতাম।"

"তাই থাকবে। সে কাজান থেকে এসেছে–তার মা মুমূর্ষু, তাই তারা তাকে যেতে দিয়েছে–অবশ্য সাথে কেজিবির একজন লোককে দিয়েছে। না, চিন্তার কিছু নেই। কেজিবির লোকটা তাকে চলে যেতে দেখেছে। তাকে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা জানে সে আমাদেরই একজন, কাজেই তারা আশা করে সে বিলিয়ার্স্কে আবার ফিরে আসবে।"

"তার মা কি সত্যিই অসুস্থ?"

"ডাক্তারের কাছে সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য বৃদ্ধমহিলা খুবই শক্ত প্রকৃতির..." হেসে ফেললো সে। "সেমোলোভস্কি আপনার জন্য পথে অপেক্ষা করবে।"

গান্টের কাছে মনে হচ্ছে এ পর্যন্ত যতো মানুষের সংস্পর্শে সে এসেছে

তাদের সবার উপরেই মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। আর এটাকে সবাই ভাগ্য ব'লে মেনেও নিয়েছে। পাভেলকে কিছু বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু পাভেলের কথা শুনে তার সেই ইচ্ছেটা উবে গেলো।

"সামনের রাস্তায় গাছপালা আর বাঁক রয়েছে, ট্রাক ড্রাইভাররা যেনো ঘুমিয়ে না পড়ে সেজন্যেই বোধহয় এই ব্যবস্থা!" গান্টের দিকে তাকিয়ে আরো বললো : "আপনার কিছুই বলার দরকার নেই–আপনার কথাগুলো হয়তো অনর্থক কিংবা অপমানজনকও হতে পারে। আপনার শুধু একটাই কাজ–রাশিয়া থেকে ঐ অ্যারোপ্লেনটা উড়িয়ে নিয়ে যান!"

অধ্যায় ৩

পুলিশ ইন্সপেক্টর টরটিয়েভের ডেস্কে কড়া আলোর নিচে এক জোড়া পুরুষ মানুষের জুতো রাখা আছে। তরুণ অফিসারের দৃষ্টি তার উপরেই নিবদ্ধ। চেয়ারে হেলান দিয়ে এক পা ডেস্কের উপর রেখে আধখোলা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করছে সে। আধ ঘণ্টা ধরে অফিসে একাই আছে কারণ একটা বিষয় নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে আছে। জুতো জোড়া নিয়ে কী করবে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

উঠে বসতেই চেয়ারটা ক্যাচক্যাচ শব্দ ক'রে উঠলো। হাত বাড়িয়ে একটা জুতোর সাথে লাগানো সাদা রঙের লেবেলটা নিয়ে দেখলো, তাতে লেখা আছে এটা আলেকজান্ডার টমাস ওর্টনের জিনিস। মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠলো, যেনো এক বিভ্রান্ত আনন্দের মাঝে আছে সে। বাম ও ডান পায়ের জুতো দুটো এক জায়গায় আনলো, এই দুটো আসলে একই জোড়ার নয়–একটা কালো, আরেকটা বাদামী। একটা আরেকটার থেকে দেড় সাইজ বড়। ওর্টনের মৃতদেহ থেকে পাওয়া কালো জুতোটা মস্কোভা নদীর পানিতে ভিজে এখনও জবজবে হয়ে আছে। অন্য জুতোটা এখনও চকচকে, যদিও হিল দেখে মনে হচ্ছে জুতোটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই জুতোটা মস্কোভা হোটেলে ওর্টনের কক্ষ থেকে আনা হয়েছে।

জুতো দুটো আলাদা ক'রে আবার এক জায়গায় নিয়ে ঠোঁট দুটো কুচকে গেলো তার। আস্তে ক'রে বেসুরোভাবে সিটি বাজালো সে। তার চোখ জোড়া জুতোর দিকেই নিবদ্ধ। চোখের ভাষা যেনো বলে দিচ্ছে জুতো জোড়ার আলাদা সাইজের রহস্যটা সে জেনে গেছে। হ্যাট, কোট, হোটেলে পাওয়া ওভারকোট সব কিছুর সাইজ মৃতলোকটার সাথে মিলে যাচ্ছে। সুট, মোজা সব কিছু সাইজমতোই আছে শুধু জুতো দুটো বাদে। কেন? কোনো মানুষ কি দু'পায়ে দুই সাইজের জুতো পরবে? কেন পরবে?

আবারো চেয়ারে হেলান দিয়ে আগের অবস্থানে বসলো সে। আসলেই রহস্যজনক। অফিসে যতোক্ষণ একা ছিলো এর একটামাত্র উত্তরই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো : যে লোকটা মস্কোভা হোটেলে রুম বুক করেছে, শেরেমেতেইভোর নিরাপত্তা বলয় পেরিয়েছে, হোটেল থেকে বাধ বরাবর হেটে

গেছে সে আর নদীতে যাকে পাওয়া গেছে তারা দু'জন এক ব্যক্তি নয়।

কেন একই ব্যক্তি নয়? জুতো দুটো নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার সমাধানের চাইতে এই প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ ওর্টনের সাথে যে তিনজনের দেখা হয়েছিলো, নদীতে কি তাদেরই কোনো একজনের জায়গা হয়েছে? কেন?

এই প্রশ্নটা নিয়ে টরটিয়েভ যতোটা সরাসরি, যতোটা নাছোরবান্দার মতো আগ্রহী হয়ে উঠেছে পুলিশের অন্য কোনো লোক হলে এমনটা হতো না। কিন্তু টরটিয়েভ মস্কো পুলিশের সাধারণ কোনো সদস্য নয়। পুলিশের পদবী তার আছে, অফিসটাও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত কিন্তু তার অনেক সহকর্মীর মতো সেও কেজিবির দ্বিতীয় চিফ ডিরেক্টোরেটের একজন সদস্য। তার উপরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নিরাপত্তা সার্ভিসের লোকদের কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হয়।

মাদক বিষয়ক প্রথম কেসটা মস্কো পুলিশের গোচরীভূত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই সেটা কেজিবিতে টরটিয়েভের সেকশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন থেকেই ওর্টন মামলার দায়িত্বে আছে সে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই পুলিশের ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হয়েছে টরটিয়েভ। যথোপযুক্ত রিসোর্স ব্যবহার করে মাদকচক্রের বলয়কে উন্মোচিত ক'রে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।

মাদক আর পাচারকারীদের প্রতি টরটিয়েভের রয়েছে তীব্র ঘৃণা। পৃথিবীর যেকোনো জায়গাতে যেকোনো মাদকবিরোধী স্কোয়াডের সদস্যের মাঝেই এই ঘৃণা প্রজ্জ্বলিত থাকে। নিউইয়র্ক, লন্ডন বা আমস্টারডাম নির্বিশেষে যেকোনো জায়গাতেই টরটিয়েভ একই মূল্যবান কাজ করে যাবে। ওর্টনকে সে ঘৃণা করে। যখন মোটাসোটা চৌকষ অফিসার হলোকভ ইংরেজ লোকটার মৃত্যু সংবাদ তাকে দিলো সে বেশ খুশিই হয়েছিলো, আবার অন্য একটা কারণে হতাশও হয়েছিলো। ওর্টনকে পাকড়াও করে তার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝোলার দৃশ্যটা দেখতে চেয়েছিলো টরটিয়েভ। তারপরও তার মৃত্যুতে কিছু এসে যায় না–ওর্টন যাদের কাছে মাদক সরবরাহ করতো তাদেরকে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছে।

স্বীকার করলো, এখন পর্যন্ত ওর্টনের মৃত্যু হয় নি। নীরব কক্ষের মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষে আওয়াজ করে টেলিফোনটা তুলে নিলো। পুলিশ বিল্ডিংয়ের সুইচবোর্ড থেকে এটা বিশেষ সুইচবোর্ড আলাদা ক'রে রাখা আছে, তারই একজন অপারেটর জবাব দিলো।

"সপ্তম ডিরোক্টোরেটেরর কর্নেল অসিপভের অফিসে লাইন দিন," বলেই

জবাবের অপেক্ষায় থাকলো সে। সাড়া পেয়েই সাহায্যের জন্যে লোকবলের আবেদন করলো কেজিবি কর্নেলের কাছে। ইংরেজ পর্যটকদের উপর নজরদারির দায়িত্ব এই কর্নেল সাহেবের। কলটা এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। সপ্তম ডিরোক্টোরেটে টরটিয়েভের বেশ অগ্রাধিকার আছে।

টেলিফোন রেখে আবারো জুতো দুটোর দিকে মন দিলো সে। একবার জুতো দুটো কাছে আনছে তো আবার আলাদা করছে। যেনো তাদের দিয়ে সহজ এক ধরনের নাচ নাচাচ্ছে। ওর্টনের গতিবিধি পরীক্ষা করার জন্য আরো লোক চেয়ে পাঠিয়েছে সে। কাজেই এবার যাদের তার দরকার হবে তাদের মাঝে থাকবে স্টেচকো, হলোকভ এবং সম্ভবত সার্জেন্ট ফিলিপভ। শেষোক্ত লোকটি ইহুদি হলেও তাকে দরকার আছে এখন। মস্কোতে ওর্টন আগেও এসেছে, সেসবের রেকর্ড, তার সাথে বিভিন্ন জনের যোগাযোগ, তার আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করার জন্য সার্জেন্ট ফিলিপভকে দরকার।

ইন্টারকমের সুইচ টিপে অধীনস্থ লোকদের ডাকলো। তখনও তার চোখ জুতোর দিকেই নিবদ্ধ। তবে মিটি মিটি হাসছে। জুতো দুটো যেনো তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

কিছু বলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে গেলো বিমানবন্দরে তল্লাশী করা সেই ট্রানজিস্টার রেডিওটার কথা। মাদক খোঁজার জন্য ওটাতে সে নিজে তল্লাশী চালিয়েছিলো। ওটা তো তার হোটেল রুমে পাওয়া যায় নি! মৃতদেহের সাথেও পাওয়া যায় নি জিনিসটা! তাহলে নদীর তলদেশেই সেটা আছে হয়তো।

“স্টেচকো–হলোকভ আর ফিলিপভকে নিয়ে এক্ষুণি আসুন। আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে,” বললো সে, বলতে বলতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে চেহারায় আরো একবার হতবুদ্ধিকর ছাপ দেখা গেলো। *রেডিওটা কোথায়?*

* * *

সেমোলোভস্কি তার জন্য অপেক্ষায় ছিলো। বিলিয়ার্স্কের দিকে যে সরু রাস্তাটা চলে গেছে তার পাশে মস্কোভিচ সিডান গাড়িটা এসে থামলো। গাড়ির হুড খোলা। গান্ট গাড়ির ভেতরে সেমেলোভস্কির অস্পষ্ট অবয়বটি দেখতে পাচ্ছে, তার মুখ একটু হা করা, যেনো এই প্রক্রিয়াটি হজম করে নিচ্ছে। রাস্তার পাশে

বাঁধের একেবারে উঁচু স্থানে বসে অপেক্ষা করছে সে। ছোট্ট গাড়িটার ইঞ্জিন নিয়ে লোকটা কাজ করছে কিংবা কাজ করার ভান করছে ব'লে মনে হলো। দশ মিনিট ধরে গান্ট খেয়াল করলো লোকটা একা, আর পুরোটা রাস্তা একেবারে জনমানবহীন। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিঠটান ক'রে রুশ ভাষায় অভিশাপ বর্ষণ শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু ক'রে গান্ট দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো। সেমেলোভস্কি লোকটা বেশ খাটো–তার চশমার দুই কাঁচে চাঁদের দুটো প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে গান্ট। আশেপাশে রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোকটা হুডের নিচে মাথা ঢুকালো। চাপা ঠুসঠাস শব্দ আর বেসুরো বাঁশির আওয়াজ শুনে আস্তে আস্তে বাঁধের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো গান্ট। লোকটা তার দিকে পিঠ দিয়ে আছে। সে যদি সেমোলোভস্কি না হয়ে থাকে। তখন...

"কতোক্ষণ ধরে আমাকে দেখছেন?" খাটো লোকটা রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তার গলায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। হুডের নিচেই মাথা গুঁজে আছে সে। গান্ট থেমে গেলো।

"সেমোলোভস্কি?" আরেকটু আশ্বস্ত হবার আশায় জানতে চাইলো সে। একটা তেলতেলে ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে হুডের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা, আকাশের চাঁদ এখনও দিগন্ত রেখার কাছাকাছি, তার আলোয় গান্টকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে হুডটা বন্ধ ক'রে দিলো। তার আরো কাছে এগিয়ে গেলো গান্ট। বয়সে লোকটা চল্লিশেরও বেশি হবে, সম্ভব পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় টাক। কোঁকড়ানো ধূসর চুলের যতোটুকু আছে কানের দু'পাশে ঝুলে আছে সেগুলো। একটা সুট আর সাথে একটা রেইনকোট পরেছে। পাঁচ ফিটের বেশি লম্বা হবে না। গান্টের দিকে মুখ তুলে তাকালো লোকটা। তার চশমা থেকে আলোর ছ'টা বের হচ্ছে। আমেরিকান লোকটিকে ভালোমতো দেখে নিলো আরেকবার।

"আপনি দেরি করেছেন," শেষে বললো।

"আমি দুঃখিত," লোকটার উপরে বিরক্ত হয়েই গান্ট দ্রুত জবাব দিলো।

"রক্ষীদের ব্যাপার তো বোঝেন না, আরেকটু দেরি হলেই জংশন কিংবা রাস্তার অন্য মাথায় কোনো গার্ড-পোস্ট থেকে কেউ এসে হয়তো দেখে ফেলতো আমি এখানে আছি। প্রথম গার্ড-পোস্ট থেকে চেকিং সেরে আসার পরে প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে সে কারণেই আমাকে বোঝাতে হচ্ছে আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানতে চাইলো : "বিলিয়ার্স্কে যাবো কিভাবে?"

"ভালো প্রশ্ন। অবশ্যই গাড়ির ট্রাঙ্কের ভেতরে।"

"তারা কি সেখানে তল্লাশী করবে না?"

"সম্ভবত করবে না। আগের চেকপোস্টে এটা পুরোপুরি তল্লাশী করা হয়েছে। বেশিরভাগ সময়েই কেজিবি একটু ঢিলেঢালাভাবে কাজ করে," কথাগুলো এমনভাবে বলছে যেনো সরকারী কর্মচারিদের অদক্ষতার উপর বক্তৃতা দিচ্ছে সে। "যদি একটা গার্ডপোস্ট তল্লাশী করে ফেলে তাহলে সামনের পোস্টগুলো এ নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামায় না–যদিও সম্প্রতি শহরে অতিরিক্ত রক্ষী রাখার একটি আইনের খসড়া তৈরি হয়েছে। হাইওয়ে জাংশনের গার্ডপোস্টের ভেতর এক ডজনেরও বেশি জ্যাম আছে, তা কি জানেন?" হঠাৎ করে সেমোলোভস্কি প্রাণখোলা একটি হাসি দিলো। "তারা হয়তো কোনো সমস্যা হবে ব'লে আশঙ্কা করছে!"

গান্টের পাশ দিয়ে হেটে গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্কটি খুলে দিয়ে তাকে এমনভাবে ইশারা করলো যেনো মূল্যবান সময়ের অপচয়ের জন্য গান্টই দায়ি। গান্ট তার পাশে এসে দাঁড়ালো। ট্রাঙ্কটা একেবারে ফাঁকা আর বেশ ছোটো। সারাক্ষণ ডান হাতে ধরে রাখা বন্দুকটি পকেটে রেখে দিয়ে সেই ছোট্ট জায়গায় দলা পাকিয়ে কুঁজো হয়ে শুয়ে পড়ে মাথা নেড়ে ইশারা করলো সে। এক মুহূর্তে দাড়িয়ে রুশ লোকটাও সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে তার জবাব দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেলে বদ্ধ আঁটসাট অন্ধকারে পড়ে থাকলো গান্ট। সে ভেবেছিলো সেমোলোভস্কি হয়তো এমনভাবে ট্রাঙ্কটা তৈরি ক'রে রাখবে যাতে ক'রে তার দম আঁটকে না যায়। অন্ধকারে তার কোনো ভয় নেই। হাসপাতালের ওই কয়েকটা মাসের তুলনায় এই ট্রাঙ্কটাকে তার কাছে অতোটা আঁটসাট বলেও মনে হচ্ছে না। ইঞ্জিনের শব্দ তার কানে গেলো। তারপর রুশ লোকটা গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় উঠতেই ট্রাঙ্কের দরজার ঠাণ্ডা ধাতব অংশের সাথে ধাক্কা খেলো গান্ট।

সেমোলোভস্কি তার যাত্রীকে নিয়ে তেমন কিছু ভাবছে না, কারণ বিলিয়ার্স্কের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পথটুকুর জন্যই কেবল সে চুক্তিবদ্ধ। কারিগরি আর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার ওখানেই অবস্থিত। রাস্তাটা অসংখ্য গাড়িঘোড়া চলাচলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। প্রজেক্টের জায়গায় যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়া করে এই গাড়িগুলো। গান্ট এবং মিগ-৩১টাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার যে অভিযান তাতে সেমোলোভস্কির যা করণীয় কেবল তা নিয়েই ভাবছে সে। আন্ডারগ্রাউন্ড সেল থেকে এ কাজে তাকে নিযুক্ত করেছে বারানোভিচ। এনকেভিডি এবং পরে কেজিবি'র হাতে অনেক ভোগান্তি সহ্য করার কারণে সেমোলোভস্কির কাছে এই লোকটা পরম পূজনীয় হয়ে উঠেছে। সেমোলোভস্কি নিজে একজন ইহুদি। তার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই

কেটেছে বিভিন্ন কারিগরি এবং সামরিক প্রজেক্টে কাজ করে। সেটা এমন সময় ছিলো যখন ইহুদিদেরকে ঘৃণা আর হয়রানি করা হতো। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যে রাজনৈতিক কাপুরুষতার মধ্যে সে বাস করছিলো, বারানোভিচ তা থেকে তাকে সাফল্যের সাথে টেনে বের করে এনেছে। সব ধর্মান্তরিতের মতো সেও চরম কট্টরপন্থী।

এয়ারস্ট্রিপসহ পুরো প্রজেক্ট এলাকা ঘিরে যে উঁচু তারের বেড়া আছে তার এক ফাঁকে দ্বিতীয় গার্ড-পোস্টটি অবস্থিত। বিলিয়ার্স্কের আসল গ্রামটি সেই কাটাতারের বেড়ার বাইরে। বাড়িঘর, কৃষি ব্যবস্থা, দারিদ্র এসব নিয়েই একেবারে বিচ্ছিন্ন আর আলাদা করে রাখা হয়েছে গ্রামটি। এর মাঝে প্রজেক্ট-টাউনটি নির্মাণ করা হয়েছে। চারপাশে হাইবৃড গাছপালা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এর সমস্ত গোপনীয়তা।

তারের বেড়ার সামনে যে গেটটা আছে তার কাছাকাছি আসতেই সেমেলোভস্কি গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো। দেখতে পেলো গার্ডদের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। রাস্তা থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে জংশন গার্ডপোস্ট দেখে এরকমই কিছু একটা আশা করেছিলো সে। স্বাভাবিক সময়ে একজন আসলেও এখন দু'দুজন গার্ড তাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো। একটা ট্রাকের পেছনে বসানো শক্তিশালী সার্চলাইটের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে রীতিমতো। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গার্ডটাওয়ারে স্থাপিত সার্চলাইটের আলো তার উপরে পড়তেই শীতল সাদা আলোয় স্নাত হলো সে। জানালা নামিয়ে মাথাটা বের করলে একজন গার্ডকে চিনতে পারলো।

"আহ্, ফিওদর–আপনারা দেখছি খেলার জন্য কিছু নতুন খেলনা এনেছেন?" মুখের হাসি স্বাভাবিক তার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজের বাহাদুরিতে হাসছে সে।

"ড: সেমোলোভস্কি এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? এক ঘণ্টারও বেশি আগে গার্ডপোস্টে আপনাকে চেক করা হয়েছে।" সেমোলোভস্কির মনে হলো সে যেমনটি আশা করেছিলো গার্ড তার চাইতেও বেশি সন্দেহ করছে।

সেমোলোভস্কি হাত বাড়িয়ে দেখালো, সার্চলাইটের আলোয় স্পষ্ট তেলের দাগ দেখা যাচ্ছে তাতে।

"এই বালের গাড়িটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো," বললো সে, "অনেকটা আমাদের নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনার মতো, যেটা কিনা মস্কোভিচের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, বুঝলেন?"

গার্ডও যেনো তার সাথে হাসে সেজন্যে কথাটা বলেই চওড়া একটা হাসি দিলে গার্ডও মৃদু হাসলো।

দ্বিতীয় গার্ড সামনে এগিয়ে এসে বললো : "ইঞ্জিন চালু করুন, প্লিজ।" সেমোলোভস্কি এই গার্ডকে চিনতে পারলো না। ফিওদরের দিকে এক মুহূর্তে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো সে। তারপর যা বলা হয়েছে তাই করলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই বিকট শব্দের কারণে বোঝা গেলো একটা সিলিন্ডার নেই। হুডক্যাচ খুলে দেয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলো গার্ড। হুড তুলে দিতেই আড়ালে চলে গেলো তার মাথাটা। অফিসারের দিকে এক মুহূর্ত তাকালো সেমেলোভস্কি। তার কাছে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিকই বলেই মনে হচ্ছে। ধূমপান করছে লোকটা, দেখে মনে হচ্ছে খুব বিরক্ত অথবা রেগে আছে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো সে : "ব্যাপারটা কি ধরতে পেরেছেন?"

দ্বিতীয় গার্ড হঠাৎ করেই হুডটা বন্ধ ক'রে দিলো, যেনো নিষিদ্ধ কোনো ঠাট্টা করা হয়েছে তার সাথে। রুক্ষ্ম স্বরে বললো, "ইঞ্জিনটার অবস্থা তো একেবারে যা-তা। আপনি একজন বিজ্ঞানী, এসব জিনিস আপনার আরো বেশি যত্ন নেয়া উচিত।" তারপরই তার মনে হলো নিজের মুখোশটা হয়তো খুলে পড়েছে। সেমোলোভস্কি তার কাছ থেকে এরকম কর্কশ কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলো, বুঝতে পারলো লোকটা যে ইউনিফর্মই পরে থাকুক না কেন, কেজিবি অথবা জিআরইউ-এর কেউই হবে। মাথা নেড়ে কথাটার সাথে সায় দিলো সে। "এসবের জন্য আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়.." সে বলতে লাগলো।

গার্ডদের ছোট্ট ঘরের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় গার্ড ওখানে বসে থাকা অফিসারের দিকে মাথা ঝাঁকালে সে হাত নেড়ে ইশারা করতেই গেটটা খুলে গেলো।

আস্তে করে গাড়িটা চালিয়ে গেট পার হলেই সেটা আবার বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। ঠিক এ সময়, শুধুমাত্র এ সময়টিতে তার ভেতরে ভয়ের স্রোত বয়ে গেলো। আগের যেকোনো সময়ের চাইতে এখনকার পরিস্থিতিটা একেবারেই ভিন্ন। কারণ এখন গাড়িতে ক'রে গান্টকে পাচার করার কাজ করছে সে। আর সেই কাজটা ভালোমতোই শেষ হয়েছে বলা যায়।

আবাসিক কোয়ার্টারগুলোর সোজা রাস্তার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলো সে। রাস্তা থেকে এক চিলতে ঘাসে ঢাকা জমির পরেই বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে–দেখতে প্রায় একই রকম–*ডাচা* সদৃশ, কাঠের তৈরি, একতলা। তার কাছে মনে হলো, শহরের চাইতে কোনো ক্যাম্পের সাথেই এর মিল বেশি। *গুলাগ আর্কিপেলাগো* নামের যে ক্যাম্পের ব্যাপারে বারানোভিচের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে সেরকম কোনো ক্যাম্প এটি নয়, তবে এটিও একটি ক্যাম্প। মাভরিনোর মতো পাঁচিল এখানে নেই–যেখানে বারানোভিচ তার

সৃজনশীল যৌবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে–কিন্তু বৈদ্যুতিক বেড়া, গার্ড-টাওয়ার, কেজিবি সবই আছে।

গতি বাড়িয়ে সামান্য ঢালু জায়গাটা বেয়ে উপরে উঠে গেলো গাড়িটা, তারপর টুপোলেভ এভিনুর মাঝ বরাবর একটা বাড়ির খোলা গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বেড়া দিয়ে ঘেরা শহর এলাকার মাঝামাঝি জায়গা সেটা। অন্য সব রাস্তাগুলোও এরকমই, তবে যেসব রাস্তায় দোকান, বার, সিনেমা আর ডান্সহল থাকে সেগুলোর কথা আলাদা।

বাড়িটার উল্টো দিকের রাস্তায় পার্ক ক'রে রাখা নজরদারি করতে থাকা কালো গাড়িটা সেমেলোভস্কির চোখে পড়লে হঠাৎ ক'রে আবারো ভয় পেয়ে গেলো সে, যদিও বারানোভিচ তাকে বলেছে, আর সে নিজেও ভালো করে জানে, অস্ত্রপরীক্ষার আগে তারা তাকে গ্রেফতার করবে না–নতুবা বাকি কাজটা করবে কে? প্লেনটাকে সশস্ত্র করবে কে...? কিন্তু এসব ভেবেও কাজ হলো না। বারানোভিচের চেহারা আর কণ্ঠস্বর মনে করতেই একটু শান্ত হলো সে। তারপর গ্যারেজের শেষ মাথায় গাড়িটা থামিয়ে হ্যান্ডব্রেক চেপে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো সেমেলোভস্কি। যেনো ট্রাঙ্কের ভেতর গান্টকে আবদ্ধ ক'রে রাখার কথা সে ভুলেই গেছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিলো। অল্প সময়ের ভেতর অনেক কিছু দেখে ফেলেছে সে।

ইগনিশান থেকে চাবিটা বের ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেও ট্রাঙ্ক খোলার আগে গ্যারেজের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে ভুললো না।

"দিমিত্রি, ওই দু'জনের কাছ থেকে এখনও আপনি কিছুই বের করতে পারলেন না?" কন্টার্স্কির গলায় আগের কোমলতা আর নেই। ঝগড়াটে, অধৈর্য হয়ে কথা বলছে সে। প্রিয়াবিন তার ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। পায়চারি করছে কন্টার্স্কি। সাতটা বেজে দশ মিনিট। সেদিন সকালে মিরা প্রসপেক্ট ফ্ল্যাট থেকে যে দু'জনকে তারা ধরে এনেছে তাদের মধ্যে রিয়াসিন অচেতন হয়ে পড়লে ঝারঝিনস্কি স্ট্রিটের ভূ-গর্ভস্থ সেলার-রুম থেকে মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্রিয়াবিন বেরিয়ে এসেছে। একটা ব্যর্থ জেরার চুলচেঁড়া বিশ্লেষণ করছে প্রিয়াবিন। আরো ভালো ক'রে, সময় নিয়ে কাজটা করতে চেয়েছিলো কিন্তু সে সময় তাকে দেয়া হয় নি–ব্যাপারটা খুবই নিষ্ঠুর ছিলো, দু'জনকেই প্রচুর পরিমাণে পেন্টাথল দেয়া হয়, তারপরও কিছুই জানতে পারে নি তারা। প্রিয়াবিনের অভিমত হলো, এই দু'জন লোক পাভেল উপেন্সকয়কে চেনে এবং তাদেরই একজন গ্লাজুনোভ তার সাথে মাল আনা-

গোয়ার ট্রাকের ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেছে, এটা ছাড়া জানার মতো আর কিছু নেই। উপেন্সকয় মাল ডেলিভারি দেয়ার জন্য কুইবিশেভে যাচ্ছে এটা জানার পরও গ্লাজুনভকে সেদিন তার নিজ বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো; দীর্ঘ একটা ভ্রমণ ছিলো সেটা। পেন্টাথলের প্রভাবে শুধু এ কথাই সে বলেছে যে, দীর্ঘ সেই ভ্রমণের কারণ সম্পর্কে তাকে কিছুই জানানো হয় নি।

কন্টার্স্কি অবশ্য একটা ব্যাপার বিশ্বাস করতে পারছে না যে, গ্লাজুনভ আর অন্য লোকটাকে হত্যা না করেই প্রিয়াবিন তাদের মুখ থেকে কথা বের করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে–একটা জিনিসই সে বিশ্বাস করে আর সেটা হলো তার সহযোগী লোকটা ব্যর্থ হয়েছে। এখনও কন্টার্স্কির বিশ্বাস ঐ দুই লোকের কাছেই তথ্যটা আছে।

কার্পেটের উপর দিয়ে কন্টার্স্কি পায়চারি করছে, প্রিয়াবিনের দু'চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ। তার চিফের মতো সেও বুঝতে পারছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাকের দ্বিতীয় লোকটির গুরুত্ব অনেক বেশি। সমস্যা একটাই–ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের এসব এজেন্টরা একজন লোককে বিলিয়ার্স্কে পাচার ক'রে কী ফায়দা লোটার আশা করছে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না তারা...কারণ নকল লোকটির গন্তব্য বিলিয়ার্স্কের দিকেই। মেধাবী মস্তিষ্কের বারানোভিচ, সেমোলোভস্কি বা ক্রেশিন, সবাই ওই রাতে ঐ এরোপ্লেনটাতে কাজ করবে। মিগের ধারে কাছেও কোনো অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেয়া হবে না। তাহলে একা একজন মানুষ ওখানে গিয়ে করবেটা কী? নিছক গোয়েন্দাগিরি বা ছবি তোলার জন্য সে ওখানে যাচ্ছে এটা মনে করাটা তো একেবারেই হাস্যকর। প্রিয়াবিন আরো একবার ভাবলো ব্যাপারটা নিয়ে।

কন্টার্স্কি তার সামনে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে বুঝতে পেরে কর্নেলের টান টান মুখের দিকে তাকালো সে। বিলিয়ার্স্ক যাওয়ার জন্য লোকটা এরইমধ্যে কয়েক ঘণ্টা দেরি ক'রে ফেলেছে। কারণ উপেন্সকয়ের ট্রাকে ক'রে যে লোক ভ্রমণ করেছে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেই সে যেতে চেয়েছিলো। দুপুরের পর থেকেই শহরের প্রান্তসীমার কেজিবি একটি হেলিকপ্টার তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"খুব ভালো," কন্টার্স্কি বললো। মনে হলো সে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছেছে হয়তো। "ফোনটা তোলো, দিমিত্রি। পিছু নেওয়া গাড়িটার সাথে যোগাযোগ করো। উপেন্সকয় এবং অন্য লোকটাকে এক্ষুণি ডেকে পাঠাও!"

"জি, স্যার।"

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে কাজানের কেজিবি অফিসে রেডিওর মাধ্যমে

একটা সাধারণ নির্দেশ পাঠিয়ে দিলো প্রিয়াবিন। ওখান থেকে পিছু নেওয়া গাড়িটাকে সেই নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হবে তৎক্ষণাত।

"বিলিয়ার্স্কি জংশনের গার্ডপোস্ট থেকে কি ধরণের সাহায্য তাদের দরকার, সেই অনুরোধ যেনো তারা আমাদের জানিয়ে দেয়," কন্টার্স্কি আরো বললো, "গাড়িটাতে ক'জন আছে?"

"তিন জন," প্রিয়াবিন জানালো, তারপর বললো : "ট্রাকটার সর্বশেষ অবস্থান থেকে মনে হচ্ছে বিলিয়ার্স্কের দিকে যাওয়ার জন্য যে জংশন আছে সেটা পেরিয়ে গেছে–ওটার গতি কমে নি, কোথাও থামে নি..." হাতে আলতো ক'রে ফোনটা ধরে রাখলো সে।

কন্টার্স্কি ঘুরে দাঁড়িয়ে চট ক'রে বললো, "তাহলে এখনই ওটাকে থামাতে হবে–দ্বিতীয় লোকটা এখনও ট্রাকে আছে কিনা সেটা আমার জানা দরকার।"

গাঢ় হয়ে আসা সন্ধ্যায় বিলিয়ার্স্কি জংশন পেরিয়ে যাবার সময় গার্ডপোস্টের দিকে এক ঝলক তাকালো সে। পাভেল উপেন্সকয় জানে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। গাড়ির গতি না কমিয়েই হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে জ্যাকেটটা খুলে কোমরবন্ধ থেকে পুরনো স্বয়ংক্রিয় একটি পিস্তল বের ক'রে গান্টের পাশের সিটে রেখে দিলো।

পিছু নেওয়া গাড়িটা এখন আলো না জ্বালিয়ে তাদের অনুসরণ করার চিন্তা বাদ দিয়েছে। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে গাড়িটার হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছে সে। ভাবলো, বিলিয়ার্স্কে যাওয়ার রাস্তায় যেসব গার্ড রয়েছে গাড়িটা থামিয়ে তাদের সাথে ওরা কথা বলবে কিনা। কিন্তু তা হলো না। সম্ভবত রেডিওতেই তারা তাদের সাথে কথোপকোথন চালিয়ে নিয়েছে। তারা জানতে পারবে, সে থামেও নি, গাড়ির গতিও কমায় নি–আর এটা জেনে খুব অবাক হয়ে তারা ভাববে, কেন।

উপেন্সকয় হিসেব ক'রে দেখলো আরো দশ মাইলের মতো পথ যাওয়ার আগে তাদেরকে সন্দেহ করা হবে না, কিংবা যাদের কাছে তারা জবাবদিহি করছে তারাও এই রহস্যজনক যাত্রীকে নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর কোনো নির্দেশ দেবে না। তারপরে হয়তো তারা তাকে ওভারটেক করে গাড়ি থামতে বলবে। কাজান আর কুইবিশেভের মাঝের রাস্তাটা তার ভালো করেই চেনা। একেবারে কৃষিভিত্তিক একটি এলাকা। গ্রামগুলো একটা থেকে আরেকটা দূরে দূরে অবস্থিত। তবে ক্রাসনির আগে কোনো শহর চোখে পড়বে না, কুইবিশেভ থেকে সেটাও দশ-পনেরো মাইল দূরে। অতো দূর পর্যন্ত অবশ্য তাকে যেতে দেওয়া হবে না।

ঝুঁকিটা সে মেনে নিয়েছে। সে জানে, বিলিয়ার্স্ক প্রজেক্টটা সোভিয়েতদের জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ আর ন্যাটোর জন্য সেটা কতো জরুরি। অ্যারোপ্লেন চুরি করার পরিকল্পনার কারণটাও জানে সে। সেই সাথে কোন্ তাড়নায় এজেক্লিফ নিজেকেসহ হতভাগা ফেন্টন আর অন্যদের উৎসর্গ করতে রাজি হয়েছে সেটাও সে জানে। এজেক্লিফ যে তার মূল্য বুঝেছে সেটা বুঝতে পেরে খুব গর্বিত বোধ হলো তার। এখন থেকে তাকে আর হেলাফেলা করবে না কেউ। তবে নিজের মূল্য নিজেকে রক্ষা করতে হবে, আর সেজন্যে অন্তত বারো ঘণ্টার জন্য হলেও তাকে যেকোনো ধরণের গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে হবে যতোক্ষণ না গান্ট...তাকে নিয়ে আর ভাবার দরকার নেই।

সিদ্ধান্ত নিলো ফ্রাসনি ইয়ারের আগপর্যন্ত ট্রেনে করে যাবে, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাছাকাছি কোথাও দরকার হলে লুকানোর জায়গা আছে কিনা সে ব্যাপারে তাকে নিশ্চিত হতে হবে। এই শহরে তার কোনো চেনাজানা লোক নেই। তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার এখন দরকার খুঁজে পাওয়ার মতো আশ্রয় আর চুরি করার মতো খাবার, তারপরই বুঝতে পারলো ভবিষ্যতের কথা এতো ভেবে কাজ নেই। *না, এটা নিয়ে ভাববে না।* পেছনের গাড়িটা কিছু করলে কেবল তখনই সে কিছু করবে।

তার স্ত্রী মারিয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। এ সময়ে তার একটু বিলাসের মাঝে থাকবার কথা। তার স্ত্রীর বয়স এখন কতো? সাঁইত্রিশ, তার চেয়ে তিন বছরের বড়। ১৯৬৮তে চেকোস্লোভাকিয়ায় আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বারো বছর ধরে জেলখানায় আছে। তার আসল শাস্তি ছিলো তিন বছরের। কিন্তু জেলজীবনে তার সাথে যেরকম আচরণ করা হয়েছে সেসব নিয়ে প্রচারপত্র আর লেখালেখি প্রকাশিত হলে আরো দশ বছরের দণ্ড যোগ করা হয়। পাভেল জানে আর কখনই সে মুক্তি পাবে না। যে সরকারকে সে ঘৃণা আর অপছন্দ করে তাদের কাছ থেকে এতোটা অনুগ্রহ সে পাবে না।

মারিয়া একজন ইহুদি এবং উচ্চশিক্ষিত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে কারান্তরীণ হওয়ার আগে স্কুল শিক্ষিকা ছিলো সে। এখনও বুঝতে পারে না এরকম একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ে হলো কিভাবে। সহজ-সরল আর অশিক্ষিত এক লোক সে। তারপরও তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো মারিয়া। বিগত বছরগুলোতে সে শুধু নিজেকে তার যোগ্য ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছে। এজেক্লিফ, ল্যানসিং এবং তাদের আগে বৃটিশ দূতাবাসে যারা ছিলো তারা তার কাছে যা চেয়েছে সে তাই করেছে।

সে নিশ্চিত নয়, কারণ এসব ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তারপরও মনে হয় তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক মানসিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ক্রেমলিন

এবং কেজিবি'র চরিত্রের সাথে সেটা যায়। ভিন্নমত পোষণ করলেই তাকে পাগল ঠাওরানো হয়, সরকারী নিয়ম এরকমই। কিন্তু এটা নিয়ে নয়, সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা অন্য ব্যাপারে, কারাগারে বারোটা বছর কাটিয়ে বয়সের যে ছাপ তার চেহারায় পড়বে তাতে করে হয়তো একদিন রাস্তায় তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে সে অথচ চিনতেও পারবে না। সেই অসম্ভব যদি সম্ভব হয়ে যায় কথাটা ভেবেই ভয় পেয়ে গেলো সে।

ড্রাইভিং আয়নায় তাকিয়ে গাড়িটা দেখে পাশে তাকালো, বন্দুকটা এখনো ওখানেই আছে। বন্দুকের বাটটা এখনো তার দিকেই ফেরানো যাতে ক'রে হঠাৎ দরকার হলেই সেটা তুলে নিতে পারে। আয়নায় তাকালো আবার। গাড়িটার হেডলাইট জ্বলছে, যেনো তাকে ওভারটেক করবে। পাভেল বিকট হাসি হাসলো। তারা জানে, তাদের পরিচয় তার জানা। তারা ভাবলো, ছোট্ট খেলাটার শেষ বোধহয় হয়েই গেলো। তাসের ঘরের মতোই এবার ভেঙে পড়ার পালা। এক্সেলেটরে পা রাখতেই পেছনের গাড়ির আলো দূরে সরে গেলো, তারপর আবার তীব্র বেগে কাছে চলে এলো সেটা, কারণ গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে সে পালানোর চেষ্টা করছে।

সোজা রাস্তায় তারা আছে, কিন্তু রাস্তাটা এমন যে একসাথে দুটো যানবাহন চলতে পারবে না। তাকে কাটানোর জন্য উত্তরমুখী লেনে গাড়িটাকে তার কাছাকাছি আসতে হবে। এটাই সে ভেবেছিলো। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়িটাকে কাটানোর চেষ্টা করলে কেজিবি'র লোকজন ক্ষিপ্ত হবে, সেটাও ভাবলো।

আলো জ্বালিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করলো গাড়িটা। নিজের চেহারায় হাসি ফুঁটে উঠেছে দেখতে পেলো সে, ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগ তুললো গাড়িটার গতি।

পেছনের আলো আবারো দূরে সরে গিয়ে হঠাৎ করে কাছে চলে আসলো। পাভেল জানে গাড়িতে যারা আছে তারা রেগেমেগে আছে, এরা কোনোভাবেই অগ্রাহ্য হতে অভ্যস্ত নয়। দুশ্চিন্তা গ্রাস করলো তাকে। রাস্তার দিকে খেয়াল করলো। এই দিকটাতে কোনো গাছ নেই। দু'পাশে শুধু নিচু আইল। আইলের পাশে গ্রামের গমক্ষেত। আইলের মাধ্যমেই তার কাজ সেরে নিতে হবে।

গাড়িটা অন্য লেনের দিকে বাঁক নিলো, কোনো কৌশলের আশ্রয় নেবে মনে হয়। ড্রাইভার ইতস্তত করছে, এখন আলোর ছ'টা পড়ছে, তারপর ড্রাইভার সজোরে এক্সেলেটরে দিয়ে চাপ দিলে মনে হলো গাড়িটা যেনো সামনে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। পাভেলকে বিস্মিত করে দিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই গাড়িটা প্রায় তার নাগাল পেয়ে গেলো, বেয়াড়া হাতে হুইল

দাবালো সে। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রাকটা। দুই গাড়ির সংঘর্ষ বেধে গেলো। প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ শুনতে পেলো সে। তারপর সোজা করে ধরলো হুইলটা। অন্য গাড়িটা উন্মত্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে আইলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। এক্সেলেটের থেকে পা সরিয়ে সজোরে ব্রেক চাপলো সে। শব্দ করতে করতে থেমে গেলো ট্রাকটা। জানালা নামিয়ে শোনার চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো শব্দ নেই। আইলের সাথে ধাক্কা খেয়ে গাড়ির ইঞ্জিনটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্দুক হাতে গাড়ি থেকে নামলো সে। একশ' গজেরও বেশি দূরে গাড়িটা আইলের উপর নাক গুঁজে পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলো সামনের আসনের যাত্রীর দেহটা হুড বরাবর পড়ে আছে। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ছিটকে পড়েছে লোকটা।

গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে গেলে কালো একটা কিছু রাস্তায় উপরে ধপাস করে পড়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালো সে। এগোবে কিনা ভাবলো, বুলেট বিস্ফোরণের আলো, গুলির আওয়াজ, সবকিছুতে ভয় পেয়ে গেলো। যেনো এই জায়গায় এসব জিনিস একেবারেই বেমানান। একটা বুলেট ছুটে এলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, তবে আরেকটা গিয়ে বিঁধলো তার কাঁধে। ক্ষতের কথা ভুলে বন্দুক তুলে দু'বার গুলি করে জবাব দিলো সে। কালো অবয়বটা আস্তে আস্তে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো।

ক্ষতের দিকে নতুন করে তাকাতে হলো না তার। ভালো করেই বুঝতে পারছে ভারি ট্রাকটা চালানো এখন প্রায় অসম্ভব। আঘাতপ্রাপ্ত হাতটা ধরে ট্রাকের কাছে ফিরে এলো। চোখে ঝাপসা দেখছে, ভ্রুতে ঠাণ্ডা ঘাম জমে গেছে। অনেক কষ্টে উঠতে পারলো ট্রাকে। সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলো সে। সারা দেহ কাঁপছে। ট্রাকটা গিয়ারে ফেলে দুর্ঘটনার জায়গা থেকে দূরে নিয়ে গেলো, তার দেহটা স্টিয়ারিং হুইলের উপরে সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকে আছে। ব্যাথায় আর রক্তক্ষরণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। দুটো চিন্তা তার মনে ঘোরাফেরা করছে–জ্ঞান হারাবার আগেই ক্রাসনি ইয়ারে পৌছাতে হবে, আর তার স্ত্রী মারিয়ার মুখটা বার বার ভেসে উঠছে মনের পর্দায়...

দুর্ঘটনাস্থল থেকে দশ মাইল দূরে এক জায়গায় রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। ট্রাকটা সেখানে গিয়ে তাল মেলাতে পারলো না, উল্টে গেলো, গাড়ি থেকে ছিটকে রাস্তার উপরে এসে পড়লো উপেন্সকয়ের অচেতন দেহ। আইলের উপরে অর্ধেকটা উঠে ট্রাকটা তার দেহের উপরে এসে পড়লে পাভেল উপেন্সকয় মারা গেলো।

আমেরিকান গান্টের কাজকর্মে আর অবাক হয় নি পিয়তর ভাসিলিয়েভিচ বারানোভিচ। টুপোলেভ অ্যাভিনুতে ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশি সময় ধরে সে ছিলো। সেখানে প্রথম দিকে লোকটার ব্যবহারে সে হতভম্ব হয়ে গেছিলো, লোকটাকে সে খাবার খেতে দেখেছে। এক মহিলা তাকে খাবার দিচ্ছিলো। বিলিয়ার্স্ক প্রজেক্টের ফিন্যান্স অফিসের সেক্রেটারি ক্রেশিনের সথে থাকে সেই মহিলা। আমেরিকান এই লোকটাকে দেখে সে বুঝতে পারে নি। তারা যখন ভ্রমন বিষয়ক আর পাভেলের ব্যাপারে কথা বলছিলো তখনো তাকে দেখে সে অবাক হয়ে গেছিলো। পাভেল বেচারা এখন কুইবিয়েশেভের পথে কোথাও আছে, নাকি কেজিবি'র লোকদের হাতে ধরা পড়েছে, ঈশ্বরই জানে।

তারপর মিকোয়ান মিগ-৩১-এর ব্যাপারে কথাবার্তা হয়। ন্যাটো এটাকে ফায়ারফক্স নামেই ডাকে। লোকটার চোখে তখন লালসার মতো তীব্র ক্ষুধা দেখতে পেয়েছিলো সে। বাকহোল্‌জের বৈমানিক নির্বাচন নিয়ে তার মনে আর কোনো সন্দেহ ছিলো না।

সে বুঝতে পারছে নিজের মনের গহীনে কিছু একটার প্রয়োজনে গান্টের জন্য উড়োজাহাজটা চালানো জরুরি। তার সামনে বসা এই লোকটাকে আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড, তারপর রাশিয়ার মস্কো থেকে বিলিয়ার্স্কে পাঠানো হয়েছে...আর সে এতে আপত্তিও করে নি। কারণ এই অভিযান শেষে সব সময় চালাবার জন্য বিশালাকৃতির একটি শিশুতোষ পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে। সেটা হচ্ছে চকচকে একটি মিগ।

আমেরিকানটাকে পৌছে দেওয়ার সাথে সাথে সেমেলোভস্কি তাদের ছেড়ে নিজ কোয়ার্টারে ফিরে গেছে। পরের দিন অস্ত্র পরীক্ষার জন্য অ্যারোপ্লেনটাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। এজন্যে হ্যাঙ্গারে গিয়ে তাদের রিপোর্ট করতে হবে। তার আগে আর তাদের সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে ক্রেশিন এবং সে একসাথে ভোর দুটোর দিকে নিরাপত্তা বলয়ের ভেতর দিয়ে ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়বে।

বারানোভিচ জানে সারা রাত ধরে ক্রেশিন, সেমেলোভস্কির এবং তার উপর কড়া নজর রাখবে কেজিবি। নিঃসন্দেহে বিমান ওড়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই তাদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হবে। সেটা শুধুই আশঙ্কার কথা। উইপন্স-সিস্টেম নিয়ে কাজ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে স্পর্শ করা হবে না, তাদের এখন একটা কাজই করার আছে–গাড়ি থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা। গান্ট ঘরের মধ্যে থাকলে সেটা স্পষ্টত ঝুঁকির ব্যাপার, কিন্তু শুধু এই নিরাপত্তার কারণে এখন সেটা ঝুঁকি না হয়ে আসলে সতর্কতা হয়ে গেছে। বিলিয়ার্স্কে তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চাইতে এটাই বেশি নিরাপদ। এ জায়গাটাতে সবার শেষে এসে খোঁজ করবে তারা।

গান্ট আর লন্ডনের অব্‌রের মতো নিজের ভবিষ্যত নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করে না বারানোভিচ। সে এরকমই। জীবনে যা পাচ্ছে সেটাই বারানোভিচ গ্রহণ করে। ভবিষ্যত সময়ে কী ঘটতে পারে যেসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। লাভরিনো এবং তার আগে শ্রমশিবিরে এভাবেই বাঁচতে শিখেছে সে। বিলিয়ার্স্কে কাজের নির্দেশ যখন গ্রহণ করলো তখনই জানতো কি কাজে সে হাত দিচ্ছে। একেবারে তাত্ত্বিক একটা কাজের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। থট-কন্ট্রোলড অর্থাৎ চিন্তাশক্তি-চালিত একটা উইপেন্স-সিস্টেমে আগেই কাজ করে দেখা হয়েছে। যিনি করেছিলেন তিনি এখন আর বেঁচে নেই। কেজিবি তাকে অব্যাহতি দিয়ে এই কাজে লাগায়। কেজিবি জানতো কি করছে তারা। বারানোভিচের জীবনে কিছুটা বাড়তি আয়ুষ্কাল যেনো সে পেয়েছে। যুদ্ধের পরে নিজের জীবনটাকে তার কাছে বাড়তি পাওনা বলে মনে হয়। না, ভুল কথা, নিজেই নিজেকে শুধরে দিলো সে। তারও আগে থেকেই এটা মনে হয়েছে। বাড়তি পাওনা সে পেয়েছে কারণ শীতকালে রুশফ্রন্টে কোনো সৈনিকের বেঁচে থাকাটা বাড়তি পাওনাই বটে। জীবনের বেশির ভাগ সময় তার এভাবেই কেটেছে। কাজেই এটাকে এখন আর তেমন কিছু ব'লে মনে হয় না।

তার সম্পর্কে এবং আমেরিকানদের চরিত্র নিয়ে অনর্থক কথা-বার্তা চলছে। এসব থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য সে জিজ্ঞেস করলো : "আপনাকে কেমন ব্রিফ দেওয়া হলো?"

ক্রেশিনের ছোট্ট উষ্ণ আরামদায়ক ঘরটাতে বসেছে তারা, অপেক্ষাকৃত তরুণ লোকটা তাদের একা ফেলে রেখে চলে গেছে। বারানোভিচের সন্দেহ, সে এবং ঐ মহিলা পাশের ঘরে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে। সম্ভবত তরুণ লোকটার জোরাজুরিতেই এটা হচ্ছে...আবেগের মোহে ক্রেশিন সম্ভবত সামনের সময়গুলো ভুলে থাকর চেষ্টা করছে। বারানোভিচ গান্টকে বলেছে, সে কথা বললে কেউ আড়ি পেতেও শুনতে পাবে না, কারণ কেজিবি'র লোকদের শোনানোর জন্য ঘরটাতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। প্রি-রেকর্ডেড টেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে টেলিভিশনের আওয়াজ শোনানোর জন্য।

"আপনাদের বলেছি যুক্তরাষ্ট্রে মিগ-২৫-এর আদলে তৈরি কিছু বিমান আমি কয়েক বছর চালিয়েছি। তারপরে মিগ-৩১-এর সিমুলেটর নিয়ে কয়েকটা মাস কাটিয়েছি," গান্ট বললো। বারানোভিচ তার মন জয় করে ফেলেছে। লোকটার পিতৃসুলভ চেহারা, সাদা চুল, ছাগলা দাঁড়ি, স্বচ্ছ নীল চোখ, নিভাঁজ ভ্রূ যেনো শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে তার কাছে।

"সন্দেহ নেই, তাহলে আপনার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে," হাতে হুঁক্কা ধরে আছে বারানোভিচ, হাসতে হাসতে কথাগুলো বললো সে। মনে হলো সে এবং গান্ট খোশমেজাজে কোনো ইউনিভার্সিটির কমনরুমের তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করছে। অনেক অনেক আগে, চল্লিশ বছর হবে হয়তো–বারানোভিচ এমন একটা রুমেই ছিলো।

"হ্যা, হয়েছে," সম্মতি জানালো গান্ট, একটু থেমে বললো, "এবার উইপন্স-সিস্টেমের ব্যাপারে আমাকে বলুন।"

গান্টের সোজাসাপটা কথায় বারানোভিচের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আসলে এ ধরণের কথায় সে খুশি হয়। এমন সময় এরকম জায়গায় এরকম সোজাসাপটা কথা বলাই দরকার।

"হ্যা, অবশ্যই বলবো, এটা আমার নিজের উদ্ভাবন নয়, যদিও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র, ক্ষুদ্রযন্ত্রপাতি, ইত্যাদির সাহায্যে বেশিরভাগ কাজ আমিই করেছি।" হুঁক্কায় টান দিলো সে। "আক্ষরিক অর্থে আপনি উইপন্স-সিস্টেমে যুক্ত থাকবেন। কিছু সেন্সর আছে সেগুলো আপনার মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনা এবং চোখের নড়াচড়ার সাথে সাথে সাড়া দেবে। আপনার হেলমেটের শেল এবং ভেতরে সেগুলো লাগানো থাকবে। একটা তাড়ণাতেই মস্তিষ্কের অভিঘাত ফায়ারিং মেকানিজমে পৌছে যাবে। ফায়ারিং মেকানিজমটা আপনি কনসোলে যুক্ত ক'রে রাখবেন, প্যানেলে কনসোলটা কোথায় আছে জানেন তো?" গান্ট মাথা নাড়লো। "ভালো। যা ঘটবে কাজ হিসেবে আপনার কাছে তার গুরুত্ব যতোটুকু একটা অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে সেটি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারোপ্লেনের রাডার-কন্ট্রোল ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, তা উইপেন্স-কন্ট্রোলের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করবে, মূলত এতে করে ফায়ারিং টাইমটা ত্বরান্বিত হয়। রাডার থেকে আপনি একটা ইমপালস পাবেন। আপনার চোখের সাড়া দেওয়া যে ক্ষমতা তার চাইতে বেশি দ্রুতগামী সেটা। এতে করে আপনার মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। সেই প্রতিক্রিয়ায় উইপন্স-সিস্টেমটাও সাড়া দেবে। এর ফলে আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া, কামানের গোলা দাগা, খুব দ্রুত করতে পারবেন...লক্ষ্যবস্তুকে দেখতে না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ রাডার দেখতে পেয়ে আপনার ব্রেনে ইমপালস সৃষ্টি করবে, আর সেই ইমপাল্‌সে রিয়্যাক্ট করে বসবে উইপেন্স-সিস্টেম। চোখের দেখা আর রাডারের দেখা, সময়ের ব্যবধান মাত্র কয়েক সেকেন্ডের। অন্য যে-কোনো প্লেন বা পাইলটের চেয়ে এই কয়েক সেকেন্ড এগিয়ে থাকবেন আপনি। যে ধরণের অস্ত্রই আপনি ছুঁড়তে চান না কেন লক্ষ্যবস্তু চোখে পড়ামাত্র ব্রেইন থেকে উইপেন্স-কন্ট্রোলে ইমপালস্‌ সঞ্চালিত

হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আপনার ব্রেন ইমপাল্‌স টার্গেটের দিকে মিসাইলের যাত্রা-পথও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।"

গান্টের স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে বারানোভিচ হাসলো। "চিন্তার কিছু নেই, বন্ধু—আমাদের রেড এয়ারফোর্স পাইলটদের মধ্যে অনেকেরই বুদ্ধিমত্তা বেশ কম। আপনি প্লাগড্‌-ইন অবস্থায় হেলমেট পরে থাকলে কেবল তখনই এই সিস্টেমটা কাজ করবে। তাছাড়া..." হাসতে হাসতে বললো সে, "এর বেশি কিছু আপনাকে বলতে পারছি না, সেটা একেবারেই টপ সিক্রেট, বুঝলেন?" মুখ থেকে হুঁক্কাটা নামিয়ে অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো বারানোভিচ, হাসতেই হাসতেই বলে চললো, "একটা মাস্টার লকআউট সুইচ আছে। দুষ্টু চিন্তা করে আপনি আপনার বন্ধুদের আকাশে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এর জন্যে পারবেন না!"

একটু থেমে বারানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মনে হলো তার চোখ ভেতরের দিকে নিবদ্ধ। তারপর বলতে শুরু করলে মনে হলো যেনো শুধু নিজের প্রয়োজনেই কোনো সমস্যা সংক্ষেপে বলে যাচ্ছে। "আপনার সরকার উইপেন্স-সিস্টেমের গুরুত্ব বোঝে। এটা আগামী দিনের প্রযুক্তি এবং অসীম সম্ভাবনাময়। আমি অবশ্যই তাদের আরো বেশি কিছু জানাতে পারতাম কিন্তু তারা জানে তারা আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কখনো বের করতে পারবে না। সেদিক থেকে মিগ চুরি করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ..." নিভে যাওয়া হুঁক্কাটায় টান দিয়ে বলে চললো : "যুক্তরাষ্ট্র এখনও এরকম একটা সিস্টেম তৈরির কাজ শুরু করতে পারে নি। খুব তাড়াতাড়ি যদি এরকম কোনো জিনিস তারা না পায় তাহলে আমাদের কাছে যে প্রযুক্তিটা আছে তার সাথে তাল মেলাতে পারবে না। অনেক পিছিয়ে পড়বে। কারণ নিকট ভবিষ্যতে তারা এরকম জিনিস উদ্ভাবন করতে পারলেও ততোদিনে আমাদের এখানে এই প্রযুক্তিটা আরো বেশি উন্নত করে ফেলা হবে। যেহেতু তারা আমাকে পাচ্ছে না, তাই তাদের মিগটাই পেতে হবে, মানে তৈরি করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আপনি যেহেতু একজন পাইলট তাই বিজ্ঞানের এসব বিষয়ে আগ্রহী নন। বর্তমানে প্রচলিত প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে এখানে। কে জানে, শীঘ্রই হয়তো চিন্তাশক্তি-চালিত সিস্টেমে উন্নীত হবে এটা..."

গান্টের চোখে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সে। তার মুখে আর আগ্রহের ছাপ নেই। যন্ত্রণাকাতর তীব্র দৃষ্টি বারানোভিচের চোখে। সে বললো : "মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে একঘেঁয়েমিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। হয়তো প্রসঙ্গ থেকে সরে গেছি। আমি আসলে বিদেশে বসবাস করতে চাই, সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রে..."

গান্ট আস্তে করে বললো, "অ্যান্টি-রাডার...?"

"আহ্," বারানোভিচ মাথা নাড়লো। "ওটা নিয়ে আমি কিচ্ছু জানি না। পুরো প্রজেক্টের সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপার এটা। ভিন্নমতালম্বী কোনো ইহুদিকে এটা জানতে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।"

"কিন্তু আমাকে জানতে হবে," সে বললো, "আকাশে থাকাকালীন সময়ে রুশরা কি রিমোটকন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে এটাকে অকেজো করে দিতে পারবে? বা কোনো দুর্ঘটনায় কি এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে?"

আনমনে হুঁক্কা টানতে টানতে একমুহূর্তের জন্য চিন্তিত মনে হলো বারানোভিচকে। আরেকবারের জন্য গান্টের মনে মৌলিক ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিংয়ের চাইতে ইউনিভার্সিটি সেমিনারের কথাই ভেসে উঠলো। "না," মাথা নেড়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে রুশ লোকটা বললো। "গুজব শুনেছি, যদিও সেগুলো সংখ্যায় কম আর অনিশ্চিত। অ্যান্টি-রাডার ক্যাপাসিটিটা আসলে মেকানিক্যাল কোনো ব্যাপারই নয়।"

"বলেন কী...?"

"জিনিসটা হয়তো এক ধরনের পর্দা, কিংবা আজব কোনো রঙও হতে পারে। কিভাবে কাজ করে সেব্যাপারে আমি শুধু আমার ধারণাটুকু আপনাকে জানাতে পারি।" গান্টের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। "উমমম...এমনকি আমরা এটাও জানি–পেন্টাগন যেমনটা ধারণা করে–আদতে আমেরিকান নিরাপত্তাব্যবস্থা ততোটা মজবুত নয়...অবশ্য আমি যেমনটা বলছিলাম, রাডার বিম এয়ারক্রাফটের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খায় না, পিছলে বা যেভাবে হোক বেরিয়ে যায়, ফলে স্ক্রিনে কিছুই দেখা যায় না। তবে এটা জানি, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সিস্টেমটা নিউট্রালাইজ করা যায়–ধরুন, বিপজ্জনক আবহাওয়ায় নিজেদের এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সময়। পাইলটই সেটা করতে পারে।"

তার মুখ কালো হয়ে গেলো। "আপনি এটা ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন না।" মাথা নাড়লো সে। "আমি নিজেই সন্দিহান, মিঃ গান্ট। যা শুনেছি শুধু সেগুলোই আওড়ে যাচ্ছি। আমরা দু'জনেই জানি এটা কাজ করে। প্রজেক্টের ওই অংশটা বিলিয়ার্স্কের বাইরে অন্য কোথাও তৈরি করা হয়েছে।"

নীরব থেকে তারপর গান্ট বললো, "ককপিটে কতোক্ষণ সময় থাকা যাবে?"

"একদমই থাকা যাবে না। আমার মনে হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন যেকোনো সময়ের চাইতে কড়া। জানেন কি, সোভিয়েত টেকনোলজির এই বিজয় স্বচক্ষে দেখার জন্য ফার্স্ট সেক্রেটারি কালই এখানে আসবেন? তার সাথে কেজিবি'র চেয়ারম্যান আন্দ্রেপভ এবং অবশ্যই অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পার্টি মেম্বাররাও থাকবেন। হ্যা, সে কারণেই কিংবা আমাদের জন্যে, মানে

পেমেলোভস্কি, ক্রেশিন এবং আমার কথা বলছি, ব্যাপক নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে। আগের যেকোনো সময়ের চাইতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকবে।" থেমে নীরবে হুঁক্কায় টান দিয়ে বললো : "গতকাল জিআরইউ ট্রুপারদের একটা বিশেষ দল আকাশে উড়েছে। অবশ্যই কেজিবি'র কমান্ডে থাকবে তারা। কিন্তু সংখ্যায় তারা একশ'রও বেশি, এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সেনা মোতায়েন হবে সেখানে।" সামনে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললো সে, "এজন্যেই সর্বোচ্চ আদেশ দেওয়া হয়েছে, আপনাকে যেনো হ্যাঙ্গারের এলাকাতেই রাখা হয়..." বারানোভিচকে চোখ টিপতে দেখে সে হাসলো। "আপনার চুল ছেঁটে আরো ছোটো করতে হবে, যাতে ক'রে হেলমেট এবং সেন্সর ঠিকমতো কাজ করতে পারে। আর খুব বিশেষ ধরণের কাগজপত্র তৈরির জন্য আপনার একটা ছবি তুলতে হবে। আপনাকে নিয়ে এর বেশি আর কিছু করা হবে না।"

গান্ট কাঁধ ঝাঁকালো। ছদ্মবেশ ধারণ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ সে করলো না। নিজ পরিচয়ের প্রতি যে তার উদাসীনতা আছে সেটা বাকহোল্‌জ প্রথম থেকেই খেয়াল করেছে। এই গুণের কারণেই বহুরূপী হিসেবে সার্থক হয়েছে সে। বেশিরভাগ এজেন্টই অবচেতনে নিজেদের কোনো একটা কিছু ধরে রাখতে চায়–কোনো কাপড়, বিশেষ কিছু আচরণ, এরকম কিছু, যেনো নিজের স্বকীয়তা হারাতে চায় না। চেতনে বা অবচেতনে গান্টের মধ্যে এমন কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই। ওর্টন, গান্ট, গ্লাজুনোভ সবাই যেনো তার কাছে এক একটা ছায়া বৈ অন্য কিছু নয়।

"আমার যাতায়াতের পথ কোন্‌টা হবে? হ্যাঙ্গার এলাকায় নক্সাটা কি রকম?" নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করে গেলো সে।

তীক্ষ্ম চোখে আমেরিকানটির চেহারা দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে এভাবে মাথাটা নেড়ে দাঁড়ালো বারানোভিচ। তারপর গান্টকে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলো সে। একটা বড় ছবি সেখানে ঝুলছে। ছোটো খাবার টেবিলে থেকে সাদা টেবিলের চাদরের কিনারা যেভাবে ঝুলে থাকে। গান্টের খাওয়া শেষ হওয়ার পরে ক্রেশিন এটা রেখে গেছে।

বারানোভিচ খসখস শব্দ করে সোজা হয়ে পেন্সিলে আঁকা বিশাল কম্পাউন্ডের মানচিত্রটা মেলে ধরে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গান্টকে ব্যাখ্যা করতে লাগলো।

"আমরা আছি এখানটাতে," বললেন সে, "আবাসিক এলাকায় প্রায় মাঝখানে আর এই গেটটা দিয়ে সব ধরণের কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্মচারীরা হ্যাঙ্গার এবং ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে..." স্ট্রিট বরাবর একটা

গতিপথ দেখাতে দেখাতে তার আঙুল লাল রঙের একটা লাইনের কাছে এসে থামলো, মাঝে মাঝে লাইনটার ফাঁকা জায়গায় লাল ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে। "হ্যা," বারানোভিচ বললো। "আরেকটা ইলেক্ট্রিক বেষ্টনী আছে। এই ওয়াচটাওয়ারগুলো থেকে সেটা পাহারা দেওয়া হয়..." লাল ক্রসে তার আঙুল থেমে রইলো, "লাল ক্রস চিহ্নগুলো হলো ওয়াচটাওয়ার। এই বেষ্টনীটাই আমাদের প্রজেক্ট এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাঝে একটা বিভেদ তৈরি করেছে। বেষ্টনীটাতে আর একটা মাত্র গেট আছে...এখানটাতে, এয়ারস্ট্রিপের অন্য দিকটাতে।" শক্ত কাগজ আবার আঙুল দিয়ে ধরে রাখলো সে, "এই গেটটা শুধু নিরাপত্তা-কর্মকর্তারাই ব্যবহার করে–এটাই আপনি ব্যবহার করবেন।"

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আগে বলুন কিভাবে ব্যবহার করবো?"

বারানোভিচ হাসলো। "সেজন্য কিছুটা সাহস থাকতে হবে আপনার, অবশ্য আমাদের কাছ থেকেও একটু সাহায্য পাবেন। সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।" হুঁক্কায় মন দিলো রুশ লোকটা, সজোরে একটা টান দিয়ে ঠোঁট থেকে একদলা ধোঁয়া ছেড়ে দিলো সে। "আপনি কি ধূমপান করেন?" জানতে চাইলো।

"না, এখন আর করি না।"

মাথা নেড়ে বারানোভিচ চামড়ার হাতওয়ালা জ্যাকেটের পকেট থেকে এক প্যাকেট আমেরিকান সিগারেট বের করলো। "আবার শুরু করেন," বললো সে।

"কি?"

"বিশ্রামে যাওয়ার আগেই একটু ধূমপান ক'রে নেবেন। অভ্যস্ত হবার জন্য।"

প্যাকেটটা হাতে তুলে নিলো গান্ট।

"এগুলো রাশিয়ান নয়," বললো সে। "বলতে পারেন মর্যাদার প্রতীক। বিদেশী সিগারেট ঠোঁটে থাকলে নতুন মানুষ হিসেবে আপনার ভূমিকায় খুবই কাজ দেবে, এমনকি আপনার কাগজপত্রের চাইতেও সেটা বেশি কাজে দেবে।" হেসে মানচিত্রের দিকে মন দিলো বারানোভিচ। মানচিত্রের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে গান্ট তার ওভারঅলের বুকপকেটে রেখে দিলো। "এই গেট থেকে, এই এলাকায় ঢুকবেন। রানওয়ে থেকে অনেক দূরে এটা," লম্বা আঙুলে ওই জায়গাতেই ধরা থাকলো। "এই বিল্ডিংটাই প্রধান হ্যাঙ্গার। সবধরনের প্রোটোটাইপ এখানে আছে। এখানে আমরা রাত জেগে কাজ করি। ট্রায়ালে অংশগ্রহণের জন্য এরোপ্লেনগুলো প্রস্তুত করাই আমাদের কাজ। হ্যাঙ্গারের সাথে ডান দিকে সিকিউরিটি অফিস এবং পাইলটদের রুম

আছে। দেখতে পাচ্ছেন?" গান্ট মাথা নাড়লো। "আপনাকে সিঁড়ি ভেঙে এই করিডোর দিয়ে যেতে হবে..." বারানোভিচের আঙুল এখন দ্বিতল একটা বিল্ডিংপ্ল্যানকে দেখাচ্ছে। বিশাল প্রধান হ্যাঙ্গারের সাথে যুক্ত সেটা। "অন্য বিল্ডিংগুলো শুধু গবেষণাগার, উইন্ড টানেল, পরীক্ষণ ঘর ইত্যাদি। এগুলো নিয়ে কোনো সময় নষ্ট করবেন না। যতো দ্রুত সম্ভব পাইলটদের ড্রেসিংরুমে চলে যাবেন। ফ্লাইটের কয়েক ঘণ্টা আগে রেড এয়ারফোর্স লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইউরি ভস্কোভ এসে পৌঁছাবেন। তার জন্য আপনাকে তৈরি থাকতে হবে।"

"ভিজিটরদের ব্যাপারটা কি?" গান্ট জিজ্ঞেস করলো। "আমাকে তো ওখানে তিন-চার ঘণ্টার মতো থাকতে হবে। কেউ যদি ওখানে এসে পড়ে?"

মনে হলো বারানোভিচ কোনো শিশুকে বোঝাচ্ছে। "লাশটা লুকিয়ে ফেলবেন–অনেকগুলো লকার আছে ওখানে, ধাতব লকার। সবগুলোতেই ভালো তালা দেয়া আছে।" হাসলো সে, "পাইলটদের একটা অভিযোগ হলো আভিজাত্যের জন্য তাদেরকে দেয়া বিভিন্ন ধরণের পশ্চিমা বিলাসসামগ্রী নাকি ব্যাপকহারে চুরি হয়ে যায়...তাই তালাগুলো খুব ভালো। সাধারণ শারীরিক গঠন ছাড়া ভস্কোভের সাথে আপনার আর কোনো মিল নেই। আপনি গোসল করতে থাকবেন সেই সময়টাতে।"

"তিন ঘণ্টা ধরে গোসল করবো?"

"দেখাবেন যে আপনি গোসল করছেন। সময় যখন হবে হ্যাঙ্গারে আমরা একটা গোলমাল বাধিয়ে দেবো। তখন পোশাক পরে নেবেন। হেলমেট পরা থাকলে আপনার চেহারা ঢেকে যাবে। উইপেন্স-গাইডেন্স সিস্টেম থেকে আমরা পাইলটদের হেলমেট পরে থাকার জন্য অনুরোধ করি। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তবেই খুলে ফেলবেন। ফ্লাইটের ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি আগে থেকেও যদি আপনি সেটা পরে থাকেন তো অদ্ভুত মনে হবে না।"

গান্ট মাথা নাড়লো। "গোলমাল বাঁধানোর ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলুন।"

"এ নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। আমার একটা অতি ক্ষুদ্র রেডিও ডিভাইস আছে। এটা দিয়েই জানিয়ে দেবো কখন আপনাকে রুম থেকে হ্যাঙ্গার এলাকায় আসতে হবে, ওখানে গিয়ে আপনি যা দেখবেন তার সাহায্যেই ককপিটে ঢুকে হ্যাঙ্গারের ভেতরে এরোপ্লেনটিকে নিয়ে আসতে পারবেন, ন্যূনতম সন্দেহও কেউ করবে না।"

আবারো গান্টের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো, এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, "ওখান থেকে আমি এরাপ্লেনটা নিয়ে চলে যাবার পর আপনাদের কি হবে?"

তার শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো উত্তরটা যেনো আগে থেকেই

জানা আছে। "তাতে কিছু এসে যায় না," বারানোভিচের কণ্ঠে করুণ সুর কিন্তু আমেরিকান গান্ট তা ধরতে পারলো না।

"আসলেই এসে যায় না," পিছু হটে দু'পাশে হাত তুলে গান্ট বললো। "ভালোই বলেছেন!" কাঁধ কুজো করে রুশ লোকটার কাছ থেকে সরে গেলো সে। তারপর আবার ফিরে এলো। সামনে হাত নাড়তে নাড়তে বললো : "আপনারা...আপনারা সবাই মরার জন্য এক পায়ে খাঁড়া, আমি কিচ্ছু বুঝি না ভেবেছেন? লন্ডনে যে লোকগুলো আপনাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের উপরে রাগ হয় না?"

দীর্ঘ সময় চুপ থেকে তারপরে বারানোভিচ বললো, "মিঃ গান্ট, আপনি আমেরিকান তাই রেগে যাওয়াটা আপনার জন্য খুব সহজ। আপনাকে যে আদেশই দেওয়া হোক না কেন, ভালো লাগবে না, তাই না? আপনি মুক্ত মানুষ।" বিদ্রুপের হাসি হাসলো গান্ট। মনে হলো তার এই হাসি দেখে বারানোভিচও রেগে গেলো। "আপনি স্বাধীন, আমি স্বাধীন না। একটা পার্থক্য তো আছেই। লন্ডন থেকে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে সে ব্যাপারে যদি ক্ষুব্ধ হই তাহলে কেজিবি নিয়ে আমার ক্ষোভের কাছে সেটা তুচ্ছ।" উদাস চোখে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে বারানোভিচ, তার চেহারা টানটান। টেবিলের উপর কব্জি দিয়ে আছে সে। হাতের মোটা নীল শিরাগুলো দড়ির মতো দেখাচ্ছে। দীর্ঘ সময় পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গান্টের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

"আমি দুঃখিত..." বললো গান্ট।

"নির্বোধ, আমাদের ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন কেন? এবার আমরা আবারো উড়োজাহাজের সশস্ত্রকরণ নিয়ে কথা বলবো। প্রথম পরীক্ষার জন্য তারা আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে–ভূমিতে আক্রমণের অস্ত্র ব্যবহার করবে না। আপনার জন্য এটা একটা সুখবর।" গান্টকে তার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো, "প্লিজ, ধূমপান করবেন। গেটে গিয়ে আপনি অনভ্যস্তের মতো কাশবেন আমরা তা চাই না, বুঝলেন?" তার চোখে আবারো হাসি ফুঁটে উঠলো।

মস্কো থেকে বিমানে আসার সময়ে কন্টার্স্কি মাথার উপরে রোটরের আওয়াজ খুব একটা শুনতে পেলো না। এখন দশটা বাজে। বিলিয়ার্স্কের দিকে অর্ধেকের বেশি পথ তারা এগিয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় আলোকিত রূপালি ভূমির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তারা। বিক্ষিপ্ত গ্রাম এলাকা আর যৌথ খামারের আলো দেখা

যাচ্ছে। গোর্কি আর কাজানের মাঝখানের রাস্তায় মাঝে মাঝে ট্রাক বা কার চলাচল করছে। তাদের আলোয় এলাকাটা যেনো ফালি ফালি ক'রে কাটা মনে হচ্ছে। এমটিএল এমআই-৮ হেলিকপ্টারের ভেতরে আসনটা আরামদায়ক। কন্টার্স্কি পাইলট আর কো-পাইলটের পেছনে বসেছে। তার পেছনে আরো আঠাশ জন যাত্রীর আসন আছে। তার মধ্যে মাত্র চারটি আসনে লোক আছে। এরা হলো কন্টার্স্কির ব্যক্তিগত গার্ড; পুরুষ সেক্রেটারি এবং রেডিও অপারেটর। সবাই কেজিবি'র লোক।

মাথায় চিন্তা নিয়েও কন্টার্স্কির ঘুম পাচ্ছে। ইচ্ছে করে যতোটা সম্ভব দেরিতে যাত্রা শুরু করেছে সে, উদ্দেশ্য একটাই, বিলিয়ার্স্কে যেনো লোকটার এই অভিযানের কিছু তথ্য সাথে করে নিয়ে যেতে পারে। এই লোকটাই মস্কো, গোর্কি আর কাজানে গ্লাজুনোভ সেজে ট্রাফিক কন্ট্রোলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করেছে। প্রিয়াবিনের তদন্ত থেকে কিছুই বেরিয়ে আসে নি। সত্য হলো, পিছু নেওয়া গাড়িটা তারা খুঁজে পেয়েছে। বিলিয়ার্স্কের দিকে একটা বাঁক থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলো সেটা। এটাও সত্য, কুইবিশেভ যাওয়ার পথে দশ মাইল দূরে তারা উল্টে যাওয়া ট্রাক এবং পাভেল উপেন্সকয়ের থ্যাতলানো মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছে। দ্বিতীয় লোকটার কোনো নাম-নিশানা পাওয়া যায় নি। কাজেই...যৌক্তিকভাবে কন্টার্স্কি এবং প্রিয়াবিন একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, দ্বিতীয় লোকটা পায়ে হেঁটে বা বিকল্প কোনো মাধ্যমে বিলিয়ার্স্কের দিকে যাচ্ছে। ওয়্যারহাউজের বৃদ্ধলোকটার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যায় নি। লোকটাকে বাগে পেতেই মরে গেছে। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক। শরীরস্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিলো না।

লোকটার ছবি বিলিয়ার্স্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে। তাৎক্ষণিক বিলিয়ার্স্কে উড়াল দেওয়ার কথা ভেবে নিজেই নিজেকে আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে কারণ পাল্টা কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে সে নিজেই নিতে চায়।

কনসোলের সামনে বসে থাকা রেডিও অপারেটারের দিকে তাকিয়ে কন্টার্স্কি আরো একটা সিগারেট ধরালো। লোকটা যেনো টেলিপ্যাথির মাধ্যমে দেখছে তার বসের চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ। লোকটা নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লে কন্টার্স্কি পেছন ফিরলো। তার সামনে হেলমেট পরা মাথাগুলোর উপরে তার স্থির দৃষ্টি, যেনো তাদের কাছ থেকে কোনো উৎসাহ অনুপ্রেরণা পাবে। কণ্ঠনালীর পেছন দিকটাতে ভয়ের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রায়ালগুলো সফলতার সাথে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ঘুম হারাম সে কথা ভালো করে জানে।

ফলাফল পাওয়ার জন্য বিশাল বিশাল সব কম্পিউটারের উপরেই কেজিবি নির্ভর করে। এটা যে কেজিবির প্রধান দুর্বলতা সেটা অনুভব করতে পারছে।

ঠিক এমন সময় প্রিয়াবিন ঢেরঝিন্‌স্কি স্ট্রিটে অবস্থিত কেন্দ্রীয় রেকর্ডস কম্পিউটারে ঢুকছে। একজন লোককে খুঁজে বের করার জন্যে কম্পিউটারের সাহায্য নেবে সে। লোকটা ব্রিটিশ বা আমেরিকান হতে পারে। ভুয়া নাম এবং পাসপোর্ট নিয়ে সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকেছে সে। কোনো গোয়েন্দা এজেন্ট হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"ইলেক্ট্রনিক অনুসন্ধান," বিরক্তির সুরে সংক্ষেপে বললো সে। প্রিয়াবিনের মতোই কন্টার্স্কিরও একই অভ্যাস। লোকজন যা বলে, আর মানুষের মন ও মুখ থেকে যা বের করতে পারে তাতেই বিশ্বাস করে। তবে যে দু'জনকে তারা ধরেছে তারা যে কিছুই জানে না সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাদের নিজস্ব মত হচ্ছে লোকটা কোনো গোয়েন্দা এজেন্ট। বিলিয়ার্স্ক আর মিকোয়ান প্রজেক্টই তার গন্তব্য। এসব জানার কথা ছিলো উপেন্সকয়ের কিন্তু ট্রাকে চাপা পড়ে মারা গেছে সে।

যে সময়ে দুঃসাহস আর কল্পনার খুব প্রয়োজন তখন কন্টার্স্কির চিন্তাভাবনাগুলো রক্ষণাত্মক হয়ে থাকে। ব্যর্থ হলে তাকে বিশেষ তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তারা ডেকে পাঠাবে। এমন কিছু ঘটতে পারে সেই আশঙ্কায় ইতিমধ্যে একটা রক্ষণাত্মক চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। কেজিবির রেজিস্ট্রি ও আর্কাইভস বিভাগের কম্পিউটারে ফাইলের মাস্টার ইনডেক্সের উপরে নির্ভর করতে হবে, কথাটা ভেবেই মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো তার। ঐ যন্ত্রটা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই, জিজ্ঞেস করা যাবে তেমন কেউ বেঁচেও নেই এখন।

আরো একটা সমস্যা অবশ্য আছে। সিআইএ এবং ব্রিটিশ এসআইএস-এর তিন ভিন্নমতাবলম্বী এজেন্ট এয়ারক্রাফটে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবে। পরের দিন তাদের এই কাজগুলো করতে দেওয়ার আগে কোনো ট্রায়াল হবে না।

গলা ঝেড়ে মনটাকে পরিস্কার করে নিলো সে। গুপ্তচরদের নিয়ে ভয় আছে তার। আন্দ্রোপ্রভ এবং ফার্স্ট সেক্রেটারির সামনে কোনো অন্তর্ঘাত ঘটে যাবে হয়তো...সিদ্ধান্ত নিলো, অফিসিয়াল এয়ারক্রাফট এসে পৌছানোর আগে অন্তত দু'ঘণ্টা ধরে ভিন্নমতাবলম্বী দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো দশটা পঞ্চাশ। কপ্টার থেকে নেমেই ওখানে যেতে হবে, তারপরে কাজ শুরু করতে হবে দ্রুত। এসব ভেবে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লো সে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর টরটিয়েভ আলেকজান্ডার টমাস ওর্টনের ছবির একটা ডোসিয়ার নিরীক্ষা করছে। স্ন্যাপশটগুলো ডেস্কের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে সে। তাতে কোনো তারিখ কিংবা স্থানের উল্লেখ নেই। ছবিগুলো থেকে এলেমেলোভাবে কিছু নমুনা তুলে নিলো সে। আধঘণ্টা ধরে নমুনা তুলছে, বাদ দিচ্ছে আর তুলনা করে দেখছে। পুরো ডোসিয়ার সংগ্রহ করতে তার ক্ষুদ্র দলটার তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। কেজিবির প্রধান ডিরেক্টোরেটরের বিভিন্ন সোর্স থেকে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায় নি। পেলে তার অনুসন্ধান কাজ আরো সহজ আর দ্রুত হতো। তার দলটা ওর্টনের ব্যাপারে একটা ডোসিয়ার জোগার করতে সক্ষম হয়েছে, বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে ওর্টনের ছবিগুলো তারা পেয়েছে। এদিক থেকে তাদেরকে সৌভাগ্যবান বলতেই হয়।

টরটিয়েভ ঐ লোকটার জুতোর ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। প্রায় সাদামাটাভাবে সে দুটো ছবি নির্বাচন করল। একটা ওর্টনের–দু'দিন আগে শেরেমেতিভোতে ছবিটা তোলা হয়েছে; আরেকটা অন্য লোকের–আঠারো মাস আগে তোলা, পর্যটকদের এক দোকান ছেড়ে মস্কোর রাস্তায় বের হয়ে আসার সময় তোলা হয় ছবিটা। রুটিনমাফিক নজরদারির অংশ হিসেবে ছবিগুলো তোলা হয়েছিলো। ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ডে তখন পর্যন্ত টরটিয়েভের আগ্রহ জন্মায় নি।

হলোকভ আর ফিলিপভ চুপচাপ অপেক্ষা করছে টরটিয়েভ ছবিগুলো দেখে কিছু খুঁজে পায় কিনা। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে ছবি দুটো ধরে ডেস্কের উপর দিয়ে হলোকভ আর ফিলিপভের কাছে ছবি দুটো দিয়ে দিলো সে।

"আপনাদের কী মনে হয়ে?" জিজ্ঞেস করলো।

ফিলিপভ প্রায় হলোকভের কাঁধ ছুঁয়ে ঠেস্ দিয়ে আছে।

মোটা লোকটা কিছু সময় ধরে ছবি দুটো দেখে মাথা নাড়লো। "আপনি আমার কাছ থেকে কী শুনতে চাচ্ছেন, ইন্সপেক্টর?" জানতে চাইলো সে।

টয়টিয়েভ হাসলো। "ছবির ব্যাপারে আপনি আসলেই যা মনে করছেন সেটাই শুনতে চাচ্ছি, যদিও এভাবে অনুরোধ করাটা আমার জন্য অস্বাভাবিক।"

"উমম," ফিলিপভের দিকে তাকিয়ে ছবিগুলো তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো হলোকভ : "এ দুটো একই লোকের ছবি না।"

"ভালো, হলোকভ–বেশ ভালো," নির্লিপ্তভাবে বললো সে, "তুমি কি একমত, ফিলিপভ?"

ফিলিপভকে সন্দিহান মনে হলো। "আমি...আমি ঠিক নিশ্চিত নই, ইন্সপেক্টর।"

"খুবই স্বাভাবিকভ, আমিও নিশ্চিত নই। তাহলে আপনিও নিশ্চিত নন হলোকভ?" স্থূলকায় লোকটা মাথা নাড়লো, "তার মানে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে–এই দু'জনের মাঝে সেই মৃতলোকটা তবে কে?"

"কিভাবে বলবো? তাদের মধ্যে মিল খুব বেশি," ফিলিপভ বললো।

"তাদের একই ছদ্মবেশের কারণে এরকম দেখাচ্ছে," হুট ক'রে বললো টরটিয়েভ। "মুখমণ্ডলটা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে আমরা ধরতে না পারি এই প্রতারণার কাজে দু'জন লোক জড়িত ছিলো। কিন্তু তারা দু'জন ওখানে কী করছিলো?"

হলোকভ হতবুদ্ধি হয়ে গেলো আর ফিলিপভ থাকলো চুপ করে। ডেস্ক থেকে উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করলো টরটিয়েভ। হঠাৎ করে কিসের ভাবনায় যেনো তাকে পেয়ে বসলো, কী সেটা বুঝতে পারলো না। কেমন বিহ্বল হয়ে গেলো। অফিসের চার দেয়ালের ফাঁদে পড়ে গেছে যেনো। ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে দশটা বাজে। হেলোকভের দিকে ফিরলো এবার।

"কমসোমলস্কায়া মেট্রো স্টেশনে গতরাতে কেজিবি'র যে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছে, তার খবর কি? কে তাকে হত্যা করেছে?"

"ওর্টনের সহযোগী কেউ?" ফিলিপভ বলে উঠলো।

"কেন, কাজটা কি ওর্টন নিজে করতে পারে না–হাজার হোক, সে তো এখনো মরে নি!" টরটিয়েভ জবাব দিলো। ফিলিপভ তার ডেস্কের সামনে শক্ত সোজা চেয়ারে বসে আছে। তার দিকে ঝুঁকেই কথাগুলো বললো সে। "ওর্টন কেন নয়?" কাঁধ ঝাঁকালো ফিলিপভ, যেনো প্রশ্নটার উত্তর দোবর দায়িত্ব তারই ছিলো। "ওর্টনের সহযোগী কারা? ওর্টনকে নিয়ে যেসব নথিপথ তৈরি হয়েছে তাতে বিভিন্ন জনের কথা আছে। তাদেরকে আপনি নিয়ে এসেছিলেন, তাদের বাড়ি, দোকান, সব খোঁজ করা হয়েছে। কী পেয়েছেন আপনি? কিচ্ছু না, একদম কিছুই না!" ফিলিপভ আর হলোকভের কাছ থেকে দূরে সরে জোরে চিৎকার করতে লাগলো, "ওর্টন কোথায়? তাকে তারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? আমরা যেনো কোনো সূত্রই খুঁজে না পাই, সেই জন্য? তাহলে লন্ডনে মরতে সমস্যা কি? সেখানে এতোটা ভালোভাবে চেক করার সুযোগ আমাদের নেই। মৃতদেহটাও আমরা সেখানে খুঁজে পেতাম না।" কিছুক্ষণ থামলো সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরটাতে নীরবে একবার পায়চারী করে আবার বলা শুরু করলো। হলোকভ আর ফিলিপভ চুপচাপ বসে তাদের ইন্সপেক্টরের চর্বিতচর্বন হজম করতে লাগলো। "না, উত্তরটা ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওর্টনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে, মস্কোতেই কোথাও আত্মগোপন করতে হয়েছে। কিন্তু কেন?"

অফিসের মাঝে হাটাহাটি আবারো থামালো। শান্ত অথচ উত্তেজনায় কথা বলছে, অধীনস্থ লোক দুটো বুঝতে পারলো। "আমাদের যদি এটা না বলা হতো, মি: আলেকজান্ডার টমাস ওর্টন মাদক পাচারকারী, তাহলে তিনি কে আমরা কি তা নিয়ে ভাবতাম? কেজিবির একজন লোক মারা গেছে। মানে তিনি এই ব্যাপারটা নিয়েই কাজ করছিলেন। কী রকম মরিয়া হয়ে কাজ করা হচ্ছে এ থেকেও বোঝা যায়।"

"দুটো মৃত্যু-এক, ভূয়া ওর্টনের, দুই আমাদেরই একজনের। এতো কিছুর পরে আমার কী ভাবতে পারি?"

তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। একই সিদ্ধান্তে তারাও পৌছাক, এটাই চাচ্ছে এখন।

হলোকভ গলা ঝাড়লো আওয়াজ করে, আত্মপক্ষ সমর্থন করে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো : "সে কারো এজেন্ট?"

"ঠিক তাই!" টরটিয়েভের মুখে হাসি। "ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের গোয়েন্দা এজেন্ট সে, মাদকের কথা শুনে আমরা আসল সত্যটা খেয়াল করি নি! এখন, এখন সে লুকিয়ে আছে। কারণ কি? কোথায় সে, কি তার উদ্দেশ্য?"

তার অধীনস্থ দুই লোকের কাছে নতুন কোনো আইডিয়া আছে ব'লে মনে হলো না। ছবিগুলো এক জায়গায় করে প্যাকেটে ভরে দরজার দিকে এগোলো সে।

"হলোকভ, আমার সাথে আসুন। এই ছবিটা আমরা কেন্দ্রীয় কম্পিউটার দিয়ে প্রসেসিং ক'রে দেখতে চাই! এই লোকটা বিপজ্জনক। আমি জানতে চাই সে কে। সন্দেহভাজন এজেন্টদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে যে রেজিস্ট্রি রাখা আছে তাতে খোঁজ করলে তার আসল পরিচয় নিয়ে কিছু জানা যেতে পারে।" ফিলিপভের দিকে ফিরলো সে। "ফিলিপভ, ব্রিটিশ দূতাবাসে আমাদের লোকদের সাথে যোগযোগ করুন। আপনার অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমার পরিচয়টা জানিয়ে সেই সুবাদে বলুন, এটা খুব জরুরি ব্যাপার। ওর্টন কার কার সাথে যোগাযোগ করেছিলো আমি জানতে চাই। এক্ষুণি জানতে চাই!"

ফিলিপভ মাথা নাড়লো কিন্তু ইন্সপেক্টর ততোক্ষণে চলে গেছে। তার পেছন পেছন তার নাদুসনুদুস সহযোগীও এগুচ্ছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে টরটিয়েভ একটা ছবি ফেলে রেখে গিয়েছে, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিলিপভ সেটার দিকে তাকালে, ঘটনাচক্রে এটা ফেন্টনের ছবি নয়। ওর্টনের বেশে গান্টের ছবি। এক মুহূর্ত যেনো দেখলো। ছবিটার চেহারা ভালো ক'রে দেখার জন্য মাথার উপরের বাতির নীচে মেলে ধরলো সে। ফিলিপভ জানে, মস্কোর ব্রিটিশ দূতাবাসে কেজিবি'র লোক আছে, তারা দূতাবাসের কিচেন, বাগান,

করিডোর আর সুইমিংপুলে কাজ করে। একটু পরেই হয়তো টয়টিয়েভ কেজিবি'র সেইসব ইনফরমারদের কাছ থেকে জেনে যাবে অ্যাম্বেসির এজেক্লিফ এবং ল্যান্সিংয়ের সাথে ফেন্টন নামের লোকটার যোগাযোগ আছে। এই ফেন্টন যে ওর্টন সেজেছে সেটাও অজানা থাকবে না।

লন্ডনভিত্তিক এসআইএস-এর সদস্য ফেন্টন। এবার সে ছদ্মবেশ ছাড়াই মস্কোতে এসেছিলো একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে প্যাকেজ হলিডে কাটাতে। মারা যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে দূতাবাসে গিয়েছিলো তারপর ওর্টন হিসেবেই আবার সে দেখা দিয়েছে। তার সাথে কেউ একজন যোগাযোগ করেছে। তারা নিশ্চয় খেয়াল করেছে, প্যাকেজ হলিডেতে ফেন্টনের বদলী হিসেবে যে এসেছে আর লন্ডন থেকে যে শেরেমোতিভোতে এসেছিলো দু'জন একই লোক নয়।

বুঝতে পারলো এজেক্লিফকে খবরটা তাড়াতাড়ি জানানো দরকার। উত্তেজিত হয়ে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠলো। টরটিয়েভের অফিস থেকে ফোন করতে পারলো না। কারণ এখানকার লাইন মনিটর করা হয়। তারপরও বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো না। দশ মিনিট বা আরো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে সে। টেলিফোনকে 'সামাজিক লাইন' বলা হয় ওখানে। তার জানামতে দ্বিতীয় তলায় বিশ্রাম-কক্ষে কাজের বিরতির সময়ে এই 'সামাজিক লাইন'গুলোতে আড়িপাতা হয় না। কাজটা করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। ব্রিটিশ দূতাবাসের তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য নেবে টরটিয়েভ। তার আগেই এজেক্লিফকে টেলিফোন করতে হবে, নিঃশব্দে পেছন দিকে অফিসের দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

সিআইএস-এর স্পেশাল অপারেশন ফাংশনের কেনেথ ডি ভেরে অবরে'র নিজস্ব সেকশন হচ্ছে এসও-৪। ইন্টেলিজেন্স প্রধান 'সি'-এর সরাসরি নির্দেশে তিনি এসও-৪-এ তার অফিস সাময়িকভাবে খালি করে দিতে রাজি হয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেতরে বিশেষভাবে তৈরি এবং সাংঘাতিক রকম নিরাপত্তা সংবলিত বাসভবনে তিনি থাকেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অবরে'র পছন্দ নয়। সে এবং তার দুই নাম্বার শেলি আছে ঘরের মধ্যে। তার কক্ষটা ওয়্যারপ্রিন্ট আর সিকিউর টেলিফোনে ভরে আছে। দিনের বেলা আর সন্ধ্যার বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে বিভিন্ন মানচিত্র প্রস্তুত করে দেয়ালটাতে টাঙিয়ে রেখেছে তারা। রাশিয়ায় ইউরোপিয় অংশ, ব্যারেন্টস সাগর, আর্কটিক মহাসাগরের উত্তর দিকে মস্কো মেট্রোসিস্টেম নামে একটি মস্কো স্ট্রিট প্ল্যানের মানচিত্র রয়েছে। তার অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ভূ-দৃশ্য আর

সমুদ্রপথের মানচিত্রও আছে। এবার ঘরে ঢুকলো আরো দু'জন–আমেরিকান নাগরিক বাকহোলজ এবং তার সহযোগী অ্যান্ডার্স। অবরে অস্থায়ী উদ্দেশ্যে কাঠের তৈরি টেবিল ভেতরে এনে রেখেছেন। সেগুলোই দখল ক'রে বসেছে তারা।

শেলি রান্নাঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলো। বাকহোলজকে দেখলো একটা লাল টেলিফোনে কথা বলতে। অ্যান্ডার্স মই দিয়ে স্যাটেলাইটে তোলা আর্কটিক অঞ্চলের আবহাওয়ার ছবি দেয়ালে লাগাচ্ছে। একই অঞ্চলের আরেকটা মানচিত্রের পাশেই এটা লাগাচ্ছে সে।

ইউরোপিয় রাশিয়া এবং উত্তর সাগরের অন্যান্য মানচিত্রের এটার চারপাশেও বৃত্তাকারে স্যাটেলাইটে তোলা আবহাওয়ার ছবি আছে। শেলির চোখ জোড়া অবশ্য বিশেষ এই দিকটাতে নিবন্ধ ছিলো না। ইউরোপিয় রাশিয়ায় মানচিত্রের উপরে তার দৃষ্টি স্থির। রান্নাঘরে রাতের খাবার খেতে যাওয়ার সময় বাকহোলজকে সে এই মানচিত্র নিয়েই কাজ করতে দেখেছে। সে, শেলি এবং দুই আমেরিকান আটটার একটু পরেই এসেছে–এই তিনজন ছাড়া আর কাউকে অবরে রুমে ঢুকতে দেবে না। লন্ডনের সময় এখন রাত একটা, মস্কো সময় থেকে দু'ঘণ্টা এগিয়ে।

শেলি হেটে অবরের কাছে গেলো। তারপর বিশাল সেই মানচিত্রের নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালো সে। পরিস্কার, দাগহীন একটা মানচিত্র। অবরে সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে উদাসীন আর ভীত, যেনো সন্দিহান হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একটা ছবি তার মনে ভেসে উঠলো–হোটেল রুমে উদ্ধতভঙ্গীতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গান্ট। আমেরিকানদের সে নির্বোধের মতো ছোটোখাটো ব্যাপারেও অপছন্দ করে। সেজন্যই অনুতপ্ত হলো এখন। তারা দু'জনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সোভিয়েত রাশিয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এই ডিফেন্স সিস্টেমটা ভাঙতে হবে গান্টকে, অবশ্য সে যদি বিলিয়ার্স্ক থেকে ফায়ারফক্স নিয়ে আকাশে উড়তে পারে তো। মানচিত্রে কি আছে তার বেশিরভাগই শেলির জানা। কিন্তু রং-বেরঙের পিন আর ফিতায় সেগুলো নির্দেশ করা আছে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলো।

ম্যাপের গায়ে অসংখ্য রঙিন পিন আর রিবন দেখা যাচ্ছে। এই পিন আর রিবনের তাৎপর্য যারা জানে, হার্টবিট তাদের বাড়বেই বাড়বে। ম্যাপের উপরে পোলার প্যাক, ওখানে একটা রিবন রয়েছে। বিরাট আকৃতির অনেকগুলো লুপ তৈরি করে ওপর দিকে উঠে গেছে রিবনটা উপরের দিকে। রুশ ডিইডব্লিউ-লাইন কতোদূর বিস্তৃত এর মাধ্যমে সেটাই দেখানো হয়েছে। এটা গান্টের জন্যে মোটেও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু দুই ইন্টেলিজেন্স চিফের দুশ্চিন্ত

ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ঝাঁক খুদে পিন। নীল পিনগুলো প্রত্যেকটি এক একটা বিমান ঘাঁটি, আর লাল রিং বা বৃত্তগুলো মিসাইল ঘাঁটি। প্রতিটি ফাইটার স্টেশনকে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্কাবস্থায় রাখা হয়,

মাত্র কয়েক মিনিটের নোটিশে কম করে বারোটা ফাইটার আকাশে উঠে আসতে পারে। বেইসগুলোকে নীল রঙে চিহ্নিত ক'রে রাখা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-উপকূল বরাবর এই ঘাঁটিগুলো বিস্তৃত। পশ্চিমে মারমানস্ক আর আরচানজেলস্ক থেকে পনেরশ' মাইল দূরে পূর্ব দিকে তাইমুর উপদ্বীপ পর্যন্ত এগুলোর বিস্তৃতি। ঘাঁটিগুলোর মধ্যে দূরত্ব একশ' মাইলের একটু বেশি।

এই পথগুলোর নিচে লাল বৃত্তের দুটো এলাকা, মিসাইল সাইটগুলো নির্দেশিত হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে। একশ' মাইলের কিছু কম ব্যবধানে এগুলো অবস্থিত। মানচিত্রের একই এলাকায় পুরো পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে এগুলো অবস্থিত। প্রতিটি মিসাইল সাইট আধা-প্রস্তুত। প্রতিটাতে সম্ভবত এক ডজন বা তার কিছু বেশি ভূমি থেকে শূন্যে উৎক্ষেপনযোগ্য এবং ইনফ্রারেড মিসাইল আছে। কংক্রিটপ্যাড থেকে এগুলো উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রতিটি কনভয়েই সম্ভবত হাফ-ডজন করে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল রয়েছে। ডিইডব্লিউ-লাইন থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো কেন্দ্রীয় রাডার কন্ট্রোল প্রসেসিং করে। এর সাথে প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির রাডার সিস্টেম সংযুক্ত থাকে।

লালবৃত্ত চিহ্নিত অঞ্চল দুটো দেখে শেলি সম্মোহিত হয়ে গেলো। এর একটা উপকূল বরাবর, আরেকটা একই পথে উপকুল থেকে তিনশ' মাইল বা আরো বেশি ভেতরে। একেবারে ধ্রুপদী যুদ্ধসাজ। মিসাইল ঘাঁটির এই লাইন দুটো এমন একটা রাডার ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত যে ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি ইঞ্চি আকাশে সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রাখা যায়। গান্টকে ফায়ারফক্স নিয়ে প্রতিটি রেখা পেরোতে হবে। শেলি ভাবলো, বাকহোলজ এখনো সোভিয়েত স্পাই ট্রলার, রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট-এর মিসাইল ক্রুজার আর ব্যারেন্টস সাগরে থাকা সাবমেরিনগুলোর পজিশন চিহ্নিত করার কাজ শেষ করতে পারে নি।

সে দেখতে পেলো অবরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। নরম করে বললো, "ওরা তো দেখি সংখ্যায় অনেক, তাই না, শেলি?"

"আসলেই অনেক," বিড়বিড় ক'রে বললো শেলি। "তার তো দেখি কোনো চান্সই নেই!" চেয়ে দেখলো এভাবে অরাজনৈতিক আবেগ প্রকাশ করার কারণে অব্রে তার উপর রেগে আছে। চোখ নামিয়ে বিড়বিড় ক'রে বললো, "বেচারা!"

অধ্যায় ৪

গান্ট ক্লান্ত, তারপরও তার ভাবনা থেমে নেই, ছদ্মবেশ পরাতে পরাতে বারানোভিচ এবং ক্রেশিনের প্রেয়সী, তার চারপাশে অযথাই কথা বলে চলেছে। ক্রেশিন সেই ঘরের মধ্যে একটা নিচু, সস্তা আর্মচেয়ারে বসে আছে, গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে। মনে হচ্ছে আমেরিকান লোকটাকে খতিয়ে দেখছে সে। যেভাবে গান্ট নড়ছে বা যেভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তার থেকেও যেনো কিছু শেখার চেষ্টা করছে সে।

নিজের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনার মেঘ জমা হচ্ছে সেজন্যে খুব ঘৃণা হচ্ছে গান্টের। এরকম হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না সেটা সে জানে, তারপরও নিজের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। সামনে যে অনন্ত সময় পড়ে আছে সেটা নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন। এ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছে না কোনোভাবেই।

ভেবে দেখলে ছদ্মবেশ নেওয়াটা অনিবার্য। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। ন্যূনতম অপরিচিত জিনিসকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। বারানোভিচ বসা থেকে উঠে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। দেখে মনে হবে কোনো ফ্যাশান ডিজাইনার তার সৃষ্টিকর্মের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে। গান্ট ইচ্ছে করে কোমরের উপর থেকে ইউনিফর্ম জ্যাকেটটা তুললো। বেল্টটা ঠিকঠাক করে আয়নায় নিজেকে দেখে নিলো সে, তার ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল টুপিতে ঢেকে আছে। একেবারে মাথার সাথে মিশিয়ে চুল কেটে ফেলা হয়েছে যাতে করে ফ্লাই করার সময় তার হেলমেটের ভেতরে কন্ট্যাক্ট যন্ত্রগুলো ঠিকঠাকমতো কাজ করে। এর মাধ্যমেই তার ব্রেন প্যাটার্নকে ব্যবহার করে উইপেন্স-সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

আয়নায় যে মুখটা সে দেখতে পেলো সেটা শীতল, সংকীর্ণ, একরোখা আর ক্লান্ত। নিজের চেহারাটাকে অচেনা বলে মনে হলো তার। যদিও ছদ্মবেশ ধারণকালে চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আনা হয় নি। আয়নায় নিজেকে ছাড়াও আরো কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে–বাদামী শার্টের কলার, কালো ইউনিফর্ম টাই, ইউনিফর্মের জ্যাকেটের উজ্জ্বল ট্যাবগুলো।

"ভালো হয়েছে," শেষমেষ বারানোভিচ বললো। "নাটালিয়া অল্প-আধটু

পরিবর্তন করে দেয়াতেই ভালোই মানিয়েছে।” গান্টের কাঁধের উপর দিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। মহিলা ক্রেশিনের আর্মচেয়ারের হাতলের উপর বসে আছে, হাত দিয়ে ঘাড় চুলাকচ্ছে সে। যেনো ইউনিফর্মের কিছু একটা নিয়ে সে একটু বিরক্ত। তার প্রেমিকের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলে সেও বুঝতে পারলো তার মনোভাব।

“ক্যাপ্টেন গ্রেগরি শেখভ জিআরইউ-এর সিকিউরিটি সাপোর্ট ইউনিটের সাথে যুক্ত, বর্তমানে যার অধীনে আছেন তিনি হচ্ছেন–”

“মেজর সারনিক, কেজিবি কর্মকর্তা তিনি। বিলিয়ার্স্কে মিকোয়ান প্রজেক্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন,” মুখের কোণে অল্প একটু হাসি নিয়ে বারানোভিচকে বলার সুযোগ না দিয়ে বললো গান্ট।

বারানোভিচ মাথা নাড়লো। “ইলিয়া, তার ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়?”

“খুব ভালো,” মেয়েটির হাত তার কাঁধের কাছে নিয়ে ইলিয়া ক্রেশিন বললো। “অন্তত তাকে দেখে নাটালিয়া ভয় পেয়ে যায়, তাই না?”

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে মেয়েটাও সে হাসি ফিরিয়ে দিলো। “দেখেছেন?” গান্ট আর বারানোভিচের দিকে তাকিয়ে বললো সে, “আপনাকে সে দারুণভাবে বদলে দিয়েছে!” মেয়েটার হাতে মৃদু চাপড় মেরে আশ্বস্ত করার হাসি হাসতে হাসতে বললো।

“আপনার অপারেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের বাকিটুকু মনে আছে তো?” বারানোভিচ জিজ্ঞেস করলে গান্ট মাথা নাড়লো কেবল। “ভালো, এবার বসে পড়ুন–কিংবা একটু হাঁটাহাঁটি করুন। তাহলে ইউনিফর্ম পরে অস্বস্তি লাগবে না–কিছুটা হাটাহাটি করলেই ভালো হয়।” বারানোভিচের নীল চোখে যেনো রসিকতার আভাস। গান্ট হেসে ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করলো। তাকে দেখতে দেখতে বারানোভিচ বললো : “না, বুড়ো আঙুলটা বেল্টের ভেতরে ঢুকিয়ে এমনভাবে...” নিজের ট্রাউজারে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিলে গান্ট তাই করলো। “ভালো হয়েছে। সব সময় মনে রাখবেন, গেটের গার্ডদের সামনে প্রত্যাশিত কাজ করতে না পারলে আপনি ধরা খেয়ে যাবেন। তারা এমন কোনো ক্যাপটেনকে দেখার প্রত্যাশা করে যে কিনা উদ্ধত, রগচটা, কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। সুযোগ পেলেই ছোটোখাটো দুই একটা ব্যাপারে তাদেরকে বকা দিয়ে দেবেন–যেমন ইউনিফর্ম বা ধূমপান ইত্যাদি বিষয়ে।” গান্ট আবারো মাথা নাড়লো, চৌকস কথাবার্তা এগুলো। কেজিবি বা জিআরইউ-কে যারা দীর্ঘ আর তিক্ত অভিজ্ঞতায় কাছ থেকে চিনেছে তারা এটা জানে। নিজের অহংকে বিসর্জন দিয়ে গান্ট উপদেশবাণীগুলো মেনে নিলো।

"এবার বসুন। আপনার দাঁড়ানোটা ঠিকই আছে, তাই না, ইলিয়া?"

খালি আর্মচেয়ারটা হাত দিয়ে মুছে দেখলো আঙুলে ধুলো লেগেছে কিনা তারপর শরীরটা একেবারে এলিয়ে দিয়ে বুট পরা একটা পা আরেক পায়ের উপরে তুলে চেয়ারে বসে পড়লো গান্ট। না তাকিয়েই পকেট থেকে একটা রূপালি রঙের সিগারেট কেস আর সোনার প্রলেপ দেওয়া লাইটার বের করলো। এগুলো শুধু কেজিবি'র বিলাসী দোকানগুলোতেই পাওয়া যায়।

একটা আমেরিকান সিগারেট ধরিয়ে শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়লো সে। জিহ্বার আগা দিয়ে সিগারেটটা স্পর্শ করে আর্মচেয়ারে বসা ক্রেশিনের দিকে নিষ্ঠুরভাবে তাকালে তরুণ লোকটা জোরে হাত তালি দিলো।

"বিস্ময়কর!" বারানোভিচ মন্তব্য করলো। "বেশ নাটকীয় হলো ব্যাপারটা। একেবারে নিখুঁত!" তার মুখ কালো হয়ে গেলো, যেনো খারাপ কোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। তারপর হাসলো সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ। বললো : "খুব ভালো হয়েছে, মিঃ গান্ট, আপনার প্রতিভা আছে। কতো সহজেই না একেবারে অন্য একজনের মতো আচরণ করতে পারলেন..."

গান্ট বিনীতভাবে উদাসীন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। শক্ত দৃষ্টিতে ক্রেশিনের দিকে তাকিয়ে বললো সে, "একটু আগে আপনার প্রেমিকা যখন হাঁটছিলো, সেটা দেখে আপনার কেমন লাগছিলো, বলুন?" কথাটা যেনো অনুরোধ নয়, আদেশের সুরে বললো গান্ট। সে বুঝতে পারছে খুব সজেই চেকভের ব্যক্তিত্ব ধারণের চেষ্টা করতে পারে। এই লোকটার বানোয়াট কাগজপত্রগুলো তার পকেটেই রাখা আছে অতি জরুরি হলুদ রঙের জিআরইউ আইডিকার্ড, ট্রানজিট পেপার এবং আরো কিছু জিনিস। নকল ডগট্যাগস মোটা চেইনে তার গলার সাথে ঝুলছে। এই প্রতারণা ছদ্মবেশ কিভাবে সম্ভব হলো, সে কথা জানতে চায় নি সে। বারানোভিচ দক্ষ লোক। ঘৃণা আর অহং দিয়ে পরিচালিত হয়। তবে এসবের ফলাফল ভালোই হয়েছে।

ক্রেশিন হেসে বললো, "ঐ গেটের গার্ডদের শক্তি বাড়ানো হয়েছে, ওখানে কেজিবি গার্ডের ট্রুপ সব সময় থাকে, কিন্তু এখন বেশি সংখ্যায় মোতায়েন রয়েছে। সিকিউরিটি সাপোর্ট গ্রুপকে ওখানে কাজে লাগানো হয় নি কারণ জিআরইউ-কে ডাকার কারণে সারনিক হয়তো অপমান বোধ করেছে...সবসময়ই এরকমটি হয়।"

"চারপাশের বেষ্টনীর কি খবর?"

"পর্যবেক্ষণ টাওয়ারগুলো কানায় কানায় ভরে আছে। বেষ্টনীর ভেতরে প্রতি দশ মিনিট পরপর কুকুর দিয়ে টহল দেওয়া হচ্ছে। যাহোক, বেষ্টনীটা দুই স্তরবিশিষ্ট, আপনি পৌছানোর আগেই কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সুস্থ

মস্তিষ্কে কেউ বেষ্টনীর তার কাটতে চেষ্টা করবে না। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারগুলো একশ গজ দূরে দূরে অবস্থিত, এরকম অন্তত চারটা টাওয়ার আপনাকে পার হতে হবে।"

"আপনাকে দেখে যেনো মনে হয় কাটা তার পর্যবেক্ষণ করছেন। টাওয়ারের গার্ডদের চ্যালেঞ্জ করতে ভুলবেন না, তাদের জাগিয়ে তুলবেন," কথার মাঝখানে বললো বারানোভিচ। "বলে যান, ইলিয়া।"

"এই গেটে অনেক বেশি আলো। আপনি যাত্রা শুরু করলে কিছু দূর থেকেই দেখা যাবে। বাইরের গেটের সাথে গার্ড পোস্ট আছে। নিছক একটা প্রতিবন্ধক হিসেবেই এটাকে রাখা হয়েছে। এখানে আপনাকে কাগজপত্র দেখাতে হবে। গার্ডদের কৌতুহল জাগবে, কারণ তারা আপনাকে চিনতে পারবে না, তবে আপনার ইউনিফর্মের উপরের জিআরইউ ট্যাব দেখে তাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, বাইরের দিকে যে প্রতিবন্ধকতা আছে সেটার ভেতরে ঢুকতে পারলে একটা জালের তৈরি গেট পড়বে সামনে; সেটা বন্ধ থাকবে। গেটের ভেতরে থাকবে গার্ডরা, গেট খোলার আগে তারা আপনার কাগজপত্র দেখতে চাইবে আবার।"

"গেট খুলবে তারা?" গান্ট আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো।

"চিন্তার কোনো কারণ নেই, স্পেশাল গ্রুপের জিআরইউ কর্মকর্তা এবং আপনার বর্তমান কাগজপত্র আর পরিচয় আমরা বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি," বারানোভিচ ব্যাখ্যা করলো। গান্ট শুধু মাথা নাড়লে বারানোভিচ পুরো ব্যাপারটা বলতে শুরু করলো। ক্রেশিনের কাঁধে তখন নাটালিয়ায় হাত। সেই হাতে আলস্যভরে গভীর চিন্তায় ডুব দিয়ে আলতো করে চাপড় দিচ্ছে সে। বারানোভিচ বললো, "একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে যতোটা সম্ভব সোজাসুজি এয়ারফিল্ডের ভেতর দিয়ে চলে যাবেন। মাথার উপরে কোনো ধরণের হেলিকপ্টার চক্কর দিতে দেখে আমলে নেবেন না। আপনার ইউনিফর্মই তাদের জন্য যথেষ্ট। আগেই বলেছি, প্রশাসনিক ভবনটা সরাসরি হ্যাঙ্গারের সাথে যুক্ত। আর হ্যাঙ্গারেই রাখা আছে ফায়ারফক্স। ঐ ভবনের বাইরে সিকিউরিটি গার্ডদের কাছে পৌছালে আপনার কাগজপত্র দেখাতে হবে। কিন্তু যেহেতু আপনি হাটতে হাটতে বিলিয়ার্স্কে কেজিবি হেডকোয়ার্টারে যাবেন কাজেই কেউ ধারণাও করবে না আপনি সেখানকার কেউ নন!" বারানোভিচ হাসলো। "একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে সোজা উপরের তলায় পাইলটদের বিশ্রাম-কক্ষে চলে যাবেন, সে সময়ে ওখানে কেউ থাকবে না।"

"পাইলট ভস্কোভ কোথায় থাকবে?" গান্ট চট করে জানতে চাইলো।

"তখন?" বাড়াবাড়ি রকম ব্যস্ততা দেখিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো

.এ.শিন। "নিজের বিছানায় থাকবে।"

"স্পেশাল কম্পাউন্ডে তার কোয়ার্টার আছে-কেজিবি এবং দলের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সদস্যদের আবাসনও ওখানেই," এক মুহূর্তের জন্য বারানোভিচের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হলো। যেনো পর্দা তুলে নিজের আত্মার একটা অংশ দেখিয়ে দিচ্ছে। "অ্যান্টি রাডারে যারা কাজ করে তাদেরকে ওখানেই রাখা হয়, সেজন্যেই অ্যান্টি-রাডার সম্পর্কে বহু চেষ্টা করেও আমরা তেমন কিছু জানতে পারি নি।"

"কিন্তু সে তো বিশ্রামকক্ষে আসবে?" প্রশ্ন করলো গান্ট।

"হ্যা, ওখানেই একটু আসবে। হয়তো খাবারও খাবে যদিও এধরণের কোনো ফ্লাইটের আগে ভস্কোভ ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করে না...আপনি কি ভালোমতো খেয়ে নেন, মিঃ গান্ট?" বারানোভিচের চোখ পিটপিট করে উঠলো।

"না, কিন্তু আমি স্বাভাবিকভাবে ঘুমুতে পারি," জবাব দিলো গান্ট।

"হ্যা, অবশ্যই। আড়াইটার সময় আমরা চলে যাবো, আপনার হাতে সম্ভবত মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকবে।"

"কিছু মনে করবেন না," একটা হাই চেপে নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা করলো সে। "পুরো ব্যাপারটা আমি আবারও খতিয়ে দেখতে চাই।"

"নিরাপত্তার ব্যাপার?"

"না, অ্যারোপ্লেনের কথা বলছি। উইপন্স-সিস্টেম, পেছন দিকের ডিফেন্স পড-এগুলো আর কি। আরেকবার আমাকে বলুন-সবকিছু।"

হঠাৎ করে গান্ট খেয়াল করলো তার মনে দুই স্তরের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মনের উপরিভাগে বাসা বেঁধেছে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা। জিআরইউ কর্মকর্তার ছদ্মবেশ একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলো সে। ফায়ারফক্স নিয়ে চিন্তা তার মধ্যে লালসায় টগবগ করছে, জেগে থাকার জন্য একটা অনিচ্ছাকৃত কৌতুহল কাজ করছে তার মধ্যে। অন্ধকারে জেগে থাকার আকাঙ্খা সেটা। ভেটেরান হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসার পর প্রথমবারের মতো সেই শূন্যতা আবার ফিরে পেতে চাইছে সে।

এটা এমন একটা অনুভূতি যা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে নি কখনও।

* * *

দিমিত্রি প্রিয়াবিন এবং আলেক্সেই টরটিয়েভ পরস্পর পরিচিত তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে নয়, তারা দু'জনেই কেজিবি'র প্রশিক্ষণ স্কুলের স্নাতক ছিলো। তারা

সমসাময়িক আর জুনিয়র অফিসার হিসেবে একই ডিপার্টমেন্টে কাজও করেছে। প্রিয়াবিনকেই অপেক্ষাকৃত সম্ভাবনাময় মনে করা হয়েছিলো। তাই 'এম' ডিপার্টমেন্টে কন্টার্স্কির সহযোগী হিসেবে তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। টরটিয়েভের বুদ্ধিমতা নিয়ে সরকারীভাবে এতো বেশি ভুল বোঝা হয়েছিলো যে, অবসর নেওয়ার আগপর্যন্ত এই পদে থেকেই পস্তানোর উপক্রম হয়েছিলো, তবে পরবর্তীতে সে রাজনৈতিক নিরাপত্তা সার্ভিসে মস্কো পুলিশের কেজিবি সেকশনে যোগ দেয়।

সেন্ট্রাল রেকর্ডস কম্পিউটারের প্রোগ্রামারদের জন্য ঠাণ্ডা ধাতব কক্ষ আছে। ঢেরঝেনস্কি স্ট্রিটে মাটির নিচে অবস্থিত সেটা। সেখানে তাদের মধ্যে দেখা হয়ে গেলে একে অন্যের সাম্প্রতিক কর্মজীবন নিয়ে আলাপচারিতা চলতে লাগলো। নিজ নিজ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিস্তর অভিযোগও এসে পড়লো সেই আলোচনায়। কাজেই এসব কথাবার্তার পর স্বাভাবিকভাবেই যে কেস নিয়ে তারা কাজ করছে সে ব্যাপারটাও চলে এলো।

তারা যে একই সময়ে সেন্ট্রাল কম্পিউটারে ফিরে এসেছে সেটা খুবই কাকতালীয় ব্যাপার। তরুণ অফিসারদের জন্য এ ধরণের আলোচনা করার সুযোগ খুব কমই আসে। আর যখন আসে তখন তারা সদ্ব্যবহার করতে ভোলে না। তবে পূর্বসুরীদের মতোই কেজিবি'র সিনিয়রেরা অন্য দেশের, অন্য সমাজের পুলিশফোর্স নিয়ে পেশাদারিত্বমূলক আড্ডা নিরুৎসাহিত করে থাকে। গোপন পুলিশ ফোর্সের জন্য নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরির জন্যই এটা করা হয়। টরটিয়েভ এবং প্রিয়াবিন উভয়েই কেজিবি'র বর্তমান প্রজন্মের অফিসার। মস্কোর লেনিন ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক করেছে তারা, দু'জনেই উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অফিসার। সিনিয়র অনেক অফিসারের চোখেই তারা সন্দেহের পাত্র-বিশেষ করে গল্পগুজবের কারণে। তবে তারা তাদের সংকীর্ণচেতা সিনিয়রদের মতো নয়। তারা বুঝতে পারে নিজেদের মধ্যে এই ধরণের আলাপচারিতার দরকার আছে। এতে করে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

ধাতব ওয়েটিং রুমের পাশে জীবাণুমুক্ত কক্ষটাতে আলো, ঝর্না আর বিভিন্ন কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে। ওয়েটিংরুমের আর্মচেয়ারে বসে আছে প্রিয়াবিন। টরটিয়েভের সাথে কথাবার্তা চলছে তার।

"আলেক্সেই, এতো কঠিনভাবে পৃথক করে রাখার কারণে তারা জানতেও পারে না কতো কিছু থেকে যে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এক হাত কী করছে আরেক হাত তা জানতে পারে না।"

টরটিয়েভ সাদা কোট পরা এক অপারেটরের কাছে তার ছবির ফাইলটা

হস্তান্তর করলো। অপেক্ষা করতে করতে সে ভাবছে কতো সময় লাগতে পারে। কারণ ওর্টনের চেহারা কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। বিজ্ঞতার সাথে মাথা নাড়লো সে। তার মুখে জটিল একটা হাসি খেলা করছে।

"একদম সত্যি কথা বলেছো," জবাব দিলো সে, "উদাহরণস্বরূপ আমাদের কথাই ধরো না।"

"সত্যি–আমরা দু'জনেই তো বিদেশী এক এজেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই না?"

একটা নিরবতা বিরাজ করলো ঘরের মধ্যে। ব্রিটেনে তৈরি লম্বা সিগারেট ধরালো প্রিয়াবিন, টরটিয়েভ বসে বসে তার আঙুল খুঁটছে। সেই বিকেল থেকে এখানে বসে আছে প্রিয়াবিন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি কম্পিউটার। বার বার সে অপারেটরকে তাগাদা দিয়েছে যেনো চোখেমুখে বিরক্তি নিয়ে অফিসারদের সামনে দাঁড়ালে অপারেটররা বুঝি তাড়াতাড়ি কাজ করে ফেলবে। উপেন্সকয়ের সাথে একই ট্রাকে থাকা লোকটা কে ছিলো এখন পর্যন্ত কম্পিউটার তার কোনো জবাব দিতে পারে নি। যদিও কম্পিউটারকে সব তথ্যই দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র, বর্ণনা সবই। ছদ্মবেশ ধরলে সম্ভাব্য চেহারাগুলো কেমন হতে পারে কম্পিউটারের ফাইলে সেগুলো সবই আছে। সেই সাথে আমেরিকা, ইউরোপ, ইসরাইলের পরিচিত বা সন্দেহভাজন হাজার হাজার এজেন্টদের ঠিকানাও আছে তাতে; কম্পিউটারের ভাণ্ডারে কেজিবি'র সম্ভাব্য শত্রুদের তালিকায় ওয়ারশ চুক্তিভূক্ত দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীগুলোও বাদ পড়ে নি।

কম্পিউটারের উপরে রাগ হলো প্রিয়াবিনের। এই ছোটো সমস্যাটা যদি মানুষ একটা বড় দলে একত্রে চেষ্টা করতো তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমাধান করে ফেলতো। অবাক হয়ে ভাবলো সে, কী বালের মেশিন! কোনো জবাবই পাওয়া যাচ্ছে না! রেগে আরো একটা টান দিলো সিগারেটে, আলোচনা এখন তেমন হচ্ছে না। ভাবলো, টরটিয়েভ হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারবে। এ মুহূর্তে সে কী নিয়ে ভাবছে? মস্কভা নদীতে পাওয়া কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে, যার মুখ বিকৃত করা হয়েছিলো?

"যে লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো সে আসলে কে?" জিজ্ঞেস করলো সে, নিজের চিন্তাভাবনা অন্য দিকে প্রবাহিত করার জন্যই করলো প্রশ্নটা। কন্টার্স্কি এতোক্ষণে বিলিয়ার্স্কে পৌছে গেছে হয়তো। তুর্কী মোরগের মতো সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। মন থেকে সব সংশয় আর সন্দেহ দূর করার জন্য সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা অতিমাত্রায় আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এরকম সময়ে কিনা কন্টার্স্কির সহকারী এরকম জঘন্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত আছে!

প্রিয়াবিন একটা সিদ্ধান্তে পৌছালো। গ্লাজুনোভ নামের লোকটা যেনো শয়তানের মতো হঠাৎ করে উদয় হয়েছে। তার রক্তাক্ত ছবিটা দেখার পরে থেকে এই নিয়ে বোধহয় বিশবার কন্টার্স্কি তার সহযোগীকে একটা কথা বলেছে। যাওয়ার ঠিক আগেও তাকে বলেছে সেটা। কী ছিলো সেটা? ঈশ্বরের দোহাই লাগে, সেটা খুঁজে বের করো, দিমিত্রি। তোমার আর আমার উভয়ের স্বার্থেই সেটা জানা প্রয়োজন। আজ রাতেই বের করবে।

মনে মনে ভেংচি কাটলো প্রিয়াবিন। দিমিত্রি প্রিয়াবিন কাজটা করছে দিমিত্রি প্রিয়াবিনের স্বার্থে–ঐ বালের কম্পিউটারটা যদি এটা খুঁজে বের করতে না পারে তাহলে সে নিজেই এটা বের করে ফেলবে–আর সেটা সে করবে নিজের স্বার্থেই।

"আহ্," গভীর চিন্তার সাথে বললো টরটিয়েভ, "আমাদের এই মহান মেশিনটা দিয়ে সেটাই বের করতে চাইছি–তাকে আমি ওর্টন হিসেবেই চিনি..."

প্রিয়াবিন ভ্রুকুটি করে বললো, "সে কী করেছে ব'লে ধারণা করছো?"

"মাদক-পাচারকারী হিসেবে সে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" প্রিয়াবিন মাথা নাড়লো। মনে হলো সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। টরটিয়েভ বিরক্ত হয়ে গেলো। যে লোকটার সাথে সে প্রশিক্ষণ স্কুলে ছিলো সে কিনা তার সমস্যাগুলোকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে না! "আমরা বিশ্বাস করি হয়তো নিজেরই কোনো সহযোগীর হাতে ওর্টন লোকটা মারা গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, দু'দিন আগে শেরেমেতিভো'তে যে লোকটা এসেছিলো সে ওর্টন নয়।"

আর্মচেয়ারে একেবারে সোজা হয়ে বসলো প্রিয়াবিন। "কখন?"

"দু'দিন আগে..."

"সে মারা গেছে কখন?" প্রিয়াবিন জিজ্ঞেস করলো, উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার, অসম্ভব স্তরে চলে গেছে তার চিন্তাভাবনা। মনে মনে নিজেকে সুধাচ্ছে, কী বোকামিইটা না করেছে সে!

"একই রাতে।"

"তুমি লোকগুলোকে ধরেছিলে?"

"ওর্টনের পরিচিত সব সহযোগীকেই আমরা ধরেছিলাম–কিন্তু তাদের সাথে তার মৃত্যুর কোনো সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাই নি," টরটিয়েভ বুঝিয়ে বললো। প্রিয়াবিনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছে ভেবে তৃপ্ত হলো সে, যদিও লোকটার এই আগ্রহী মনোভাব দেখে সে একটু দ্বিধাগ্রস্তও হচ্ছে মনে মনে।

"কে তাকে খুন করেছে, আলেক্সেই?"

"আসলে আমরা জানি না, এমনকি কে মারা গেছে সেটাও আমরা জানি না।"

"কী?"

"আমি যেমনটা বলেছি, যে লোকটা মারা গেছে সে ওর্টন নয়। লন্ডন দূতাবাস থেকে পাসপোর্ট এবং কাগজপত্র নিয়ে বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছিলো সে..."

তাহলে লোকটা কে? ওদের দু'জনের পরিচয়টাই বা কি?"

না জানার ভঙ্গীতে হাত নাড়ালো টরটিয়েভ। "আমাদের এই গর্বিত বৈপ্লবিক কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে সেই সত্যটাই বের করতে চাচ্ছি আমি।"

মাথা নাড়লো প্রিয়াবিন। কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা নিয়ে বললো, "ঠিক আছে, একজনের জায়গায় অন্যজনের প্রতিস্থাপন হয়েছে বলতে চাচ্ছো?" টরটিয়েভ মাথা নাড়লো। "কিন্তু কেন?" প্রিয়াবিন জিজ্ঞেস করলো তাকে।

"একটাই মাত্র কারণ আছে–দু'দিন আগে যে এসেছে সে আসলে একজন এজেন্ট। এই মৃতদেহ দিয়ে সে নিজের অভিযান আড়াল করতে চাইছে।"

কপাল চাপড়ালো প্রিয়াবিন। উত্তেজনায় তার মুখটা চিকচিক করছে তারপরই ক্ষণিকের জন্য সন্দেহে বিবর্ণ হয়ে গেলো। টরটিয়েভের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

"লাশটা ফেলে গেছে যারা তাদের কি খবর? তাদের কি হয়েছে?"

"তারা পালিয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন পাভোলেটস্-এ।"

"তারপর?"

"তাদেরকে আর পাওয়া যায় নি। এখানকার লোকজন, পুলিশ কেউ তাদের ধরে নি কারণ তারা তখন ওর্টনের খোঁজে ছিলো না।"

প্রিয়াবিন বললো, "আমরা যে লোকটাকে খুঁজছি সে একজন এজেন্ট, আমরা নিশ্চিত গতকাল সকালে ট্রাক নিয়ে মস্কো থেকে সে-ই হঠাৎ বেরিয়েছিলো..." তার মুখ পুরোপুরি বিবর্ণ হয়ে গেছে এখন। "দাঁড়াও..." কী হয়েছে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রথমবারের মতো যেনো সে বুঝতে পারলো। "একটু দাঁড়াও..."

টরটিয়েভ প্রিয়াবিনের দিকে ছুটে গেলো। কন্টার্স্কির প্রতিনিধি কর্মচারীরা খুশি মনে মেনে নেবে একটা সত্য তাহলে পাওয়া গেছে। "তুমি মনে করছো–?"

"গত দু'সপ্তাহে তার চেহারায় কোনো লোক সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে পৌঁছেছে ব'লে কোনো রেকর্ড নেই। সে হয়তো আরো আগে থেকেই এখানে ছিলো, কিন্তু তখনই বা সে ঢুকলো কিভাবে? কম্পিউটারে পরিচিত বা

সন্দেহভাজন সব আমেরিকান আর ব্রিটিশ এজেন্টদের সাথে তার ছবিটা মেলানোর চেষ্টা করছি।"

"আর আমি ওর্টনকে খুঁজছি..." টরটিয়েভ বললো। "তোমার এজেন্ট এখন কোথায়?"

"বিলিয়ার্স্কে।"

"হায় ঈশ্বর! মানে বলতে চাচ্ছো..."

"সম্ভবত লোকটা অন্য কোনো বেশ নিয়ে কমপ্লেক্সের ভেতরেই আছে এখন।"

"কি করার জন্য?"

"কে জানে? যে কোনো কিছু হতে পারে! ঐ বালের প্লেনটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে হয়তো?"

প্রিয়াবিনের দিকে তাকালো টরটিয়েভ। আগের প্রচণ্ড উত্তেজনার জায়গায় এখন সেখানে ভয় বাসা বেঁধেছে। চেয়ে আছে সে।

এমন সময় দরজায় আঘাত করলো কেউ। "ভেতরে আসুন," অন্যমনস্ক হয়ে বললো প্রিয়াবিন।

তরুণ বয়সী জীর্নশীর্ন এক লোক ময়লা-সাদা কোট পরে ঘরে ঢুকলো। তার হাতে একগাদা ছবি। প্রিয়াবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের কাজে খুশি লোকটা। কিন্তু কেজিবি'র প্রতিনিধির প্রতিক্রিয়া কী হয় ভেবে শঙ্কিত সে।

"আপনার লোকটাকে আমরা পাই নি..." সে বলতে শুরু করলো।

"পান নাই?"

"না, আমেরিকান বা ব্রিটিশ কোনো ফাইলে তার সম্পর্কে কিছু নেই।"

"তাহলে শুরু করার জন্য..." প্রিয়াবিন বলতে আরম্ভ করলো।

"আপাতত আমরা এটুকু কাজ করেছি," হাতের ছবিগুলোর দিকে হর্নরিম চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে সে, দ্রুত বলে চললো, "ছদ্মবেশ নিলে তার মেক-আপ বা সার্জারি বোঝা যাবে না। সেক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য চেহারা যেমন হতে পারে তার অনেকগুলো ছবি তৈরি করেছি। কম্পিউটারে আমরা দেখতে চেষ্টা করছি এর কোনো একটা বেশ সে ধরে আছে কিনা। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, সেটা অনেক দীর্ঘ একটা কাজ হবে।"

গোমড়ামুখে তরুণ লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রিয়াবিন বললো, "তাহলে সেটাই করতে থাকেন, নাকি?"

তরুণ লোকটা প্রিয়াবিনের কোলের উপর ছবিগুলো ফেলে রেখেই চলে গেলো। বিষন্নভাবে সেই ছবিগুলো দেখতে লাগলো প্রিয়াবিন।

"ঠিক আছে?" চেয়ারের কিণারে বসে টরটিয়েভ জিজ্ঞেস করলো।

"কী ঠিক আছে?"

রেগেমেগে বললো টরটিয়েভ, "রক্তাক্ত ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো।"

"কিসের দিকে ইঙ্গিত করছো?"

তাদের দু'জনের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে ছবিগুলো উপরে তুলে ধরে তাতে টোকা মেরে কী যেনো ভেবে ছবিগুলো সরিয়ে রাখলো। তার বিরক্তি দেখে প্রিয়াবিন হেসে ফেললেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি থেমে গেলো। টরটিয়েভের হাতে এখন একটা মাত্র ছবিই ধরা আছে।

"এই লোকটাই ওর্টন," আস্তে করে বললো সে। অসুস্থ ক্লান্ত, গোঁফওয়ালা, চশমা পরিহিত একটা ছবি প্রিয়াবিনের দিকে মেলে ধরা হলো। "এই যে...!"

তার দিকে তাকালো প্রিয়াবিন। দরজার শব্দ শুনে দু'পায়ে লাফিয়ে উঠলো। দরজা খুলতেই হলোকভকে দেখা গেলো। হাঁপাচ্ছে সে। চোখমুখ লাল হয়ে আছে। সেন্টারের রেস্টুরেন্টের উপরের তাকে রেখে চলে এসেছিলো টরটিয়েভ। সেখানে খাবারটা মস্কোর প্রধান প্রধান হোটেলগুলোর মতোই ভালো আর সস্তা। হলোকভের টাইয়ে চা পড়েছিলো, সেটার দাগ এখনও লেগে আছে, খেয়াল করলো টরটিয়েভ।

'কী ব্যাপার?" দাঁড়িয়ে তীক্ষ্মভাবে কথাটা বললো সে।

"স্টেচকো..." হাঁপাতে হাঁপাতে বললো হলোকভ। "হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন এসেছে–ঐ জঘন্য বেটে ইহুদি...ফিলিপভের সাথে ব্রিটিশ দূতাবাসের যোগাযোগ আছে!"

"কী?"

"সত্যি। বিশ্রামকক্ষে তারা ফোন মনিটর করছিল, সেখান থেকেই একটা কল করে সে। স্টেচকো এখন আপনার অফিসেই আছে।"

হলোকভের দিকে তাকিয়ে টরটিয়েভ বোঝার চেষ্টা করলো সে কী বলছে। প্রিয়াবিনের দিকে ফিরে সে বললো : "আমাদের সব সমস্যা এক ঢিলেই সমাধান হয়ে গেছে। কি বলো, দিমিত্রি? ঐ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকটি নিশ্চয় জানে ওর্টন কে এবং কেন সে বিলিয়ার্স্কে গেছে। ব্রিটিশদের সে সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে যে, আমরা ওর্টনের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। উত্তর এখন আমাদের হাতের তালুতে বন্দী।"

স্মিত হাসি দিলো প্রিয়াবিন। "এবারই হবে," সে বললো, "তোমার

গাড়িটা কি এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?" টরটিয়েভ মাথা নাড়লো। "তাহলে তোমার অনুমতি নিয়ে আমিও আসতে পারি?"

টরটিয়েভ হাসলো, "অবশ্যই, দিমিত্রি।"

দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে গেলে স্থূলদেহী হলোকভ তাদের পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। প্রিয়াবিন বললো, "আড্ডা মারার পরিণাম, ওহ্, আলেক্সেই, এ হলো আড্ডা মারার পরিণাম!" টরটিয়েভের কাঁধ চাপড়িয়ে সে এবং গোয়েন্দা ভদ্রলোক একসাথে সশব্দে হেসে উঠলো।

টরটিয়েভের ডেস্কে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়াবিন। টেলিফোন রিসিভারটা তার হাতে। সেন্টারের কোড-রুমের জবাবের প্রতিক্ষা করছে সে। রুমের ভেতর তাকিয়ে দেখলো ফিলিপভের অচেতন, রক্তাক্ত শরীরটা একটা চেয়ারের উপর। শুধু তার কোমরের ফিতা দিয়ে দেহটা চেয়ারের সাথে বেধে রাখা আছে। লোকটার শ্যামবর্ণের বৈরাগী চেহারাটা থেঁতলে ফুলে আছে। তার দাঁত ভেঙে ঠোঁট ফেঁটে গেছে, থুঁতনি দিয়ে রক্ত পড়ছে। বন্ধ চোখের চারপাশের চামড়া গেছে কেটে। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তাকে। হলোকভের বিশাল মুষ্টির ঘুষিতে তার নাক ভেঙে গেছে, তারপর অবিরাম রক্তপাত হয়েছে সেখান থেকে, স্টেচকো আর হলোকভ ঘরের ওই কোন্‌টাতে ঘোরাফেরা করছে, নতুন কমান্ডের অপেক্ষায় আছে নিঃশব্দ মেশিনগুলো। টরটিয়েভ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। রাত একটার পরের কোনো সময় হবে এটা।

টরটিয়েভের জানোয়ারটা যেভাবে মেরেছে সেটা দেখেও প্রিয়াবিন উদাসীন হয়ে আছে। টরটিয়েভের ইচ্ছা অনুযায়ীই তাদের খুব দ্রুত আর স্থূলভাবে কাজটা করতে হয়েছে, কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, টরটিয়েভের জন্য এটা করা হয় নি, সম্ভবত আলেক্সেই টরটিয়েভ ফিলিপভের উপর ভীষণ রেগে ছিলো। রাগের কারণ হলো সে তাকে বিশ্বাস করেছিলো–অথবা সে একজন ইহুদি, নিছক এ কারণেও হতে পারে। এরকম ইহুদি বিদ্বেষ কেজিবিতে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়।

প্রথম সুযোগেই কন্টার্স্কির সাথে প্রিয়াবিন যোগাযোগ করেছিলো। তাকে রিপোর্ট করেছিলো যে, ট্রাকের লোকটা নিশ্চিতভাবেই একজন এজেন্ট। আর বিশ্বাসঘাতক ফিলিপভকে জেরা করে দ্রুত ফলাফল চাই তার। বারোটা পঞ্চাশে তার প্রধানের কাছে টেলিফোন করে জানিয়ে দেয় ফিলিপভ মুখ খুলেছে, সে নিজেকে ব্রিটিশদের একজন এজেন্ট হিসেবে স্বীকারও করেছে, কালচারাল অ্যাটাশে ল্যানসিং যে তাকে নিয়োগ দিয়েছে সেটাও জানিয়েছে

তাদের। তবে ফিলিপভ এসব কথা বললেও ভ্যানের দ্বিতীয় লোকটা সম্পর্কে তার কাছ থেকে কোনো তথ্যই আদায় করা যায় নি।

প্রিয়াবিন ওর্টনের ছবিগুলো ওয়্যারপ্রিন্ট করে বিলিয়ার্স্কে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপরও কন্টার্স্কি হঠাৎ করে বিভ্রান্তিতে পরে গেলো–ফিলিপভ যাকে ওর্টন বলে জানে, বর্তমানে সে কোন্ বেশ ধরে আছে? কন্টার্স্কির কাছে আগে থেকেই উপেন্সকয়ের সঙ্গীদের ছবি ছিলো। মস্কো, গোর্কি আর কাজানের সিকিউরিটি চেক থেকে সে এগুলো পেয়েছে। জরুরি বিষয় হিসেবে স্থানীয় কেজিবি অফিস এগুলো তাকে ওয়্যারপ্রিন্ট করে দিয়েছে।

প্রিয়াবিন এখন বুঝতে পারছে কন্টার্স্কি ভয়ে আছে। সে জানে বিলিয়ার্স্কের কোথাও একটা মানববোমা রয়েছে, কিন্তু টাইম মেকানিজম, কাজের ধরণ আর কারা কারা নিয়োজিত আছে...কোনোটার ব্যাপারেই সে কিছু জানে না। একটু দ্বিধায় আছে সে। কম্পিউটার থেকে পাওয়া ওর্টনের সম্ভাব্য ছবিগুলো ওয়্যারপ্রিন্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলো। সেই কাজটা মাত্র সম্পন্ন হয়েছে।

কোড-রুম থেকে প্রিয়াবিনের টেলিফোন কলের জবাব পাওয়া গেছে। এখন একটাই মাথাব্যথা তার–লন্ডন এবং ওয়াশিংটনে রুশ দূতাবাসগুলোতে সাংকেতিক নির্দেশ পাঠাতে হবে। সেখানকার উর্ধ্বতন কেজিবি প্রতিনিধিদের অনুরোধ করতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো হয়। তথ্য বলতে সিআইএ আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর এজেন্টরা কে কোথায় আছে তার একটা তালিকা। কেজিবি এজেন্টদের জানাতে হবে, দু'দিন আগে লন্ডন থেকে মস্কোয় যারা এসেছে তাদের মধ্যে কোনো এজেন্ট ছিলো কিনা, থাকলে তার পরিচয় কি।

সে জানে এ কাজটা হয়তো কোনো পরিত্যক্ত জুয়াখেলা, কিন্তু সে খেলাটা তাকে খেলতেই হবে। সংস্থা দুটোর সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে আগমন, প্রস্থানের এরকম রেকর্ড অসম্পূর্ণ। প্রহৃত, রক্তাক্ত পুলিশম্যানকে চেয়ারে রেখে টরটিয়েভ যেতে পারবে ব'লে মনে হলো না। টরটিয়েভের আবারো সন্দেহ হলো, যে লোকটা ওর্টন এবং পরে গ্লাজুনোভ সেজে আত্মপ্রকাশ করেছে তার আসল পরিচয় ফিলিপভ জানে কিনা। সে একটা জিনিসই আশা করছে, কোনো একটা সূত্র তার দরকার, যেনো সে বের করতে পারে লোকটা কী ধরণের এজেন্ট, এতে করে বিলিয়ার্স্কে লোকটা যা করতে চাচ্ছে সেটা পণ্ড করে দিতে পারবে খুব অনায়াসে।

"হ্যালো, ডিপার্টমেন্ট 'এম,' সেকেন্ড ডিরোক্টোরেট থেকে প্রিয়াবিন বলছি," মাউথপিসে বললো সে। টরটিয়েভে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে

দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো। “কর্নেল কন্টার্স্কির সুবাদে ওয়াশিংটন এবং লন্ডন রেসিডেন্টগুলোতে যতো দ্রুত সম্ভব নিচের কোডেড বার্তা পাঠিয়ে দিতে চাই...”

কয়েক মিনিটেই তার কথা শেষ হলো। তারপর চিন্তিত মুখে টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফিলিপভের দিকে তাকালো সে। দেখলো টরটিয়েভ আরো প্রশ্ন করার জন্য লোকটাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাচ্ছে।

“এখনই নয়, আলেক্সেই,” বললো সে, “আমার একটা আইডিয়া আছে, আরো একটা ফোন করবো।”

ফিলিপভের কাছ থেকে অনিচ্ছায় সরে এসে টরটিয়েভ জিজ্ঞাসা করলো, “কী সেটা?”

“এ পর্যন্ত কি কি করা হয়েছে একটু পর্যালোচনা করা যাক,” সে বললো, “রাশিয়ার শত্রু কারা আমরা তা জানি। আমরা জানি রাশিয়ায় ঢুকে স্যাবোটাজ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে কার কার আছে। আমেরিকা আর পশ্চিমা দুনিয়ার সবগুলো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি, যারা এ ধরণের একটা অপারেশনে হাত দিতে সাহস পাবে। এই এজেন্ট লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তার প্রমাণ সে এখনও ধরা পড়ে নি। নিশ্চই সে প্রথম শ্রেণীর একজন এজেন্ট। তার মানে এতোক্ষণে তার পরিচয় আমাদের জানা উচিত ছিলো, ঠিক?”

টরটিয়েভ মাথা নাড়লো। “ঠিকই বলেছো। স্পষ্টতই সে নতুন, এই একটা কাজের জন্যই তাকে রাখা হয়েছে–এ কাজটা নির্বিঘ্নে রাখাই অনেক বড় কাজ।”

“খুব জঘন্য সত্য,” কর্কশ মন্তব্য করলো প্রিয়াবিন।

“ঠিক আছে, তাহলে আমরা তাকে খুঁজে পাই নি কেন? আর কোথায় খুঁজছি তাকে আমরা?”

“এটা আমিও ভেবেছি। যেমনটা তোমাকে বলছিলাম, হয় সে কোনো শীর্ষস্থানীয় এজেন্ট, নয়তো সে কোনো এজেন্টই না।”

“এজেন্ট তো তাকে হতেই হবে, তা না হলে এধরণের একটা অপারেশনে তাকে পাঠানো হবে কেন? তার যোগ্যতা দেখে টের পাচ্ছো না? কেজিবি'র চোখে ধুলো দিয়ে মস্কো থেকে কিভাবে বেরিয়ে গেলো! এতোক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গেছে বিলিয়ার্স্কে।”

ইহুদি লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো টরটিয়েভ। “তারা ফিলিপভকে ব্যবহার করেছে কারণ তারা জানতো ফিলিপভকে তাদের হারাতে হবে। আরো একজন শীর্ষ ব্যক্তি, সেই ট্রাক ড্রাইভারকে হারিয়েছে তারা, তার

মানে দু'জন। ব্রিটিশরা সবসময় তাদের অপারেটিভদের ব্যপারে যত্নবান থাকে, দিমিত্রি। তারা তাদেরকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না!"

"না–আমি বলছি না সে ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকানদের জন্য কাজ করে না...ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে অন্য কোনো ফিল্ড থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখো। প্রজেক্টের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি সে সেখানে না থাকে, তাহলে এসব করার যুক্তিটা কী? যতোদূর জানি, আমেরিকানরা অনেক পিছিয়ে আছে। মাত্র চার বছর আগে বোলেনকোর কাছ থেকে একটা মিগ-২৫ তাদের হাতে এসেছে। কিন্তু তারপরও মিগ-৩১-এর নাগাল পাওয়ার জন্য তাদের দশ বছর লাগবে," ফিসফিস করে বললো প্রিয়াবিন। পাশে স্টেচকো এবং হলোকভের দিকে তাকালো সে। মনে হলো ফিলিপভের থলথলে দেহটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। দায়সারা একটা ভাব তার মাঝে।

"তোমার সাথে আমিও একমত।"

"তাহলে এখানকার দূতাবাস মারফত বিলিয়ার্স্কের আন্ডারগ্রাউন্ডের মাধ্যমে লন্ডন আর ওয়াশিংটনে যা কিছু পাঠানো হয়েছিলো আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেগুলোর গতিরোধ করতে পেরেছে। কাজেই আমেরিকান আর ব্রিটিশরা আরো বেশি তথ্য জানতে চায়, যা কিছু হচ্ছে তার সবকিছুর সরাসরি রিপোর্ট চায়। সম্ভবত ছবি, চাক্ষুষ বর্ণনা...সবই তাদের চাই?"

"মানে, তুমি বলছো তাদের একজন এক্সপার্ট লোক চাই?"

"হ্যা!" প্রিয়াবিনের গলা হঠাৎ করে চড়ে গেলো। "যদি তারা কোনো অ্যারোনটিক্স বিশেষজ্ঞকে পাঠায়, যে জানে কিসের খোঁজ করতে হবে, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে?"

"হায় ঈশ্বর! যে কেউই তো হতে পারে–হয়তো এমন কেউ যাকে আমরা চিনিই না।"

ঘরে নিরবতা নেমে এলো।

"আমার মনে হয় না সে জানে," ফিলিপভের দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রিয়াবিন বললো। ফিলিপভ এখন গোঙাচ্ছে।

"কিন্তু আমার ধারণা সে জানে," টরটিয়েভ জবাব দিলো। "তাছাড়া পুঁচকে ইহুদিটার সাথে এখনো আমার সব কারবার শেষ হয় নি!"

প্রিয়াবিন কাঁধ ঝাঁকালো। "আপাতত বিরত থাকো। আমি আরেকটা ফোন করার আগে তাকে ঘাঁটাবে না। কম্পিউটারের সাহায্যে পুরো আমেরিকান এবং ব্রিটিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে একটা চেকিং করতে চাই।"

"এতে তো বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে..." টরটিয়েভ প্রতিবাদ করে বললো।

"তোমার গরিলাগুলো ফিলিপভকে মেরে তথ্যটা বের করতে যতো সময় নেবে তারচেয়ে বেশি সময় লাগবে না। খুব বেশি লোকের নাম পাওয়া যাবে না–তাকে বিলিয়ার্স্কে চালান করে দেওয়ার মতো সামর্থ্য তো সবার নেই। টেলিফোন কলটা করে নেই, তারপর আবার দৈহিক উৎপীড়ন শুরু করা যাবে।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে টরটিয়েভ কাঁধ ঝাঁকালে প্রিয়াবিন রিসিভারটা তুলে নিলো।

কয়েক গজ বাকি থাকতেই সার্চলাইট খুঁজে নিলো তাকে, স্থির হলো তার ওপর। সাদা, চোখ ধাঁধানো আলোর একটা টানেল, তার ভেতর দিয়ে হাটতে হলো তাকে। গেটের কাছে এক দল গার্ড, অটোমেটিক রাইফেলগুলো তার দিকে তাক করা। ওয়াচ-টাওয়ার থেকেও গার্ডরা অপলক চোখে দেখছে তাকে। কৌশলে চোখ ঢেকে রেখেছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেনো আরো না এগোনোর জন্য হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, থামিয়ে দিতে চাচ্ছে তাকে, তার শরীর এবং ইচ্ছাশক্তির ক্রমশই অবনতি ঘটছে এখন। যেনো কোনো যন্ত্র অকেজো হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোর করে পা চালিয়ে যাচ্ছে সে...ভালো করেই জানে তার কপালে ঘাম জমে গেছে। তার হাত কাঁপছে। হঠাৎ করেই ভড়কে গেছে গান্ট। সে জানে এয়ারক্রাফটা চালানোর চেয়ে এই পরিস্থিতিটা আরো বেশি কঠিন। কাদায় আটকে পড়া মাছের সংগ্রাম এটা।

"নিজের পরিচয় দিন," একটা কণ্ঠ ভেসে এলে সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখতে পেলো গেটের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে আছে একজন গার্ড। "নিজের পরিচয় দিন।"

কোনো বুড়ো লোকের দুর্বল কণ্ঠের মতো শোনাচ্ছে তার কথা, যেনো কোনো পুরনো ঘড়ি কর্কশভাবে টিকটিক শব্দ করছে। "নিজের পরিচয় দিন, স্যার!"

রুক্ষকণ্ঠে বললো সে, "সৈনিক!"

কোনো জিআরইউ অফিসারের কাছ থেকে এরকম জবাবই প্রত্যাশা করে থাকে। যদিও চেহারাটা তার অচেনা, প্রত্যাশা মতোই জবাব দিয়েছে সে।

"পরিচয়, প্লিজ–স্যার।"

গান্ট কাগজপত্রগুলো ধরে তাদের দিকে এগিয়ে দিলো, সবার উপরে হলদে আইডি-কার্ডটা। গার্ড সেটা হাতে নিয়ে খতিয়ে দেখলো, গান্ট জানে এখন একটা সিগারেট ধরানো দরকার নিজেকে শান্ত করার জন্য। কিন্তু তার

নিজের হাত দুটো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। যতোটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে জ্যাকেটের হিপ-পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সজোরে টান দিলো। একটা কাশি চেপে আয়েশ করে ধোঁয়া ছেড়ে দিলো এবার। গেটের চারদিকে তাকালো গান্ট। উজ্জ্বল আলোয় আরও নয়জন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, সবার দৃষ্টি তার ওপর। যতো দূর চলে গেছে কাঁটাতারের বেড়া, সাদা আলোয় পরিস্কার দেখা যায়। বেড়ার ওপারে ফাঁকা একটা মাঠ, অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত। গেটের কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা ব্যারিয়ার, সাদা আর লাল রঙের, নিচু হয়ে পথ আঁটকে রেখেছে। ব্যারিয়ারের ওপারে ইউনিফর্ম পরা আরও দু'জন গার্ড। তার পেছনে ইউনিফর্ম পরা দু'জন কেজিবি অফিসার নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, রাইফেল উঁচিয়ে রেখেছে তার দিকে। প্রতিবন্ধকের যেকোনো একপাশেই গার্ডপোস্ট আছে। দেখে মনে হবে কোনো কাস্টমসপোস্ট। দরজায় অন্য আরেকজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে গার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে ষষ্ঠগার্ড তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে। প্রত্যেকের ইউনিফর্মের পাইপিং এবং ট্যাব খেয়াল করলো গান্ট। গার্ডদের প্রত্যেকেই কেজিবি'র লোক। তারা জিআরইউ সিকিউরিটি সাপোর্ট গ্রুপের কেউ না। এই গ্রুপেরই লোক হিসেবে তার কাজ করার কথা। তার চেহারা অপরিচিত হওয়ায় সেটা একটা কারণ হতে পারে।

"বেড়ার বাইরে কেন গিয়েছিলেন, স্যার?"

নীরব থেকে গান্ট বললো, "সৈনিক, তোমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আমাকেও দেয়া হয়েছে। তুমি জানো সন্দেহভাজন এক এজেন্ট এই এলাকায় আছে।" সামনের দিকে ঝুঁকে সৈনিকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। "নাকি তুমি জানো না?"

এক মুহূর্তে নীরব থেকে সৈনিক বললো, "হ্যা স্যার, আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে।"

"ভালো। সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে, ওদিকের ঝোঁপ-জঙ্গলে কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, তাই একটা কুকুর নিয়ে আধঘণ্টা পর পর একবার করে টহল দেবে ওদিকে।"

সৈনিকের চোখজোড়া দেখছে গান্ট। তার পুরো মনোযোগ তার উপরে কেন্দ্রীভূত। ধীরে, অতি ধীরে সময়গুলো পার হয়ে যাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীটা যেনো এই ঘোরলাগা পরিস্থিতিতে নিজের কক্ষপথে ঘোরাঘুরি করা থামিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে সৈনিকটি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"জি, স্যার। ভালো কথা বলেছেন।"

হাসতে হাসতেই গান্ট পরিহাসের ভঙ্গিতে তার টুপি স্পর্শ করলে গার্ড সংকেত দিলো প্রতিবন্ধকটা তুলে নেবার জন্য। গান্ট দেখতে পেলো ছোটো ঘরটার দরজায় দাঁড়ানো এক লোক ভেতরে চলে গেলো। বোধহয় দ্বিতীয় গেটের গার্ডদের জানাবে একজন কর্মকর্তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। মাথা নেড়ে সামনে চলতে শুরু করলো সে। হঠাৎ করে তার পা দুটো খুব দুর্বল মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেনো দেহের বাকি অংশ থেকে তারা অনেক দূরে সরে গেছে।

একটা হেলিকপ্টারের রোটরের ভনভন শব্দ হঠাৎ করে বেড়ে গেলে উপরের দিকে তাকালো সে। স্বাভাবিকভাবে আচরণ করার চেষ্টা করলো জোর করে। তারপর গেটের কাছে গেলো। এখন সেটা বন্ধ। দেখলো গার্ড বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। আরো দেখলো দ্বিতীয় আরেকটা গার্ড গার্ডদের ছোটো ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। সে সংকেত দিলে গেট নিরাপদে খোলা যাবে। পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করলো গান্ট, সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষিয়ে দাঁড়ালো। বিলম্বের কারণে যেনো বিরক্ত হয়ে গেছে এমন ভঙ্গি করলো সে। তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করা। স্বস্তির সাথে খেয়াল করলো গার্ড ক্রমশ রুটিনমাফিক আচরণ শুরু করে দিয়েছে। নিজের চাইতে উর্ধ্বতন কারোর মুখোমুখি হয়েছে সে, আর বলা বাহুল্য তাকে সাদরে গ্রহণও করে নিয়েছে।

গেট খুলে গেলো, তবে বিশাল ডাবল গেট নয়, কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ছোটো একটা দরজা আছে, সেটা খুলে গেলো শুধু। বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে গান্ট ভেতরে ঢুকতেই তার পেছনে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো ছোটো গেটটা। গার্ডদের দিকে ভালো করে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলো না সে। রানওয়ের চারপাশ দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে সেই পথে হাঁটতে শুরু করলো। দৌড়ানোর কারণে তার মধ্যে যে নাভার্স ভাবটা আছে সেটা বোঝা গেলো না। সম্ভবত গেটের গার্ডরা এতোক্ষণে তার কথা ভুলে গেছে। তারপরও তাদের চোখ তার পিঠের দিকেই নিবদ্ধ। পিঠের ছোটো একটা জায়গা জুড়ে তার শার্ট ভিজে আছে। নিজের হৃদস্পন্দনও যেনো শুনতে পাচ্ছে সে।

মাথার উপরে একটা কপ্টার ভনভন করে ঘুরছে। বাতাসে তার ক্যাপ আর জ্যাকেট ঝাপটাতে শুরু করলো। টুপিটা ধরে উপরের দিকে তাকাতেই কপ্টারের খোলা দরজায় একটা মুখ দেখতে পেলো। গান্ট সেই লোকের উদ্দেশে এমনভাবে হাত নাড়লো যেনো মনে হয় সে একজন অফিসার। যেখানে সে আছে সেখানে থাকার পুরো অধিকার তার রয়েছে। কপ্টারটা এক

পাশ ঘুরে নিলো। তার দিকে দাঁত বের করে হাসলো কপ্টারের লোকটা, তারপর একটা হাত নেড়ে তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলো সেটা। টুপিটা মাথায় ঠিক করে নিয়ে হাটতে শুরু করলো গান্ট।

হিসাব করে দেখলো, একশ গজেরও কম দূরত্ব আছে এখন, হ্যাঙ্গারের দরজায় দাঁড়ানো গার্ডদের দেখা যাচ্ছে। কংক্রিটের পরে উষ্ণ আলোয় ছটা দেখলো, হালকা ধাতব শব্দের প্রতিধ্বনিও শুনলো। তার সামনে হ্যাঙ্গারের দরজা খুলে গেলে দ্রুত হৃদস্পন্দন অনুভব করলো সে। সারাদেহে এক ধরণের উত্তেজনা টের পাচ্ছে এখন, তবে এবার আর আগের মতো ভীতিকর নয় সেটা। বরং উল্লাস আর উত্তেজনা। হ্যাঙ্গারের দিকে হা করে তাকিয়ে দেখার অবসর তার নেই। কিন্তু প্রদর্শনী দেখে শিশুরা যেমন আকস্মিক বিস্ময় আর প্রতিক্রিয়া দেখায়, একই ব্যাপার তার মাঝেও ঘটছে। গান্টের শুধু একটাই চিন্তা–সেটা হচ্ছে বিমান চালনা। এখন হ্যাঙ্গারের তীব্র উষ্ণ আলোয়, কথাবার্তা আর শোরগোলের মধ্যে ফায়ারফক্সটা দেখতে পাচ্ছে সে। আশ্চর্য গঠনে আর ছুঁচালো নাক। ফায়ারফক্সের রূপালি ফিউসলেজের চারপাশে অ্যাটেন্ডান্টরা পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করছে। দেখার সুযোগ আরও দু'এক সেকেন্ড ছিলো কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলো গান্ট। এভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। দুটো বিশাল ইনটেক দেখা যাচ্ছে, চকচকে কালো রঙ। ক্ষিপ্রগতির ডানা রয়েছে তাদের। তারপর একপাশে সরে গেলো সে। এই প্রজেক্টে নতুন একজন লোক, গতরাতেই যে কিনা বিমানে করে এখানে এসেছে। সাময়িক বিরতি নেওয়াটা তার জন্য অসতঙ্গত নয়।

হ্যাঙ্গারের সাথেই লাগোয়া কেজিবি'র বিল্ডিংটা। সেটাই সিকিউরিটি হেড কোয়ার্টার। ওটার দরজার কাছে ভিন্ন ধরণের এক তৎপরতা রয়েছে। গান্ট ভাবলো, যেখানেই সোভিয়েতের কোনো অর্জন থাকে, কেজিবি সেখানে ছুটে যাবেই। দরজায় দাঁড়ানো গার্ডরা তাকে দেখে নড়েচড়ে উঠলো। এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো, এরকম শ্রদ্ধা আগে কখনও পেয়েছিলো কিনা। কিন্তু হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গেলো ভেতর থেকে। ভেতরেও একজন গার্ডকে দেখতে পেয়ে এক পাশে সরে গেলো সে। ঢুকতে যাবে এমন সময় দরজায় উদয় হলো একজন অফিসার। আগেই এর ছবি দেখেছে গান্ট, সাথে সাথে চিনতে পারলো। মিকোয়ান প্রজেক্টের সিকিউরিটি চিফ কর্নেল কন্টার্স্কি। দ্রুত স্যালুট করলো সে। দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কর্নেল। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি গান্টের অন্তর ভেদ করে গেলো যেনো। কঠিন সুরে জানতে চাইলো সে, "কি চাই, ক্যাপ্টেন?"

কোথাও একটা ভুল হয়েছে বুঝতে পারলো গান্ট। তার আচরণ দেখে

কন্টার্স্কির ধারণা হয়েছে, সে বুঝি কোনো রিপোর্ট করতে চায়। কন্টার্স্কির ঠিক পেছনেই আছে সারনিক, গান্টের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। গান্ট জানে সার্নিকের কাছে সে মোটেও অচেনা নয়। আগের দিন জিআরইউ এর ছোটো সেনাদলের সাথে এসে পৌছালে কিংবা ডকুমেন্ট আর ছবিগুলো দেখে থাকলে তার সাথে সারনিকের দেখা হওয়ারই কথা।

তার পেটটা গুলিয়ে উঠলো। শিড়দাড়া বেয়ে প্রবাহিত হলো শীতল একটি অনুভূতি। তার অভীষ্ট লক্ষ্য ঐ ফায়ারফক্স থেকে যখন মাত্র একশ গজেরও কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে তখনই কিনা সিকিউরিটি চিফের ডেরায় ঢুকে পড়েছে সে!

"স্যার, আপনার অনুমতি ছাড়াই প্রবেশপথে থাকা সিকিউরিটি গার্ডদের একটা কুকুর রাখার আদেশ দিয়েছি, যাতে করে গাছ আর ঝোঁপঝাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা যায়।" সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গলার স্বরের লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো। তার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলছে, এক্ষুণি পালাও!

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে কন্টার্স্কি বুঝতে চেষ্টা করলো তাকে কী বলা হচ্ছে, যেনো তার মনোযোগ অন্য কোনো কিছুতে ছিলো। তারপর মাথা নাড়লো সে।

"ভালোই করেছেন, ক্যাপ্টেন। আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ।" স্যালুটের জবাব দিয়ে কন্টার্স্কি চলে গেলো। গান্ট তার হাত নামালো, তবে সারনিক চলে যাওয়ার সময় স্যালুট দেওয়ার জন্য আবারও হাত তুললো সে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো গান্ট। সেকেন্ড ইন কমান্ড তার রিপোর্টে গ্রহণ করেছে। কোনো রকম দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে আলতো ক'রে মাথা নাড়িয়ে চলে গেলো সারনিক।

চলে যাওয়ার সময় কন্টার্স্কির কথাটা তার কানে গেলো : "এবার ঢেরকভকে তুলে আনা দরকার। অন্যরা তো ভেতরেই আছে। আপনি কি বলেন, সারনিক?"

"হ্যা, কর্নেল, অবশ্যই। আমি এখনই সেই ব্যবস্থা করছি–ওর বউকেও তুলে আনবো।"

গান্ট আর কিছু শুনতে পেলো না। ভেতরে চলে গেলো সে। ভেতরে ঢুকতেই গার্ড দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ভেতরের সরু একটা করিডোরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে, খেয়ালই করে নি ওখানেও একজন গার্ড আছে।

"কোনো সমস্যা নেই তো, ক্যাপ্টেন?"

গান্ট তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। ফ্যাকাশে মুখে ঘেমেটেমে একাকার হয়ে আছে, এক হাতে পেট আর ইউনিফর্ম খামচে ধরে গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

"বদহজম, আলসার হয়েছে বোধহয়," সন্দেহমুক্ত করার জন্য বললো।

"কোনো পানীয় দরকার, ক্যাপ্টেন?" উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো গার্ড।

গান্ট মাথা নাড়লো, তাকে এখন এখান থেকে চলে যেতে হবে, বেশিক্ষণ থাকলে তার মুখটা এদের সবার কাছে খুব বেশি চেনা হয়ে যাবে। কিন্তু তার চেহারার পরিচিতি তার জন্যে ভালো কোনো ফল বয়ে আনবে না। ডিউটি শেষে এই গার্ড অন্য র‍্যাঙ্কের মেসে গিয়ে এ নিয়ে গালগল্প করবে। হাসলো সে, বলা ভালো হাসির দূর্বল অনুকরণ সেটা। তারপর বুক টান করে দাঁড়ালো।

"না, ধন্যবাদ, সৈনিক। একটু পেট মোচড়াচ্ছে, এই যা..." তারপর বুঝতে পারলো তার আচরণ স্বাভাবিক মানুষের মতোই হচ্ছে, কথাবার্তা শুনে মনে হবে সত্যিই তার আলসার আছে। জ্যাকেটটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে ক্যাপটা মাথায় বসিয়ে সৈনিকের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো এই সৈনিক তারচেয়ে উঁচুপদের একজন অফিসারের তুচ্ছ সমস্যা লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে এক ধরণের বেয়াদবিই ক'রে ফেলেছে। তারপর করিডোর ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলো সে। অফিসারদের মেস এবং পাইলটদের বিশ্রাম কক্ষে যাওয়ার সিঁড়িটা ঠিক তার সামনেই।

সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় শেষ মুহূর্তগুলোর ছবি তার মন থেকে মুছে যেতে লাগলো। তার নাড়ির স্পন্দনও ধীরগতির হয়ে আসছে এখন। ঈশ্বরের কাছে তার একটাই প্রার্থনা, ঢেরকভ নামের যে লোকটা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করেছে সে যেনো তার বর্তমান ছদ্মবেশ সম্পর্কে কিছু না জানে। হাতঘড়ি দেখলো। এখনও তিনটা বাজে নি, তার মানে তিন ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ভাবলো, মুদিদোকানীটা কতোই না সাহসী।

অবরের গোপন অপারেশন-কক্ষে এখন পাঁচজন লোক আছে–সিআইএ'র দুজন এবং এসআইএস'র দু'জন প্রতিনিধি ছাড়াও আরো আছে ইউএস নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইউজিন কার্টিন, ইউএসএন'র চিফ এবং ন্যাভাল অপারেশন চিফের অফিস থেকে এসেছেন তিনি, ফায়ারফক্সকে পুণরায় জ্বালানি যোগানের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করছেন। তারা সবাই ধারণা করছে, গান্ট সময়মতো ফায়ারফক্স চুরি করে উত্তরের ব্যারেন্টস সাগরের দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

কার্টিনের বয়স চল্লিশের কোঠায়। তার সুঠাম শরীর আর চওড়া কাঁধ। মাথার চুল এতো ছোটো করে কাটা যে মনে হয় সম্প্রতি কোনো যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প থেকে বুঝি ছাড়া পেয়েছে। তার মুখটা গোলগাল, দেখতে

বাচ্চাছেলেদের মতো। চোখ দুটো তীক্ষ্ম আর গাঢ় নীল রঙের। আর্কটিক সাগরের বিশাল প্রজেকশনে সম্প্রতি তিনি কিছু সংশোধনীর সুপারিশ করেছেন। রুশ সারফেস এবং সাব-সারফেস নৌযানের সর্বশেষ অবস্থানও চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

অবরের কাছে মনে হচ্ছে, রুশদের অনেক নৌযানই ওখানে রয়েছে—জঘন্য, অনেকগুলোই নাকি আছে—শেলিও সেরকম বলেছে। কার্টিন সাথে করে সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় আবহাওয়া স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ নিয়ে এসেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তর দিকের সমুদ্রের উপর দিয়ে যেসব আবহাওয়া উড়োজাহাজ উড়ে বেড়োয় এবং যে অসংখ্য এসএসি রাডার সিস্টেম আছে সেগুলোর তথ্যও সাথে আছে।

কার্টিন দেখতে পেলেন দেওয়াল মানচিত্রের ব্যাপারে তার ভিন্নরকম মতামত শোনার পরও অবরের তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছে।

"খারাপ কিছু বললাম, নাকি?" বললেন তিনি।

অবরে কিছু না বলে দেওয়ালের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখলো। কোনো অপারেশন সংক্রান্ত বা নিছক বিশ্লেষণাত্মক গোয়েন্দাবৃত্তি যাইহোক না কেন, বাকহোলজ বা অন্যান্য আমেরিকানদের সাথে কাজ করতে গিয়ে কার্টিন বাড়াবাড়ি রকমের আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যাপারটা অবরের পছন্দ হয় নি। তার মতে, আমেরিকানদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভয়াবহ রকম আত্মবিশ্বাস কাজ করে। গান্ট যে এই অভিযানে সফল হবে না সেটা তাদের মাথায় নেই। অবরের জন্য শেলি এক পেয়ালা চা ঢেলে দিলে তাতে আয়েশ করে চুমুক দিলো সে। চোখে মুখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে।

বাকহোলজ এবং তার সহযোগী অ্যান্ডার্সের সাথে যোগ দিলেন কার্টিন। ডেস্কে তারা আবহাওয়া রিপোর্টগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। সোভিয়েত ট্রলার ফ্লিটের সর্বশেষ অবস্থানগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে তারা। টেলিফোনে রিয়ার এডমিরাল ফিলিপস কর্তৃক এগুলো সরবরাহ করা হয়েছে।

"ঠিক আছে?" কার্টিন নরমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন। তবে তার দৃষ্টি অবরের দিকে। বাকহোলজ মুখ তুলে তাকালো, "ভালোই তো দেখাচ্ছে।" অনেকটা ফিসফিস করে বলে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকা ঠাণ্ডা কফিটা তুলে নিলো সে। এক চুমুকে শেষ করে খালি পেয়ালাটা অ্যান্ডার্সের কাছে দিয়ে দিলো আরো কফি আনার জন্য।

"ওখানকার আবহাওয়া যখন তখন পাল্টে যেতে পারে," হাতে তুড়ি বাজিয়ে বললেন কার্টিন।

"গত চারদিন ধরে আবহাওয়া ভালো আছে," বাকহোলজ বললো।

"তাতে কিছুই আসে যায় না," দ্বিমত পোষণ করে বললেন কার্টিন। "তার হাতে ভালো আবহাওয়া উপভোগ করার সময় চারদিন কমে গেলো।"

গোমড়া মুখে তার দিকে তাকালো বাকহোলজ। "আবহাওয়া কতোটা খারাপ হতে পারে?" জানতে চাইলো সে।

"আমাদের হটশটের জন্য ব্যাপারটা খুব খারাপ হতে পারে। বিলিয়ার্স্কি ছেড়ে যাবার পর তার রিফুয়েলিংয়ের দরকার হলে তাকে হয়তো খুঁজেই পাবে না," কার্টিন জবাব দিলেন। "অবরে যে তথ্য পেয়েছে তার কী হলো?"

"আমি জানি না, আমাদের ব্রিটিশ বন্ধু এসব ব্যাপার তার পেটেই রেখে দিয়েছে।"

কার্টিন মাথা নাড়লেন। "হ্যা। তবে আমি বুঝতে পারছি না কেন। কিন্তু তারা যদি হটশট পর্যন্ত পৌছাতে পারে তাহলে তার চান্স কতোটুকু?"

"কিছুটা," অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বাকহোলজ স্বীকার করলো। "বিলিয়ার্স্কে যাদেরকে অবরে বেতন দিয়ে রেখেছে তারা কোনো বোকাসোঁকা লোক নয়, কার্টিন।"

"সেকথা আমি বলি নি, কিন্তু শুনেছি কেজিবি তাদের কাজে ভালোই দক্ষ। তারা যদি জানতে পারে, আমরা বিলিয়ার্স্কে একজন পাইলট পাঠিয়েছি তাহলে তো ঐ অভিশপ্ত অ্যারোপ্লেনের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না আমাদের হটশট।"

"আমি সেটা জানি।" মনে হলো বাকহোলজ হঠাৎ করে কার্টিনের উপর রেগে গেছে। খুব সৎ আর নৈর্ব্যক্তিক মানুষ হিসেবেই তার পরিচয়। বাকহোলজ বুঝতে পারছে, মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন ছোটোছাটো আত্মপ্রবঞ্চণামূলক আশা বুকে বাঁধতে হয়। এখনকার সময়টাও সেরকমই।

"দুঃখিত," কাঁধ ঝাঁকিয়ে কার্টিন বললেন। "আমি নিছকই একজন নেভির মেসেঞ্জার। আমি শুধু আপনাদের কাছে কিছু তথ্য নিয়ে এসেছি।"

"হ্যা, আমিও সেটা জানি।"

বাকহোলজের ডেস্কের উপর কাগজপত্রের দিকে তাকালেন কার্টিন। "হায় ঈশ্বর, এ দেখি আধাখেচরা অপারেশন।"

"কী?"

"উহ্ হু। ভেবে পাই না আপনি সব পরিকল্পনা ব্রিটিশদের করতে দিলেন কেন?"

"ওখানে ওদের লোক আছে, ভাই–সেজন্যেই ওদের দিয়ে করিয়েছি।"

"কিন্তু অনেক লোকের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে..."

"এটাকে বলে বিস্ময়ের উপকরণ, কার্টিন।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন-এটা কাজ করলে বিস্মিত হবেন?" পরিহাসের সাথে ভ্রুকুটি করে কার্টিন বললেন।

"হয়তো," বাকহোলজ তার সামনের কাগজপত্রের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো এই আলাপচারিতা এখনই শেষ হয়ে গেছে। কার্টিন তার দিকে কৌতুহলের সাথে চেয়ে রইলেন।

ওয়ারটারগেটের ঘটনার পরে সিআইএ'র কর্মকাণ্ড নিয়ে কংগ্রেস অনুসন্ধান চালিয়েছিলো। তার পরপর অনেককেই ছাঁটাই করা হয়। বাকহোলজ অবশ্য সেই ছাঁটাই থেকে বেঁচে যায়, সম্ভবত উপকৃতও হয়। আসলে এই কারণেই সে কভার্ট-অ্যাকশন স্টাফের প্রধান হয়েছে। স্বয়ং ডিরেক্টরকে ঘিরে থাকে যে শীর্ষ উপদেষ্টারা তাদের মাঝে কেবল সে-ই এই পদটা পেয়েছে। অবরের উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই বোধহয় নতুন মিগ চুরির ধারণাটা ডিরেক্টর সাহেব পেয়েছিলেন। এরপর থেকে অবরেই সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে-মিগ চুরি, রিফুয়েল করা, রাডার দিয়ে পর্যবেক্ষণ, এসএসি এবং ইউএসএন-এর কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতার সমন্বয়, সব কিছু। চিফ অব ন্যাভাল অপারেশনসকে সে-ই রাজি করিয়েছে, কার্টিনকে যেনো 'অপারেশন সম্পন্ন' হওয়ার আগপর্যন্ত তাদের সাথে রাখা হয়। এজন্যে কার্টিন কিছুটা সন্দিগ্ধ হলেও মনে মনে কৃতজ্ঞ। এর ফলে সাময়িকভাবে হলেও তার হাতে অনেক ক্ষমতা এসেছে, কিন্তু এই অপারেশনের ব্যর্থতার সাথে সাথে নৌবাহিনীতে কার্টিনের জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটতে পারে। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে তার একদমই ভালো লাগে না।

ব্যারেন্টস সাগর এবং আর্কটিক মহাসাগরে রুশ সারফেস এবং সাব-সারফেস শক্তি সম্পর্কে তাকে বিস্তারিতভাবে যা বলা হয়েছে তাতেও কার্টিনের সন্দেহ রয়েছে। রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিটের বর্তমান শক্তি সম্পর্কে তার চেয়ে আর কারোর ভালো ধারণা নেই। ক্রেমলিন যেটাকে সোভিয়েত জলরাশি বলে মনে করে, সেই সীমানায় কেউ অনুপ্রবেশ করলে তাকে ঠেকানোর জন্য এই ফ্লিট কতোটা কাজে দেবে তাও তার জানা আছে, এখন পর্যন্ত রিফুয়েলিং ভেসেল শনাক্ত করা সম্ভব হয় নি-নিদেনপক্ষে এর বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। দুটোর কাজের অর্থ একই দাঁড়ায়। কিন্তু অ্যারোপ্লেনটা চুরি হয়ে যাবার পর মিসাইল ক্রুজার, ট্রলার এবং সাবমেরিনের মাধ্যমে ব্যাপক রাডার এবং সোনার অনুসন্ধান শুরু হয়ে যাবে-সেটা কতোটা ব্যাপাক হবে কে জানে?

বাকহোলজ কাগজপত্রের দিকে মনোনিবেশের ছুতোয় তাকে উপেক্ষা করে

গাচ্ছে। ঘরটার একটা কোণে রাখা কফি-পারকোলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বাকহোলজকে বললেন তিনি, “ঐ লোকটার তো কোনো আশাই আমি দেখছি না, ব্রাদার। একটুও না!”

বিলিয়ার্স্কে ফায়ারফক্সের হ্যাঙ্গারের সাথে সংযুক্ত নিরাপত্তা ভবনের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে পাইলটদের রেস্টরুম। রাত সাড়ে তিনটার সময় ওপরতলায় পাইলটদের রেস্ট-রুমে উঠে এলো লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইউরি ভস্কোভ। রুমে ঢুকেই একটু থামলো সে। ভেতরে ঢুকে ঘুরে হাত বাড়ালো সুইচের দিকে। সুইচে নয়, আরেকজনের হাতে তার হাত ঠেকলো। চমকে ওঠার সময় পেলো ভস্কোভ কিন্তু সতর্ক হওয়ার সুযোগ মিললো না। প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হলো তার কানের পাশে। আততায়ীকে দেখার কোনো সুযোগ হলো না তার, করিডোরের আবছা আলোয় দেখলো ঘরের মেঝে বিদ্যুৎগতিতে উঠে আসছে–মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো সে। খুট করে একটা আওয়াজ হলো, উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠলো ঘরটা। মেঝেতে ছিটকে পড়া নিঃসাড় শরীরটার দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকলো গান্ট, তারপর দরজা বন্ধ করে মুঠো করা হাতটায় ফুঁ দিলো কয়েকবার, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ভস্কোভের অচেতন দেহের পাশে। তার দিকে তাকাতেই ঝড়ো হাওয়ার মতো দেহটা কেঁপে উঠলো। ভস্কোভকে হত্যা করেছে সে, ঠাণ্ডা মাথায়, নিজের হাতে! এভাবে সে কাউকে হত্যা করতে পারে বাকহোলজ দেখলে নির্ঘাত বিস্মিত হতো। কিন্তু ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে এখন কাঁপছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো তার। তারপর চিকিৎসকের মতো ভস্কোভের নাড়ি টিপে দেখলো। ভালো করেই জানে তার হৃদস্পন্দন থেমে গেছে। মারা গেছে ভস্কোভ।

গান্ট দেহটা চিৎ করে ভস্কোভের মুখের দিকে তাকালো। লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায় হবে, গান্টের চাইতে বড়। কোনো অনুশোচনা হলো না তার। কাজের প্রয়োজনে একটা জিনিস সরিয়ে ফেলেছে–ব্যাপারটা এভাবেই দেখলো। অবাক হয়ে ভাবলো, ভস্কোভ কতোটা দক্ষ পাইলট ছিলো।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কাজ শুরু করলো গান্ট। দেওয়ালে লম্বা আর খাড়া লকার রয়েছে। কার্পেটের উপর দিয়ে দেহটা গড়িয়ে সেদিকে নিয়ে গেলো সে। বারানোভিচের দেয়া মাস্টার চবিটা বের করে লকারটা খুলে ফেললো। তাকে যেমন বলা হয়েছিলো ঠিক তাই দেখতে পেলো–লকারটা একেবারে খালি। মৃতদেহটা ভেতরে ঢুকিয়ে ঠেলেঠুলে জীবিত মানুষের মতো দাঁড় করিয়ে

রেখে দরজাটা বন্ধ করে তালা মেরে লকারের চাবিটা পকেটে রেখে দিলো গান্ট।

আরেকটা লকার খুলে দেখলো, ভস্কোভের প্রেসার সুটটা ঝুলছে সেখানে। ভস্কোভের শারীরিক গড়ন অনেকটা তার মতোই। অন্তত তার প্রেসার সুটটা গান্টের শরীরে ফিট হবে। সৌভাগ্যবশত, সাধারন এয়ারক্রাফট প্রেসার সুট একটু সংস্কার করে এটি তৈরি করা হয়েছে। নাসা'র স্পেসসুটের মতো জটিল নয়। সেরকম কিছু হলে উচ্চতা আর গড়নে সামান্যতম পার্থক্য থাকলেই ভস্কোভের সুটটা তার পক্ষে পরা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

সবকিছু দেখেশুনে গান্ট তার জিআরইউ ইউনিফর্মটা খুলতে শুরু করলো। রাত তিনটা বেজে ছেচল্লিশ মিনিট এখন। গান্ট অনুভব করলো তার পাকস্থলির স্নায়ু দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। শার্ট খুলে তার বাহুর তলায় রাখা ব্লিপার ডিভাইসটার দিকে তাকালো। এই যন্ত্রটা তাকে হ্যাঙ্গারে যাবার নির্দেশ দেবে।

এখন কাজ শুরুর আগে তার হাতে আড়াই ঘণ্টা সময় আছে।

অধ্যায় ৫

কন্টার্স্কি তার সোনার তৈরি হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। চারটা বাজে। প্রধান হ্যাঙ্গারের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের শান্ত অথচ জোড়ালো কার্যক্রম নিরীক্ষণ করছে সে। দেখলো গার্ডরা তার উপস্থিতির ব্যাপারে বেশ সজাগ আছে। দরজায় যে গার্ডরা আছে শুধু তারা নয়, এয়ারক্রাফটের কাছাকাছি স্টেশনের যারা আছে তারাও তাদের দেখভাল কার্যক্রমে হঠাৎ করে আরো বেশি সজাগ, মনোযোগী হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের অনেকেই তাকে খেয়াল করছে না। যদিও সে দেখতে পেলো ক্রেশিন তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সেমোলোভস্কিকে ফিসফিস ক'রে কিছু বললো। বারানোভিচকে দেখতে পেলো কুঁজো হয়ে মিগ ৩১-এর খোলা ককপিটে পাইলটের আসনে বসে থাকা টেকনিশিয়ানকে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

কন্টার্স্কির মধ্যে এয়ারক্রাফট নিয়ে কোনো রকম নান্দনিক বা সামরিক অনুভূতি কাজ করছে না। অ্যারোডাইনামিক রেখা, কর্মদক্ষতা, বাতাস ঢোকার জন্য বিশাল হা করা মুখ এসব ছাপিয়ে তার কাছে নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর ব্যাপারটাই বেশি তাৎপর্য বহন করে। সেই কারণে যতোটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছে সে। সাফল্য আর ব্যর্থতার কথা অবশ্য কেউ বলতে পারে না, ভাগ্য যদি বিমুখ হয় তাহলে আর কি করা–প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নেবে।

বুঝতে পারলো নিজেকে নিয়ে সুখকর একটা গর্ব বোধ করা উচিৎ। এমন একটা অনুভূতি অবশ্য তাকে হাতছানি দিয়ে গেলো। খুব শীত লাগছে তার যদিও রাতটা তেমন ঠাণ্ডা নয়। হ্যাঙ্গারের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বদ হজমের ট্যাবলেট গলাধকরণ ক'রে নিলো, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে ব'লে মনে হলো না।

প্রোডাকশন প্রোটোটাইপ ওয়ান তার কাছ থেকে মাত্র একশ ফুটেরও কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে বিরাট হ্যাঙ্গারের কাছে রয়েছে পিপি-২ নামের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফটি। সেটাকে ঘিরে থাকা টেকনিশিয়ানরা অবশ্য তাকে খেয়াল করছে না।

কন্টার্স্কি ভাবলো এয়ারক্রাফটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের সাথে কথা বলবে কিনা। চিন্তাটা বাতিল করে দিলো। তারা সবাই বাছাই করা লোক,

দায়িত্ব পালন শুরু করার আগে সে তাদের আগাগোড়া ব্রিফ করেছে, এখন আবার যদি কাছাকাছি দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে সেটা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা অনাস্থার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। সেটা সে ভালো করেই জানে। খোলা দরজা দিয়ে আলো এসে এক চিলতে জায়গা আলোকিত হয়ে আছে। অনিচ্ছার সাথে সেই জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলো। তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দরজার কাছে থাকা অন্য গার্ডদের সাথে আলাপ করছে। ইশারায় তাকে পিছু নিতে বলে দ্বিতীয় হ্যাঙ্গারের দিকে এগোলো সে। এটাতেই মিগ-৩১ তৈরি হয়েছে, অন্ধকারে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেটা। পুরো হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে আছে একদল গার্ড। ওদেরকে বলতে হবে ভেতরে ঢুকে আরেকবার সার্চ করার জন্য।

সে জানে প্রিয়াবিন এখন সেই এজেন্টকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাত ঘনিয়ে আসছে। সহযোগীর পরামর্শটাই মাথায় বেশি করে ঘুরঘুর করছে। তার মতে, লোকটা কোনো এজেন্ট নাও হতে পারে–সম্ভবত একজন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। বারানোভিচ এবং অন্যেরা গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তাদের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য তাকে পাঠানো হয়েছে। কারণ ট্রায়াল হবার পর পরই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে। যতোটা সম্ভব ট্রায়াল পর্যবেক্ষণ করাও হয়তো লোকটার উদ্দেশ্য। এক জোড়া চোখ ছাড়া আর কি অস্ত্র সাথে করে আনতে পারে লোকটা? কন্টার্স্কির কোনো ধারণাই নেই। দুই হ্যাঙ্গারের মাঝখানের আলোকিত জায়গাটা পেরোবার সময় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে তাকালো। ওদিকে কোথাও পাহাড়, উঁচু ঢিবি বা এ জাতীয় কিছু নেই যেখানে দাঁড়িয়ে রানওয়ের ওপর ভালোভাবে নজর রাখা যাবে। প্রোডাকশন হ্যাঙ্গার সার্চ করা হয়ে গেলে নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিলো, বেড়ার ওপারেও টহল কুকুরের দল পাঠাতে হবে।

কিন্তু তারপরও কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে, কমপ্লেক্সের ভেতর ঢুকে পড়েছে লোকটা। কোনো না কোনো বেশ ধরে আছে। না, এই শেষ সময়ে কোনো ঝুঁকি নেবে না সে। পুরো প্রজেক্ট এলাকা আরেকবার তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে হবে।

এক নম্বর হ্যাঙ্গার থেকে কন্টার্স্কিকে বেরিয়ে যেতে দেখলো বারানোভিচ। ফায়ারফক্সের মূল কাঠামোর সাথে চাকার মাধ্যমে পাইলটদের মই সংযুক্ত। মইয়ের উপর থেকে দেখতে পেলো পাইলটের আসনে বসে থাকা একজন মেকানিক তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মেকানিককে অবাক করে দিয়ে সেও হেসে ফেললো। তাকে আতঙ্কিত আর ভয়ে কাঁপতে দেখবে ব'লে আশা করেছিলো সে। কিন্তু তার মুখের ওপর হাসতে পেরে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি

অনুভব করলো বারানোভিচ। মুখ গোমড়া করে নিজের কাজে মন দিলো সেই মেকানিক।

গাইডেন্স সিস্টেমের সার্কিটগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো সে। আশেপাশের ইন্সস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের একটা অংশ খুলে ফেলা হয়েছে। ভেতরে দেখা যাচ্ছে জটিল ওয়্যারিং আর মিনিয়েচার সার্কিটগুলো। বারানোভিচের নির্দেশে চূড়ান্তভাবে চেক করা হবে সবকিছু।

বারানোভিচ জানে, মেকানিক লোকটা কেজিবি'র কেউ হবে। মাভরিনোর বৈজ্ঞানিক কারাগারে থাকার সময় গত পাঁচ বছর ধরে একটানা তাকে বাধ্য করা হয়েছে এই উইপন্স-গাইডেন্স সিস্টেমের ওপর কাজ করতে। মাসের পর মাস ধরে সে এই সিস্টেমটা দাঁড় করিয়ে নিখুঁত করার চেষ্টা করেছে। সে সময়ই এই লোকটাকে তার টেকনিক্যাল দলে নিযুক্ত করা হয়, তার নাম গ্রোশ। খুব দক্ষ একজন ইলেকট্রনিক্স টেকনিশিয়ান। গ্রোশের বাবা ছিলো এক জার্মান বিজ্ঞানী। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে রেড আর্মি তাকে গ্রেপ্তার করে।

লোকটার উপরে বারানোভিচের কোনো রাগ হলো না–তার বাবা যে একজন নাৎসি ছিলো কিংবা সে নিজে একজন সিক্রেট পুলিশের লোক তার জন্যেও নয়। নিচের দিকে তাকিয়ে সে গ্রোশের মাথার উপরিভাগ দেখতে পেলো। তার চুল ছাঁটা হয়েছে। গান্ট যদি এখন তার মুখটা দেখতো তাহলে সে মুখে কষ্টভরা প্রজ্ঞা আর বিচ্ছিন্ন করুণা দেখতে পেতো। ক্রেশিনের কোয়ার্টারে ঠিক যেমনটি দেখেছিলো সে। বারানোভিচ একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলো। চারটা বেজে চার মিনিট। গ্রোশ মগ্ন হয়ে একটি প্রিন্টেড সার্কিট চেক করছে। হ্যাঙ্গারের চারদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে তাকালো বারানোভিচ। অন্যদের মনোযোগ সরানোর জন্য কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করবে ইতিমধ্যেই সেটা ঠিক করে রেখেছে সে।

ফায়ারফক্সের টেইল ইউনিট ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেলো তার দৃষ্টি, ওদিকে এককোণে দ্বিতীয় প্রোটোটাইপটা রয়েছে। প্রথমটার তুলনায় নিস্প্রভ দেখাচ্ছে ওটাকে। কিন্তু সে জানে, ওটারও ফুয়েল ট্যাংক সম্পূর্ণ ভরা আছে। যাতে করে ফ্যাক্টরির ওপর কোনো ধরণের বিমান হামলা হলে মুহূর্তের নোটিশে আকাশে উঠে যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব এয়ারক্রাফটই–হোক সেটা প্রোটোটাইপ, প্রোডাকশন মডেল কিংবা সার্ভিস এয়ারক্রাফট, সামরিক বিমান হলেই হলো–সর্বক্ষণ হামলা ঠেকাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কাজেই, গান্ট প্রথম প্রোটোটাইপটি নিয়ে আকাশে ওড়ার সাথে সাথে কি ঘটবে আন্দাজ করা কঠিন নয়। প্রথমটার পেছনে দ্বিতীয়টাকে লেলিয়ে দেবে ওরা। অস্ত্রসজ্জার জন্যে একটু দেরি হবে বটে, তাও খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক।

সিস্টেম আর কন্ট্রোলগুলো চেকিং হয়তো বাদই দেবে। দ্বিতীয় এয়ারক্রাফটা মাঝ আকাশেই রিফুয়েলিং করে নেবে, তবে গান্টের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। রিফুয়েলিংয়ের জন্যে তাকে কোথাও না কোথাও অবতরণ করতে হবে। ক্রেশিন আর সেমেলোভস্কির সাহায্যে দ্বিতীয় এয়ারক্রাফটটা অকেজো করে দেবে সে। গান্টকে ধ্বংস করার জন্য এই পিপি-টু বিমানটাই একমাত্র অবলম্বন। অন্য কোনো ফাইটার জেট ফায়ারফক্সের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে না।

আগুন : জবাবটা তার জানা আছে। হ্যাঙ্গারের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে সবাই, সেই সুযোগে প্লেনের ককপিটে উঠে বসবে গান্ট, প্লেনটাকে গড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে বাইরের ট্যাক্সি-ওয়েতে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না, সবাই ধরে নেবে প্রোটোটাইপ ওয়ানকে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে পাইলট। এক ঢিলে দুই পাখি মারা আর কি। গান্টও পালাবার সুযোগ পাবে, ওর পিছু ধাওয়া করার উপায়ও থাকবে না। হ্যাঙ্গারে এতো বেশি জ্বালানি তেল, কাঠ আর অন্যান্য দাহ্য জিনিস আছে যে, আগুন লাগিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। সহকারীদের আগেই এব্যাপারে বলে রেখেছে সে। ওদের সাথে আরও একবার কথা বলা দরকার।

শেষ পর্যন্ত গান্ট নিরাপদে পালাতে পারবে কি না সেটা ভেবে বারানোভিচ কোনো সময় নষ্ট করছে না। গান্টের মিগ-৩১ কোনো রাডারে ধরা পড়বে না। তার মানে রাশিয়ানরা ইনফ্রারেড বা প্রক্সিমিটি মিসাইল ছুঁড়তে চাইলে প্রথমে ওদেরকে প্লেনটা দেখতে হবে। ঝাঁকে ঝাঁকে এয়ারক্রাফট গান্টকে ধাওয়া করতে পারে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। সেমেলোভস্কি বিশেষ টেইল ইউনিটের ফিটিং তত্ত্বাবধান করছে। এটা আগাগোড়াই তার নিজের প্রজেক্ট। ক্রেশিন এখানে তার সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। টেইলটার দিকে তাকালো বারানোভিচ। এই টেইল অ্যাসেম্বলি থেকেই গান্ট অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম এবং ইসিএম গিয়ারের সুবিধা পাবে। সেমেলোভস্কি বলেছে, এটা কাজ করবে, তবে শুধুমাত্র আরপিভি'তে ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনোভাবে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় নি। আজ অবশ্য উইপন্স-ট্রায়ালের এটাও একটা অংশ, পাইলট সিস্টেমটার কার্যকারিতা পরখ করবে। সে জানে, এটা গান্টের খুব দরকার হবে আজ।

সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো সে। ফার্স্ট সেক্রেটারি সকাল ন'টায় এসে পৌছানোর কথা। তার আগেই যে তাকে এবং অন্যদের গেপ্তার করা হবে সেটা সে ভালো করেই জানে। তাদের কাজ সম্পন্ন হতে সাড়ে ছ'টার বেশি সময় লাগবে না। তার মানে বিমানটাকে অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে ফ্লাই করতে

হলে সাড়ের ছ'টার মধ্যেই করতে হবে। পাঁচটার সময় দেওয়া হবে কফি পানের বিরতি। অন্যদের সাথে কথা বলে এই সময়টাই ঠিক করে নেবে সে।

কড়া নজর রাখা হচ্ছে তার ওপর। ঘণ্টাখানেক আগে টয়লেটে গিয়েছিলো, যেনো দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো একজন গার্ড, তাকে অনুসরণ করে টয়লেটের দরজা পর্যন্ত গেছে সে। প্রাকৃতিক কর্ম করা তার উদ্দেশ্য ছিলো না। বারানোভিচকে চোখে চোখে রাখতে পেরেই সে সন্তুষ্ট। বারানোভিচ ভাবলো, ক্ষতিগ্রস্থ পাওয়ার ট্রানজিস্টরটা খুঁজে পেতে গ্রোশের কয়েক মিনিট সময় লাগবে। চূড়ান্ত চেকিংয়ের জন্যে তাতে করে আরো কিছুটা সময় বাড়তি পাওয়া যাবে।

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো সে, বর্তমান সময়টার সাথে সেই স্মৃতির মিল আছে। এখন যে ওভারঅল পরে আছে তখনও সেটাই পরা ছিলো। কিন্তু স্মৃতিতে ভেসে ওঠা সেই ওভারঅলটা তেলের দাগ পড়া আর অপরিস্কার। তাপমাত্রা তখন শূন্যের বেশ নিচে। হাতগুলো অবশ। একটা পুরাতন যুদ্ধকালীন মিগের ককপিটের সামনে ঝুঁকে আছে। স্তালিনগ্রাদের বাইরে রেড আর্মির একটি বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গারে ছিলো সেটা। যেহেতু সে একজন ইহুদি তাই আর্মি মেকানিকের চাইতে বড় আর মর্যাদার কোনো পদ পায় নি।

স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো নিজেকে। এখনকার কাজের মধ্যে অতীত স্মৃতি ঢুকে পড়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বগলের নিচে রাখা অস্ত্রটার কথা ভাবলো। গেট দিয়ে ঢোকার সময় তাকে তল্লাশী করা হয় নি। ঘুমন্ত মানুষের গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলে যেমন চমকে ওঠে, তেমনিভাবে অস্ত্রটা তার শুকনো ত্বকে লাগতেই বুঝতে পারলো আজকের দিনটাই তার শেষ দিন, আর সেটা সে মেনেও নিয়েছে। পুরোটা দিন বেঁচে থাকার কোনো আশা তার নেই।

গ্রোশ দেখলো সার্কিট বোর্ডটা ঠিকমতো কাজ করছে না। বারানোভিচের দিকে তাকালে সে কেবল মুচকি হাসলো প্লাস্টিকের চারকোণা একটা অংশ বোর্ড থেকে উঠে এসেছে। গ্রোশ তার মুখের সামনে সেটা তুলে ধরলো।

"দেখে মনে হচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিস্টার, কমরেড ডিরেক্টর বারানোভিচ," বললো সে। বারানোভিচ হাসলো। গ্রোশ অতিমাত্রায় সভ্য আচরণ করছে।

"উমমম!" চারকোণা প্লাস্টিকটা হাতে নিয়ে মাথা নাড়লো বারানোভিচ। তারপর গ্রোশের হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, "এটা তাহলে ফেলে দাও। আমি আরেকটা নিয়ে আসছি।"

"এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক্যাল স্টোর থেকে, ডিরেক্টর?" হাসতে হাসতে গ্রোশ জানতে চাইলো।

“হ্যা, গ্রোশ। কিন্তু ঐ আরামের আসন ছেড়ে আমার সাথে তোমাকে যেতে হবে না। গার্ড আমাকে নিয়ে যাবে।”

গ্রোশ জবাব দেওয়ার আগেই মই বেয়ে নিচে নামতে লাগলো সে। হালকা তারুণ্যময় আর স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ তার।

“তুমি আস্ত একটা অকর্মা আর বোকাচোদা, স্টেচকো–সে মারা গেছে! তুমি তাকে মেরে ফেলেছো।” টরটিয়েভ রাগে বিস্ফোরিত হলো। স্টেচকোকে গালাগালি করতে লাগলো সে। বিশালদেহী স্টেচকো পিছু হটে গেলো। তার চোখে মুখে বিভ্রান্তি আর লজ্জাজনক পরাজয়ের ছাপ। ফিলিপভের নিষ্প্রাণ আর বেঁকে যাওয়া দেহের সামনে বসে আছে টরটিয়েভ। সেখান থেকে উঠে এসে অধীনস্থ লোকটার দিকে তাকালো। তার হৃদস্পন্দন এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। লোকটার মুখ থেকে কথা বের করার জন্য সে এতোটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলো যে, শেষ পর্যন্ত স্টেচকো আর হলোকভ তাকে মেরেই ফেলেছে। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষলো সে। মুষ্টি একবার মুঠো করে আবার ছেড়ে দিচ্ছে।

কেজিবি লেফটেন্যান্ট প্রিয়াবিনের দিকে ফিরে দেখলো সে টেলিফোনে কথা বলছে। তার নির্বিকার ভাবসাব দেখে টরটিয়েভের আবারও রাগ চড়ে গেলো। একটা শক্ত চেয়ারে বসে আছে হলোকভ। তার সামনে এগিয়ে গেলো সে। মৃতদেহটার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে যেনো প্রাণ আছে কিনা সেটাই খুঁজে দেখছে। টরটিয়েভ তার সামনে দাঁড়ালো। হলোকভের চেহারায় তীব্র অভিব্যক্তির জায়গায় ফুঁটে উঠলো সন্দেহ।

“নির্বোধ মোটকু,” টরটিয়েভ আস্তে করে বললো। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

“আপনি আমাদের জোরাজুরি করেছেন...” বললো হলোকভ। সঙ্গে সঙ্গে হাতের উল্টো দিক দিয়ে তার গালে চড় মেরে বসলো টরটিয়েভ। পিছু হটে গেলো সে। তার ঠোঁট কেটে গেছে। সেখানে হাত দিয়ে আঙুলের দিকে তাকালে দেখতে পেলো রক্ত লেগে আছে। হতভম্ব হয়ে গেলো হলোকভ।

“সে কিছুই জানতো না,” টরটিয়েভ অবাক হয়ে দেখলো প্রিয়াবিন নিচু গলায় কথাটা বলেছে। তার উপর ক্ষেপে গেলো সে। এক হাত রিসিভারের উপরে রেখে প্রিয়াবিন হাসছে। এটা দেখে আরো ক্ষেপে গেলো টরটিয়েভ।

“কী বলতে চাচ্ছো, তুমি?” বললো সে।

“সে কিছুই জানতো না। বলার মতো কিছু থাকলে অনেক আগেই তোমাকে বলে দিতো।”

"তুমি একটা ধূর্ত বানচোত। তাহলে জবাবটা কি? তোমার ঐ মহামূল্যবান এয়ারক্রাফটটা এখনো বিপদমুক্ত হয় নি, নাকি সে কথা ভুলে বসে আছো?" ঠোঁটের লালা মুছলো টরটিয়েভ।

প্রিয়াবিন রাগানোর হাসি হাসছে। টেলিফোনের রিসিভারটা টরটিয়েভের দিকে ঠেলে দিলো।

"আমি কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে চাই এটা মনে করলে কেন?" আস্তে ক'রে বললো সে।

টরটিয়েভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো : "তোমার এখন এখানে বসে থাকলে হবে না! সাড়ে চারটা বাজে। নাকি সে কথা ভুলে বসে আছো?" তার কণ্ঠস্বরে বিদ্রুপ। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে সে। তার যা করার করেছে। এখন প্রিয়াবিনের পালা।

"হ্যালো?" রিসিভারে মুখে রেখে প্রিয়াবিন বললো। "প্রিয়াবিন, কোনো খবর আছে কি?" যেনো মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ শুনে গেলো তারপর সে বললো : "ওই লোকগুলো অবস্থান নিয়ে কতো দ্রুত চেক করছো তোমরা?" মুখে অসন্তোষ তার, "আমি সেটা পরোয়া করি না–মেশিনের নাড়িভুঁড়ির ভেতরে কোথাও তথ্যটা আছে। আর আমি সেটাই চাই!" শব্দ ক'রে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে দেখলো টরটিয়েভ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"ব্যাপার কি–ঐ মেশিনটা কোনো অলৌকিক কিছু না, তাই না?" বললো সে।

প্রিয়াবিন তাকে উপেক্ষা করে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে বললো : "কাজটা এর চেয়ে দ্রুত করা সম্ভব হয় নি। অনেক ধীরে হয়েছে আসলে।" মৃতদেহটার দিকে তাকালো সে। "তোমরা দু'জন এখন এটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" হলোকভ টরটিয়েভের দিকে তাকালে সে মাথা নেড়ে সায় দিতেই গোয়েন্দা দু'জন মৃতদেহটার দু'পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলো ঘর থেকে।

এরইমধ্যে প্রিয়াবিন এবং টরভিয়েভ দু'জনেই যেনো শান্ত হয়ে এলো। বাকি সবাই চলে গেলে টরটিয়েভ বললো, "তারা কিসের চেক করছে?"

"আমেরিকা ও ইউরোপের এক ডজনেরও কিছু কম বয়সের তরুণ অ্যারোনটিক্স এক্সপার্টদের তালিকা তৈরি করেছে তারা। আমরা যাকে খুঁজছি হয়তো সে এদের মধ্যেই কেউ হবে। এদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে এখন খোঁজ খবর নিচ্ছে। সেজন্য সময় লাগছে...একটু বেশিই হয়তো লাগছে," টানটান গলায় আস্তে আস্তে বললো সে। "ফার্স্ট ডিরেক্টোরেটের কম্পিউটারের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। পশ্চিমের হাজার হাজার প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বদের সবসময় মনিটরিং করে

সেসবের রেকর্ড কম্পিউটারে ইনপুট করে রাখে। ফলাফল বেরিয়ে আসছে...”

“কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে মনে হয়।”

“তা ঠিক।”

ডেস্ক ছেড়ে এসে প্রিয়াবিন ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলো। হাত দিয়ে নিজের থুতনিটা ধরে রেখেছে। কয়েক মিনিট পরে আবারো কথা বললো সে, “এই প্রসেস তাড়াতাড়ি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হয় আমরা যথাসময়ে তথ্যটা পাবো, নয়তো পাবো না। সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে ভাবতে চাই না আমি। আর কী করার আছে আমার? এই লোকগুলো মেশিনটা নিয়ে কাজ করছে। এই সময়ে মেশিনটার কাছ থেকে আর কী প্রত্যাশা করা যাবে?” টরটিয়েভের সামনে দাঁড়ালো এবার।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে টরটিয়েভ বললো, “এয়ারক্রাফট সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু চেক করে দেখতে বলতে পারো। সব পদের লোক সম্পর্কে...এয়ারক্রাফট সংক্রান্ত যা কিছু করা সম্ভব করো, দিমিত্রি।”

“কিভাবে?”

“আমেরিকান বা ইউরোপিয় অ্যারোস্পেস-কর্মসূচীর সাথে যেসব লোক যুক্ত বা যাদের আমরা যুক্ত বলে জানি, তাদের প্রতিটি ডকুমেন্ট চেক করো...” মনে হলো টরটিয়েভের মুখটা ভেতর থেকে আলোকিত হয়ে উঠছে। “ওরা আমাদের এখানে একজন যোগ্য, সমর্থ আর বুদ্ধিমান লোককে পাঠিয়েছে। একজন অ্যাস্ট্রনট হতে অসুবিধা কোথায়? আমাদের একজন কসমোনটের কথা ধরো–কি দেখতে হবে, কি প্রশ্ন করতে হবে, ইনফরমেশন অ্যানালাইজ করার নিয়ম ইত্যাদি সবই তার জানা। তাই না?”

প্রিয়াবিন এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললো, “বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা?” নিশ্চিত হতে চাইছে সে।

“তা হয়তো মনে হতে পারে। তবে ভেবে দেখো, যে লোকটাকে তুমি খুঁজে ফিরছো তার বয়স ত্রিশের কোঠায়–সুঠামদেহ, বুদ্ধিমান, আর রহস্যময়...তুমি প্রথমে ভেবেছিলে সে কোনো এজেন্টই হবে। একজন কমান্ডো এবং একজন বিজ্ঞানীর কিছু গুণ থাকতে হবে তার। নাসা'র নভোচারীরা এ বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুমানের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। তাদের মধ্যেও কেউ হতে পারে, পারে না?”

মনে হচ্ছে প্রিয়াবিন এখনও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। “উমম, আমি ভাবছি।”

“ভাবার মতো এতো বেশি সময় তোমার হাতে নেই, দিমিত্রি,” টরটিয়েভ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

"আমি জানি! তারপরও আমাকে একটু ভাবতে দাও...ভাবছি, নভোচারী, এয়ারফোর্স পাইলট বা এ জাতীয় লোকদের উপর কতোগুলো রেকর্ড আছে?"

"শত শত—হয়তো হাজার হাজার, কেন?"

"আমাদের সংস্থা সব জিনিসই সংগ্রহ করে রাখে। একজন দক্ষগৃহিনীর মতো—কোনো জিনিসই তারা ছুঁড়ে ফেলে দেয় না। তবে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটাকে অগ্রাধিকার বেশি দেবো। কম্পিউটার ইনডেক্সটা আমাদের দেখা দরকার।"

"খুব ভালো," টরটিয়েভ বললো, তার কথাটা শুনে খুশি হয়েছে মনে হলো। "আমি তোমার জন্যে সেটা করবো।"

"ধন্যবাদ।"

"তাছাড়া এই জায়গাটা থেকে ইহুদিদের মৃত্যুর দূর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে," টরটিয়েভ বললো।

"খুব ভালো কথা, তাহলে আমি টেলিফোন করে একটা গাড়ি পাঠাতে বলে দেই।"

"তার কোনো দরকার নেই। সকালের এই সময়টাতে হেটে গেলেই বরং আগে পৌছানো যাবে।"

চারটা চল্লিশে দু'জন লোক ঘর ছেড়ে এক সাথে বেরিয়ে পড়লো।

শাওয়ার-কিউবিকলে একটা চেয়ার নিয়ে এসেছে গান্ট, মেঝেতে লুটিয়ে থাকা ভারি পর্দা ভাঁজ করে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে—যাতে পানির ছিটা গায়ে না লাগে। শাওয়ারটা অন করা, কিউবিকলের ভেতর ঘন কুয়াশার মতো বাষ্প ভেসে বেড়াচ্ছে।

তার সন্দেহ, পাভেল হয়তো এতোক্ষণে মারা গেছে, অথবা কেজিবি'র স্থানীয় কোনো ভূ-গর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে সব কিছু বলে দিয়েছে। সব কথা বের করার জন্য পাভেলকে চরম অত্যাচার করতে হবে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আবারো নিজের ভেতরে এক ধরণের দায়িত্ববোধের তাড়না অনুভব করতে পারলো সে।

পাভেল হয়তো কোনো বন্দুক যুদ্ধেও মারা যেতে পারে। বারানোভিচ এবং অন্যদের নিয়েও তার চিন্তা হচ্ছে। এরকম ভোতা অনুভূতির সাহসের মোকাবেলা আগে তাকে করতে হয় নি। আর এটা তাকে বিভ্রান্ত করছে।

ইউনিফর্ম খুলে শুধু শর্টস পরে চেয়ারে বসে আছে গান্ট। ভস্কোভকে যে লকারে রেখেছে সেখানেই জিআরইউ ইউনিফর্মটা রেখে দিয়েছে। লকারটা

আরেকবার খুলতে হয়েছিলো তাকে। এক হাত দিয়ে ভস্কোভের অচেতন শরীরটা ধরে রেখে আরেক হাতে ইউনিফর্মটা ভেতরে গুঁজে দিতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলো। তারপর ক্যাপ্টেন চেকভের দলা পাকানো বান্ডিলটা এককোণের একটি লকারের রেখে দিয়েছে সে।

ভস্কোভের চেহারার দিকে সে তাকায় নি। আরো একবার সবার অলক্ষ্যে মৃতদেহটা তালা মেরে রেখে শাওয়ারের ঝর্ণা ছেড়ে দেয়। বাষ্পের কারণে নিঃশ্বাস নিতে অস্বস্তি হলেও উষ্ণতা বোধ করছে এখন। চেয়ারে দু'পাশে পা ঝুলিয়ে দু'হাত ভাঁজ করে চোখ বুঝে আছে গান্ট। গরম পানির অবিরাম স্রোতের কারণে চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছে। তবে সে জানে এখন কোনোভাবেই ঘুমাতে পারবে না। শুধু চোখ দুটো বন্ধ করে চিন্তাভাবনা থেকে একটু রেহাই পেতে চাইছে।

পেছনের বিশ্রামকক্ষ থেকে কেউ একজন কথা বললো, প্রথমে সে খেয়াল করে নি। দ্বিতীয় বার ডাক দিতেই সজাগ হলো। নিজের অজান্তে চেয়ারটা যেনো মাটিতে পড়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থেকেই চমকে উঠলো সে।

"হ্যা, কে?" বললো গান্ট।

"সিকিউরিটি চেকিং, কর্নেল–খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

কেজিবি'ই হবে। একজন এজেন্ট বিলিয়ার্স্কের অভ্যন্তরে আছে বলে কন্টার্স্কির যে সন্দেহ সেজ্যেই শেষবারের মতো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

"কী চাই?"

"আপনার পরিচয়?"

আতঙ্কিত হয়ে গেলো গান্ট। ভস্কোভের মৃতদেহটা তাড়াতাড়ি লকারে রাখার সময় তার কাগজপত্রগুলোসহ তাকে ওখানে রেখে দিয়েছে। এখন কোত্থেকে কাগজপত্রগুলো দেখাবে? ওগুলো তো আছে ভস্কোভের পকেটে! কাজগগুলো দেখাতে না পারলে তারা তাকে...

কিভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাবে ভাবতে লাগলো। মাথাটা দ্রুত খাটাতে হবে। নইলে রক্ষা নেই। তার মাথায় যেনো হাতুড়ি পেটাচ্ছে কেউ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা সাংঘাতিকভাবে কঠিন হয়ে গেছে। স্পষ্টত তার রক্তে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবলো, ভস্কোভ অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পাওয়া লোক, এ ধরণের খবরদারি তার ভালো চোখে দেখার কথা নয়।

বিরক্ত হয়ে চিৎকার ক'রে বললো : "তুমি যে-ই হও না কেন, আমি এখন গোসল করছি। এরকম বোকার মতো প্রশ্ন করার কী মানে আছে বুঝতে পারছি না?" জলীয়বাষ্প ভর্তি কিউবিকলের ভেতরে তার গলার স্বর দূর্বল, চড়া আর

ঝোঁক শোনালো। বাইরে থেকে লোকটা গলা খাকারি দিলো সম্ভ্রমের সাথে, লজ্জিত ভঙ্গিতে। গার্ড আর তার মাঝখানে শুধু একটা ভারি পর্দা।

"দুঃখিত, কর্নেল, কিন্তু..."

"এটা অবশ্যই তোমার নিজের আইডিয়া, তাই না সৈনিক? আমি নিশ্চিত, কর্নেল কন্টার্স্কি এ রকম ফালতু অর্ডার দেন নি। রেস্টরুমে অনুসন্ধান চালাচ্ছো আর আমার মতো লোককে প্রশ্ন করছো?" গান্ট অনুভব করলো তার কণ্ঠে এখন শক্তিমত্তা আর ঔদ্ধত্য চলে এসেছে। ভস্কোভের ভূমিকা ঠিকঠাকমতোই দেখাতে পারছে তাহলে।

"এটা–আমার নির্দেশ, স্যার।" কথাটা শুনে বুঝতে পারলো লোকটা মিথ্যে বলছে।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলো গান্ট। যখন বুঝতে পারলো বেশি দেরি করে ফেলছে তখন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : "এখান থেকে চলে যাও! তা না হলে আমি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো।"

সে অপেক্ষা করতে থাকলো। সন্দেহ নেই লোকটা বাথরুমের পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে তার ছায়াটা দেখতে পাচ্ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য লোকটা পর্দা সরিয়ে দেখবে কিনা সে কথাই ভাবছে গান্ট। চেকভের মারাকভ অটোমেটিক পিস্তলটা এখন আর তার সাথে নেই। বাথরুমের দরজার পেছনে ঝুলানো ভস্কোভের বাথরোবের পকেটে সেটা রাখা আছে। এমন একটা ভুলের জন্য নিজেকে গালি দিলো মনে মনে। একই সাথে ভাবতে লাগলো, লোকটা তাকে গুলি করার আগেই খালি হাতে তাকে মেরে ফেলতে পারবে কি না।

সময় চলে যাচ্ছে। আবারো বিরাট এক শূন্যতার অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। যেনো সমগ্র পৃথিবীটা কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। নিস্তেজ, অবসন্ন, শক্তিহীন হয়ে পড়ছে সে।

"দুঃখিত, স্যার–তবে একটু সাবধানে থাকবেন। কর্নেল আমদেরকে হত্যা করার আদেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। এই এজেন্ট লোকটা নাকি খুব বিপজ্জনক। আপনার ফ্লাইট শুভ হোক," শুভ কামনা জানিয়ে বললো সে।

গান্টের মনে হলো তার শরীরের সব রক্ত বুঝি পাম্প হয়ে মাথায় উঠে গেছে। চিনচিন করছে তার কপালটা।

রেস্টরুমের দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ সে শুনতে পেলো না। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। যখন বুঝতে পারলো কেজিবির লোকটা চলে গেছে তখন শাওয়ারে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো। ভস্কোভের বাথরোবের পকেট হাতড়ে অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো গান্ট। ব্যারেলের ঠাণ্ডা ধাতব অংশটা কপালে ঠেকিয়ে বাম হাতটা মুখের সামনে এনে ধরলো। আস্তে আস্তে কাঁপছে হাতটা। আর

ক্রমশই সে কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ তার চেহারায়। বাথরুমের চেয়ারে ভেঁজা অবস্থায় বসে দুই হাঁটুর মাঝে অস্ত্রটা রেখে দিলো।

গান্ট সন্ত্রস্ত। ভাবলো, আবারও বোধহয় সেই দুঃস্বপ্নটা দেখবে। সে জানে, এই কয়েক মিনিটে তার দুঃসাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস আর স্নায়ুশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নটা থামানোর শক্তি যেনো তার নেই।

মনে হলো পা দুটোর মাংসপেশী অবশ হয়ে গেছে। সেই দুঃস্বপ্নের অনিবার্য সঙ্গী এই পক্ষাঘাত। কিন্তু তার আগেই শরীরটা শুকিয়ে ভস্কোভের প্রেসার-সুটটা পরে নেওয়া দরকার। নয়তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পা দুটো যেনো মস্তিষ্কের সংকেত মানছে না। ভীষণ দূর্বল লাগছে। পেছনে হেলান দিলো। উরুতে জোরে জোরে চাপড় মারলো, যেনো বিদ্রোহের জন্য তাদের শাস্তি দিচ্ছে। বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে উরুতে আঘাত করেও তেমন অনুভূতি হলো না। সেই পক্ষাঘাত ফিরে এসে যেনো আবার তাকে গ্রাস করেছে...

সে জানে, ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। একটু পরই এই দুঃস্বপ্ন আর অবশ অবস্থা কেটে যাবে, এটুকু আশা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

কোনো কিছু পোড়ার গন্ধ টের পেলো গান্ট। আগুনে পুড়লে কাঠ যেমন শব্দ করে গোসলখানার ঝর্ণায় সেরকম শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। পোড়া মাংসের গন্ধ পাচ্ছে সে...

এয়ারক্রাফটের পাশে বারানোভিচ, ক্রেশিন আর সেমেলোভস্কিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে কফি আর স্যান্ডউইচ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে তাদের আপ্যায়ণ করা হচ্ছে সেটাকে বিদঘুটে এক তামাশা বলেই মনে হচ্ছে তাদের কাছে। আজ্ঞাবহ সুবিধাবাদী আর শ্লেষপটু গ্রোশসহ বাকি টেকনিশিয়ানরা যখন হ্যাঙ্গার ছেড়ে পাশের নিরাপত্তা ভবনের রেস্টুরেন্টে ঢুকলো তখন জুনিয়র কেজিবি অফিসারেরা নির্দেশ দিয়ে গেলো, সন্দেহভাজন এই তিনজনকে যেনো হ্যাঙ্গার সিকিউরিটির কমান্ডের অধীনে রাখা হয়। গার্ডরা তাদের থেকে দশ গজ দূরে দৃশ্যত উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বারানোভিচ উষ্ণ, মিষ্টি পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে কৃতজ্ঞতার সাথে ভাবালো তাদের ব্যাপারে কী করা হবে সেটা নিয়ে কেজিবি এখনও মনস্থির করতে পারে নি। তার কাছে মনে হচ্ছে ওরা সবচাইতে সহজ পথটাই বেছে নিয়েছে–প্রতিটি মুহূর্তে তাদের উপর যে নজরদারি করা হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করেছে তারা। ক্রেশিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো বারানোভিচ। তার ঠোঁট কাঁপছে।

"আমি জানি, ইলিয়া," বারানোভিচ বললো। "এটা অনেকটা ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো। আমরা তিজন প্লেনটার দিকে পেছন ফিরে আছি আর গার্ডরা তৈরি হয়ে আছে বন্দুক হাতে।" ক্রেশিন তার কথায় সায় দিয়ে ঢোক গিললো। মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করছে সে। "ভয় পাবে না।" আস্তে করে বললো বারানেভিচ।

"ভয় না পেয়ে তো পারছি না, পিওতর," জবাব দিলো ক্রেশিন।

বারানোভিচ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "অনেক বছর আগেই আমার ভেতর থেকে ভয় চলে গেছে।" তরুণ ক্রেশিনের পাশে এসে তার কাঁধের উপরে হাত রাখলো বারানোভিচ। টের পেলো ক্রেশিনের শরীর কাঁপছে। তার দিকে চোখ তুলে তাকালো ক্রেশিন। সত্যের মুখোমুখি হতে চায় সে। সান্ত্বনা পাওয়ার মতো একটা মিথ্যা কথা শুনতে চায়। বারানোভিচ বিষন্নভাবে মাথা নাড়লো। "মেয়েটাকে তুমি খুব ভালোবাসো?"

"হ্যা," ক্রেশিনের চোখ দুটো আঁদ্র হয়ে গেলো। জিহ্বা দিয়ে নীচের ঠোঁট চাটলো সে।

"সেজন্যে আমি দুঃখিত," বারানোভিচ বিড়বিড় ক'রে বললো। "তাহলে তো এই ব্যাপারটা তোমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে।"

ক্রেশিন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছেছে ব'লে মনে হলো। বয়োবৃদ্ধ বারানোভিচের হাতটা তার কাঁধের উপরেই আছে, বুঝতে পারছে দেহের কাঁপুনি জোর করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে সে।

"আপনি যদি এটা করতে পারেন–তাহলে, আমিও...আমিও পারবো..." বললো সে।

"ভালো। এখন কফি খেয়ে নিজেকে গরম করে নাও। ওখানে যে গার্ড আছে সে ভাবছে তুমি ভয় পেয়ে গেছো। তাকে এভাবে খুশি কোরো না।"

"এখন আমরা কি করবো?" গলা চড়িয়ে বললো সেমেলোভস্কি। মনে হলো যেনো পুরো প্রক্রিয়াটাই সে সম্পন্ন ক'রে ফেলতে চাচ্ছে। সেই সাথে নিজের ধ্বংসটাও। "আমাদের হাতে সময় খুব কম। ক্রেশিন এবং আমি টেইল অ্যাসেম্বলির কাজ যতোটা সম্ভব মন্থর করে দিয়েছি কিন্তু সেটা প্রায় সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে এখন।"

বারানোভিচ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি বুঝি। আধা ঘণ্টা বা তার চেয়ে একটু বেশি সময়ের মধ্যে যদি আমরা শেষ করতে না পারি তখন দেখা যাবে, যাকে আমি ঘৃণ্য শয়তান বলে মনে করি সেই গ্রোশও সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠবে।" কফিতে চুমুক দিলো সে। তার জন্যে শূকরের মাংসে তৈরি ক্লাব-স্যান্ডউইচ আনা হয়েছে। সেটাতে একটা কামড় বসালো। "ওখানে

আমাদের যে বন্ধুরা আছে, তারা কিসের ইঙ্গিত করছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? কোনো অস্পষ্ট কিছু নয়–খেল খতম–এটাই তারা বলছে।" সেমেলোভস্কির দিকে তাকালো সে।

"নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। তাহলে উইপন্স ট্রায়ালই হবে আমাদের ডেডলাইন।"

"এ ব্যাপারে কি তোমার কোনো আপত্তি আছে?"

"আপনার আছে কি?" সরাসরি প্রশ্নটা করলো সেমেলোভস্কি।

গার্ডরা বারানোভিচের দিকে চেয়ে ফিসফাস করে কথা বলছে। নিজের সহকর্মীদের দিকে তাকালো সে। তাদেরকে বোঝাতে চাইলো, বয়স যতো বাড়ে জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ততোই কঠিন হয়ে যায়, সেটা কোনো সহজ কাজ নয়। বলতে চাইলো, ভালো-মন্দ যাইহোক না কেন, খুশি মনে তরুণেরাই আত্মত্যাগ করতে পারে। দায়-দায়িত্ব আর দোষ ত্রুটির বিশাল বোঝা অনুভব করছে না সে। যে উত্তরটা সে দিলো, তাদের দু'জনেরই সেটা দরকার ছিলো। তারাও সেটাই শুনতে চাইছিলো।

"না," বললো সে।

সেমেলোভস্কি মাথা নেড়ে সায় দিলো। "একেবারে আপনার মতোই কথা বলেছেন।"

দোষী মানুষের মতো তিক্ত একটা ঢোক গিললো বারানোভিচ। সে-ই তো তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে-ই তাদেরকে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে কিংবা সুতীব্র যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বারানোভিচ অন্যদের ব্যাপারে যেমন নিজের ব্যাপারেও তেমনি নির্দয়। নিজের দোষ ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নিলো, তাদের জন্যে অন্তত দ্রুত মরণের ব্যবস্থা করবে সে।

"যা বলেছিলাম, আগুন। না, ওদিকে তাকিও না। দ্বিতীয় প্রোটোটাইপের কাছে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে আমাদের একজনকে ওদিকে যেতে হবে। এখন নির্দিষ্ট একটা সময় ঠিক ক'রে ফেলা দরকার।"

"সাড়ে ছ'টার বেশি দেরি করা যাবে না," সেমেলোভস্কি তার স্বভাবসুলভ অস্থির, রুষ্ট ভঙ্গিতে তড়বড় ক'রে কথাগুলো বললো। "আমার ধারণা, ওই সময়টাতেই কাজ করতে হবে।"

"ঠিক দ্বিতীয় প্রোটোটাইপটার চারপাশে। যেমনটা বলেছি, দ্বিতীয় প্লেনটা যেনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়," বারানোভিচ বললো। "তাতে ক'রে আমাদের আমেরিকান বন্ধুর দারুণ সুবিধা হবে। তখন এই এয়ারক্রাফটা..." তার পাশে থাকা বিমানের ঠাণ্ডা ধাতব বডির উপর হাত রেখে বললো, "হ্যাঙ্গারের বাইরে

নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। গান্ট যদি সঠিক সময়ে এসে পাইলটের ককপিটে বসে পড়তে পারে তাহলে কেউ তার কাগজপত্র দেখতে চাইবে না। তার মুখটাও ভালো ক'রে দেখবে না কেউ।" অন্যদের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখলো সে। অনিবার্য মৃত্যু যেনো তাদের চোখে উঁকি দিচ্ছে।

সেমোলোভস্কি মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার চেহারা কোমল হয়ে এসেছে। সে বললো, "আমি কোনোভাবেই চাই না কর্নেল কন্টার্স্কি তার চাকরিজীবন বিধ্বস্ত হবার সমস্ত ক্ষোভ আর হতাশা ঝাড়তে গিয়ে আমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলুক।"

"ইলিয়া, তুমি কি বুঝতে পারছো, আমি কি বলছি?" বারানোভিচ জিজ্ঞেস করলো।

তরুণ লোকটা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো : "হ্যা, পিওতর ভার্সিলিয়েভিচ–আমি ঝুঝতে পারছি।"

"ভালো, তোমাদের কাছে বন্দুক আছে না?" ক্রেশিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "বেশ। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ম্যাক্সিম ইলিচ, তোমাকেই প্রথম গুলি ছুড়তে হবে। তাছাড়া..." হাসতে হাসতে বললো সে। "তোমাকে দেখে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক ব'লে মনে হয়।"

"উমমম...খুব ভালো। ছয়টা দশে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে আমি টয়লেটে যাবো। কোনো গার্ড যদি আমার সাথে যায় তো তার কপাল খারাপ!" ছোটোখাটো টেকো লোকটা বুক থেকে টেনে নিঃশ্বাস ফেললে তাকে খুব হাস্যকর দেখালো। তবে বারানোভিচ ভালো করেই জানে, দরকার হলে সেমেলোভস্কি খুন করতে দ্বিধা করবে না। কোনো কারণে তিন জনের মধ্যে সে-ই সবচাইতে মরিয়া। নতুন ধর্মান্তরের জোশ তার মাঝে এখনও টগবগ করছে...সে একজন ক্রুসেডার।

"যদি প্রয়োজন পড়ে গার্ডটাকে খুন করবে। তুমি আহত হও সেটা আমরা চাই না।"

"আমি গুলি করার আগ পর্যন্ত নয়, বুঝলেন...?" ছোটোখাটো লোকটার চোখ দুটো পিট পিট ক'রে উঠলো। যে ধরণের চ্যালেঞ্জ আর দুঃসাহসিকতা সে অনুভব করছে বারানোভিচ তা আঁচ করতে পারলো। যদিও সেটা কি বারানোভিচ জানে না। গান্টকে গাড়ির বুটে করে গার্ডদের গেটের কাছে যখন নিয়ে গিয়েছিলো তখন তার মধ্যেও এরকম একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিলো।

"না। তার আগ পর্যন্ত নয়," মাথা দোলাতে দোলাতে বারানোভিচ বললো। "টয়লেট থেকে ফিরে এসে প্রোটোটাইপ টু-এর পেছনে দেখবে জ্বালানির কিছু ড্রাম রাখা আছে।"

"কিভাবে আগুন লাগাতে হবে সেটা আমাকে বলার দরকার নেই, পিওতর ভার্সিলিয়েভিচ," গজগজ করতে করতে কথাগুলো বললো সেমেলোভস্কি।

"তা ঠিক। শুধু খেয়াল রাখবে বেশ দ্রুত আর বিশাল আকারে যেনো আগুন ছড়িয়ে পড়ে।"

"তাই হবে।"

"ছয়টা বারো মিনিটে," বারানোভিচ বললো, "আগুন দেখে সিকিউরিটি গার্ডসহ সবার মনোযোগ ঘুরে যাবার আগ পর্যন্ত তুমি, আমি এবং ইলিয়া দ্বিতীয় এয়ারক্রাফটে যাওয়ার পথটা আগলে রাখবো। বুঝতে পারছো?"

"হ্যা, আমরা সবাই সেই মনোযোগ বিঘ্ন ঘটাবার কাজের অংশীদার?"

বারানোভিচ মাথা নেড়ে সায় দিলো। হ্যাঙ্গারে মানুষের আওয়াজ, প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এয়ারক্রাফটের ফিউসলেজের নিচ দিয়ে তাকালো সে। "কাজে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।" ঘড়ি দেখলো বারানোভিচ। "সেকেন্ড গণনা শুরু করো...পাঁচটা বেজে তেইশ মিনিট এখন। সুযোগ বুঝে, যখন কেউ দেখতে পাবে না, তোমরা তোমাদের ঘড়ির সময় ঠিক ক'রে নেবে।"

দুই সঙ্গীর দিকে তাকাতেই হঠাৎ করে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। "শুভ কামনা রইলো, বন্ধুরা," বললো সে। তারপর পাইলটের মইটা বেয়ে উঠতে শুরু করলো। পেছন ফিরে এক মুহূর্ত তাকে দেখলো ক্রেশিন। তারপর সেমেলোভস্কির পেছন পেছন ফায়ারফক্সের লেজের কাছে চলে গেলো সে। গার্ডদের দিকে একবার তাকালো। তারা এখন অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করার জন্যে ফিরে যাচ্ছে।

তাদের উপর সমস্ত ঘৃণা পুঞ্জীভূত করো, মনে মনে বললো সে। তাদেরকে ঘৃণা করো, তারা যার প্রতিনিধিত্ব করে, তারা যেসব কাজ করে, সবকিছুকে ঘৃণা করো...

কন্টার্স্কি ঘড়ির দিকে তাকালো। ছয়টা বেজে সাত মিনিট। এইমাত্র সেন্টার থেকে একটা খবর পেয়েছে সে—এক ধরনের দুঃসংবাদই বলা যায়—একটা টুপোলেভ টিইউ-ওয়ান্‌ফোরফোর এয়ারলাইনার ফার্স্ট সেক্রেটারি, কেজিবি চিফ, সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সোভিয়েত এয়ারফোর্স মার্শাল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারকে নিয়ে মস্কো থেকে রওনা হয়ে গেছে। আশা করা হচ্ছে ছ'টা ত্রিশ মিনিটে বিলিয়ার্স্ক এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করবে ওটা। খবরটা হতভম্ব করে দিয়েছে তাকে, রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে সে। কথা ছিলো ন'টায় এসে

পৌঁছাবে, সময়টা হঠাৎ এভাবে এগিয়ে নিয়ে আসার কারণ বোধগম্য হচ্ছে না তার। কয়েকটা জরুরি কাজ বাকি রয়েছে এখনও, সেগুলো শেষ করার আগেই যদি তারা এসে পড়ে, সব ওলটপালট হয়ে যাবে। রাগে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে, সেই সাথে বাস্তবসম্মত চিন্তাও উঁকি দিচ্ছে তার মনে। ভাবছে, প্রিয়াবিনের সাথে আরো একবার যোগাযোগ করবে কিনা। বিলিয়ার্স্কে যে বিদেশী এজেন্ট অনুপ্রবেশ করে এখনও মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করছে তার সম্পর্কে তার কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া যেতো। এই সব চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে সে। এছাড়া তার পক্ষে করার মতো আর কিছু নেইও।

নিরাপত্তা ভবনের উন্মুক্ত ডিউটি রুমে একটা ভাঙা টেবিল ঘিরে একদল লোক বসে আছে। যে দলগুলো প্রোজেক্ট এলাকাতে আগাগোড়া চিরুণী অভিযান চালিয়েছে...তারা সবাই এখন সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করছে। সর্বশেষ অনুসন্ধান সম্পন্ন হয়ছে কিছুক্ষণ আগে। যথারীতি ফলাফল শূন্য।

তাদের নিচে সাদা দেওয়াল আর শক্তিশালী আলোর একটা ছোট্ট কক্ষ আছে। ঢেরকভ এবং তার স্ত্রীকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মারধর করে প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছে লোকটাকে, তবু একটা কথাও তার মুখ থেকে বের করা যায় নি এখনও। প্রথমে বউটার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে স্বামীর চোখের সামনে। কোনো লাভ হয় নি। আক্ষরিক অর্থেই ঢেরকভকের গায়ের ছাল তুলে ফেলা হয়েছে। কয়েকজন অফিসারের শুধু শুধু সময় নষ্ট।

ডাক্তার মাদক ব্যবহার করে লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে গভীর অচেতন অবস্থায় পাঠিয়ে দেয়। জেগে ওঠার পর থেকে তার আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহিলা তার স্বামীর এতো বড় ক্ষতি নিজের চোখে দেখার পরও ঐ এজেন্টের অবস্থান কিংবা পরিচয় জানায় নি। কন্টার্স্কি মহিলার উপর আবারো পেন্টাথল ব্যবহার করার জন্য ডাক্তারকে নির্দেশ দিলে ডাক্তার অনীহা প্রকাশ করে। কন্টার্স্কি সন্দেহ করেছে মহিলার উপর খুব কম ডোজই দিয়েছে ডাক্তার। এ নিয়ে সে তার সাথে চিৎকার চেঁচামেচিও করেছে।

সেন্টার অফিসে যোগাযোগের জন্য কন্টার্স্কি অপেক্ষা করছে এখন। ডেস্কে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে তাল ঠুকছে সে। প্রিয়াবিনকে আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পিউটার রুমে কন্টার্স্কির কল ট্রান্সফার করা হচ্ছে, অপেক্ষায় আছে সে। তার চোখ গেলো টেবিলে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে। নিচু হয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে তারা। আশাব্যঞ্জক জবাব দেওয়ার জন্য কেউ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাচ্ছে না। কন্টার্স্কির খুব রাগ হচ্ছে। যেনো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। মনে হচ্ছে একটা ফাঁদে পড়ে গেছে সে।

প্রিয়াবিন তার উর্ধ্বতন অফিসারের টেলিফোন কলের জবাব দেওয়ার সময় হাঁপাতে লাগলো। যদিও মনে হচ্ছে দূর থেকে ভেসে আসছে সেটা তারপরও পরিস্কার তার কণ্ঠটা শুনতে পাচ্ছে কন্টার্স্কি। উল্লাসের ছোঁয়াও তাতে আছে। সমাধানের কাছাকাছি পৌছাতে পেরে তার নিজের পাকস্থলি লাফিয়ে উঠলো।

"কর্নেল, আমরা তাকে পেয়েছি। তাকে শনাক্ত করা গেছে!" শুনতে পেলো প্রিয়াবিন বলছে তাকে। "কর্নেল, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?"

"জলদি আমাকে বলো, প্রিয়াবিন?" কন্টার্স্কির কথাটা শুনে একেবারের কাছের দুই একজন মাথা তুলে দেখলো। তারা আঁচ করতে পারলো, অবশেষে সাফল্য বোধহয় ধরা দিয়েছে।

"একজন পাইলট সে!...মিচেল গান্ট–আমেরিকান নাগরিক..."

"আমেরিকান?" যন্ত্রের মতো কথাটার পুণরাবৃত্তি করলো কন্টার্স্কি।

"হ্যা, তাদের মিগ স্কোয়াড্রনের সদস্য। রুশ প্রযুক্তির মোকাবিলায় তাদের পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই স্কোয়াড্রন গড়ে তুলেছে তারা। এর নামকরণ করা হয়েছে অ্যাপাচি গ্রুপ। রেড এয়ারফোর্স এবং আমাদের দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে মিরর স্কোয়াড্রন।"

"বলে যাও, প্রিয়াবিন। তাকে কেন পাঠানো হলো?"

"সহজ ব্যাপার, অন্য যে কারোর চেয়ে সে আমাদের এয়ারক্র্যাফটটাকে ভালো করে চেনে। স্যাবোটাজ করার জন্য কিংবা তথ্য আরোহণ করার জন্য তাকে বেছে নেয়াটাই তো সুবিধাজনক–সম্ভবত সে খুব কাছ থেকে আমাদের মিগ-৩১কে পর্যবেক্ষণ করতে চায়?" লাইনের অন্য প্রান্তে নীরবতা নেমে এলো। ভয়ানক একটি সত্য। আর সেটা দু'প্রান্তের দু'জনকেই একই সময়ে বিদ্ধ করলো। নীরবতার মাঝে ছোটো এক টুকরো পাথরের মতো তলিয়ে গেলো কন্টার্স্কির কণ্ঠস্বর।

"সে–সে ঐ কাজের জন্য ওখানে যায় নি..."

"অবশ্যই যায় নি।"

কাঁপা কাঁপা গলায় কন্টার্স্কি বললো : "ধন্যবাদ, দিমিত্রি। ধন্যবাদ তোমাকে। খুব ভালো কাজ করেছো।" রিসিভারটা রেখে কয়েক মিনিট ধরে সামনে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর আবারো রিসিভারটা তুলে নিয়ে হ্যাঙ্গারে গার্ডপোস্টের নাম্বারে ডায়াল করলো। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কন্টার্স্কি।

"সারনিক বলছো? বারানোভিচ এবং অন্যদেরকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করো!"

"আপনি কি কোনো খবর পেয়েছেন, স্যার?"

"হ্যা, পেয়েছি। এক্ষুণি! আমি তাদের কাছ থেকে এখনই জানতে চাই, ঐ এজেন্ট লোকটা কোথায় আছে। কাউকে ঐ এয়ারক্রাফটের ধারে কাছেও ঘেষতে দিও না। কাউকেই না! বুঝেছো?"

"জি, স্যার।" সারনিক রিসিভার রেখে দিলে কন্টার্স্কি আবারো রুমের চারপাশে তাকালো। কাগজপত্র নিয়ে নিষ্ফল কাজ ক'রে যাচ্ছে কিছু লোক। তাদের দিকে তাকালো সে, তারপর ঘড়ি দেখলো। ছয়টা বেজে এগারো মিনিট। "তোমরা সবাই!" চিৎকার করে উঠলো সে। "এক্ষুণি হ্যাঙ্গারে চলে যাও–না, অর্ধেক হ্যাঙ্গারে চলে যাও–বাকি অর্ধেক এই বিল্ডিংটা তল্লাশি করতে নেমে পড়ো। জলদি!"

লোকজন নিজেদের কোট গায়ে চাপিয়ে অস্ত্র চেক ক'রে কাজে নেমে পড়তে লাগলো। পুরো ঘরটা যেনো নড়েচড়ে উঠলো তার সামনে।

দূর থেকে একটা কণ্ঠ বললো : "আমরা কাকে খুঁজবো, স্যার?"

"একজন পাইলটকে! হারামজদা এক পাইলট!" প্রায় উন্মত্তের মতো চিৎকার ক'রে বললো কন্টার্স্কি।

হ্যাঙ্গারের শেষ প্রান্তে টয়লেট থেকে সেমোলোভস্কিকে বেরিয়ে আসতে দেখলো বারানোভিচ। ছোটোখাটো লোকটা এবার হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে একেবারে নিরুদ্বিগ্ন সে। বারানোভিচ অপেক্ষা করতে লাগলো। একটা গার্ড সেমোলোভস্কিকে অনুসরণ করে বাথরুমের দিকে গিয়েছিলো। সেই লোকটা ওখান থেকে আর বের হয়ে আসবে কিনা সে ব্যাপারে বারানোভিচের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সেমোলোভস্কি প্রটোটাইপ টু-এর কাছে কাছে পৌছে গেলো। গার্ডটার টিকি এখনও দেখা যাচ্ছে না। বারানোভিচ হাসলো, দুর্দান্ত সফলতার হাসি। সেমোলোভস্কি সম্ভবত কোনো স্প্যানার কিংবা রেঞ্জ দিয়ে গার্ডকে হত্যা করেছে। ওভারঅলের উপরে একটা কোট পরে আছে সে, তাপমাত্রার কারণে নয়, কোমরে অটোমেটিক অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। সাদা কোটটার বোতাম আলগা করে দিয়ে ক্রেশিনের দিকে না তাকিয়েই মাথা নাড়লো। সে জানে, ক্রেশিন তার কাছে থেকে সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

ছয়টার একটু পরেই এয়ারক্রাফট নিয়ে কাজ শেষ হলে গ্রোশের সন্দেহ হলো, বারানোভিচ তার কাজ শেষ করতে দেরি করছে। তবে সে ধরে নিলো ভয়ে হাত চলছে না বলেই দেরি হচ্ছে। কাজ শেষ হতেই সে ক্যান্টিনে চলে

গেছে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারার জন্য। যাবার সময় তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি লেগে ছিলো। শুধু পিলাচ নামের একজন, বারানোভিচের মতো সেও একজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট, হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলো। পিলাচের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো বারানোভিচ।

কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটারের সুইচে চাপ দিলো সে। বোতামে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেই গান্টের বাহুতে আঁটকানো ব্লিপারটা প্রতি সেকেন্ডে একবার পিপ পিপ করে শব্দ করবে। গান্ট ছাড়া আর কেউ সে শব্দ শুনতে পাবে না। শব্দ পেলেই সে বুঝে যাবে হ্যাঙ্গারে যাওয়ার সময় হয়েছে তার।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালো বারানোভিচ। তার আর সবচেয়ে কাছের গার্ডের মাঝখানে পঁচিশ গজের মতো ফারাক। ত্রিশ গজের মধ্যে ওরা চারজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারারাত জাগার পরও সকালের এই সময়টাতে তাদের ক্লান্ত বা অমনোযোগী ব'লে মনে হচ্ছে না। এতো বেশি তাদের পালাবদল করা হয়েছে যে, একঘেঁয়েমি বা ক্লান্তি তাদের ছুঁতেই পারে নি। হ্যাঙ্গারের শেষ মাথায় তাকালো সে। সাফল্যের সম্ভাবনায় তার বুকটা লাফিয়ে উঠলো। তার কাছে মনে হলো, সেমোলোভস্কির লাইটার বা দেশলাইয়ের আগুন সে দেখতে পেয়েছে। প্রায় সাথে সাথে, তার চোখের সামনে দিয়ে আগুনের একটা বিশাল শিখা জ্বলে উঠলো। সেমোলোভস্কির ঝুঁকে থাকা দেহটা আর দেখতে পেলো না। জানতেও পারলো না, লোকটা হঠাৎ আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে মরেছে কিনা।

কোমর থেকে অস্ত্রটা বের করে ঘুরে দাঁড়ালো সে। আগুনের লেলিহান শিখা হ্যাঙ্গারের ছাদ ভেদ করে উপরে উঠতেই একজন গার্ড চিৎকার করে উঠলো। কয়েক সেকেন্ড আর কোনো শব্দ নেই। তারপর তার পেছন থেকে একসাথে সবাই চিৎকার জুড়ে দিলো। শক্তহাতে অস্ত্রটা ধরে সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো গার্ডের পেটে গুলি চালালো সে। তারপর দ্রুত ক্রেশিন এবং হ্যাঙ্গারের অন্যপ্রান্তের দিকে চলে গেলো বারানোভিচ। মাথা নিচু করে দৌড়ে যাবার সময় একটা বুলেট ছুটে এলো তার দিকে কিন্তু সেটা গিয়ে বিদ্ধ হলো অ্যারোপ্লেনের ফিউসলেজে। কেউ একজন চিৎকার করে গুলি না করার জন্য বললো। কারণ তাতে করে মিগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিশ্চল, জমে থাকা ক্রেশিনকে ধাক্কা দিয়ে ধাতস্থ করে তাকে নিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে লাগলো যেনো অন্য সবার মতো তারাও আগুনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। এই নাটকটা করে আপন মনে হেসে ফেললো সে।

এবার তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠলো অ্যালার্ম। এখানকার সবাইকে অজস্রবার ফায়ার ড্রিল করানো সত্ত্বেও বারানোভিচের মনে হলো, লোকজন ছুটে লেলিহান শিখার দিকেই যাচ্ছে। কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলো সে। দেখতে পেলো আগুনের সামনে এখন বেশ অনেক লোক। একজন লোককে দেখেই চিনতে পারলো বারানোভিচ। সেমেলোভস্কি। তার সাদা কোট লাল হয়ে গেছে। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। অটোমেটিক পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ক্রেশিনের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। মরুভূমির মতো আগুনের উত্তাপ মুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। পকেটে রাখা ট্রান্সমিটারের সুইচ চাপলো। প্রার্থনা করলো, যে সংকেত এখন পাঠাচ্ছে তা যেনো গান্টের কাছে গিয়ে পৌছায়। একটা ধাক্কা খেলো বারানোভিচ। হোসপাইপ টেনে নিয়ে যাচ্ছে একজন গার্ড। আরো একজন চলে এলো সেই গার্ডকে সাহায্য করার জন্য। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো ছয়টা তেরো বাজে। মাথা উঁচিয়ে মানুষের ভীড়ের মধ্যেও ফায়ারফক্সের কাছে থাকা গার্ডকে দেখতে পেলো সে। আরো দেখতে পেলো ফায়ারফক্সকে ঘিরে একটি বলয় তৈরি করে রেখেছে অসংখ্য গার্ড। তারা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে, আগুন ধরাবার পেছনে কি মতলব কাজ করছে, ওরা হয়তো সেটা টের পেয়ে গেছে। বুঝে গেছে কিংবা অনুমান করছে, বিলিয়ার্স্কে এজেন্টটা কে আর কি তার উদ্দেশ্য।

যেভাবেই হোক, তাদের এই চালাকিটা হয়তো তারা ধরে ফেলেছে। তার ধারণা ছিলো হ্যাঙ্গারে আগুন লাগলে গার্ডরা সবাই আগুন নেভাতে ছুটবে। কিন্তু না! শত গোলযোগের মধ্যেও কারোও না কারোও মাথা ঠিকই কাজ করে। মিগটাকে এই হৈহল্লার মধ্যেও অরক্ষিত রাখা হয় নি। দেখতে পেলো সারনিক গার্ডদের বলয় তৈরির আদেশ দিয়ে হ্যাঙ্গার সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত জুনিয়র অফিসারদের আগুন নেভানোর জন্য দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে লাউডস্পিকারে একটা কণ্ঠ বেজে উঠলো। সচল লাভার মতো আগুনের শিখা প্রটোটাইপটার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের পেছন দিকটা। হোসপাইপ আর অগ্নিনির্বাপক সাথে নিয়ে সবচেয়ে সামনের সারিতে যেসব গার্ডরা আছে তারাও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

লাউডস্পিকারে সবাইকে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। অ্যালার্মের আওয়াজ আর অগ্নিনির্বাপনের শব্দ ছাপিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে বার বার। হ্যাঙ্গারের ভেতর একটা ফায়ার টেন্ডার ঢুকলো। সোজা পেছন দিকে ছুটলো সেটা। একদল ইউনিফর্ম পরা গার্ড ঢুকলো হ্যাঙ্গারে। ওদের দেখেই বুঝে গেলো ক্রেশিন এবং তাকে এখনই

গ্রেফতার করা হবে। এখন একটা কাজই করার আছে–ওরা যেনো তাকে দেখতে পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যে দলটি ফায়ারফক্স ঘিরে আছে, সম্ভব হলে তাদেরকেও সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। লোকজন যেদিকে পিছু হটে যাচ্ছে, সেদিকটাতেই চলতে শুরু করলো। যেতে যেতে দরজার দিকে তাকালো, এখান দিয়েই গান্ট হ্যাঙ্গারে ঢুকবে। কিন্তু তার টিকিটাও দেখতে পেলো না।

প্রথম দিকে ব্লিপারের সংকেতটাকে মাংসপেশীর খিঁচুনী ভেবেছে গান্ট। শব্দটা তার কানে পৌঁছাতেই পারে নি, কারণ তার নিজের ঐ দুঃস্বপ্নের মধ্যে জ্বলতে থাকা শিখা তাকে পুরোপুরি গ্রাস ক'রে ফেলেছে। এখনও বাথরুমের সিটে বসে আছে আড়ষ্ট হয়ে। ঘামে তার শরীর ভিজে গেছে। বাহুতে যে কিছু একটা স্পন্দিত হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে কিন্তু সেটা কি দেখার জন্যে হাত নাড়াতে পারছে না। দুঃস্বপ্নটা এখন সমাপ্তির পথে। অধীর হয়ে মুক্তির অপেক্ষায় আছে সে। এখান থেকে বের হবার দরকার নেই, দরকার নেই যুদ্ধ করার। দুঃস্বপ্নটা সব সময়ই বাজে ব্যাপার ছিলো কিন্তু এখন সেটা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে যেনো। অতীতের নানা ঘটনার ছবি স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়াউড়ি করছে। স্মৃতির অ্যালবামের ছবিগুলো ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

প্রতি সেকেন্ডে হওয়া ব্লিপগুলো তাকে উদভ্রান্ত ক'রে তুলছে। তার মনের একটা অংশ দুঃস্বপ্নটাকে অবলোকন করে যাচ্ছে আর অন্য একটা অংশ চাচ্ছে সেটা থামিয়ে দিতে।

হঠাৎ করে তার চোখের সামনে ফায়ারফক্সের ছবিটা ভেসে উঠলো, তারপর ভেসে উঠলো তার জন্যে তৈরি করা ককপিট-সিমুলেটরের স্মৃতিটা। যেটা দিয়ে সে প্রশিক্ষণ নিয়েছে...সে জানে ওটা কি। বারানোভিচ। দেখতে পেলো তার প্রাজ্ঞ মুখটা দেবতুল্য করুণা নিয়ে সদয় চোখে অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

টিকটিক শব্দ আর হৈহল্লার আওয়াজ যেনো তাল মিলিয়ে চলছে একসাথে। বারানোভিচ ব্লিপারটা তার বাহুতে লাগিয়ে দিয়েছিলো। গভীর কালো জলরাশিতে অনিয়মিতভাবে নুড়ি পাথর পড়লে যেমন শব্দ হয়, ঠিক সেরকমই শোনাচ্ছে এখন। ব্লিপটা হচ্ছে সতর্ক সংকেত–অবিরাম ব্লিপ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। তাকে কাজে নেমে পড়ার নির্দেশ সেটা।

নড়াচড়া করার চেষ্টা করলো। মনে হলো কোনো বিরাট স্রোতের বিপরীতে চলছে। যেনো এক জায়গায় গেঁথে রাখা হয়েছে তাকে। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সরতে সক্ষম হলো গান্ট।

বাথরুমের ভেতরটা দৃষ্টির গোচরে এলো। মাথা নেড়ে শক্ত দু'হাত ঘষলো গালে। অচৈতন্য অবস্থা থেকে ফিরে আসার চেয়েও বাজে ব্যাপার সেটা। এখন পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে যেনো আসছে সেই আওয়াজ। দুঃস্বপ্ন দেখার পর যে আড়ষ্ট অনুভূতি হয় সেটা কাটিয়ে উঠে নড়াচড়া করতে সব সময়ই সে ভয় পায়। কিন্তু এখন তাকে সেটাই করতে হবে।

অনেকটা জোর করেই বাথরুমের দরজা খুললো বেরিয়ে এলো। উরুতে ভোঁতা আর অচেনা এক যন্ত্রণা বোধ করছে। তার মনে পড়ে গেলো ভস্কোভের প্রেসার-সুটটা লকারে রাখা আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলো এবার। সাবলিলভাবে হাটতে পারছে না। কিন্তু এখনই প্রেসার-সুটটা পরে নেওয়া দরকার...

ব্লিপটা সতর্কতা। অবিরাম শব্দটাই হচ্ছে আসল নির্দেশ। আরেকটা স্মৃতি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়–বারানোভিচ তার দিকে চেয়ে হাসছে। ক্রেশিনের বেডরুমের ঘটনা সেটা। সাদা চুলের ক্রেশিনের হাতে কফির পেয়ালা।

সুটটা বের করে মেঝেতে রাখলো, তারপর ক্লান্ত ভঙ্গীতে উপুড় হয়ে তুলে নিলো সেটা। ব্লিপারটা বাহু থেকে খুলে লকারে রাখলো। প্রেসার-সুটে পা ঢুকিয়ে পরার চেষ্টা করলো এবার। দর দর করে ঘাম ঝরছে তার কপাল বেয়ে।

এই আধাচৈতন্য অবস্থায় আরো একটি আওয়াজ শুনতে পেলো গান্ট। বুঝতে পারলো ফায়ারঅ্যালার্ম হবে সেটা। তারপরই মনে পড়ে গেলো মনোযোগ সরানোর জন্যে আগুন লাগানোর কথাটা। আরো বুঝতে পারলো তাকে এখন প্রস্তুত হতে হবে। লেসিং বাঁধতে শুরু করলো সে। জি-ফোর্সের সর্বনাশা বিপদ থেকে এই লেসিং-ই রক্ষা করবে তাকে। এ কাজে তার দক্ষতা আছে। তবে যেটুকু দক্ষতা আছে তারচেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা এখন দরকার। কাজটা সঠিকভাবে করতে হবে। এয়ারক্রাফটের মেকানিক্যাল কোনো ক্রুটি থাকলেও বাঁচবে না, সেই রকম লেসিংয়েও যদি কোনো ক্রুটি থাকে অসহায়ভাবে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে।

কাজটা সহজ না হলেও ব্যাপারটা তার জন্যে নতুন কিছু নয়। কি করছে সেটা তার ভালোই জানা আছে। জোর করে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলো। তার নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে এখন।

ব্লিপটাই হচ্ছে সতর্কতার সংকেত–তারপর একটানা আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন। সেটাই হবে আসল নির্দেশ। কথাটা তাকে বলেছিলো বারানোভিচ।

অবশেষে সুট পরা শেষ হলো। সুটটা বেশ গরম আর আঁটসাঁট, গায়ের

সাথে একেবারে লেপ্টে আছে। শুকনো অন্তর্বাস পরারও সময় পায় নি সে। তাক থেকে পাইলটের হেলমেটটা নিয়ে ভেতরে তাকিয়ে থট-সিস্টেমের কন্ট্যাক্ট আর সেন্সরগুলো দেখে কিছুই বুঝলো না। আগের দিনই বারানোভিচ সেগুলো চেক ক'রে রেখেছে।

হেলমেটটা পরে নিলো গান্ট। তার কল্পনায় ভেসে উঠলো অগ্নিশিখার ছবি। মনে হলো চেতনা হারিয়ে ফেলবে সে।

অবিরাম ব্লিপ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন–সেটাই আসল নির্দেশ, আগুনের শিখার শব্দ ছাপিয়ে বারানোভিচের কথাটা কানে বাজতে লাগলো।

বুঝতে পারলো, ব্লিপ আর শোনা যাচ্ছে না এখন, তার বদলে লকারের ভেতর রাখা রিসিভার থেকে অবিরাম তীক্ষ্ম একটা আওয়াজ আসছে। লকার থেকে ট্রানজিস্টার রেডিওর ভেতর থেকে ছোট্ট কালো একটা জিনিস তুলে নিলো হাতে। সিগারেটের কেসের মতো দেখতে। রেডিওর ভেতরে সেটাকে সার্কিটবোর্ড ছাড়া আর কিছু মনে হতো না।

অবিরাম শব্দটাই হলো আসল নির্দেশ।

আড়ষ্ট হয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগলো সে।

মানুষের ভিড়টা যেনো কোনো আদেশে কিংবা সাম্প্রদায়িক সচেতনতায় দুই ইহুদির চারপাশ থেকে মুহূর্তে সরে গেলো। তারা এখন একা, চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে তাদেরকে। লুকানোর কোনো জায়গা নেই; পালানোরও কোনো পথ নেই। গার্ডদের একটা দল আস্তে আস্তে অর্ধাবৃত্তাকারে তাদের দিকে এগুতে লাগলো। হ্যাঙ্গারটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। মেঘের মতো দলা পাকিয়ে খোলা দরজার দিকে এগুচ্ছে সেই ধোঁয়া, তার ভেতর দিয়েই আসছে গার্ডের দল। সারনিক মুখের কাছে একটা লাউড-হেইলার উঁচিয়ে রেখেছে। শুনতে পেলো যান্ত্রিক কণ্ঠে সে তাদেরকে কিছু বলছে।

"তোমাদের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো, এক্ষুণি–তা না হলে আমি গুলি চালানোর আদেশ দেবো। অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো। এক্ষুণি!"

তেমন কিছু আর করার নেই। ফায়ার টেন্ডারের সাথে আরো একটা ফায়ার টেন্ডার এসে যুক্ত হলো এখন। ফায়ারসাইটিং ইউনিটগুলো এয়ারক্রাফট আর হ্যাঙ্গারের মেঝে ফেনা দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। সেমেলোভস্কির আগুন আর তার জ্বলন্ত চিতা নিভিয়ে ফেলছে তারা। তাদের চারপাশে থাকা লোকজন একটু পিছিয়ে গেলো–যেনো জীবাণু কিংবা বিকৃত কোনো কিছু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাইছে। সাদা কোট আর ওভারঅল পরা যে

লোকগুলো আগুনের দিকে ছুটে গিয়েছিলো, সেইসব টেকনিশিয়ান এবং বিজ্ঞানীরা ঢেউয়ের মতো পিছু হটে যাচ্ছে এখন। বারানোভিচ আর ক্রেশিন তাদের দিকে এগিয়ে আসা গার্ডদের অর্ধচন্দ্রাকৃতির বেষ্টনীর ভেতরে পড়ে গেছে। তাদের পেছনে অর্ধ চন্দ্রাকারে আছে ফায়ার-ফাইটারদের আরেকটা দল। ফেনার কারণে দ্বিতীয় মিগটার তলায় আগুন নিভে গেলো। তাপমাত্রা গেলো নেমে, বারানোভিচ বুঝতে পারলো। গান্ট যেটা চালাবে সেই প্রথম মিগটার চারপাশের বৃত্তাকারের ঘিরে থাকা গার্ডদের বেষ্টনী পাতলা হয়ে এলেও তারা সবাই যে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে তা নয়।

গান্ট কোথায়? সুইচে চাপ দিয়েছিলো সে। নির্দেশনা পেয়ে তো এতোক্ষণে তার চলে আসার কথা। নিরাপত্তাভবন এবং পাইলটদের বিশ্রামকক্ষের দিকে যাওয়ার জন্য একটা দরজা রয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যদি সে সেখানে না আসে, গার্ডরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে–ঘিরে দাঁড়াবে এয়ারক্রাফটের চারপাশ। আগুন নিভে যাচ্ছে। বিমানের চকচকে রুপালি ডানা দুটোতে সেই আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। বারানোভিচ ভেবেছিলো দ্বিতীয় মিগটার জ্বালানি ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যাবে, কিন্তু তা হয় নি। সোভিয়েতদের ভাগ্য ভালো। মিগটা এখনও উড়তে সক্ষম অবস্থায় রয়েছে।

পেছনে প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ শোনা গেলো। তাকে যেনো অনেকটা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলছে সেই শব্দ। ক্রেশিন এবং সে দাঁড়িয়ে আছে। গার্ডদের অর্ধবৃত্তটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের সামনে। এটা তার জীবনে দেখা সবচাইতে শক্তিশালী একটি দৃশ্য। তার কানে যেনো তালা লেগে গেলো। হতবুদ্ধিকর এক নীরবতা।

পাশ থেকে একটা বন্দুক গর্জে উঠলেও তার কাছে মনে হলো অনেক দূর থেকে কোনো চাপা আওয়াজ ভেসে এসেছে। দেখতে পেলো একজন গার্ড লুটিয়ে পড়েছে, আরেকজন হুমরি খেয়ে পাশে সরে গেলো। সে ভাবলো, এরকমটি হতেই পারে। কারণ তারা খুবই কাছাকাছি আছে। স্তালিনগ্রাদ রক্ষা করার জন্য জার্মানদের এভাবে কাছাকাছি মিশে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলো সে...গুলি করার কোনো ইচ্ছে জাগলো না তার। অস্ত্রটা পকেটেই পড়ে রইলো।

"অস্ত্র সমর্পন করো। নয়তো আমি গুলি করার নির্দেশ দেবো," দূর থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠটা শোনা গেলো আবারো।

কমান্ডটা সে শুনতে না পেলেও রাইফেলের স্ফুলিঙ্গটা ঠিকই দেখতে পেলো। আঁচ করতে পারলো তার পাশে থাকা ক্রেশিন লুটিয়ে পড়েছে। এরপর সুতীব্র মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে টের পেলো বুলেটের পর বুলেট এসে তার

নিজ দেহে বিদ্ধ হচ্ছে। ছোটো ছোটো বিস্ফোরণে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার গায়ের কোটটা। মনে হলো তার বয়স যেনো হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। টলতে শুরু করেছে সে। ভারসাম্য আছে কিনা বুঝতে পারলো না। হুমরি খেয়ে ধপাস ক'রে মাটিতে পড়ে গেলো। হাঁটতে গিয়ে শিশুরা যেভাবে পড়ে যায়, ঠিক সেরকম। তারপর মনে হলো হ্যাঙ্গারের আলো বোধহয় নিভে গেছে। শরীরটা কুকড়ে গেলো। মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তটাকে পাশ কাটানোর জন্য জোর করে দু'চোখ বন্ধ করে রাখলো সে। টের পেলো তার মুখটা কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে আছে, তবে সেটা দেখতে পেলো না। নিরাপত্তাভবন থেকে হ্যাঙ্গারে যাওয়ার প্রবেশপথে নিষ্প্রভ সবুজ প্রেসার-সুট পরা গান্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো না সে। গান্ট আসবে না, এই বিশ্বাস নিয়েই বারানোভিচ মারা গেলো।

গান্ট যেখান দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখলো, সাদা কোট পরা কিছু একটা মাটিতে পড়ে আছে, আর তাকে ঘিরে এগিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে আসছে একদল সতর্ক গার্ড। ক্রেশিনের সোনালীর চুলের মাথাটা দেখতে পেলো সে। ভয়াবহ মৃত্যুর তাণ্ডবে তার হাত-পা ছড়িয়ে আছে। এয়ারক্রাফটটা থেকে তার দূরত্ব তিরিশ গজের বেশি হবে না।

হ্যাঙ্গারের শেষ মাথায় আগুন লেগেছে। দুই ফায়ার-টেন্ডার আর দ্বিতীয় প্রোটোটাইপটাকে দেখতে পেলো সে। ফেনায় ভিজে আছে সেটা। আগুনে জ্বলতে থাকা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল পরিস্কারের কাজ চলছে পুরোদমে। এরইমধ্যে সে বুঝে গেলো হ্যাঙ্গারে যারা আছে তাদের মনোযোগ এবার ফায়ারফক্সের দিকে যাবে। অনেক দেরি করে ফেলেছে সে। আগুন নিভে গেছে, কাজেই ফায়ারফক্সকে হ্যাঙ্গারের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো অজুহাত আর দেখাতে পারবে না। হ্যাঙ্গারের দেয়ালের কাছে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে উঠলে আগুন-নিরোধক সুট পরা এক ফায়ারম্যান সেখান থেকে সরে গেলো। একটা জ্বালানির ড্রাম বিস্ফোরিত হয়েছে এইমাত্র। দ্বিতীয় প্রোটোটাইপ থেকে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। লোকজন ওটাকে শেকল দিয়ে বেঁধে নিরাপদে সরিয়ে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই তো সুযোগ!

দুঃস্বপ্নের অভিঘাতে তার পা দুটো এখনও আড়ষ্ট আর বিদ্রোহী হয়ে আছে। জোর করে পা দুটো চালিয়ে ত্রিশ গজ কংক্রিটের পথ পেরিয়ে ফায়ারফক্সের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলো সে।

গ্রোশের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বারানোভিচ যে পাইলট ল্যাডারটি ব্যবহার করেছিলো, সেটা এখনও আগের জায়গায়ই আছে। সেটা বেয়ে উঠে ককপিটের দিকে ঝুঁকতেই ল্যাডারের নিচ থেকে কেউ একজন তাকে ডাকলো।

আশেপাশে চেয়ে নিচের তরুণ বয়সী, এলোমেলো চেহারার ঘর্মাক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। লোকটা কেজিবি'র জুনিয়র অফিসারের ইউনিফর্ম পরে আছে, হাতে তার বন্দুক।

"হ্যা?" বললো সে।

"কী করছেন, কর্নেল?"

"কী করছি মানে? আজব প্রশ্ন! আরে ঐ প্লেনের মতো এটারও ক্ষতি করতে চাও নাকি? এটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" নির্বিকারভাবে পাইলটের সিটে বসে পড়লো সে। নিচে কেজিবি'র লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকেই প্যারাশুটের ফিতেটা লাগিয়ে সিটবেল্টটাও বেঁধে নিলো।

তরুণ কয়েক পা পিছিয়ে গেলো যেনো গান্টকে ভালোভাবে দেখতে পায়। কিন্তু হেলমেট আর অক্সিজেনের মুখোশ পরে থাকার কারণে কেজিবি'র লোকটা বুঝতে পারলো না পাইলটের জায়গায় যে বসে আছে সে কর্নেল ভস্কোভ নয়। হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সেই তরুণ। বুঝতে পারছে না কী করবে। দ্রুত হ্যাঙ্গারের দিকে তাকালো সে। এটা সত্য যে, দ্বিতীয় মিগ-৩১'টাকে টেনে টেনে হ্যাঙ্গার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখনও আগুনের ধোঁয়া আর শিখা দেখা যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের ভেতরে। সারনিক তাকে বার বার বলে দিয়েছে, কর্নেল কন্টার্স্কির স্পষ্ট আদেশ, প্লেনের ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই আদেশ কি পাইলটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

কেজিবি'র লোকটাকে আমলে না নিয়ে গান্ট যতো দ্রুত সম্ভব উড্ডয়ন-পূর্ব চেকিংগুলো শুরু করে দিলো। রেডিও এবং কমিউনিকেশন্স ইকুইপমেন্টগুলো প্লাগ করে নিলো সে। সহজাত দক্ষতায় খুঁজে পেলো সকেটের অবস্থান। যেনো এই এয়ারক্রাফটটা সবসময়ই চালিয়ে থাকে। বারানোভিচের পাচার করা বিবরণ, ছবি আর কম্পিউটার প্রজেকশনের সাহায্যে ভার্জিনিয়ার ল্যাংলে'র সিআইএ'র সদরদপ্তরে যে সিমুলেটরটা তৈরি করা হয়েছিলো, এবার তার মূল্যটা বোঝা গেলো। এরপর হেলমেটের সাথে উইপন্স-সিস্টেমের কানেকশানটা লাগিয়ে ইজেক্টর সিটের পাশে একটা জ্যাকপ্লাগ ঢুকিয়ে দিলো। মিগের উইপন্স-সিস্টেমের সবচাইতে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা এটি : কোনো কারণে যদি প্লেন থেকে প্যারাশুট দিয়ে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হয়, তারপরও সিস্টেমটার ডেস্ট্রাক্ট মেকানিজম সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এর ফলে প্লেনের অস্ত্রভাণ্ডার কিংবা কন্ট্রোল সিস্টেমের কোনো অংশ বা অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থাও করতে পারবে।

গজগুলোর রিডিং নেয়ার আগে দ্রুত একবার প্লেনের বাইরে, নিচে দাঁড়িয়ে

থাকা কেজিবি'র লোকটার দিকে আড়চোখে তাকালো সে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অক্সিজেন সাপ্লাই ইউনিটে প্লাগ লাগালো গান্ট, কানেকশনের আরেকটা তার জুড়ে দিলো ইমার্জেন্সি অক্সিজেনের সাথে। এরপর অ্যান্টি-জি ডিভাইসের সুইচ অন করলো—একটা লিড প্রেশারসুটের গায়ে বসানো সকেটে ঢুকে গেলো, ঠিক তার বাম হাঁটুর নিচেই। পাইলটের রক্তে দ্রুত বেড়ে ওঠা জি-ফোর্সের হুমকি প্রতিহত করার জন্যে সুটের ভেতর বাতাস সরবরাহ করবে এটা। অকস্মাৎ বাঁক নেয়ার সময়, ডাইভ দেয়ার সময় বা গতি দ্রুত হওয়ার সময় পাইলটের রক্তে জি-ফোর্স তৈরি হয়। অত্যন্ত সাবধানে সিস্টেমটা পরীক্ষা করলো গান্ট। প্রেশারসুটের ভেতর বাতাস অনুভব করলো। শরীরের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে গজের ওপর চোখ রাখলো সে। চমৎকার কাজ করছে। প্রি-ফ্লাইট রুটিনের এ টু জেড পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছে গান্ট, অথচ জানে অপব্যয় করার মতো হাতে একটা সেকেন্ডও নেই। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো বাকি গজগুলো—ফ্ল্যাপ, ব্রেক, ফুয়েল। ফুয়েলট্যাংক পুরোমাত্রায় ভর্তি, তার দরকারও আছে, কারণ রিফুয়েলিং পয়েন্ট কি ধরণের বা ঠিক কি পজিশনে আছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। আরেকটা কাজ বাকি আছে। সুটের শোল্ডার-পকেট থেকে ব্লিপার অর্থাৎ রিসিভারটা বের করলো। লন্ডন থেকে মস্কোয় আসার সময় ছোট্ট একটা ট্র্যান্‌জিস্টার রেডিও সাথে করে নিয়ে এসেছিলো, তার ভেতরেই ছিলো এই রিসিভারটা। ছোট্ট একটা কালো জিনিস, চ্যাপ্টা সার্কিট-বোর্ডের মতো দেখতে, আসলে এটা রেডিওর পেছনের ঢাকনা। সিআইএ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলো সেটা পালন করলো গান্ট—ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের এক কোণে টেপ দিয়ে রিসিভারটা আঁটকে দিলো। মনে মনে প্রার্থনা করলো, গত তিন দিনে ঝাঁকিটাকি তো কম খায় নি, দরকারের সময় যেনো ঠিকমতো কাজ করে জিনিসটা।

রুটিন চেক শেষ করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় নিলো গান্ট। বাইরে দেখতে পেলো ছোটো ট্রাক্টরটা এখনও টেনে নিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় মিগটাকে। ককপিটের দরজা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখলো তরুণ জুনিয়র অফিসার দ্বিধা আর উদ্বেগ নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দরজা দিয়ে বাইরে ঝুঁকলো গান্ট, হাত নেড়ে সরে যেতে বললো তাকে। কথায় কাজ না হলে চিৎকার করে বললো :

"এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাটা আস্ত থাকবে না তোমার!" বলে নিজের গলার একদিক থেকে আরেক দিকে একটা আঙুল চালিয়ে দেখালো গান্ট,

তারপর ইঙ্গিতে প্লেনের উইং আর ইঞ্জিন-ইনটেক দেখালো। তরুণ লোকটা তাকিয়ে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। নিজেকে রক্ষার তাগিদেই সুড়সুড় ক'রে মইটা নামিয়ে জায়গা ছেড়ে দিলো সে।

গান্ট হাসলো। সিটের ওপর নড়েচড়ে বসার সময় উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে চোখ বুলালো একবার। ওই দরজা দিয়ে খুব বেশি হলে এক মিনিট আগে ঢুকেছে সে। কন্টার্স্কিকে দেখতে পেলো, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে রেখেছে, তার দিকেই আঙ্গুলি নির্দেশ করা। তার পেছনে, দরজার সামনে আরো এক ডজনের মতো লোক আছে। পথ আগলে রেখেছে তারা। নিজের অজান্তেই হুড কন্ট্রোলে হাত চলে গেলো তার। একটা ক্লিক শব্দ ক'রে নেমে এলো হুডটা, ইলেকট্রনিক্যাল লক হয়ে গেলো সেটা। তারপরও ম্যানুয়্যাল লক করলো বাড়তি সতকর্তা হিসেবে। মেশিনের সাথে এক হয়ে গেলো গান্ট। যেনো এই মুহূর্ত থেকে সে প্লেনেরই একটা অংশ। কোনো উত্তেজনা কিংবা ভীতি নয়, দায়িত্ববোধ ছাড়া এই মুহূর্তে কিছুই অনুভব করছে না। মিগ ৩১-এর ককপিটে উঠতে পেরেছে, রুটিন চেক শেষ করেছে, তবু কোনো উল্লাস বোধ করছে না। মস্কোয় ঢোকার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে আর আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটবে দুটোর সাথে তুলনা করতে হলে বলতে হয়, এবার সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি সে। লুকোচুরি খেলা শেষ। এবার ঠেকাতে হবে আক্রমণ। গোটা সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৎপর হয়ে উঠবে তার বিরুদ্ধে।

ককপিট এয়ার-প্রেশার চেক করলো গান্ট। সামনে ঝুঁকে ইগনিশন সুইচগুলো গ্যাং-লোড করে স্টার্টার-মটরের বোতাম টিপলো, হাইপ্রেশার কক ঘুরিয়ে অবশেষে এক ঝটকায় চাপ দিলো স্টার্টার বাটনে।

ককপিট থেকে ফিউসলেজের মাঝখানে কোথাও একজোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। কাজ শুরু করেছে কার্ট্রিজ। কালচে ধোঁয়ার এক জোড়া কুণ্ডলী পাক খেয়ে বেরিয়ে এলো ইঞ্জিন থেকে। টারবাইন ঘোরার আওয়াজ দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। জাইরো ইন্সট্রুমেন্ট চেক করলো গান্ট। ফ্ল্যাশিংলাইট চোখে পড়তেইবুঝতে পারলো ফুয়েল-বুস্টার পাম্পের কথা ভুলে গেছিলো। বোতাম টিপতেই প্যানেল থেকে অদৃশ্য হলো আলোটা। সন্তর্পণে থ্রটল খুললো সে, চোখ রয়েছে আরপিএম গজের ওপর–টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট পর্যন্ত উঠে এসেছে সেটা। সাইড-উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকালো আবার। কন্টার্স্কি আরো দু'জন লোক সাথে নিয়ে সামনের দিকে আসছে। যেনো স্টার্টার-কার্ট্রিজের বিস্ফোরণে প্রাণ ফিরে পেয়েছে তারা, লম্বা লম্বা পা ফেলে প্লেনের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু গান্টের দ্রুতগতি অ্যাকশন আর মেশিনের সাড়া

দেয়ার তুলনায় মনে হলো ওরা যেনো পানির তলায় নড়াচড়া করছে—এতোটাই মন্থর গতিতে যে এখন আর তাকে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। একটা রিভলভার বা পিস্তল দেখতে পেলো গান্ট। সরাসরি ককপিটের দিকে তাক করা। ককপিটের কাছ দিয়ে হিস করে বেরিয়ে গেলো বুলেটটা।

জেপিটি (জেট-পাইপ টেম্পারেচার) গজের ওপর একটা চোখ রেখে আবার একটু একটু ক'রে থ্রটল খুলতে শুরু করলো গান্ট, যতোক্ষণ না আরপিএম গজের কাঁটা ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টে পৌঁছালো। এবার ব্রেক রিলিজ করে দিলো সে।

এতোক্ষণ ফায়ারফক্সকে আঁটকে রেখেছিলো ব্রেকগুলো, ছাড়া পেয়ে ঠিক গড়াতে শুরু না করে অনেকটা ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ছুটলো। সামনে হ্যাঙ্গারের বিশাল দরজা, বাইরের আকাশে দিনের প্রথম আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক, গুনে শেষ করা যায় না, প্রাণপণে দরজার দিকে ছুটছে তারা—উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে অসুবিধে হলো না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঠেকাতে চায় গান্টকে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফায়ারফক্সের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে তারা। গজ আর বুস্টার পাম্পগুলো চেক করে নিলো সে। তারপর হ্যাঙ্গারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ট্যাক্সিওয়ের উপরে। ফায়ারফক্স রানওয়ের দিকে এগিয়ে চলছে। মিররে চোখ রেখে দেখতে পেলো লোকজন ছুটোছুটি করছে। ততোক্ষণে ফায়ারফক্স তাদের নাগালের বাইরে।

রাডার আর ডিফারেনশিয়াল ব্রেকিং ব্যবহার করে বাঁক নিলো গান্ট, ফায়ারফক্স উঠে এলো রানওয়েতে। প্লেনটাকে সোজা করার সময় আরও একবার সব কিছু চেক করে দেখে নিলো। খুব জোরে, বড় করে দম নিয়ে পুরোপুরি খুলে দিলো থ্রটল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো গান্ট, সেই সাথে এই প্রথম অদ্ভুত এক উল্লাসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তার সারা শরীর। বেপরোয়া গতিতে ছুটে চললো ফায়ারফক্স। রানওয়ে ছেড়ে উঠে গেলো শূন্যে। ভূমির সাথে আর সংযোগ নেই এখন। সেই কারণে গতিও বেড়ে গেলো দ্রুত। আন্ডার ক্যারিয়েজটা গুটিয়ে নিলো সে।

এই পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে তার পরিচয় নেই, অনভ্যস্ত হাতে প্লেনটা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মাত্রা ঠিক রাখতে পারলো না, ফলে ঘন ঘন একবার এদিক একবার ওদিক কাত হয়ে পড়লো ডানাগুলো। প্রায় খাড়াভাবে ওপরে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে প্লেন।

উদীয়মান সূর্যের আলোয় কী যেনো একটা ঝিক্ ঝিক্ করে উঠলো নাকের একটু ডান দিক ঘেঁষে। স্টিক টানলো গান্ট, ডান দিকে বাঁক নিতেই অ্যান্টি-জি প্রেশার অনুভব করলো। ওভার-কন্ট্রোলের ফলে আধপাক ঘুরে গেলো

ফায়ারফক্স। একটা ডানা মাটির দিকে তাক করা। দ্রুত হাত চালিয়ে ডানা দুটোকে সোজা করলো সে। বাম দিকে, নিচে আর পেছনে তাকালো। একটা টুপোলেভ টিইউ-ওয়ান ফোর ফোর বিলিয়ার্স্কি এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করার জন্যে ছুটে আসছে। সে জানে ওটাতে ফার্স্ট সেক্রেটারি আছে। অলটিমিটারে তাকালো। প্রায় আট হাজার ফুট উপরে আছে।

মাত্র পনেরো সেকেন্ড আগে রানওয়ে থেকে আন্ডারক্যারিয়েজটা উঠে এসেছে। যে কোনো সোভিয়েত সীমান্ত থেকে এক হাজার মাইল দূরে রয়েছে এখন। আরেকটু হলেই দুটো প্লেনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিলো। কপালের দু'পাশ বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। সংঘর্ষটা এড়াতে পেরে দাঁত বের ক'রে হেসে ফেললো সে। কাজটা করতে পেরেছে। চুরি ক'রে ফেলেছে ফায়ারফক্স!

অধ্যায় ৬

বিশাল সুপারসনিক এয়ারক্রাফট টুপোলেভ ওয়ান-ফোর-ফোর বিলিয়ার্স্কের রানওয়েতে পার্ক করতেই কন্টার্স্কি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো তাতে। অবশ্য ইতিমধ্যেই ফ্লাইট-ডেকের আল্ট্রা-হাই-ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারিকে জানানো হয়ে গেছে যে, মিগ-৩১ চুরি হয়ে গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এয়ারফোর্স ওয়ানের সাথে এর বেশ মিল রয়েছে। দুটো প্লেন থেকেই দু'দেশের কর্ণধার যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। যে যার প্লেন থেকে পৃথিবীর যেকোনো দেশের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে, মন্ত্রী বা সমর নায়কদের সাথে কথা বলতে পারেন, সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারেন ফাইটার স্টেশন আর মিসাইল ঘাঁটিগুলোর সাথে। দুটো প্লেনেই পুরোদস্তুর ওয়ারকমান্ড অফিস রয়েছে। সরাসরি সেখানেই নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। সিগারেটের ধোঁয়ায় এরইমধ্যে কামরাটা ভরে গেছে।

কন্টার্স্কি দৃঢ়ভাবে স্যালুট করলো। চুরুট আকৃতির কামরার শেষ প্রান্তে একজন রেডিও অপারেটরের মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে। ভালো ক'রে জানে এ ঘরের সবার চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ। এক অদ্ভুত অনুভূতি বয়ে গেলো তার মধ্যে। এইসব বিশিষ্ট লোকরা কে কোথায় বসে আছে, সেটা সে জানে। প্রত্যেকেই তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। প্রতিটি মুখের অভিব্যক্তি পুরোপুরিই বুঝতে পারছে সে। তার ঠিক সামনে গোলাকৃতির কমান্ড টেবিলে বসে আছেন স্বয়ং ফার্স্ট সেক্রেটারি। সে জানে, কমান্ড টেবিলে প্রজেকশন ইকুইপমেন্ট রয়েছে, বোতাম টিপলেই টেবিলে ফুটে উঠবে রাশিয়া কিংবা পৃথিবীর যে কোনো অংশের ম্যাপ। ফার্স্ট সেক্রেটারির ডানে বসে আছেন সোভিয়েত এয়ারফোর্সের মার্শাল কুটুজোভ। বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তিনি। স্ট্যালিনীয় চিন্তাধারার কট্টরপন্থী এক কমিউনিস্ট। ডানে বসে আছেন কেজিবি'র চেয়ারম্যান অন্দ্রোপভ, ফার্স্ট সেক্রেটারির সর্বোচ্চ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এই ত্রয়ীই তাকে এতোটা ভীত-বিহ্বল ক'রে তুলেছে। প্রহরীবেষ্টিত দরজার ভেতর দিয়ে এই ঘরে ঢোকার পর থেকে মুহূর্তগুলোকে তার কাছে মনে হচ্ছে মিনিট, ঘণ্টা...অনন্তকাল।

কন্টার্স্কি এখনও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট দিয়ে রয়েছে, তাকে স্বাভাবিক হতে বা বসতে বলা হলো না। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখলো, ফার্স্ট সেক্রেটারি মুখ তুললেন, তার সোনালি ফ্রেমের চশমা ঝাড়-বাতির আলো লেগে ঝিক্ করে উঠলো। ফার্স্ট সেক্রেটারিই প্রথম মুখ খুললেন।

"কর্নেল কন্টার্স্কি, আপনি আমাদের ব্যাখ্যা ক'রে বলবেন ঠিক কি ঘটেছে?" ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে একেবারেই শান্ত আছেন। কোনো রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাকে গ্রাস করতে পারে নি। রেডিও থেকে ক্ষীণ হিস্‌হিস্ শব্দ আসছে, তাছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। মিগ নিয়ে গান্ট পালিয়ে যাওয়ার পর প্রায় তিন মিনিট পার হয়ে গেছে। অথচ এখন পর্যন্ত পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় নি।

ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত আর রাগে ফুসতে থাকা কন্টার্স্কি মনে করেছিলো চুরি হয়ে যাওয়া এয়ারক্রাফটটা পুণরুদ্ধার কিংবা ধ্বংস করার জন্য চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তাকে। ঢোক গিললো সে। "এক আমেরিকান..." আস্তে ক'রে কেশে গলা পরিস্কার করতে গিয়ে বিষম খেলো, কেশে উঠলো সশব্দে। "স্যার...গান্ট নামের এক আমেরিকান পাইলট মিগ-৩১ চুরি করার জন্য দায়ি।"

"অন্যভাবে বলতে গেলে, এরজন্যে আপনিই দায়ি, কর্নেল," ফার্স্ট সেক্রেটারি জবাব দিলেন। নির্ভীক, মানবিকতাবর্জিত কণ্ঠ তার। "বলে যান।"

"কিছু ভিন্নমতাবলম্বী ইহুদির সহায়তায় কম্পাউন্ডে অনুপ্রবেশ করেছিলো সে। তারা এখন কেউ বেঁচে নেই।"

"উমমম। কিন্তু আপনি যা জানতে চান, মরার আগে তারা আপনাকে তা বলে যায় নি, তাই না?"

ফার্স্ট সেক্রেটারির চওড়া, বার্ধক্যের ভাঁজ ফুটে থাকা মুখের দিকে একবার তাকালো কন্টার্স্কি। তার ধারণার সাথে মিলে গেলো–চোখ নয় যেনো চকচকে খয়েরি রঙের দু'টুকরো পাথর।

"আমরা কিছুই জানি না..." কোনো রকমে বলতে পারলো সে।

কমান্ড অফিসে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। খেয়াল করলো শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে রেডিও-অপারেটরের। গোলটেবিলটায় চোখ ফেরালো আবার। দেখলো ফার্স্ট সেক্রেটারির লোমহীন, শিরা ফুটে থাকা হাতটা টেবিলের ওপর স্থির পড়ে আছে। ফার্স্ট সেক্রেটারির সেই হাতে কেজিবি'র চেয়ারম্যান আস্তে ক'রে টোকা দিলেন, যেনো তাকে সংযত করার চেষ্টা করছেন তিনি।

"আপনি তাহলে জানেন না, মিগ-৩১'এর গন্তব্য কোথায়?" ফার্স্ট সেক্রেটারি তাকে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি কি কিছুই জানেন না?" কুটুজোভ আৎকে উঠে কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন। কন্টার্স্কি দেখলো ফার্স্ট সেক্রেটারি বয়োবৃদ্ধ মার্শালের দিকে কটমট চোখে তাকালেন। ইউনিফর্ম পরে আছেন মার্শাল, জেল্লা দেওয়া একই রকম অলঙ্করনের নীলচে পোশাক তার। বৃদ্ধ পাইলট চুপ মেরে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"না," কন্টার্স্কি বললো। আর সবাই কোনো রকমে শুনতে পেলেও তার নিজের কানে আওয়াজটা বিস্ফোরণের মতো শোনালো।

"আচ্ছা," অসহ্য এক নীরবতার পর ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। কন্টার্স্কি যেনো দিব্য চোখে তার সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছে এখন। ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং অন্যসব সামরিক আর কেজিবি'র কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তার নিজের অস্তিত্বটাই যেনো হুমকির মুখে পড়ে গেছে। "এখান থেকে বেরিয়ে সোজা নিজেকে গার্ডদের হাতে তুলে দেবেন, কর্নেল।" কন্টার্স্কির ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। একবার ফার্স্ট সেক্রেটারির চোখের দিকে তাকালো। সে চোখ যেনো এমন একটা আয়না, যেখানে কোনো প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। "আপনি এবার যেতে পারেন।"

কন্টার্স্কি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলে তার পেছনে দরজাটা আলতো করে বন্ধ হয়ে গেলো। মার্শালের দিকে তাকালেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি। মাথা ঘুরিয়ে আন্দ্রোপভের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"কাউকে দোষারোপ করার সময় নয় এখন। সেটা পরে হবে। স্পষ্টতই সিআইএ'র কাজ এটা, এয়ারক্রাফটটা থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে আকাশদ্বন্দ্বে বিপুল সুবিধা পেতো তা বানচাল করার জন্যই এটা করা হয়েছে। লোকটার নাম আর অফিসিয়াল ডকুমেন্ট ছাড়া আমাদের আর কিছুই জানা নেই। কাজেই এর থেকে কিছুই জানা যাবে না। একেকটা মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে আর মিগ-৩১টা আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ...কোথায় যাচ্ছে সেটা, মিহাইল ইলিচ?"

ঘাড় উঁচিয়ে ছোট্ট একটা কনসোলে বসা অপারেটরের দিকে তাকালেন সোভিয়েট এয়ারফোর্স মার্শাল।

"ইউএসএসআর-এর 'ওলফপ্যাক' মানচিত্রটা জলদি আমাদেরকে দাও!"

অপারেটর এক ঝটকায় কয়েকটা বোতামে চাপ দিলে টেবিলের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার একটা প্রজেকশন ম্যাপ ফুটে উঠলো, ম্যাপের গায়ে রঙ-বেরঙের অসংখ্য ছোটোছোটো ফোঁটা। তাদের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নের আউটার ডিফেন্স-এর বিশাল ডায়াগ্রাম উন্মোচিত হয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

"বিলিয়ার্স্ক," তিনি বললেন। যে জায়গাটা তিনি নির্দেশ করলেন তার চারপাশে আঙুল দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকলেন। "এখন, কোন্ দিকে গেছে সে?"

"আমরা জানি না, ফার্স্ট সেক্রেটারি," কুটুজোভ বললেন। কর্কশ কণ্ঠ তার, দু'বছর আগে তার গলায় ক্যান্সারের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়েছিলো। তারপর থেকে তার কণ্ঠস্বর একঘেঁয়ে, নীরস ফিসফিসানির মতো মনে হয়।

টেবিলের দিকে দৃষ্টি দিলেন তিনি, জ্বলজ্বলে প্রজেকশন ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে সামনে বসা ভ্লাদিমিরভের দিকে ফিরলেন। লম্বা, কৃশ মুখাবয়বের অফিসার ভ্লাদিমিরভ। তার ধূসর চুল আর ফ্যাকাশে নীল চোখ, নিষ্ঠুর, প্রত্যয়ী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মিগ চুরির আঘাত কিছুটা কাটিয়ে উঠে শান্ত হলেন তিনি। ঘটনার তাড়নায় ভীত আর সাময়িকভাবে বিহ্বল দশা হয়েছিলো তার। চার বছর আগে একটা ফক্সব্যাট নিয়ে বেলেনকো স্বপক্ষ ত্যাগ করার সময় যেমন হয়েছিলো এখনকার পরিস্থিতি তার চাইতেও বাজে। মনের পর্দায় এখনও তিনি দেখতে পাচ্ছেন টুপোলেভ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে এয়ারক্রাফটা। ছবিটা একেবারে তার মনে গেঁথে আছে।

ইউএইচএফ থেকে খবরটা এসেছিলো। তাদের নিচে একমাত্র প্রধান রানওয়ে থেকে অজ্ঞাত এক এয়ারক্রাফট টেকঅফ করেছে। তার বুঝতে দেরি হয় নি কোন্ এয়ারক্রাফট হতে পারে সেটা। রানওয়েতে নেমে নিশ্চিত খবর পাবার আগেই বুঝে গিয়েছিলেন তিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি এযাবতকালের সেরা এয়ারক্রাফটটা চুরি করেছে কোনো এক আমেরিকান।

"আপনার কী মনে হয়, ভ্লাদিমিরভ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা, কৃশ মুখাবয়বের লোকটা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে ফার্স্ট সেক্রেটারিকে তার নিজের ধারণা জানালেন। সোভিয়েত বিমানবাহিনীর কৌশলগত আক্রমণ শাখাটির সাঙ্কেতিক নাম 'ওলফপ্যাক', সেটার কমানড্যান্ট জেনারেল মেদ ভ্লাদিমিরভ বেশ উদ্বিগ্ন। শনাক্তের অযোগ্য এয়ারক্রাফটাকে শনাক্ত করার সমস্যাটা তিনি ভালো করেই বোঝেন–কিন্তু তিনি চান না তার এই মনোভাব ফার্স্ট সেক্রেটারি বুঝে ফেলুক। জড়তা কাটিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমি স্ট্যাগার্ড সেক্টর স্ক্র্যাম্বল করার পরামর্শ দেবো।" তিনি সরাসরি বললেন, "দুটো এলাকায় করবো সেটা। আমাদের দক্ষিণ আর উত্তর সীমান্ত বরাবর যতো বেশি সম্ভব প্লেন পাঠাতে হবে।"

"ওখানে কেন?"

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, তার কারণ," মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এই গর্দভটাকে নিরাপদে কোথাও পৌঁছাতে হলে অবশ্যই আবার ফুয়েল

নিতে হবে। আকাশে থাকা অবস্থায় তা সম্ভব নয়–তার জন্যে কোথাও কোনো মাদারপ্লেন যদি অপেক্ষায় থাকে, তা সে নিরপেক্ষ বা শত্রু আকাশের যেখানেই হোক না কেন, আমরা তা জানতে পারবো।"

"এই এয়ারক্রাফটের রেঞ্জ কি রকম?" জেনারেল লিওনিদ বরোভ জিজ্ঞেস করলেন, ভ্লাদিমিরভের পাশেই বসে আছেন তিনি। বরোভ সোভিয়েত বিমান বাহিনীর ইলেকট্রনিক কাউন্টার মেজার সেকশনের কমানড্যান্ট। পশ্চিমা দেশ থেকে কখনো অতর্কিতে হামলা চালানো হলে এয়ার ডিফেন্সের সাথে রাডার আর মিসাইল ডিফেন্স সমন্বিত করার দায়িত্ব তার।

"পুরোমাত্রায় ফুয়েল ভরা থাকলে," কূটজোভ বললেন, "প্রায় তিন হাজার মাইল পর্যন্ত যেতে পারবে। অবশ্য এই গর্দভদটা মিগ-৩১ সম্পর্কে কতোটুকু কি জানে, কিভাবে সেটাকে হ্যান্ডেল করবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"তার মানে হয় এখানে, নয়তো এই এখানে যেতে পারবে সে।" এয়ার মার্শালের হাত আর্কটিক সাগরের উপর এখন। তারপর উল্টো দিকে চলে এলো ইরান সীমান্ত আর ভূমধ্যসাগরের কাছে।

"কিন্তু হয় উত্তরে না হয় দক্ষিণে কেন যাবে সে?" জানতে চাইলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে এখন তার রক্ত টগবগ করছে যেনো।

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, তার কারণ, কোনো পাইলটের পক্ষে মস্কো ডিফেন্সের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ঝুঁকি কেউ নিলে মনে করতে হবে সে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে। রাডার যে প্লেনকে দেখতে পায় না, সেটাকেও চোখের পলকে ফেলে দেবে মস্কো ডিফেন্স।"

কমান্ড অফিসে জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো। টেবিলে বসে থাকা লোকগুলো গম্ভীর হয়ে গেলন। দূরে যারা রয়েছে–রেডিও অপারেটর, সিফারম্যান, গার্ড, সেক্রেটারি–সবাই স্থির হয়ে গেলো। এয়ার মার্শাল আসল সত্যটা মুখ ফুটে বলে ফেলেছেন। মিগ-৩১ রাডারে ধরা পড়ে না। এই বিস্ময়কর সুবিধাটা এখন ভোগ করবে একজন বিদেশী পাইলট!

"ওটার অ্যান্টি-রাডার সিস্টেমটা...কি আর বলবো, দারুণ একটা জিনিস!" স্বভাবসুলভ ফিসফিস স্বরে গর্জন করতে করতে বললেন কুটুজোভ।

"আমেরিকানটা কি এ সম্পর্কে জানে?" প্রথমবারের মতো আন্দ্রোপভ কথা বললেন। সব কয়টা মুখ একসাথে তাকালো কেজিবি'র চেয়ারম্যানের দিকে। তারই এক অফিসার যে পর্বতপ্রমান ব্যর্থতা দেখিয়েছে, তাতে তিনি কোনো লজ্জা পেয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে না। ভ্লাদিমিরভ মুচকি হাসলেন।

সম্ভবত কট্টরপন্থী স্ট্যালিনবাদী ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে সাথে চেয়ারম্যানও মনে করছেন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে আছেন। এই লোকটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মনে না হয়ে বরং পশ্চিমা কোনো সম্ভাবনাময় চৌকস ব্যবসায়ী বলেই বেশি মনে হচ্ছে তার কাছে।

ঠাণ্ডা গলায় ভ্লাদিমিরভ বললেন, "তার অবশ্যই জানার কথা। আপনার কেজিবি'তে অসংখ্য ফুটো আছে। আর সেই ফুটোর সুযোগ নিয়েই সিআইএ তাকে এতো দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছে।"

ফার্স্ট সেক্রেটারি টেবিল চাপড়ে উঠলে প্রজেকশান ম্যাপটা কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে উঠলো।

"কোনো পাল্টা অভিযোগ করা চলবে না! একদম না। আমি চাই কাজ, ভ্লাদিমিরভ, দ্রুত কাজ করতে হবে এখন! আমাদের হাতে কতো সময় আছে?"

ঘড়ির দিকে তাকালেন ভ্লাদিমিরভ। ছয়টা বেজে বাইশ মিনিট। মিগটা উড্ডয়ন করার পর সাত মিনিট পার হয়ে গেছে।

"যেকোনো সোভিয়েত সীমান্ত পেরোনোর জন্য তাকে হাজার মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে, ফার্স্ট সেক্রেটারি। বেশির ভাগ সময়ই শব্দের গতির চেয়ে কম গতিতে চালাবে সে কারণ জ্বালানি বাঁচাতে চাইবে। সে কারণে শব্দের গতির চেয়ে বেশি দ্রুত চালিয়ে চোখ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে না–সে যদি সোজাসুজি ফ্লাইও করে তারপরেও আমাদের হাতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় আছে..."

"এক ঘণ্টা?" ফার্স্ট সেক্রেটারি উপলব্ধি করলেন, এ ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাপারের সাথে তার ভালো পরিচয় নেই। এয়ার মার্শাল এবং অন্যান্য সমরবিদরা যে টাইম-স্কেলের অধিকারী তাতে এক মিনিটেও হাজারটা কাজ শেষ করা সম্ভব। তরপর তিনি বললেন : "আপনি যে প্রস্তাব করেছেন তাতে করে কি এই সময়টা যথেষ্ট না–কুটুজোভ?"

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, 'ওলফপ্যাক' কমানড্যান্ট স্ট্যান্ডার্ড সেক্টর স্ক্র্যাম্বলিংয়ের যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা করতে হলে ভিজুয়াল সার্চ শুরু করতে হবে। আকাশে আমরা এয়ারক্রাফটের একটা জাল পাতবো, সেই জালে ধরা পড়তেই হবে তাকে। আমাদের 'ওলফপ্যাক' এবং 'বিয়ারহান্ট' স্কোয়াড্রনের সবাই এর সিকোয়েন্স সম্পর্কে পরিস্কার জানে। এই ব্যবস্থার কোনো ছিদ্র বা ফাঁক থাকে না। আমাদেরকে এটা উল্টোভাবে করতে হবে। প্রথমে 'বিয়ারহান্ট' শুরুটা করবে–আমাদের সীমান্তের তিনশ' মাইলের মধ্যে

আমেরিকানটার অনুসন্ধান কাজ চালাবে তারা। একই সাথে 'ওলফপ্যাক'ও তার স্ক্র্যাম্বল চালিয়ে যাবে।"

"বুঝলাম," এক মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে নিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, তারপর বললেন, "ঠিক আছে।"

টুপোলেভের ওয়ার কমান্ড সেকশনে স্বস্তি নেমে এলো। দরকার হলে এই কামরা থেকেই ফার্স্ট সেক্রেটারি কাজ শুরুর নির্দেশ দেবেন আর্মাগেডনকে–ক্রেমলিনের প্রাণকেন্দ্রে ওয়ার কমান্ড সেন্টারের হুবহু আদলে তৈরি এটা। তবে আকারে একটু বড়। এখানে সোভিয়েত নেতা এবং হাই কমান্ডের উপস্থিত সদস্যদের হাতেই সমগ্র সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এটা তাদের জন্যে সৌভাগ্যই, কারণ বিমান চুরির পর সবার মধ্যে অস্বস্তিভাব ভর করেছে সেটা খুব সহজেই দূর করা গেলো–সিদ্ধান্ত দাতারা যেহেতু এক সঙ্গেই আছে।

"ধন্যবাদ, ফার্স্ট সেক্রেটারি," ভ্লাদিমিরভ বললেন। তার কৃশকায় দেহটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। মানচিত্রের টপোগ্রাফির রঙিন জায়গাগুলো খতিয়ে দেখছেন তিনি। রঙিন ফোঁটাগুলো স্কোয়াড্রন বেস, প্রতিটি স্কোয়াড্রন বেসের সাথে একটা করে মিসাইল ঘাঁটি যুক্ত আছে।

"বিয়ারহান্ট স্ট্যাটাস ম্যাপের রঙ গাঢ় করে দিন," আদেশ দিয়েই দেখতে পেলেন মানচিত্রের ভেতরে নিয়মিত ব্যবধানে যে রঙিন ফুটকিগুলো আছে, ক্রমেই সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেবিলে হাত বুলিয়ে কঠিন হাসি হেসে বললেন : "স্ক্র্যাম্বল, স্ক্র্যাম্বল! সার্চ-ব্রিফিংসহ, সিকোয়েন্স এসএসএস! লাল সেক্টর থেকে সাদা স্কোয়াড্রন, ব্রাউন সেক্টর থেকে সবুজ স্কোয়াড্রন!" এক মুহূর্তের বিরতি। "বিয়ারহান্ট' স্কোয়াড্রনগুলোকেও একই ব্রিফিং দিন। জি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত।" গাল চুলকিয়ে সিফার মেশিনের খ্যাচখ্যাচ শব্দের দিকে মন দিলেন। অপেক্ষা করতে থাকলেন কমুনিকেশন অফিসারের কাছে কখন গোপন সংকেত আসবে। কমুনিকেশন অফিসার একজন তরুণ কর্নেল। তার পেছনের একটা কনসোলের সামনে বসে আছে সে। তার দলের তিন সদস্যই তার পাশে আছে।

উচ্চগতির ট্রান্সমিশন শুরু হয়ে গেলো। ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে ভ্লাদিমিরভ বললেন : "মিগের দেখা পাওয়া গেলে কী করতে চান আপনি?"

ফার্স্ট সেক্রেটারি কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইলেন তার দিকে। "সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত সোভিয়েত এয়ারক্রাফট চুরি করলো যে আমেরিকান, তার সাথে আমি কথা বলতে চাই। যদি সে নির্দেশ মতো এয়ারক্রাফটটা নিয়ে অবতরন না করে তাহলে সেটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হবে!"

ফায়ারফক্সের রয়েছে ইনার্শিয়াল নেভিগেটর, কন্ট্রোল প্যানেলে সেটার প্রতিনিধিত্ব করছে পকেট ক্যালকুলেটর আকৃতির একটা চাকতি। অনেকগুলো বোতাম রয়েছে তাতে, প্রত্যেকটির রয়েছে একটা করে শিরোনাম–যেমন, ট্র্যাক, হেডিং, গ্রাউন্ড স্পিড, কোঅর্ডিনেটস, ইত্যাদি। নির্দিষ্ট একটা সময় আর পজিশনে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম শুরু করলে ওটা হিসেব কষে বের করে দেবে কতো স্পিডে ছুটছে প্লেন বা কোন্ দিকে ছুটছে। সেই সাথে দরকার হলে এয়ারক্রাফটের পরিবর্তিত পজিশনও জানতে পারবে।

গান্টের আরো একটা কাজ করার আছে। উত্তর-পশ্চিম আকাশে, ভলগোগ্রাদের কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মস্কো থেকে রওনা হয়ে একটা সিভিলিয়ান ফ্লাইট খুব সকালেই ওই আকাশ পথ দিয়ে যাবে। ওটার সাথে দেখা হওয়া সাংঘাতিক জরুরি, কারণ তাহলে সবাই জানবে গান্ট সোভিয়েত সীমান্তের দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। যে লোকগুলো তার অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত আছে তাদের মনে এই ধারণাটা গেঁথে দেওয়ার একান্ত ইচ্ছে তার।

থ্রটল একটু টেনে নিলো গান্ট, স্পিড রাখলো ঘণ্টায় ছয়শো পঞ্চাশ নটের সামান্য একটু বেশি। ইচ্ছে করলেই সুপারসনিক স্পিড তুলতে পারে, কিন্তু পনেরো হাজার ফিট ওপর দিয়ে ওড়ার সময় ওই স্পিড তুললে ফেলে আসা পথে যে ফুটপ্রিন্ট থেকে যাবে সেটা একটা বিরাট তীরচিহ্নের মতো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ফায়ারফক্সটাকে। শব্দ শুনে তাকাবে সবাই, চোখ তুলেই দেখতে পাবে। তার সেই কাংক্ষিত মিলনস্থলে পৌছাতে এখনও তেইশ মিনিট বাকি।

ফায়ারফক্সে সমস্ত ইকুইপমেন্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিয়েছে গান্ট। এগুলোর বেশিরভাগই, বিশেষ করে রাডার আর কমুনিকেশন সিস্টেম, সিআইএ হেডকোয়ার্টারে যে ডামি তৈরি করা হয়েছিলো তাতে আগেই দেখেছে সে। এসব ইকুইপমেন্টের রুশ আর মার্কিন মান প্রায় সমানই। সিআইএ কেবলমাত্র এগুলোর লোভে মিগ-৩১ চুরি করার পরিকল্পনা করে নি। চুরি করতে চাওয়ার আরো একটা কারণ ফায়ারফক্সের এক জোড়া শক্তিধর টারমানস্কি টারবোজেট–প্রতিটি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডেরও বেশি ফোর্স সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার ফলে অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে ফায়ারফক্সের গতি, ছাড়িয়ে যায় ম্যাক ফাইভ-কেও। আরেকটা কারণ এর অ্যান্টি-রাডার সিস্টেম–মৃত বারানোভিচ বলে গেছে–ওটা কোনো মেকানিক্যাল ব্যাপার নয়। তৃতীয় কারণ, ফায়ারফক্সের রয়েছে থট-গাইডেড মিসাইল আর কামান।

ওর সামনে পরিস্কার আকাশ, নিস্প্রভ নীল। পোর্ট সাইড দিয়ে দেখতে পেলো সূর্য উঠছে, ফ্লাইট হেলমেটের সাথে টিন্টেড মাস্ক থাকায় তীব্র আলো চোখে আঘাত করলো না।

নিচে রাশিয়ান তৃণভূমি, দিগন্তরেখা পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। চোখ বা মন টানে, এমন কিছু নেই কোথাও। অবশ্য গান্টের চোখ ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে প্রায় নড়লোই না, বিশেষ করে রাডারের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখছে সে। যদি কোনো প্লেন বা মিসাইল আসে, এই রাডারই ওকে সাবধান করে দেবে। ফায়ারফক্সে একটা ইসিএম ডিভাইস আছে, বারানোভিচ তার ফাইনাল ব্রিফিংয়ে যার নামকরণ করেছিলো 'নাক' বলে। সেটা মাটি থেকে পাঠানো রাডার সিগন্যাল বিরতিহীনভাবে মনিটর করছে, কোনো সিগন্যাল পেলেই সাথে সাথে জানতে পারবে গান্ট। এই 'নাক'-এর কোনো দরকার আছে ব'লে মনে করে না সে, কারণ আকাশ বা মাটির কোনো রাডার স্ক্রিনে তাকে ধরা যাবে না। তবে বারানোভিচ বলেছিলো, খালি চোখে একবার যদি ফায়ারফক্স ধরা পড়ে যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক রাডার তৎপরতা শুরু হয়ে যাবে। যে প্লেন থেকে পাইলট ফায়ারফক্সটা দেখতে পাবে, সেটাকে গাইড ধরে নিয়ে গান্টের পজিশন আর গন্তব্য জানার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তারা।

গান্ট জানে তাকে খুঁজে বের করার জন্যে ঠিক কি ধরণের সার্চ শুরু হবে। রাশিয়ানরা ধরে নেবে, কোনো আমেরিকান পাইলট পূব দিকে যাবে না, কারণ ওদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন রয়েছে–কেবলমাত্র ঘটনাক্রমে জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে তবেই দীর্ঘ সময় পরে যেতে পারে। আর পশ্চিম দিকে একটা বন্ধু দেশ এবং তার মাঝে রয়েছে মস্কোকে পরিবেষ্টিত করে থাকা বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সে জানে 'বিয়ারহান্ট' স্কোয়াড্রন তাকে খুঁজতে থাকবে। তার আরো সন্দেহ রুশরা তাদের শব্দ-সনাক্তকরণ সিস্টেম ব্যবহার করবে। ন্যাটো না বুঝে যেটার নাম দিয়েছে 'বিগ ইয়ার।' রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে জনবিরল অভ্যন্তরভাগে রাডার নেট ফাঁকি দিয়ে যেসব শত্রু বিমান চলাচল করবে তাদের ধরার জন্যেই এই ব্যবস্থার ডিজাইন করা হয়েছে। এই ধরণের স্থাপনাগুলোর সংখ্যা কতো গান্টের তা জানা নেই। জানা নেই ঘণ্টায় ছয়শ' মাইলেরও বেশি গতিতে ছুটে চলা একটা মেশিনের নির্ভুল বেয়ারিং সংগ্রহ করা বড় কানের পক্ষে সম্ভব কিনা। কিংবা কোন্ উচ্চতায় গেলে এই ব্যবস্থা কাজ করবে না সেটাও অজানা তার কাছে।

আরো একটা ব্যাপার স্মরণ করলো সে। স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফি, হাইস্পিড আর ইনফ্রারেড। তার ফ্লাইটের টাইম-স্কেল খুবই ছোটো, সিস্টেমটা ওরা মিগ-৩১-এর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে কিনা কে জানে। এই ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার একটা কারণ হয়ে থাকবে। সন্দেহ নেই, সে একটা ইলেকট্রনিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। যেনো একজন হাঁপানি রোগী সে। ভারি,

ক্যাচ ক্যাঁচ শব্দের একটি বুট পায়ে এমন এক রুমের ভেতর দিয়ে হেটে যাচ্ছে, যেখানে একদল নিদ্রাহীনতার রোগী ঘুমিয়ে থাকার চেষ্টা করছে। খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে তাকে, পাছে তাদের ঘুম ভেঙে না যায়।

রিফুয়েলিং পয়েন্টের ধরণ, সঠিক পজিশন জানা নেই তার। ইউএইচএফ চ্যানেল খুলে রেখেছে সে, জানে, বিলিয়ার্স্ক থেকে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে। আসলে যোগাযোগ করা হবে এই আশায় অপেক্ষা করছে গান্ট। একবার মুখ খুললেই দুশ' মাইলের মধ্যে ইউডিএফ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছে এমন যে কেউ শুধু যে ব্রডকাস্ট শুনতে পাবে তা নয়, অপর দুটো ফিক্সলাইনের সাহায্য নিয়ে প্রায় সেই মুহূর্তে তার সঠিক পজিশনও জেনে ফেলবে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ অভিমুখে যাওয়ার বেলায় কোথায় ফাঁদ আছে সেব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারবে।

টেকঅফ করার পর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কন্ট্রোল টাওয়ার নিশ্চুপ বসে আছে, কারণ ফার্স্ট সেক্রেটারির ব্যক্তিগত বাহন টুপোলেভ রয়েছে ওখানে। টুপোলেভের ওয়ার কমান্ড সেন্টার থেকে যোগাযোগ করা হবে, সময় তো একটু লাগবেই। ফার্স্ট সেক্রেটারি ছাড়াও কেজিবি'র চেয়ারম্যান, যুদ্ধমন্ত্রী আর এয়ার মার্শাল আছে টুপোলেভে। প্রথমে পরিস্থিতি বুঝবে তারা, একে অন্যেকে একটু দোষারোপও করবে হয়তো।

এমন সময় রেডিওটা ঘর্ঘর্ ক'রে উঠলো। টিভিসংবাদ আর সাক্ষাৎকার শোনার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে ফেললো কণ্ঠস্বরটা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারির। মনের অজান্তেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর দিকে চোখ চলে গেলো। গন্তব্য আর গতি চেক ক'রে দেখলো। সেইসাথে ডায়াল আর রিড আউটগুলোও দেখে নিলো একবার।

"ইউএসএসআর-এর সম্পদ চুরি করেছে যে লোক তার উদ্দেশ্যে বলছি।" গলার স্বরে কোনো কম্পন নেই, যেনো ইচ্ছা করেই গান্টকে হতাশ করে দিতে চাচ্ছেন। "আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন, মিঃ গান্ট? যেদিন থেকে আপনি এ কাজের জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন সেদিন থেকে আপনার সামরিক পদমর্যাদার অপমান করেছেন–আমরা জানি কারা আপনাকে নিয়োগ দিয়েছে।" লোকটার কথা শুনে একটু হেসে ফেললো গান্ট।

ভাবলো, সেই ইউ-টু গোয়েন্দা বিমানের ঘটনার পর থেকে একটা জিনিস অন্তত বুঝে গেছে–কোনোভাবেই এটা স্বীকার করা যাবে না যে, সে সিআইএ'র হয়ে কাজ করছে। সে যে একজন আমেরিকান নাগরিক সেটাও গোপন বিষয়।

গান্ট বললো : "বলে যান–আমি শুনছি।"

“উড্ডয়নটা উপভোগ করছেন তো, মিঃ গান্ট? আমাদের নতুন খেলনাটা আপনার পছন্দ হয়েছে?”

“এটা আরো উন্নত করা যেতো,” পরিহাস ক’রে বললো গান্ট।

“আহ্‌–আপনি দেখছি এক্সপার্টদের মতো কথা বলছেন, মিঃ গান্ট।”

গান্ট তার কল্পনায় পরিস্কার দেখতে পেলো চৌকো একটা মুখ, নাকের গোড়ায় সোনালি ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা, চোখ দুটো খয়েরি, ভাবগম্ভীর চেহারায় ক্ষীণ বিষাদের ছায়া। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ফার্স্ট সেক্রেটারি তার চারপাশের উন্মত্ত ক্রিয়াকলাপগুলো বলতে গেলে খেয়াল করছেন না। এই মুহূর্তে অবশ্য খেলাটা চলছে তাদের দু’জনের মধ্যে–একজন এয়ারপ্লেনে বসা, আরেকজন ঈশ্বরের মতো বলীয়মান মানুষ। তারপরও সবগুলো কার্ড গান্টের হাতেই। গান্ট বোকা নয়। তাকে খুঁজে বের করার জন্য কী ক্ষিপ্র প্রচেষ্টা চলছে বুঝতে পারলো। তাকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত মাছের মতো খেলে যাচ্ছে সে।

“তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন,” বললো সে। “আচ্ছা, আপনি কি আমাকে হুমকিধামকি দেবেন না?”

“দেবো যদি আপনি চান,” সংক্ষিপ্ত জবাব এলো। “কিন্তু সবকিছুর আগে বলবো, যে জিনিস আপনার নয় সেটা ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।”

“বলতে চাচ্ছেন এরপর পুরো ব্যাপারটা আপনারা ভুলে যাবেন?”

ইউএইচএফ-এর অন্যপ্রান্ত থেকে হালকা হাসি শোনা গেলো, তারপর : “মনে হয় না আপনি সেটা বিশ্বাস করবেন, মিঃ গান্ট–করবেন কি? না, অবশ্যই করবেন না। সিআইএ লুবিয়ানকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ব্যাপারে হাবিজাবি গল্প বলে আপনার মাথাটা ভরে রেখেছে। না, আমি শুধু বলবো, এক্ষুণি ফিরে আসলে আপনি জীবিত থাকবেন। হিসেব মতে, বিলিয়ার্স্কে আবার আপনাকে ফিরিয়ে আনতে চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না আমাদের। বেশ ভালো চেষ্টাই করেছেন, মিঃ গান্ট। তবে এখন নিঃসন্দেহে খেলাটা শেষ হয়ে গেছে!”

জবাব দেওয়ার আগে গান্ট কিছুটা অপেক্ষা করলো, তারপর বললো : “আর যদি সেটা না করি...?”

“আপনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন, মিঃ গান্ট। আপনার দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে মিগ-৩১ হস্তান্তর করতে পারবেন না। আমরা সেটা হতে দেবো না।”

“বুঝতে পেরেছি। তো আমাকে একটা কথা বলতে দিন, স্যার–এই প্লেনটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমার। আমার সাথে এটাকে বেশ মানিয়েছে। ভাবছি, এটাকে আমার নিজের কাছেই কিছুদিন রেখে দেবো...”

"বুঝেছি। মিঃ গান্ট, আপনার জেনে রাখা ভালো, কোনো নীতিহীন আর শারীরিকভাবে অসুস্থ পাইলটের জীবন নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এই প্রজেক্টে যে মিলিয়ন মিলিয়ন রুবল ব্যয় হয়েছে সেটা বাঁচানোর আশা করেছিলাম আমি। এখন দেখছি আপনি সেটা হতে দেবেন না। বেশ। যেখানে যেতে চাচ্ছেন সেখানে আপনাকে যেতে দেবো না আমরা। বিদায়, মিঃ গান্ট।"

ইউএইচএফ-এ টোকা মেরে বন্ধ ক'রে দিলো গান্ট। ফ্লাইং মুখোশের আড়ালে মুচকি হাসলো সে। নিজের মনেই বললো, তার শুধু একটা জিনিস নিয়েই চিন্তার করার আছে–তার এই খেলায় ওটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর–বিলিয়ার্স্কে দ্বিতীয় ফায়ারফক্সটা হ্যাঙ্গারে পুড়ে গেছে কিনা। তারা যদি তাকে শনাক্ত করতে পেরে ওটাকে তার পেছনে লেলিয়ে দেয় তাহলে...কাঁধ তুললো সে।

মস্কো থেকে ভলগোগ্রাদগামী সিভিলিয়ান ফ্লাইটটা তাকে অবাক করে দিল। তার চোখ রাডারে ছিলো না, অনেক নিচে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর সূর্যের আলো ঝিক করে ওঠায় দেখতে পেলো ওটাকে। সকালের আকাশে কুয়াশা রয়েছে, তাই ভেপার ট্রেইল চোখে পড়তে দেরি হয়ে গেছে। টুপোলেভের নাকের সামনে দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হলো তার। ফ্লাইট ক্রুদের চোখে পরিস্কার ধরা পড়তে চায় সে। ওরা যেনো দেখতে পায় ফায়ারফক্সটা ওদের নাকের সামনে দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে। অটো-পাইলট অফ করে দিয়ে ফায়ারফক্সের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিলো গান্ট। প্রেসারসুটটা এন্টি-জি ফাংশন শুরু করে দিয়েছে। তার ঊরু এবং উর্ধ্বাংশে একবার এঁটে যেয়ে আবার ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। মাটি আর আকাশের দিকে তাক করা ডানা দুটো সোজা হলো, একটা ইউ-টার্ন নিয়ে প্লেনটা সিধে করলো গান্ট। টুপোলেভ টি-ইউ ওয়ান-ফোর-ফোর এখন ঠিক তার সামনেই। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে পড়লো তার প্লেনটা, প্রায় খাড়া ডাইভ দিয়ে এয়ারলাইনারের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে ওটা। রাডার স্ক্রিনের প্রায় মাঝখানে সবুজ একটা উজ্জ্বল ব্লিপ। পাশের দিকে যথেষ্ট সরে এসেছে অথচ এখনও এয়ারলাইনারের পিছনে রয়েছে সে। সিদ্ধান্ত নিলো, এক্ষুণি ওটাকে ওভারটেক করার। আগের কোর্সে ফিরে এলো গান্ট। দেখলো, ব্লিপটা স্ক্রিনের সেন্টার লাইনের একটা শাখার দিকে আবার ফিরে যেতে শুরু করেছে। ফায়ারফক্সটাকে সোজা করে নিলো সে, স্টারবোর্ডের দিকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো এয়ারলাইনার। সন্তর্পণে থ্রটল আরও খুলে দিলো গান্ট, লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটলো ফায়ারফক্স, সরাসরি টুপোলেভ লক্ষ্য করে। একটা ইউ-টার্ন নিয়ে প্লেন সিধে করলো আবার।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো টুপোলেভের গায়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার প্লেনটা কিন্তু দূরত্ব, গতি আর দিক সম্পর্কে নিজের হিসেবে গান্টের মনে কোনো সন্দেহ নেই। আবার ডানা কাত করলো গান্ট, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসা টুপোলেভের পথ থেকে সরে যেতে শুরু করলো সে–এই মুহূর্তে সেটা ফায়ারফক্সের স্টারবোর্ড জানালা জুড়ে রয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেছে টুপোলেভের ফ্লাইট ক্রুরা। তাদের কাছে এটা স্রেফ একটা ভৌতিক কারবার। রাডার স্ক্রিনে কিছু নেই অথচ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ নেমে এলো পারদের মতো চকচকে একটা অচেনা প্লেন! ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে কয়েক সেকেন্ড যে পাথর বনে যাবে ওরা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

ডাইভ দিয়ে অনেক নেমে এলো গান্ট, টুপোলেভের এক হাজার ফিট নিচে। এয়ারলাইনারের ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিটারের কাঁটা স্থির হতেই শুনতে পেলো একসাথে ক্রুরা চিৎকার করছে। নিচের মাটি সবেগে উঠে এলো ফায়ারফক্সের দিকে। ডাইভ দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে। কয়েক সেকেন্ড পর নাক একটু উঁচু করলো, তারপর সিধে করে নিলো প্লেনটা। মাটি এখন দুশ' ফিট নিচে। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে গেছে রাশিয়ান বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর চোখ বুলিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো গান্ট।

নতুন একটা কোর্স ধরলো এবার। প্লেনের নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের হাতে ছেড়ে দিল সে। তারপর পরবর্তী কো-অর্ডিনেটটা ঢুকিয়ে দিলো। কো-অর্ডিনেটটা খুব ভালো করেই মুখস্থ ছিলো তার। ওদের চোখে ধরা দিয়েছে, সোভিয়েত সমরবিদরা এখন জানবে চুরি যাওয়া মিগ-৩১ দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। ওরা ধরে নেবে ভলগোগ্রাদ পেরিয়ে সীমান্ত টপকাবার চেষ্টা করবে সে, ইরান হয়ে চলে যেতে চাইবে ইসরায়েলে কিংবা ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার সর্বশক্তি দিয়ে ওদিকটা গার্ড দেবে এবার। ফায়ারফক্সের বিস্ময়কর গতির কিছুটা এবার কাজে লাগাবে গান্ট।

থ্রটল খুলে দিয়ে আরপিএম গজ উপরের দিকে উঠতে দেখলো সে। মাক কাউন্টারটার উপরও চোখ রাখলো, দেখতে পেলো, শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত ছুটছে তার প্লেনটা। উরাল পর্বতমালার দিকে পূর্ব অভিমুখে যাচ্ছে সে। উত্তর-মুখো হবার আগে এই পর্বতমালার আড়ালটুকু একান্ত দরকার তার। প্লেনটার প্রকৃত ক্রুজিং ক্যাপবিলিটি কাজে লাগাতে পারছে না, তারপরও সন্তুষ্ট চিত্তে দেখলো, মাককাউন্টারে একের পরে এক সংখ্যা দেখা যাচ্ছে–ম্যাক ১, ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫...

তার ঠিক নিচ দিয়ে, সমতল, জনহীন, নীরব বৃক্ষহীন তৃণময় প্রান্তর দ্রুত

তার পেছনে সরে যাচ্ছে। উড্ডয়নের প্রথম মুহূর্তগুলোতে যে প্রাণোচ্ছলতা, ফুরফুরে আনন্দ বোধ করছিলো সেটা আবার ফিরে এসেছে তার মধ্যে। অদ্ভুত একটা গর্বে বুক ভরে উঠলো। এ যাবতকালে নির্মিত সেরা যুদ্ধবিমান চালাচ্ছে সে। ওই এয়ারক্রাফট আর তার মতো যোগ্য পাইলটের মিলনপর্ব এটা। তার মনের গহীনে থাকা অহংবোধ পরিপূর্ণ হয়েছে এখন।

মাটি থেকে মাত্র দুশো ফিট ওপর দিয়ে ছুটছে এখন। সুপারসোনিক ফুটপ্রিন্ট তাই নিতান্তই সরু, তাছাড়া প্লেনের নিচে থেকে সেটা লক্ষ্য করার জন্যে কোথাও কোনো জনবসতি নেই। এখন শুধু ওকে 'বিগ ইয়ার' সাউন্ড ডিটেকশন নেটওয়র্ককে এড়িয়ে যেতে হবে। এই নেটওয়র্কের পজিশন, রেঞ্জ বা ক্ষমতা জানা নেই তার। তবে আশার কথা এই যে, উরালের মতো পার্বত্য এলাকায় এতো নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ফায়ারফক্স যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করবে সেগুলো এ ধরণের যেকোনো স্পর্শকাতর ইকুইপমেন্টকে বিভ্রান্ত না করে পারে না।

হঠাৎ করে তার মানসিক অবস্থা প্রচণ্ড রকম পাল্টে গেলো। মনে হলো নগ্ন হয়ে পড়েছে সে। নিজেকে আড়াল করার জন্য দৌড়াচ্ছে। তারপরও মনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে থ্রটল সামনে ঠেলে দিয়ে দেখতে লাগলো। মাক-কাউন্টার যখন ক্রমশ ১.৮, ১.৯, ২, ২.১, ২.২-এ উঠে গেলে সন্তুষ্ট হলো সে। ভালো করেই জানে, মহামূল্যবান ফুয়েল অপব্যয় করছে তারপরেও থ্রটল টেনে নেয়ার কথা ভাবতেও চাইলো না। মাক ২.৬ সিক্স পর্যন্ত উঠলে গতিটা স্থির করলো এবার। এই নির্দিষ্ট গতিতে প্লেন সেট করে নিচে তাকালো। রোদের কারণে ধু-ধু প্রান্তর ঝাপসা একটা
ঝলকের মতো লাগলো চোখে। যেনো শব্দহীন একটা খোলসের ভেতর রয়েছে, বাকি দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। টিএফআর (টেরেন ফলোয়িং রাডার) অন করে নিরাপদ বোধ করলো গান্ট। উরাল পর্বতমালার পাদদেশে না পৌছানোর আগে এটা ব্যবহার করার কথা চিন্তা করে নি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিই তাকে বাধ্য করলো সুইচ অন করতে। তার বর্তমান গতি ঘণ্টায় দু'হাজার মাইল।

এয়ারক্রাফটটা এখন আর তার নিজেকে চালাতে হচ্ছে না, উরাল পর্বতমালায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌছে যাবে। ওখানে গেলেই নিরাপদ। তখন আবার ফায়ারফক্সের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেবে। ধীরে ধীরে নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসছে তার মনে। মাক-কাউন্টারে ২.৬ জ্বলজ্বল করছে। ফুয়েল যতোই খরচ হোক, এই স্পিডে ফায়ারফক্সকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সে এখন নিরাপদ, ছুটে চলছে নিরাপদে...

"কনটিনজেন্সি রিফুয়েলিং পয়েন্টগুলোকে অ্যালার্ট থাকতে বলবেন কি?" ভদ্রসুরে বললেন অব্‌রে। হাই ওয়াইকোম্বে স্ট্রাইক কমান্ডে থাকা এয়ার কমোডোর ল্যাচফোর্ডের সাথে স্ক্র্যাম্বলারের মাধ্যমে কথা বলছেন তিনি। একটু আগেই ল্যাচফোর্ডে থেকে একটা রিপোর্ট পেয়েছেন। গান্ট যে বিলিয়ার্স্ক থেকে নিশ্চিত উড়াল দিয়েছে রিপোর্টে সেটা সুস্পষ্টভাবে বলা ছিলো। AEWR (এয়ারবর্ন আর্লি ওয়ার্নিং রাডার) থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গেছে, সোভিয়েত রেড এয়ারফোর্সের ঝাঁক ঝাঁক বর্ডার স্কোয়াড্রন সীমান্তে আর সীমান্তের ভেতর দিকে দুটো পাঁচিল তুলে দিয়েছে। রেডিও আর কোডমনিটরিং রিপোর্ট হলো, রেড এয়ারফোর্সের সেকশনগুলো পরস্পরের সাথে রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট আর অ্যাডমিরালের সাথে ফার্স্ট সেক্রেটারি, এবং এই দু'জনের সাথে ভূমধ্যসাগরে টহলরত যুদ্ধ-জাহাজগুলো বিরতিহীন-কোড-কমিউনিকেশন চালু করেছে। এসব থেকে একটা সত্যই বেরিয়ে আসে–বিলিয়ার্স্ক থেকে ফায়ারফক্স নিয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছে গান্ট।

উভয় কন্টিনজেন্সি রিফুয়েলিং পয়েন্টকে তাৎক্ষণিক সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ব'লে ল্যাচফোর্ড জানালো। ওরা বিশেষ একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে হোমিং সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করতে শুরু করেছে গান্টের ট্রানজিস্টর-ইনার্ডে, এর সাহায্যেই গান্ট বাড়ি ফিরতে পারবে।

"মাদার টু এবং মাদার থ্রি এখন সতর্ক অবস্থায় চলে যাবে," এয়ারকমোডর বললেন। "মাদার ওয়ানকে অন্তত আপনি নিজে দেখাশুনা করবেন। আশা করি আপনি সেটা করবেন। কারণ ওটা কোথায় আছে আমি কিছুই জানি না।" লাইনের অন্য প্রান্তে চাপা হাসি উঠলো। দুটো কন্টিজেন্সি রিফুয়েলিং পয়েন্টের ব্যাপারে ল্যাচফোর্ডের জানা কথা কিন্তু গান্ট এদের একটা ব্যবহার করতে পারে ভেবে তাকে এ ব্যাপারে অন্ধাকরে রাখা হয়েছে। অবরে চাপা উত্তেজনা আঁচ করতে পারলেন।

"হ্যা, ক্যাপ্টেন কার্টিন মাদার ওয়ানের দেখভাল করবেন," অবরে তাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বললেন : "ধন্যবাদ, এয়ারকমোডর–বলতে গেলে আপনার খবরগুলো বিশুদ্ধ সূর্যালোকের রশ্মির মতোই পৌছাচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ।" এক মুহূর্ত তিনি ল্যাচফোর্ডের গভীর চাপাহাসি শুনতে পেলেন। মনে হলো কথাগুলো শুনে আরাম বোধ করছেন তিনি। তারপর রিসিভারটা রেখে দিলেন।

ডেস্কে কঁনুই দিয়ে ভর করে আছে বাকহোলজ। মুখ তুলে নিবিড়ভাবে তাকে দেখতে লাগলো। "তারা তাহলে নিশ্চিত করেছে ব্যাপারটা? মানে আমাদের লোকটা ধরা পড়ে যায় নি তো?" জানতে চাইলো সে।

অবরে মাথা নাড়লেন। "না, মাইডিয়ার বাকহোলজ, তা নয়।" অবরে নরম স্বরেই বললেন, "এইডব্লিউ রাডারের মাধ্যমে রেড এয়ার সোর্সের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা আগে যেমনটি ধারণা করেছিলাম, তাই হচ্ছে এখন। তাদের তৎপরতাই বলে দিচ্ছে গান্ট এখনও আকাশেই আছে।"

গভীর করে শ্বাস নিলো বাকহোলজ। আওয়াজ করে শ্বাস বের হলো তার। অ্যান্ডার্সের দিকে তাকালো সে। তার পাশে বসে থেকে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সে। শিশুর মতো বিশুদ্ধ আত্মতুষ্টির সাথে দাঁত বের ক'রে হাসলো বাকহোলজ।

"ধন্যবাদ ঈশ্বর," বিড়বিড় ক'রে সে বললো।

নীরবতা ভেঙে গেলো তখনই। মচমচ শব্দে স্টেপ ল্যাডার বেয়ে নেমে এলেন কার্টিন। নিচে নেমেই অবরেকে তিনি বললেন : "আমি আর বসে থাকতে পারলাম না, চলে এলাম...নিতান্তই অফিস-বয়ের কাজ করতে হলেও করতে রাজি আছি," দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো সে। "মিঃ অবরে–মাদার ওয়ানকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আমি কি ওয়াশিংটনকে জানাবো?"

অবরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "হ্যা, বৎস, জানাতে পারো। আবহাওয়া এরকম ভালো থাকলেই হয়।"

মানচিত্রের পিছন দিক হেঁটে গেলেন কার্টিন। একটা পয়েন্টার তুলে নিয়ে দেয়ালের উঁচুতে আঁটকানো একটা সার্চলাইট আবহাওয়া মানচিত্রের টোকা দিলেন। "এটা একেবারে সাম্প্রতিককালের, আপনাদের সময় রাত দুটো। সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।"

"মাদারওয়ানের ট্র্যাকের খবর কি?"

"সমানতালে ধীরগতিতে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাপমাত্রা যথেষ্ট কম হলেও সেটা এগিয়ে যাচ্ছে।"

"ভালো। তাহলে কল করো, ক্যাপ্টেন। মাদারওয়ানকেই করবে।"

কার্টিন কল করতে যাবে এমন সময় তারা সবাই চমকে উঠলো, কোডরুম থেকে টেলিটাইপের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অবরে দেখলেন তরুণ শেলি মেশিন থেকে বের হওয়া পাতলা কাগজ ছিঁড়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

"মাত্র মিনিট কয়েক আগে আমাদের কমিউনিকেশন এটা পিক করেছে," রাত জাগা চেহারায় ক্লান্ত একটু হাসি ফুটে উঠলো তরুণ অপারেটরের মুখে। "কোড নয়, সাধারণ রুশ ভাষা। একজন অপারেটর সোভিয়েত এয়ারলাইন ফ্রিকোয়েন্সি শুনছিলো, তার কানে ধরা পড়েছে।"

"আহ্," অবরে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। "কি, সেটা?"

"ভলগোগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে মিগ-৩১ দেখা গেছে," অপারেটর শোনা বললো। "এয়ারলাইনারের নাক আর একটু হলে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। প্লেনটা কোত্থেকে এলো বুঝতেই পারে নি পাইলট। তবে কোন্ দিকে গেছে সেটা পরিস্কার দেখেছে। এয়ারলাইনারের পাইলট খুব চেঁচামেচি করছিলো, তারপর কেউ তাকে ধমক দিয়ে থামায়।"

"ভালো," বললেন অবরে। অপারেটরের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে বাকহোলজের কাছে দিলেন তিনি।

বাকহোলজ কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে, যেনো বিশ্বাস করতে এখনও একটু বাকি আছে তার, তারপর বললো : "ভালো। খুবই ভালো।" অবরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো সে : "এ পর্যন্ত তো ভালোই?"

"আমিও একমত, মাইডিয়ার বাকহোলজ। আশা করা যায়, রুশরা এখন সব কিছু স্ক্র্যাম্বল করছে, গান্টের দক্ষিণ দিকের মেসবারও বাদ যাবে না।" গাল চুলকিয়ে তিনি বললেন : "আপনি জানেন 'বিগ ইয়ার' নিয়ে আমার চিন্তা এখনো যায় নি। উরাল পর্বতের পূর্ব দিকে উড়ে যাওয়ার সময়ের গান্টের ফায়ারফক্সটা নিশ্চয় ভয়ঙ্কর শব্দ ক'রে থাকবে।"

"প্রিয় কুটুজোভ, এটা তো কোনো যুদ্ধাবস্থা নয়," গোলটেবিলে তার চেয়ারে বসে বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। ইউরোপিয়ান রাশিয়ার ম্যাপের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একদিকে পোলিশ সীমান্ত থেকে উরাল পর্যন্ত, আরেক দিকে আর্কটিক ওশান থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। ম্যাপের ওপর ছোটো ছোটো আলোকবিন্দু দিয়ে তৈরি অনেকগুলো মালা, মিটমিট ক'রে জ্বলা ছোটো ছোটো আলোর বিন্দুগুলো শূন্যে ফাইটার ইন্টারসেপ্টর স্টেশনের উপস্থিতির সংকেত দিচ্ছে। জ্বলজ্বলে মালাগুলোর সাথে অন্যান্য রঙের আরও রেখা এগিয়ে এসে জোড়া
লাগছে, তার মানে মিসাইল সাইটগুলো পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রয়েছে।

টেবিলের অন্য পাশে বসে আছেন কুটুজোভ। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছেন তিনি সামনে থাকা প্রোজেকশনের দিকে। মনে হলো নিতান্ত অনিচ্ছায় ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। "কিন্তু এ কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমেরিকানরা আমাদেরকে ধোঁকা দিতে চাইছে কিনা। আমাদের সমস্ত মনোযোগ থাকবে চোরের দিকে, ওদিকে হয়তো উত্তর দিক থেকে হামলা করবে ওরা?" কোনো প্রশ্ন নয়। মার্শাল কুটুজোভ স্পষ্টতই গুরুত্বের সাথেই কথাগুলো বললেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : "না, কুটুজোভ। এটা সিআইএ'র কাজ–আর তাতে প্রেসিডেন্টের অফিস এবং পেন্টাগন সমর্থন যুগিয়ে গেছে, এ ব্যাপারে আমি একদম নিশ্চিত।" হাত তুললেন তিনি, যেনো তার কথায় বাঁধা দেয়া না হয়। "কিন্তু এটা হঠকারী কাজ ছাড়া আর কিছুই না। খুবই উচ্চাভিলাষী, এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজ। ভালো করে পরিকল্পনা করেই কার্যকর করা হয়েছে। হ্যা, এভাবেই করা হয়েছে! তারপরও বলবো এটা কোনো যুদ্ধ নয়! সিআইএ এই ক্ষ্যাপা লোকটার জন্য কোথাও কোনো রিফুয়েলিং পয়েন্টের ব্যবস্থা করেছে, নিঃসন্দেহে আমাদের কম্পিউটার থেকে আমরা সেটা জানতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি মিগ-৩১কে গুলি করে নামাই, কিংবা রিফুয়েলিং ভেহিকলটা ধ্বংস করে ফেলি তাহলে আমেরিকানরা এসবের সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে যাবে। তারা কিছুই করবে না। আর তখনই আপনারা সবাই..." হঠাৎ তার কণ্ঠটা চড়ে গেলে কমান্ড সেন্টারের পেছনের গুঞ্জনও থেমে গেলো। সবাই একসঙ্গে তাকালো তার দিকে। "পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এয়ারক্র্যাফটটা ধ্বংস করে ফেললে বা উদ্ধার করতে পারলে, এই ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য আমরা শুনতে পারবো না।"

"আপনি কি নিশ্চিত?" কুটুজোভ বললেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন তিনি। যেনো পৃথিবীর ধ্বংসলীলার শুরুটা তিনি দেখছেন, এখানে আসার পর থেকে এই চিন্তাটাই তার মাথায় গেঁড়ে বসে আছে।

"আমি নিশ্চিত। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ উভয়েই এই এয়ারক্রাফটা চায়। কারণ এর সম্ভাবনা নিয়ে তারা অবগত আছে। গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে উন্নয়নমূলক গবেষণা খাতে তারা ব্যাপকভাবে বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যেই কয়েক বছরে আগে মিগ-২৫'এর ফাউ উপহারটা পাওয়ার পরেও আমরা জেনেছি, মিগ-৩১'এর সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো সামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো কিছু তাদের কাছে নেই।"

হঠাৎ ক'রে আন্দ্রোপভের উপরে কুটিল দৃষ্টি হানলেন তিনি। কাঁধ বরাবর দাঁড়িয়ে বললেন, "চেয়ারম্যান আন্দ্রোপভ, প্রজেক্টটার জন্য যে ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো, তা ক্ষমার অযোগ্য!"

আন্দ্রোপভ আস্তে ক'রে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তার চশমায় ঘরের আলো প্রতিলিত হলো, কুটুজোভের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ভ্লাদিমির, লোকটার ক্রোধ তিনি আঁচ করতে পেরেছেন। ফার্স্ট সেক্রেটারির চাপা ক্রোধও তিনি বুঝতে পারছেন। সেই কারণেই এই কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে।

"হ্যা, দুর্ভাগ্যবশত সেটাই সঠিক, ফার্স্ট সেক্রেটারি।" টেবিলের অন্য পাশের দুই সামরিক লোকের দিকে তাকালেন তিনি। "আমার মনে আছে, মার্শাল কুটুজোভ এবং জেনারেল ভ্লাদিমিরভ উভয়েই প্রাথমিক পরীক্ষার পরে নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে চেয়েছিলেন।" ঠাণ্ডা হাসি হাসলেন তিনি। "মনে হচ্ছে তারা ঠিকই ভেবেছিলেন।"

"আর আমেরিকানরা ভেবেছিলো তারচেয়েও বেশি," কুটুজোভ গজগজ করতে করতে বললেন। গম্ভীর ফিসফিসানির মতোই শোনালো তার কথাটা।

ফার্স্ট সেক্রেটারি তার হাত তুললেন। বুঝতে পারলেন সামরিক বাহিনী এবং কেজিবি'র মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ে আরেকটা অন্তর্ঘাতী কলহ বাঁধিয়ে দিয়েছেন।

"বাদ দিন," চট ক'রে বললেন। "ব্যাপারটা নিয়ে আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখা হবে। চেয়ারম্যানের প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে হতে পারে, কর্নেল কন্টার্স্কি জুয়া খেলে হেরে গেছেন," ফার্স্ট সেক্রেটারির পেছনে আন্দ্রোপভ আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপরে টেবিলের দিকে তাকালেন তিনি।

না কুটুজোভ না ভ্লাদিমিরভ, কেউ কিছু বললো না। কন্টার্স্কি একহাতেই কাজটা করেছে। বিলিয়ার্স্ক প্রোজেক্টের নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যবহার করে সে নিজের পদোন্নতি এবং সুনাম বাড়ানোর কাজে লাগাতে চেয়েছিলো। আগেও এরকম হয়েছে। ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যে আবজারভেশন সিকিউরিটি সদরদপ্তরে এই কেজিবি অফিসারই তথ্য গোপন করে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ক্রেমলিনের কাছে মিশর আর ইসরাইলের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিলো কিন্তু সেগুলো চেপে গিয়েছিলো সে। তারপরই তাকে অব্যহতি দেয়া হয়। এখন মনে হচ্ছে কন্টার্স্কি বর্তমান ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

দরজার কেউ টোকা দিলে ফার্স্ট সেক্রেটারির কেজিবি দেহরক্ষী দরজাটা খুলে দিলো। তার হাতে কিছু কাগজপত্র দিয়ে চলে গেলো এক অপারেটর।

"ধন্যবাদ," ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। কিছুক্ষণ কাগজপত্রগুলো দেখে মাথা তুললেন তিনি, তারপর সেগুলো কুটুজোভের কাছে দিয়ে দিলেন। "এগুলোর কী মানে আমাকে বলুন।"

জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে চশমাটা বের করে বৃদ্ধ মার্শাল কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। পেছনের কোড এবং কমিউনিকেশন্স অপারেটরদের নিচু গুঞ্জনের মাঝেও কাগজপত্র নাড়াচাড়ার করার এই শব্দটা শোনা গেলো। দেখা শেষ করে চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে সেগুলো ভ্লাদিমিরভের কাছে হস্তান্তর করলেন তিনি।

কাশতে কাশতে বললেন, "দ্বিতীয় মিগের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এটা। ফার্স্ট সেক্রেটারি, মনে হচ্ছে, ভিন্নমতাবলম্বীরা ওটার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নি।"

টেবিলের উপর দিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং আন্দ্রোপভের দিকে তাকিয়ে ভ্লাদিমিরভের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেলো, ওয়ার কমান্ড-সেন্টারে এখন মরিয়া মনোভাব বিরাজ করছে। এখানে দু'জন ক্ষমতাবান লোকের কেউই এয়ার কিংবা এয়ারক্রাফটের কিছু বোঝে না। তারা এমন একটা উত্তেজনা নিয়ে কাজ করছে যেটা তাদের জন্যে একেবারেই নতুন। তারা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করছে, দ্বিতীয় প্রোটোটাইপটা ব্যবহার করেই পলায়নরত আমেরিকানটাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারবে।

"দ্বিতীয় মিগটা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উড়াল দিতে কতো সময় লাগতে পারে?" ফার্স্ট সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।

"হয়তো একঘণ্টা, হয়তো তারও কম সময়," ভ্লাদিমিরভ তার হাতে কাগজগুলো দিয়ে বললেন। "পিপি ওয়ানের মতো এটাও ফ্লাইটের জন্যে তৈরি হয়েই ছিলো, ফার্স্ট সেক্রেটারি। কিন্তু এখন ফোম পরিস্কার করে আর্মস দিয়ে সাজাতে হবে।"

"কিন্তু তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে প্রথম মিগটা এখন ঠিক কোথায় আছে!" কুটুজোভ তার স্বভাবসিদ্ধ নীচুস্বরে বললেন। ভ্লাদিমিরভ বুঝতে পারলেন, ওয়ার কমান্ড-সেন্টারের পরিবেশের সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো নিয়ে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খুব একটা সচেতন নন। ফার্স্ট সেক্রেটারির একটাই চাওয়া, দ্বিতীয় প্লেনটাকে ওড়াতে হবে, এয়ারক্রাফটটা খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে গেলে বাস্তবিক যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিলে তার ভালো লাগবে না।

"আমি সেটা জানি, কুটুজোভ," বৃদ্ধ মার্শালকে চুপ করিয়ে দিয়ে কঠিন করে কথাটা বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, চারপাশের দেয়ালের দিকে তাকালেন তিনি, যেনো অপারেটরদের পৃষ্ঠদেশ দেখে অনুপ্রেরণা পেতে চাইছেন, যে উত্তরটা তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেটা পেয়ে যাবেন।

প্রসন্ন আর দৃঢ় মনোভাবের আড়ালে লোকটার বেপরোয়াভাব আঁচ করতে পারলেন ভ্লাদিমিরভ। তার কাছে মনে হচ্ছে, স্ট্যাগার্ড সেক্টর স্ক্র্যাম্বলটাই একমাত্র আশার আলো, যদিও সেটা খুবই ক্ষীণ সম্ভাবনার। তার মনের মাঝে কিছু একটা খচখচ করছে। মিগ-৩১ প্রজেক্টের প্রথম বছরগুলোতে এন্টিরাডার সিস্টেমটা নিয়ে তিনি আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তার আপত্তিকে আমলেই নেয় নি কেউ।

স্বভাবগতভাবে ভ্লাদিমিরভ ঠাণ্ডা, যুক্তিবাদী মানুষ। স্ট্যাটেজিস্ট তিনি। রুশ ইন্টারসেপ্টার ফোর্সের মানে 'ওলফপ্যাক' কমান্ড্যান্ট ও.সি হিসেবে নিজেকে স্বার্থক ভেবেছিলেন। কুটুজোভের সাথে তিনিও প্রতিরক্ষা ব্যয় মঞ্জুর করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। শত শত মিগ-৩১ তৈরি করার চিন্তা করেছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। রাশিয়ার তুরুপে সবচেয়ে শক্তিশালী ফক্সব্যাটের জায়গা ক'রে নিতো মিগ-৩১। চিন্তা-চালিত যে এয়ারক্রাফটটা তৈরি করা হয়েছে সেটার পাল্লা বিশাল, গতি ভয়াবহ। তার মতে এই এয়ারক্রাফটটার কারণেই রেড এয়ারফোর্স এক অনন্য উচ্চতায় চলে যেতো। বৃটিশ এবং আমেরিকান বিমানবাহিনী নিকট ভবিষ্যতেও সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারতো কিনা সন্দেহ।

ওয়ার কমান্ড-সেন্টারের মাঝখানের গোলটেবিল ঘিরে যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে তা থেকে দূরে সরে গেলেন তিনি। অপারেটর টিমগুলোর কাছ থেকে সাংকেতিক রিপোর্ট আসছে, কান পেতে শুনতে পেলেন। সব কিছুই রেকর্ড করা হচ্ছে। যেনো কোনো রিপোর্ট দরকার হলেই সাথে সাথে সেটা সরবরাহ করা যায়।

ভলগোগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে মিগটা দেখা গেছে এরকম একটি খবর পেয়ে সংশয়ে ভরে গেলো তার মনটা। লোকটা সাবেক যোদ্ধা। সুতরাং সন্দেহটা অমূলক নয়। কিছুক্ষণ আগেও আমেরিকান পাইলট গান্টকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। মস্কোর কেন্দ্র থেকে ওয়্যার-প্রিন্টের মাধ্যমে তার ব্যাপারে কেজিবি'র যে নথিটা পাঠানো হয়েছে, সেটা দেখে মনে করেছিলেন সিআইএ এই লোকটাকেই বেছে নিয়ে দারুণ একটা কাজ করেছে। গান্ট একজন দস্যুতুল্য পাইলট, ভিয়েতনাম ফেরত যোদ্ধা সে।

তার মনে হলে গান্টকে সে চেনে, এই মিগটা তার চুরি করার দরকার ছিলো, এটাও বুঝতে পারলেন, কাজটা যে সে করতে পারবে শুধু এটা প্রমাণ করার জন্যই অভিযানটা সফল করতে চাইবে গান্ট। মিগটাকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সে।

পাইলটের রিপোর্টটা দেখে মনে হচ্ছে, বিশাল আকৃতির এয়ারলাইনারটা দেখে গান্ট বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটুর জন্যে দুটো প্লেনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতো। ভ্লাদিমিরভ জানেন, এয়ারলাইনারটা দৃশ্যমান হওয়ার অনেক আগেই গান্টের রাডার সেটার উপস্থিতি জানিয়ে দেবার কথা। আর গান্ট নিজেও একজন ভালো মানের পাইলট, অন্তত তার সম্পর্কে রেকর্ডগুলো যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে। অচেনা কোনো এয়ারক্র্যাফট চালাতে গিয়েও তার পক্ষে এরকম ভুল করার কথা নয়। ভ্লাদিমিরভ নিশ্চিত, ল্যাংলে'তে কোনো

সিমুলেটর তৈরি করা হয়েছিলো গান্টকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। মনে মনে কন্টার্স্কিকে অভিসম্পাত করলেন তিনি। কী নিদারুণ ব্যর্থতাই না দেখিয়েছে সে। এটা এখন নিশ্চিত, বিগত বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ তথ্য আমেরিকানদের কাছে পাচার হয়ে গিয়েছিলো।

মন থেকে গান্টের চিন্তা মুছে ফেললেন তিনি। তাকে নিয়ে চিন্তা করা মানে অপরিবর্তনীয় অতীতে বসবাস করার মতোই অবাস্তব। না, আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আছে। মিগ-৩১ রাডারে ধরা পড়ে না–গান্টের এই চরম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার রয়ে গেছে। সেই জিনিসটা তাহলে কি?

হাটতে হাটতে হাত দিয়ে শক্ত করে গাল চুলকাতে লাগলেন তিনি। একজন অপারেটর একটা কমিউনিকেশন রিপিট করছিলো। আওয়াজটা নাড়া দিলো তাকে। কোন ধরণের অনুরণন ছাড়াই কথাগুলো তার মনোজগতে আলোড়ন তুললো।

"পজিটিভ সাউন্ড ট্রেস, ওর্স্কের ইনস্টলেশন থেকে পাওয়া গেছে..." পাশ থেকে এই কথাগুলো শোনা গেলো। তার চারপাশ জুড়ে যে হঠাৎ এক স্থবিরতা তৈরি হয়েছে, আর অপারেটরও যে তার দিকে চেয়ে আছে এসব তিনি খেয়াল করেন নি। না, তিনি ভাবলেন, শব্দের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা–এটা...তখনই তিনি ধরতে পারলেন সেটা। চারপাশের নীরবতা এবং অপারেটর যে তার দিকেই চেয়ে আছে সেটা আড়চোখে দেখতে পেলেও ভাবনাটা পরিস্কার খেলে গেলো তার মাথার ভেতর।

সামরিক এবং রাজনৈতিক সেই পরিবেশে তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন, যতো উন্নত এয়ারক্রাফটই হোক না কেন, রাডার ইমিউনিটি থাকলেই যে সেটা ধরা পড়বে না, তা নয়। সেক্ষেত্রে ইনফ্রারেড ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে শনাক্ত করা যাবে। এই ব্যবস্থার কঠিন বস্তু থেকে সিগনাল প্রতিফলনের প্রচলিত কৌশল কাজে লাগানো হয় না, বরং ভূমিতে কিংবা আকাশে তাপীয় উৎস শনাক্ত করা হয়। যেকোনো ইনফ্রারেড-স্ক্রিনে জেটইঞ্জিনের এমিশনটাকে কমলা ব্লিপ হিসেবে দেখা যায়। কোনো লক্ষ্যবস্তুকে পিছু নিয়ে সেটাকে শনাক্ত করার দুর্বল বিকল্প ব্যবস্থা এটি। তারপরও, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি মিগ-৩১'এর এন্টি-রাডার সিস্টেমের বাড়তি সুবিধার অনেকাটই নস্যাৎ করে দিতে পারে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হিট-সিকিং মিসাইল দিয়ে নিঁখুতভাবেই আঘাত হানা সম্ভব। কারণ ভূমিতে স্থাপিত ইনফ্রারেড স্ক্রিনে দেখা হিট-সিগনেচার নিজেদের সেন্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করতে পারবে মিসাইলগুলো। এই তো পেয়ে গেছি! মুখের সামনে নিজের হাতটা তুলে ধরে দেখতে পেলেন সেটা রীতিমতো কাঁপছে।

এতোক্ষণ ধরে যে প্রশ্নে উত্তর খুঁজে ফিরছিলেন তার জবাব পেয়ে গেছেন। স্ট্যাগার্ড সেক্টর ক্র্যাম্বলের যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো কাটিয়ে ওঠা এখন সম্ভব। যেকোনো আবহাওয়ায়, যেকোনো উচ্চতায় যা কিছুই অতিক্রম করুক না কেন প্লেনের সামনে একটা চোঙার মধ্যে রাখা ইনফ্রারেড উইপন এইমিং-সিস্টেম দিয়ে জেট ইঞ্জিন থেকে বের হওয়া এমিশন পাইলটের ইনফ্রারেড ডিটেকশন স্ক্রিনে উজ্জ্বল কমলা রঙে ধরা দেবে।

অপারেটর লোকটার মুখ দেখতে পেলেন তিনি। এক হাত মাথায় দিয়ে রেখেছে। তার মুখে দুর্বোধ্য হাসি।

"হ্যা?" তিনি বললেন। "কিছু বললে?"

"জেনারেল, একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা এয়ারক্রাফটের আওয়াজ রেকর্ড করেছে ওরা। গতি...মাক ২'র চেয়েও বেশি। ওর্স্কের পশ্চিমে মোবাইল ইউনিটে এটার সন্ধান পাওয়া গেছে।"

"ওর্স্ক কোথায়?" ভ্লাদিমিরভ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে জেনারেল ম্যাপ-কনসোলের লোকটার দিকে ফিরলেন। টেবিলের প্রজেকশনের প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন এবং বিস্তারিত হিসেবনিকেশ করাই তার কাজ। "ওর্স্ক! ওই এলাকাটা আমাকে বড় করে দেখাও!" তার মনে পড়ে গেলো। "এটা উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে..."

পুরো ওয়ার কমান্ড অফিস জুড়ে যে নীরবতা বিরাজ করছে খেয়াল করেন নি তিনি। নিজের সন্দেহটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এখন। চোর হলেও গান্টের ওপর শ্রদ্ধা বোধ হচ্ছে তার। ভাব দেখিয়েছে যেনো দক্ষিণে যাচ্ছে, অথচ সে আসলে সেখানে যাচ্ছে না। পাইলটের জায়গায় তিনি নিজে হলেও এই কৌশলটা ব্যবহার করতেন।

"ব্যাপার কী, জেনারেল ভ্লাদিমিরভ?"

নিষেধের ভঙ্গীতে বক্তাকে হাত নেড়ে থামতে বলে অপারেটরের দিকে ফিরলেন তিনি। "এই রিপোর্টের কনফার্মেশন দাও–জলদি! পড়ে শোনাবে আমাকে।" টেবিলের গায়ে ফুঁটে থাকা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ফার্স্ট সেক্রেটারির চেহারায় ক্রমশ যে রাগের বর্হিপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে সেটা লক্ষ্যই করছেন না। উরালের দক্ষিণপ্রান্তে বিস্তৃত পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন, উপলব্ধি করলেন এই ছোটো আকারে উরালকে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। মুখ তুলে নির্দেশ দিলেন, "উরালের প্রজেকশন দাও। উত্তর আর দক্ষিণ যতো বেশি সম্ভব দেখতে চাই।"

অপেক্ষা করে আছেন তিনি, আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা মারছেন। আগের মানচিত্রটা সরে গিয়ে তার জায়গায় নতুন মানচিত্র ফুঁটে উঠলো। প্রজেকশনের

কেন্দ্র বরাবর সীসা রঙের ক্ষতচিহ্নের মতো উরাল পর্বতমালা বিস্তৃত হয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে আছে বাদামী, ধূসর রঙের ইরানের ভূ-খণ্ড, আর উত্তর দিকে ব্যারেন্টস এবং গাঢ় নীল রঙের আর্কটিক সাগর।

ফার্স্ট সেক্রেটারি টেবিলের পাশে খোদাই করা মূর্তির মতো বসে আছেন, এখনো তাকে উপেক্ষা করেই ভ্লাদিমিরভ মানচিত্রে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে দক্ষিণ অভিমুখী মধ্যপ্রাচ্য আর ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দিকে। তারপর, আগের চেয়ে ধীর গতিতে, দু'এক জায়গায় হঠাৎ করে থেমে চলে এলো উত্তরে, উরাল পর্বতমালার ওপর। নোভাইয়া জেমলাইয়ার ওপর আঙুলটা একবার থামলো, তারপর আরও উত্তরে সরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিমে একটা বাঁক নিয়ে আর্কটিক সাগরে চলে এলো।

রেডিও অপারেটরের কণ্ঠস্বর শুনে চোখ তুলে তাকালেন। অপারেটর তাকে বললো, "শনাক্তকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে, স্যার। পর্বতমালার অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে এয়ারক্রাফটটা। আমাদের মোবাইল ইউনিট থেকে পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিলো কিন্তু পাইলট সাড়া দেয় নি। উত্তর-পূর্ব দিকে গেছে ওটা, পার্বত্য এলাকার ভেতর দিকে। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আওয়াজটা মিলিয়ে যায়। তবে হেডিং আর স্পিড সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত হয়েছে।"

ভ্লাদিমিরভ বুঝতে পারলেন, গান্ট তার প্রথম ভুলটা ক'রে ফেলেছে। এই ভুলের জন্যে অনেক বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হতে পারে তাকে। পরিচয় দিতে চায় নি...যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে...মাক টু'র চেয়েও দ্রুতগতিতে–এসব থেকে একটাই সত্য বেরিয়ে আসে : ভিজুয়াল এবং সাউন্ড ডিটেকশনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য গান্ট উরাল পর্বতমালার পূর্ব দিককার পাদদেশে আশ্রয় নিতে চাচ্ছে। এই স্পিডে ছুটতে হবে তাকে, লোকটা বোধহয় প্রথমে তা ভাবে নি–ফলে যেমন আশা করেছিলো তারচেয়ে অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে তার ফুয়েল। তারপর আবার মন দিয়ে মানচিত্রটা দেখতে লাগলেন তিনি। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো তার। রাশিয়ার উত্তরে কোথাও রয়েছে গান্টের রিফুয়েলিং পয়েন্ট। হয়তো ব্যারেন্টস সাগরে, নয়তো আরও ওপরের দিকে কোথাও। মুখ তুলে ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন তিনি।

ফার্স্ট সেক্রেটারি তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে ক'রে বললেন, "কি?"

তার পেছনে কাঁধের কাছে কুটুজোভের উপস্থিতি আঁচ করে ভ্লাদিমিরভ বললেন, "ফার্স্ট সেক্রেটারি, আপনি যদি মানচিত্রের দিকে তাকান, আমি

তাহলে ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করবো।" সবাই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লো। দ্রুত তিনি গান্টের সম্ভাব্য গতিপথটা দেখানোর চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন : "মিগ-৩১ রাডারে ধরা না পড়লেও তাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো, ফার্স্ট সেক্রেটারি।"

নীরবতা নেমে এলো। তারপর ফার্স্ট সেক্রেটারির পেছনে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে আন্দ্রোপভ নরম আর শ্লেষাত্মক গলায় বললেন : "কীভাবে?"

ভ্লাদিমিরভ যতোটা সহজ করে সম্ভব বুঝিয়ে দিলেন ইনফ্রা-রেড উইপন্স এইমিং সিস্টেমকে কিভাবে ডিরেকশনাল সার্চ-বিম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কুটুজোভ তার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। বৃদ্ধ লোকটার মাঝে উত্তেজনায় যে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে ভ্লাদিমিরভও তা আঁচ করতে পারলেন। আরো দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝলেন যে, এয়ারফোর্সের পরবর্তী মার্শাল হওয়াটা তার জন্য নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখন তাকে আলোড়িত করতে পারছে না। এখন তার একটাই মাত্র চিন্তা, সামরিক হুমকি হিসেবে গান্টকে কীভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়।

"ভালো, খুব ভালো, জেনারেল ভ্লাদিমিরভ," ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। "মিহাইল ইলিচ, আপনি কি একমত?" কুটুজোভ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "এতে কোনো যান্ত্রিক সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই?"

ভ্লাদিমিরভ না সূচক মাথা নাড়লেন। "না–আপনার কিংবা মার্শাল কুটুজোভের কাছ থেকে শুধু সাংকেতিক নির্দেশনা পেলেই হবে, এটুকুই প্রয়োজন।"

ফার্স্ট সেক্রেটারির ইতিবাচক মাথা নাড়লেন। "তাহলে আপনার কী প্রস্তাব, ভ্লাদিমিরভ?"

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, রেড ব্যানার নর্দান ফ্লিটের ইউনিটগুলোকে আপনি অবশ্যই সতর্ক করে দেবেন। ওরা খুঁজবে একটা সারফেস অথবা সাব-সারফেস..." চিন্তায় পড়ে গিয়ে থামলেন তিনি। না, ভাবলেন, ওদিকে বরফ, কাজেই রিফুয়েলিং পয়েন্ট হিসেবে ওরা সাবমেরিন ব্যবহার করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। বরফের ফাঁক গলে কোনো জাহাজ...তারও সম্ভাবনা কম। "সম্ভবত একটা প্লেনকে খুঁজে পাবে আমাদের লোকেরা, মিগ-৩১'কে আকাশ থেকেই ফুয়েল সাপ্লাই দেবে, ফার্স্ট সেক্রেটারি।" সোভিয়েত নেতা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "তাহলে মাদার প্লেনটাকে খুঁজে বের করার জন্য উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলের খুব কাছাকাছি 'ওলফপ্যাক' স্কোয়াড্রনকে অতি অবশ্যই

মোতায়েন করবো আমরা।” কুটুজোভের ব্যগ্র চোখের দিকে তাকালেন তিনি। বৃদ্ধ লোকটাও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। “আর আমরা সবগুলো মিসাইল সাইটকে সতর্ক করে দেবো, ফার্স্ট ফায়ারচেইন ইউনিট গান্টকে খুঁজে বের করার কাজে ইনফ্রা-রেড এইমিং কাজে লাগাবে।”

হঠাৎ করে ফার্স্ট সেক্রেটারির একেবারে সামনেই মানচিত্রের উপরে আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন তিনি। “এইখানে...ঠিক এইখানে। পাইলট যদি উরাল ধরে আমেরিকানদের সর্ব উত্তর বিন্দুতে পৌঁছুতে চায়, আমাল পেনিনসুলার পশ্চিম দিকটা ব্যবহার করতে হবে তাকে। ভিজুয়াল সাইটিংয়ের জন্যে এই দু'জায়গার একটার ওপর দিয়ে যেতে হবে, তারপর সে তার মাদার এয়ারক্রাফটের জন্যে কোর্স বদল করবে। আপনি দেখতে পারছেন, ফার্স্ট সেক্রেটারি, এর ভেতরে ফার্স্ট ফায়ারচেইনে দুটো নির্দিষ্ট ইউনিট আছে। সেই সাথে তাদের এবং উপদ্বীপে স্থাপিত আমাদের 'ওলফপ্যাক' স্কোয়াড্রনের মধ্যে মোবাইল লিংকও রয়েছে,” তিনি চোখ তুলে তাকালেন। তার মুখে হাসি। “প্রস্তুতি নিতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে, তারপর এযাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ফাঁদে গিয়ে আঁটকা পড়বে বেচারা আমেরিকান লোকটা।” হাসতে হাসতে তিনি বললেন : “প্রয়োজন হলে কোনো সোভিয়েট এয়ারক্রাফট দেখামাত্র মিসাইলের টার্গেট বানানোর অনুমতি কি দেবেন?”

কুটুজোভ ভেতরে নিঃশ্বাস টেনে নিলে ভ্লাদিমিরভও সেটা শুনতে পেলেন কিন্তু তার চোখ ফার্স্ট সেক্রেটারির উপর। লোকটার ধূসর, চকচকে চোখের মাঝে নিশ্চিত সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন। যেনো এক ধরণের মিলিটারি বিজয়ের আনন্দ বোধ করছেন তিনি। ফার্স্ট সেক্রেটারি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

“নিশ্চিয়।”

“বেশ। ফার্স্ট সেক্রেটারি–তাহলে ধরে নিন গান্ট একজন মৃত ব্যক্তি।”

উরালের ওপর দিয়ে যেতে দু'ঘণ্টা সময় লেগে গেলো গান্টের। ওর্স্ক থেকে ভরকুতা ষোলোশ' মাইল, এই ষোলোশ' মাইল পাড়ি দেয়ার সময় ছয়শ' নটের বেশি স্পিড তোলে নি। ফুয়েল বাঁচাবার জন্যে স্পিড সাব-সোনিক পর্যায়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে। তার যাত্রাপথের নিচে জনবসতি আছে, কিন্তু দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো, গতি কম থাকায় সুপারসোনিক ফুটপ্রিন্ট কারও চোখে পড়ার ভয় নেই। নিচু পাহাড়ের মাথা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে সে, মাথাগুলো কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। মাটি বা আকাশ থেকে সহজে কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

উরাল পর্বতমালায় সামরিক স্থাপনা কি আছে না আছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই তার। বাকহোলজ এবং অবরে ধারণা দিয়েছিলো, পর্বতমালার পূবদিকের ঢালে সামরিক স্থাপনা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম।

তার ভয় সেই দুঃস্বপ্নটা হয়তো আবার ফিরে আসবে। কিংবা ফিরে আসবে সেই হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত পক্ষাঘাতের কিছু উপসর্গ। এমন কি বমিবমি ভাবটাও চলে আসতে পারে। তারপরও সেসবের কিছুই হলো না। যেনো ছায়ার ভেতর থেকে আলোর মাঝে প্রবেশ করেছে সে। টেক্ অফ করার আগে যে মানুষ ছিলো, তার সেই সত্তা যেনো খোলসের মতো তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তার নতুন ফিরে আসা মানসিক অখণ্ডতা আর শান্ত-অচঞ্চল চিন্তা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। ভিয়েতনামের শেষ দিকে প্রায় সুচারুভাবেই বিমান ওড়াতে পারতো সে। ঠিক এখন যেমন ওড়াচ্ছে।

পার্বত্য এলাকার ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করার পর ইসিএম ইন্সট্রুমেন্টে রাশিয়ানদের রাডার তৎপরতা কিছুই ধরা পড়ে নি। এমন একটা জগতে সে ঢুকে পড়েছে যা পুরোপুরিভাবেই বিচ্ছিন্ন। নাসা'র লোকজন পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে স্কাইল্যাবে করে ঘুরে আসার পরে বা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুণরায় প্রবেশ করেছে এমন কোনো সাম্প্রতিকতম খেয়াযান থেকে ফিরে এসে এরকম বিচ্ছিন্নতার কথা বলে থাকে। চাঁদের অন্যতম অভিযাত্রী কলিন্সের সাথে একবার তার দেখা হয়েছিলো। তিনিও একই রকম কথা বলেছিলেন। এয়ারক্রাফটটা অটো-পাইলটে চলে গেলে গান্ট সব সময় এই অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত অনুভব করলো। কুয়াশা ভরা এলাকায় ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় যেনো কোথাও কিছু নেই বলে মনে হয়। শুধু আছে বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রিত, সুস্থিত, উষ্ণ একটা কেবিন। সেই তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে দুনিয়ায় তার নিষ্কৃতি জোটে নি কখনো–তীব্র মদ্যপানেও না, বা সায়গনের বেশ্যাদের কোলেও সেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর মাটিতে সেই হাহাকার একাকীত্বের আরো বাজে ধরণের অনুভূতি আস্বাদন করেছে সে, তাই আকাশের কাছেই সেই উৎকৃষ্ট একাকীত্ব খুঁজে ফিরলো।

এইমাত্র ন'টা বেজেছে, তার চারপাশে হালকা হতে শুরু করেছে কুয়াশা, একটু একটু করে সকাল বেলার নীল আকাশ ফুঁটে উঠছে সামনে। সে জানে বর্তমান কোর্সে গালফ অব কারা'র ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। টিএফআর এবং অটোপাইলটটা চালু করে কুয়াশায় ভরা একটা এলাকার ভেতর দিয়ে ভূতের মতো এগিয়ে যেতে লাগলো। চাঁদ বা স্মৃতিতে ভেসে ওঠা ল্যান্ডস্কেপ সবই যেনো নীরস বৈচিত্র্যহীন। চোখের চাহনি যেনো শীতল হয়ে গেছে তার।

সামনে তাকালো সে। পানির কোনো চিহ্ন নেই, সবটাই ঝাপসা, দিগন্ত

কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অথচ যতোটা সম্ভব নিচে নেমে যেতে হবে তাকে। আর এরচেয়ে বেশি নিচে নামলে মাটি থেকে কারও চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকবে। উত্তর উপকূলে রাশিয়ানদের রয়েছে বিস্তৃত ফায়ারচেইন মিসাইল ঘাঁটি, সেগুলোর ইনফ্রা-রেডেও ধরা পড়ার ভয় আছে। একটু নিচে নামতেই পর্বতমালার শেষ ঢেউগুলো দেখতে পেলো গান্ট, ক্রমশ সাগরের দিকে নেমে গেছে। এখনও কোথাও কোথাও জমাট বেঁধে আছে কুয়াশা, সূর্যের আলো সেগুলোকে ভেদ করতে পারে নি, কুয়াশার এই পকেটগুলোর আড়ালে থাকলো মিগ-৩১। পোর্ট সাইডে খুদে শহর ভর্কুতা দেখা গেলো। বুঝতে পারলো, দিক নির্ণয়ে ভুল হয় নি। আর কয়েক মিনিট পরই সাগরের দেখা পাবে। তারপরও নিচে নামা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ঠিক তখনি, তার রাডার স্ক্রিনের কিণারার দিকে প্লেনের ডান দিকের উপরে দূরে একটা এয়ারক্রাফটের উপস্থিতি ধরা পড়লো, আকার আকৃতিতে বড়। শত্রুপক্ষের তথ্য অনুসন্ধান নিযুক্ত দূরপাল্লার ব্যাজার প্লেন হবে। নির্ঘাত কারা সাগর এবং আর্কটিক মহাসাগরে নিয়মিত টহল শেষে ফেরত আসছে।

কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেলো। দ্রুত কাছে চলে আসছে ব্যাজারটা। তার ধারণা, প্লেনটার অনেক পেছন দিয়ে পাশ কাটাতে পারবে। মনে মনে আশা করলো, ব্যাজারের ইলেকট্রনিক ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট নিশ্চই অফ করে রাখা হয়েছে, হোমবেসের এতো কাছাকাছি এসে তাই রাখার কথা। তারপর, বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখতে পেলো, রাডার স্ক্রিনে কমলা রঙের তিনটি ফোঁটা, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে, সেই সাথে ওপরে উঠছে আর কাছে চলে আসছে। একটা ইনফ্রারেড সোর্স। ফায়ারচেইন স্টেশন থেকে রাশিয়ানরা একগুচ্ছ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে দিয়েছে।

তাহলে ওরা জেনে গেছে সে এখন কোথায় আছে! বুঝতে পারলো গান্ট। রাডার ফাঁকি দেয়ার যে সুবিধার কথা মাথায় ছিলো সেটা যেনো হঠাৎ করে উবে গেলো। আর্তনাদ করে উঠলো মনে মনে। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে গেলো।

বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মিসাইলগুলো হিট-সিকিং হওয়ার কথা। কোনো না কোনোভাবে তার অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে তাদের কাছে, তবে কীভাবে হয়েছে সেটা সে জানে। ফায়ারফক্সের ইঞ্জিন থেকে নির্গত উত্তপ্ত গ্যাস ফায়ারচেইন স্টেশন তার ইনফ্রারেড ইকুইপমেন্টের সাহায্যে শনাক্ত করতে পেরেছে। রাডারে সে দৃশ্যমান নয়, তবে ইনফ্রারেড স্ক্রিনে কমলা রঙের আলোক বিন্দু হিসেবে তাকে দেখা যাবে। রাডারে দৃশ্যমান হচ্ছে না অথচ এগজস্ট গ্যাস নিঃসরণ করছে–সুতরাং রাশিয়ানরা খুব সহজেই বুঝে গেছে

এটা চুরি করে পলায়নরত মিগটা ছাড়া আর কিছু নয়। এতোক্ষণে তার বিরুদ্ধে সব ধরণের ব্যবস্থাই নেয়া হয়ে গেছে। সে আর এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়, ব্যাপারটা তাকে অবশ করে দিলো। মিসাইলগুলো ফায়ারফক্সের দিকে এগুচ্ছে। স্ক্রিনের উজ্জ্বল তিনটা কমলা রঙের বিন্দু বড় আকার ধারণ করছে আস্তে আস্তে। বিহ্বল চোখে সব কিছু দেখছে গান্ট।

অধ্যায় ৭

আঘাত হানার সময় আর মাত্র সাত সেকেন্ড বাকি। হতভম্ব গান্ট, কোনো সাড়া দিতে পারছে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। স্ক্রিনের তিনটি কমলা বিন্দু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। ব্যাজারের উজ্জ্বল সবুজ ব্লিপটা এখন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। তার থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরত্বে আছে সেটা। তার নিচ দিয়ে পোতাশ্রয়ের দিকে চলে যাচ্ছে। এই স্ক্রিনটাই ফায়ারফক্সের ইলেকট্রনিক চোখ যেটা দিয়ে শনাক্তকরণের কাজ করা হয়। তাপীয় ইনফ্রারেড এমিশন এই স্ক্রিনটাতে কমলা রঙের বিন্দু হিসেবে দেখা যায়, আর রাডার ইমেজকে দেখা যায় সবুজ ব্লিপ হিসেবে। তার পেছনে রয়েছে মিসাইল তিনটি, স্ক্রিনের মধ্যরেখার নিচের অংশে। মিগ-৩১ এখনও ব্যাজারের দিকেই ছুটছে, ব্যাজার রয়েছে স্ক্রিনের সেন্ট্রাল রেঞ্জিং বার-এর ওপর।

ব্যাজারই তার নিরাপত্তার চাবি, উপলব্ধি করতে পারলো গান্ট। তাকে খুঁজছে যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করার সুযোগ একটা আছে। তার নিজের ইঞ্জিনের চাইতেও বেশি গরম একটা স্পট আকাশে তৈরি করতে হবে, তাহলে সেদিকেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধেয়ে যাবে। ব্যাজারটাকে ধ্বংস করে দেওয়া চাই। দাবদাহের মতো পুড়ে ছাঁই হয়ে যাক সেটা।

গান্ট তার কোর্স একটু বদলালো। রুশ প্লেনটার সাথে সংঘর্ষ হতে পারে এমন একটা গতিপথে ফায়ারফক্সকে টেনে নিয়ে গেলো সে। যেনো ধাক্কা দেবে ব্যাজারকে। স্ক্রিনের মাঝখানে সরে আসছে কমলা ফোঁটা, কিন্তু ওগুলোর কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল। সংঘর্ষ হতে আর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড বাকি। থ্রটল আরও খুলে দিলো গান্ট। নিজের একটা মিসাইল রিলিজ করার আগে ব্যাজারের একেবারে কাছাকাছি পৌছাতে হবে। শরীরের চারদিকে অ্যান্টি-জি সুট আরো চেপে বসে ঢিলে হয়ে গেলো। কমলা রঙের তিনটি ফোঁটা পিছিয়ে পড়লো মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে আবার তাদেরকে দেখা গেলো স্ক্রিনের মাঝখানে, অর্থাৎ পিছু ছাড়ছে না। সবুজ ফোঁটাটা বড় হতে শুরু করলো এবার। বাম দিকে হাত বাড়িয়ে কনসোলের গায়ে ফিট করা উইপন-আর্মিং সুইচটা আলতো করে টিপে দিলো গান্ট। এরপর দ্রুতহাতে কয়েকটা সুইচে

চাপ দিয়ে চালু করে দিলো থট-ট্রিগার আর গাইডেন্স সিস্টেম। অসাবধানে যাতে উইপন্স-সিস্টেমটা চালু না হয়ে যায় সেজন্যেই এই সুইচের ব্যবস্থা। মিসাইল আর টার্গেট চোখে দেখে নিজের মিসাইল গাইড করতে পারে সে, আবার স্ক্রিনে ওগুলোকে দেখেও তা করা সম্ভব। চোখে যা দেখবে, দেখার পর মিসাইলকে দিয়ে যা করাতে চাইবে, ব্রেনের ভেতর সেই দেখা আর ইচ্ছেটা ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌সে পরিণত হবে, ইমপালস্ ডিটেক্ট করবে তার হেলমেটে বসানো ইলেকট্রোড, ওখান থেকে সঙ্কেতগুলো পৌছে যাবে উইপন্স-সিস্টেমে, উইপন্স-সিস্টেম একটা স্টিয়ারিং সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করবে মিসাইলে। ডিসট্যান্স-টু-টার্গেট রিড আউট যেই মাত্র ইঙ্গিত দেবে আঘাত হানার তখনই আদর্শ সময়, সেই মুহূর্তে থট-গাইডেড সিস্টেম উইংয়ের তলা থেকে একটা মিসাইল ফায়ার করবে সে। নিজের ব্র্যাকেট থেকে বেরিয়ে এলো মিসাইলটা, তারপর ফায়ারফক্সের ফেলে আসা পথ থেকে ওপরে আর একপাশে সরে গেলো। মুহূর্তের জন্যে আলোর একটা ঝলক দেখতে পেলো গান্ট, মিসাইলের মটর চালু হয়ে গেছে।

আর তিন সেকেন্ড পর সংঘর্ষ। আশা আর উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা দুলছে। ব্যাজারের আউটলাইন পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে গান্ট। তার নাক বরাবর সোজা, আকারে দ্রুত বড় হচ্ছে। ডান দিকে হঠাৎ করে বাঁক নিলো, ব্যাজারের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু যতোটা সম্ভব ওটার গা ঘেঁষে যেতে চাইছে সে।

আর মাত্র দু'সেকেন্ড। স্ক্রিনে কমলা রঙের ফোঁটাগুলো সবুজ ফোঁটার সাথে এই মিলে যাচ্ছে। স্ক্রিনের ঠিক মাঝখানে ব্যাজার। মনে হলো ওটা একটা বিশাল ফুল। পরিস্ফুটিত হচ্ছে সেটা। তার সবুজ রঙ অদৃশ্য হয়ে গেছে, ফায়ারফক্সের মিসাইল ওটার গায়ে লেগে বিস্ফোরিত হওয়ায় স্ক্রিনে এখন ওটা কমলা রঙ ধারণ করেছে–আকাশে এখন ওই জায়গাটাই সবচেয়ে উত্তপ্ত।

জিরো সেকেন্ড। আরও, আরও বড় হলো ফুলটা, তিনটি মিসাইল সদ্য বিধ্বস্ত ব্যাজারের গায়ে লেগে একই সাথে বিস্ফোরিত হয়েছে।

বুঝতে পারলো প্রেসার সুটের ভেতরে ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে সে। অনুভব করলো বিবমিষার মতো তীব্র স্বস্তির একটা স্রোত তার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ভূমি থেকে যে ইনফ্রারেড স্ক্রিন তাকে শনাক্ত করেছে, এখন সেটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। ব্যাপক বিস্ফোরণের কারণে আলোয় ভরে যাবে স্ক্রিনটা। ওদের ইনফ্রা-রেড স্ক্রিনে সংঘর্ষের বিশাল ব্লিপ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুই ধরা পড়বে না। ব্যাজার আকাশ থেকে মাটিতে পড়বে, আগুনও নিভে

যাবে, কিন্তু ততোক্ষণে রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে সে। আশা করলো, তারা যেনো ভেবে নেয় বিস্ফোরণে মিগ-৩১ ধ্বংস হয়ে গেছে।

দেখে নিলো সে। ঘণ্টায় সাতশ' মাইলের একটু কম। উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে ব'লে শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে যেতে পারছে না কারণ অসংখ্য প্রশিক্ষিত কান নিচে অপেক্ষা করছে।

বিপদ কাটিয়ে উঠেছে সে। এবার ফায়ারফক্সটাকে ভালো করে দেখে নিতে চায়। যেমনটা ভেবেছিলো, সেইমতোই থট-গাইডেড উইপন্স-সিস্টেম কাজ করেছে। এটা বারানোভিচের প্রজেক্ট ছিলো। তার মুখ কিংবা কণ্ঠস্বর মনে করতে বেগ পেলো সে, যেনো কী সুবিশাল সময় এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। তারপরও মনের অবচেতনে ঐ রুশ ইহুদিটার সাথে এক ধরণের আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করতে পারছে। শুধুমাত্র হিমশৈলীর উপরিভাগটাই দেখতে পেয়েছে সে। গোটা ব্যাপারটা প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেলো, কিন্তু এই অল্প সময়েও একটা সুনির্দিষ্ট ছক বাঁধা নিয়মের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। চিন্তার মতো দ্রুত গতিতে রিয়্যাক্ট করতে হয় নি, তার কোনো দরকারও ছিলো না। তবে সচেতনভাবে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। পোর্ট উইংটিপ মিসাইল সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত দৃঢ় আর গোছালো হবার সাথে সাথে এএএম-এর অ্যানাব-টাইপ মিসাইল ফায়ার হয়েছে। মিসাইল বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় শুধু একটা ঝাঁকি অনুভব করেছিলো, আর কিছু না।

চোখ বুলিয়ে টিএফআর দেখে নিলো গান্ট। উপকূলের নিচু এলাকা পেরোচ্ছে মিগ-৩১। তার চারপাশে সামুদ্রিক কুয়াশা–হালকা, মনে হচ্ছে এই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যাবে, তবে আড়াল হিসেবে কাজ চলে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সামুদ্রিক কুয়াশা সাউন্ড মাফলার হিসেবেও কাজ করছে, ফায়ারফক্সের আওয়াজ ভোঁতা আর বিকৃত শোনাবে রাশিয়ানদের সাউন্ড ডিটেক্টিং ইকুইপমেন্টে। ইঞ্জিনের আওয়াজও প্রতিধ্বনিত হবে ফলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে তারা।

টিএফআর স্ক্রিনে উপকূল ধরা পড়লো। সাগরের সরু গলা ভূখণ্ডের অনেকটা দূর পর্যন্ত ঢুকে এসেছে। গালফ অব কারা। পানির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ফায়ারফক্সের নাক আরও একবার নিচু হলো। কখনও হালকা, কখনও গাঢ় সি-ফগ অর্থাৎ সামুদ্রিক কুয়াশা কেবিনের পাশ দিয়ে তুষার ঝড়ের মতো সরে যাচ্ছে। যেদিকে যেতে চায় গান্ট, রিড-আউটে সেদিকটাই দেখা যাচ্ছে। নোভাইয়া জেমলাইয়ার জোড়া দ্বীপের দিকে ছুটলো ফায়ারফক্স, বর্তমান পজিশন থেকে উত্তর পশ্চিমে।

গান্ট দেখতে পেলো অলটিমটার যন্ত্রে দুশ' ফুট উচ্চতা নির্দেশ করা হচ্ছে। টিএফআর চেক করে থ্রটলগুলো ঢিলা করে দিলো সে। যতোক্ষণ কুয়াশার মধ্যে আছে ততোক্ষণ জ্বালানি বাঁচিয়ে ইঞ্জিনের শব্দ কমিয়ে ফেলার সুযোগ তার ছিলো। যদি তার শব্দ শুনতেই পায়, তাহলে তার আওয়াজ শুনে যেনো পলায়নপর চোর মনে না করে বৈধ কোনো অনুসন্ধান বিমান বলেই মনে করা হয়। সেটাই চাচ্ছিলো সে। ঘণ্টায় ২৫০ মাইল গতিতে স্থির করলো ফায়ারফক্স।

ট্র্যানজিস্টার রেডিওর পেছনের ছোট্ট একটা ঢাকনি আছে যেটা রিপার হিসেবে কাজ করে, দেখতে ছোটো সার্কিট-বোর্ডের মতো, কন্ট্রোল প্যানেলের এক কোণে সাঁটা রয়েছে। ওটার দিকে একবার তাকালো গান্ট। এটা এখন হোমার পিক-আপ হিসেবে কাজ করবে। দেখতে ছোটো হলেও অত্যন্ত জটিল মেকানিজমের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে জিনিসটা। সেট করা একটা ফ্রিকোয়েন্সি প্যাটার্ন আছে, সেই একই প্যাটার্ন থেকে ট্রান্সমিট করা বিকন ধরার চেষ্টা করবে ওটা। সিগন্যালটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হবে, গান্ট ছাড়া আর কারও কানে গেলে দুর্বোধ্য স্ট্যাটিক আওয়াজ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না সে। সুইচ অন করা থাকলে ঠিক কোন্ পয়েন্টে সিকোয়েন্সে প্রবেশ করবে প্লেন হোমার পিক-আপ তা জানতে পারবে। ছোট্ট সুইচটা টিপে দিয়ে পিক-আপ চালু করলো সে। পরিচিত সিগন্যাল এলো না। রিফুয়েলিং পয়েন্ট থেকে ট্রান্সমিট করা সিগন্যাল না পেলে ফায়ারফক্স নিয়ে আর্কটিক সাগরে চিরতরে হারিয়ে যাবে গান্ট। ফুয়েল শেষ হবে, সেই সাথে তার নিজের জীবনটাও।

'ডেফ এইড' নামটা অবরে উচ্চারণ করেছিলো বাঁকা একটি হাসি দিয়ে। এই 'ডেফ এইড' জিনিসটা খুবই দরকারী জিনিস। কারণ, বারানোভিচের অন্ত দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, এমনকি বাকহোলজও নিশ্চিত ছিলো না যে, আকাশে থাকার সময় রুশরা ফায়ারফক্সের প্রতিটি রিসিভার আর ট্রান্সমিটার জ্যাম ক'রে দিতে পারবে কিনা—যদি পারে, সেক্ষেত্রে গান্ট তার প্রয়োজনীয় জ্বালানী কখনোই খুঁজে পাবে না, এমনকি সোভিয়েতরা যদি প্রতিটি ট্রান্সমিটার আর রিসিভারকে ট্র্যাক করতেও পারে তাহলে গান্ট তাদের সরাসরি 'মাদার'-এর দিকেই নিয়ে যাবে।

গান্ট দেখলো সমুদ্রের কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। ভাবলো, তার দৃশ্যমান জগতের একটানা ভারাক্রান্ত ধূসরতা ফিকে হয়ে আলোকিত হয়ে আসছে। তারা তাকে বলেনি, 'মাদার'কে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ সে ধরা পড়ে গেলে তার কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করা হবে, সেজন্যেই

সিআইএ-এর এই সাবধানতা। তারা চায় নি তাদের রাশিয়ানদের হাতে 'মাদার' ধরা পড়ার কোনো সুযোগ থাকুক।

ফুয়েল গজের দিকে তাকালো সে। চার ভাগের এক ভাগ ফুয়েলও অবশিষ্ট নেই। আর কতো দূর যেতে হবে, জানে না। সিগন্যাল পেলে বুঝবে রিফুয়েলিং পয়েন্ট থেকে মাত্র তিনশ' মাইল দূরে রয়েছে।

অটো পাইলটের হাতে প্লেন ছেড়ে দিয়ে সুইচ টিপে টিএফআর চালু করে দিলো গান্ট। অভিযানের সবচাইতে কঠিন যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে এখন, স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। এটা আসলে ভাগ্য পরীক্ষা, কারণ এর আগে কখনও এই হোমার পিক-আপ ব্যবহার করা হয় নি। নিজেকে তার গিনিপিগ ব'লে মনে হচ্ছে। জিনিসটা যদি কাজ না করে, তার কোনো আশা নেই। নিচে বরফ আর নদী, ফ্যাকাশে এবং একঘেয়ে। খালি চোখে কোথাও একটা নৌযানের দেখা নেই, রাডারও ফাঁকা। আবারও ফুয়েল গজের দিকে তাকালো সে। রিফুয়েলিং পয়েন্ট নিশ্চয়ই রুশ সীমান্ত থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে হবে, কারণ নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তেল ফুরিয়ে আসছে কিন্তু কোনো সিগন্যাল আসছে না।

গান্ট হচ্ছে একজন ইলেকট্রনিক পাইলট। তার বৈমানিক জীবনে যন্ত্রের উপরে ভর দিয়েই তো চলতে হয়েছে। তারপরও কখনও একটা যন্ত্রের উপরে নির্ভর করে থাকতে হয় নি তাকে।

ফায়ারফক্সটাকে আবারো কুয়াশার মধ্যে ফিরিয়ে আনলো সে, সবগুলো যন্ত্রপাতিই তাকে জানাচ্ছে, নোভায়া জেমালায়ার দেখা অনেক দূরের ব্যাপার, তারপরও চোখে দেখে স্বস্তি পেতে চাচ্ছে সে, কারণ একটা মাত্র ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যারের উপর নির্ভর করার ব্যাপারটা তার কাছে বিমান ওড়ানোর প্রথম দিককার দিনগুলোতে ফিরে যাবার মতো মনে হচ্ছে।

দূরত্বের বিপরীতে জ্বালানির হিসেব নিয়ে কোনো উৎসাহ গান্টের মধ্যে নেই। উরাল পর্বতমালায় তার মনে যে আতঙ্ক খেলে গিয়েছিলো, মনে মনে সেজন্যে নিজেকেই অভিসম্পাত করলো। তখন সেটাকে মনে হয়েছিলো জীবন নিয়ে পালিয়ে যাবার মতো কিছু, অথচ তার ফলে সে মারাও পড়তে পারতো।

"ব্যাপারটা কী, জেনারেল ভ্লাদিমিরভ?" আলাপচারিতার সুরে বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। ভ্লাদিমিরভ অর্ধেক দূর এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েত নেতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। "প্রিয় ভ্লাদিমিরভ, সাফল্যকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপারটা আপনাকে শিখতে হবে।" ফার্স্ট সেক্রেটারি হাসলেন।

নিষ্প্রাণ হেসে ভ্লাদিমিরভ বললেন : "আমি আরো বেশি নিশ্চিত হতে চাই। ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমার ভয় হচ্ছে আমার মনমেজাজে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। মানে আমি বুঝতে পারছি না..."

"মিগ-৩১ কে আমরা হারিয়েছি, তাতে আপনি খুশি নন?"

"না, হারিয়েছি সেজন্য খুশি নই–ভাবছি, এই গান্ট লোকটাকে এতো সহজে মেরে ফেলার ক্ষমতা আমাদের ছিলো কিনা।"

"কিন্তু আপনার পরিকল্পনাই তো আমরা মেনে চলেছি, ভ্লাদিমিরভ–এটা নিয়ে কি আপনার মনে কোনো সংশয় আছে?" ফার্স্ট সেক্রেটারির পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন আন্দ্রোপভ। ঠোঁটে তার স্মিত হাসি।

"এর সফলতা নিয়ে আমি কখনোই নিশ্চিত ছিলাম না, চেয়ারম্যান," ভ্লাদিমিরভ জবাব দিলেন।

"আচ্ছা, তাহলে–" আস্তে করে বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, "–কিসে আপনি খুশি হতেন, ভ্লাদিমিরভ। আমি খুব ভালো মেজাজে আছি। আগের চেয়ে অনেক বেশি উদারতা দেখাতে পারবো, " দাঁত বের করে হাসলেন তিনি।

"গান্টের জন্য অনুসন্ধান কাজ আরো ব্যাপকভাবে চালিয়ে যেতে হবে," একেবারে সোজাসাপটা কথা ভ্লাদিমিরভের।

"কেন?"

"কারণ–সে যদি এখনো জীবিত থেকে থাকে, তাহলে আমাদের আত্মতুষ্টিই হবে তার জন্য সবচাইতে বড় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য। তার জন্য অপেক্ষারত রিফুয়েলিং এয়ারক্রাফট, জাহাজ কিংবা সেটাই যাই হোকনা কেন, সেটাকে খুঁজে বের করুন।"

যুক্তিতর্ক করার সময় মনে হলো ফার্স্ট সেক্রেটারি ভ্লাদিমিরভের মন বুঝতে চেষ্টা করছেন। দীর্ঘ নীরবতার পরে তার দৃষ্টি ভ্লাদিমিরভের পরিবর্তে কুটুজোভের উপরে গিয়ে পড়লো।

"আচ্ছা, মিহাইল ইলিচ, আপনি কি বলেন?"

কথাবার্তা না বলার কারণে কুটুজোভের গলা ফ্যাসফেসে হয়ে আছে। তিনি বললেন, "সতর্কতার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সবগুলোর সাথে আমি একমত, ফার্স্ট সেক্রেটারি।"

"খুব ভালো।" ফার্স্ট সেক্রেটারির মধ্যে যে আত্মতুষ্টির মেজাজ ছিলো সেটা তিরোহিত হয়ে গেলো। মনে হলো তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। একটু আগে ফায়ারবিন ওয়ান-২৪ থেকে রিপোর্ট আসার পর থেকে এই ঘরে যে আনন্দঘন পরিবেশ ছিলো তা আর এখন নেই। তিনি অবশ্য নিজের মনোভাব প্রকাশ না

করে শীতল ভাব বজায় রাখলেন। "ইতিমধ্যেই ব্যাপক সামরিক শক্তি তলব করেছেন আপনারা। আপনাদের আর কী চাই...?" অনেকটা জোর দিয়ে কথাটা বললেন তিনি। তার মুখ নিঃসৃত বাক্যটি অস্বস্তিকরভাবেই বাতাসে ভেসে আছে যেনো।

"ব্যারেন্টস সমুদ্রের মানচিত্রটা আমাকে দিন। বর্তমানে যে নৌশক্তি সেখানে মোতায়েন আছে, ট্রলার, এলিন্ট ভেসেলসহ ন্যাভাল গতিবিধি দেখতে চাই আমি।" গোল টেবিলটার সামনে সটান দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। চিন্তিতভাবে নিজের গালে হাত বুলাচ্ছেন।

টেবিল থেকে রাশিয়ার উত্তর-উপকূলের প্রজেকশন অদৃশ্য হয়ে গেলো, সেইসাথে ফিকে হয়ে গেলো ফায়ারবিন স্টেশনগুলো আর 'ওলফপ্যাক' ঘাঁটি নির্দেশক আলোকবিন্দুগুলো। সেজায়গায় ফুঁটে উঠলো ব্যারেন্টস সাগর। অনেকক্ষণ ধরে ম্যাপটা দেখলেন তিনি। "প্রিন্টআউট কোথায়?" জানতে চাইলেন। কম্পিউটার-কনসোল থেকে উঠে এসে তার হাতে একটা ছাপা কাগজ ধরিয়ে দিলো অপারেটর। ঠিক যেভাবে সন্ধ্যা নামলে আকাশের তারাগুলো মিটমিট করতে থাকে, সেভাবে ধীরে ধীরে একের পর এক আলোক বিন্দু ফুঁটে উঠতে উঠতে লাগলো মানচিত্রে। ব্যারেন্টস সাগরের পোতাশ্রয় আর দক্ষিণ আর্কটিক মহাসাগরকে নির্দেশ করছে এগুলো। দীর্ঘক্ষণ নীরবে সেদিকেই চেয়ে রইলেন ভ্লাদিমিরভ।

কোলুয়েভ দ্বীপের উত্তরে এবং নোভায়া জেমলাইয়ার পশ্চিমে ট্রলার বহরের গুচ্ছ বিন্দুগুলো সাদা রঙে দেখা যাচ্ছে। সাদা রঙ দিয়ে এগুলো যে বেসামরিক সেটাই বোঝানো হচ্ছে। একটু দূরে রয়েছে গাঢ় নীল রঙের একজোড়া বিন্দু, এলিন্ট ভেসেল অর্থাৎ স্পাই ট্রলার। স্পাই ট্রলারগুলোতে রয়েছে এরিয়াল, সারফেস আর সাব-সারফেস ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট। এই মুহূর্তে ট্রলার দুটো তাদের ইনফ্রারেড ডিটেক্টরের সাহায্যে আকাশে মিগ-৩১কে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

'ওলফপ্যাক' সেক্টর কমান্ডারের অধীন উপকূলে অবস্থান করছে। তার কাছ থেকে প্রাপ্ত সার্চপ্যাটার্ন দিয়ে আলামত চেক করে চলেছে ওগুলো। এলিন্ট ভেসেলগুলো বছরের একটু আগেভাগেই ব্যারেন্টস সাগরে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার, সোভিয়েত নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল গোরশকভ চান, গোয়েন্দা জাহাজগুলো আর্কটিক সাগরে বছরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করুক। মেরু অঞ্চলে বসন্তকালে বরফের দক্ষিণমুখী চলার কারণে এগুলো উপকূলীয় রাডারের সম্পূরক হিসেবে কাক করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করে না।

ব্যারেন্টস সাগরে প্রোজেকশনের দক্ষিণ দিকটাতে ভ্লাদিমিরভের দৃষ্টি পড়েছে। একটা নৌযানের লাল রঙের বিন্দু দেখছেন তিনি। তার সামনে যে তালিকা আছে, তার থেকেই তিনি জানেন, এটা হচ্ছে 'মস্কভা' শ্রেণীর হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রুজার *রিগা*, যেটা রেড-ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিটের গর্ব : আঠারো হাজার টন পানির জায়গা দখল করে ভাসছে ওটা, সাথে রয়েছে দুটো সারফেস টু-এয়ার মিসাইল লঞ্চার আর দুটো সারফেস অথবা অ্যান্টি সাবমেরিন লঞ্চারসহ চারটা সিক্সটি মিলিমিটার গান, মর্টার, চারটা টর্পেডো টিউব আর চারটা হান্টারকিলার হেলিকপ্টার। এই মুহূর্তে লেনিনগ্রাদে গ্রোশকভের মাধ্যমে ফার্স্ট সেক্রেটারির স্পষ্ট নির্দেশে পূর্বদিকে যাচ্ছে ওটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নোভাইয়া জেমলাইয়ার কাছাকাছি পৌছে যাবে।

ভ্লাদিমিরভ ম্যাপের আরেক জায়গায় দুটো মিসাইল-ডেস্ট্রয়ার দেখলেন। একটা নোভাইয়া জেমলাইয়ার প্রায় উত্তরে, চিরস্থায়ী বরফের চাদরে ঢাকা ফ্রাঞ্জ জোশেফ ল্যান্ডের কাছাকাছি। অপরটা দক্ষিণ আর পূব দিকে যাচ্ছে, স্পিটবারজেনের দিক থেকে। রেড-ব্যানার ফ্লিটের বেশিরভাগ সারফেস ভেসেল রয়েছে ক্রনস্টাড-এ, ওটা নেভার মোহনায় বিশাল একটা আইল্যান্ড বেইস, লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি। ব্যারেন্টস সাগরে এতো অভিযান আর অনুশীলন বড্ড আগেভাগেই হচ্ছে।

ভ্লাদিমিরভ অবশ্য কিছুটা স্বস্তি পেলেন যখন দেখলেন, মানচিত্রে কতোগুলো হলুদ বিন্দু ফুঁটে উঠছে। ওগুলো সোভিয়েত সাবমেরিন। তালিকা দেখে কোন্‌টা কি টাইপের জেনে নিলেন তিনি, কোন্‌টায় কি ধরণের অস্ত্রপাতি আছে আর কোন্‌টার অনুসন্ধান ক্ষমতা কতোটুকু এক এক করে স্মরণ করলেন। ব্যারেন্টস সাগরে সোভিয়েত নৌ-নীতি হচ্ছে, তীব্র শীতের মাসগুলোতে এবং বসন্তের সূচনালগ্নে অস্থায়ী, বরফখণ্ডের দক্ষিণ-মুখী গমনের সময়ে, সারফেস ভেসেলগুলোকে দেখে রাখতে হবে। এই বিশাল সাবমেরিন ফ্লিটটা ক্রেমলিন এবং সোভিয়েত ফ্লিটের অ্যাডমিরালের অধীনে ন্যস্ত। এই নীতি অবলম্বনের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এতোটা সময় ধরে সফলতার সাথে সোভিয়েত সাবমেরিন ফ্লিটের উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। একই কারণে নতুন, স্বস্তা, প্রচলিত ডিজেলচালিত সাবমেরিন মোতায়েন শুরু করেছে তারা। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয়বহুল পারমাণবিক সাবমেরিন ব্যবহার করছে তার পরিবর্তে এটাই কাজে লাগাচ্ছে তারা।

আপাতত তিনটি আণবিক শক্তিচালিত 'v' টাইপ আর দুটো ব্যালেস্টিক-মিসাইল অ্যান্টি-সাবমেরিন সাব-এর প্রতি মনোযোগ দিলেন না তিনি। তার কাছে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। ক্রনস্টাড থেকে রুটিন স্ট্রাইক-পেট্রল

সেরে ফিরছে ওগুলো। তার আসলে দরকার প্লেনট খুঁজে বের করে সেটাকে ধ্বংস করতে পারে এমন সাবমেরিন।

"বিধ্বস্ত প্লেন সম্পর্ক কোনো রিপোর্ট এসেছে?" জানতে চাইলেন তিনি। মানচিত্রের আলোক বিন্দুগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ করে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। গান্টের জন্য রেহাই পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার...এতোক্ষণে তার মরে যাওয়ারই কথা।

"এ পর্যন্ত তেমন কিছুই আসে নি, স্যার–ব্যাজারের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কোনো ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আকাশ অনুসন্ধানী রিপোর্টে কিছু বলা নেই...এখন পর্যন্তঅনুসন্ধানকারী দল ধ্বংসাবশেষস্থলে পৌছাতে পারে নি।"

"রিফুয়েলিং পয়েন্ট সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট থাকলে আমাকে দাও," অপারেটরকে বললেন তিনি।

কয়েক সেকেন্ড পর অপর একজন অপারেটর বললো, "নেগেটিভ, স্যার। কম্পিউটার বলছে, মিগের উড্ডয়ন সীমার মধ্যে কোনো অচেনা সারফেস ভেসেল বা প্লেন নেই।"

চেহারায় রাগ আর দিশেহারা ভাব নিয়ে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছেন ভ্লাদিমিরভ। রিফুয়েলিং পয়েন্ট থাকতেই হবে, তা না হলে মিগ-৩১-নিয়ে মারা পড়বে আমেরিকান পাইলট। অবশ্য এক দিক থেকে বলতে গেলে তিনি এটাই শুনতে চেয়েছিলেন। এলাকাটার সন্নিকটে পশ্চিমাদের কোনো প্লেন বা জাহাজ নেই। রিফুয়েলিং পয়েন্ট একটা থাকবেই। কিন্তু সবচেয়ে নিকটবর্তী বা বন্ধুভাবাপন্ন এলাকাটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোথাও হবে। নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, পশ্চিম অভিমুখে যাওয়ার জন্য এবং নর্থকেপ বা ফিনিশ ল্যাপল্যান্ডের দিকে রুশ উপকূলভাগ ধরে এগুনোর জন্য আরো একবার গতিপথ পরিবর্তন করা গান্টের জন্য একটা নির্ধারিত ব্যাপার...

প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো তিনি আগেভাগেই নিয়েছেন, তারপরও এটা তার বিশ্বাস হয় না। তার বিশ্বাস সিআইএ এবং ব্রিটিশ এসআইএস স্ক্যান্ডিনেভীয় সরকারকে তাদের ভূ-খণ্ডে মিগ-৩১ অবতরনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রাজি করাতে পারবে না। এ কাজ করা মানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি হওয়া। রিফুয়েলিংটা সমুদ্রে বা নিচু উচ্চতার কোনো জায়গায় হবে। কোনো ক্যারিয়ার বিমান সেটা হবে না, এলাকাটার কোথাও প্রত্যন্ত কোনো স্থানেও এরকম কিছু নেই। তারচেয়ে বড় কথা, মিগ-৩১ ডেক-ল্যান্ডিংয়ের জন্য উপযোগী নয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের দিকে স্থায়ী বরফখণ্ডে স্থাপিত কোনো আমেরিকান আবহাওয়া স্টেশনে সেই ঘাঁটিটা হতে পারে না?

রিফুয়েলিং সমস্যাটার মোকাবেলা করতে ভ্লাদিমিরভ পছন্দ করছেন না। গান্ট উপকূলভাগ অতিক্রম করেছে এবং দৃশ্যত কোনো রিফুয়েলিং পয়েন্ট নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি গান্টকে সোভিয়েত সীমানার ভেতরেই থামানোর কথা ভাবছিলেন কিন্তু এখন...

"কোথায় আছে ওটা?" জোরে বলে উঠলেন তিনি।

"কিসের কথা বলছেন?" ফার্স্ট সেক্রেটারি জানতে চাইলেন। কী সিদ্ধান্ত নেবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

"রিফুয়েলিং জাহাজ...কিংবা এয়ারক্রাফট, যাইহোক না কেন!" মানচিত্র থেকে চোখ না তুলেই কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন ভ্লাদিমিরভ।

"কেন?"

একটা চিন্তা মাথায় এলো ভ্লাদিমিরভের। ফার্স্ট সেক্রেটারির কথায় উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, "আরো পশ্চিম দিকে ফায়ারচেইন ঘাঁটি বা উপকূলীয় টহলের কাছ থেকে ইনফ্রারেড কিংবা সাউন্ড ডিটেক্টের কোনো আলামত আছে?"

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো ঘরে। তারপর সেই বিরক্তিকর কথাটা শোনা গেলো : "নেগেটিভ, স্যার। আমাদের স্কোয়াড্রনগুলো ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকে।"

"কিছুই নেই?" ভ্লাদিমিরভ বললেন। তার কণ্ঠে এক ধরণের মরিয়া ভাব।

"না, স্যার...একেবারেই নেগেটিভ।"

ভ্লাদিমিরভ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। যেনো হঠাৎ করে অবোধ্য কোনো জিগ্শ পাজল কিংবা দাবা খেলায় কঠিন এক চাল দিয়ে তাকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারলেন, কৌশলবিদ হিসেবে অনেক বেশি অনমনীয়ভাবে কাজ করেছেন। যে লোকগুলো চুরির পরিকল্পনা করেছে তারা অপ্রত্যাশিতরকম দক্ষ, ঠিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আন্দ্রোপভের মতো। দ্রুত চেয়ারম্যানের দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। তাকে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্ভবত কন্টার্স্কির মতোই পুরো ব্যাপারটা একা একা মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা অপরাধই করে ফেলেছেন।

একটা জবাব পাওয়া দরকার, কিন্তু সেরকম কিছুই দেখছেন না তিনি। গান্টের রিফুয়েলিং সমস্যাটা নিয়ে তিনি যতোই ভাবছেন ততোই নিশ্চিত হচ্ছেন এটাই হচ্ছে সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি।

কিন্তু কীভাবে?

মানচিত্রের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেনো মানচিত্রকেই তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন এর রহস্যগুলোর দ্বার খুলে দিতে, মানচিত্রের একেবারে

কিণারায় বিয়ার দ্বীপের পশ্চিমে গ্রিনল্যান্ড সাগরে ব্রিটিশ ট্রলার ফ্লিট বাদে মানচিত্রের প্রতিটি আলোই এক একটা সোভিয়েত ভেসেলকে নির্দেশ করছে।

ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্রিটিশ ফ্লিটটা খুব বেশি দূরবর্তী হবে। অতো দূরে যাওয়ার মতো জ্বালানী গান্টের নেই-তাছাড়া কোনো ট্রলার ফ্লিটের ভেতরে একটা এয়ারক্রাফট লুকিয়ে রাখার কথা ব্রিটিশ নৌবাহিনী কীভাবে চিন্তা করতে পারে? এ ধরণের চিন্তা একেবারেই হাস্যকর।

না, মানচিত্রে তো এই প্রশ্নের উত্তর নেই। এটা তাকে কিছুই বলছে না।

হাত দিয়ে দুম করে মানচিত্রে আঘাত করলেন তিনি। আলোক বিন্দুগুলো কেঁপে উজ্জ্বলতা কমে গেলো, তারপর আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সেগুলো। "কোথায় সে?" জোরে বলে উঠলেন তিনি।

এক মুহূর্ত পর ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন : "আপনি কি নিশ্চিত সে এখনও বেঁচে আছে?"

চোখ তুলে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভ্লাদিমিরভ।

"হ্যা, ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমি নিশ্চিত!"

এই তো, এটা, বিশাল আকৃতির দেওয়াল মানচিত্রের নিঃসঙ্গ কমলা রঙের একটি বিন্দু দেখে অবরে ভাবলেন। মাদার ওয়ান। একটা নিরস্ত্র সাবমেরিন। বরফের নিচে সাবমেরিনটা পূব দিকে এগিয়ে চলছে। এই বিশাল বরফখণ্ড বসন্তকালে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। সাবমেরিনটার টর্পেডোরুম আর ফরোরার্ড ক্রু কোয়ার্টার মহামূল্যবান কেরোসিনে ভরপুর। গান্টের প্লেনের শূন্য ট্যাংকগুলোর উদরপূর্তি করা হবে ওখান থেকে।

তিনি একটু কাশলে কার্টিন তার দিকে তাকালেন। ঘরে একটা ফুডট্রলির পেছন পেছন শেলি ঢুকলে মানচিত্রের সামনে তন্ময় হয়ে বসে থাকা ভাবটা কেটে গেলো। কফির সুবাস পেলেন অবরে। টের পেলেন প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। শেলি দাঁড়ি কামিয়ে মুখ ধুয়ে শার্ট পাল্টে এসেছে। তাকে একটু ঈর্ষা করলেন অবরে। ট্রলিতে ঢেকে রাখা খাবারগুলো দেখে মন্দ লাগছে না তার।

"একটু হালকা নাস্তা, স্যার!" তরুণ বয়সী লোকটা বলে উঠলো, দেখতে পেলো তার বসের চেহারায় বিস্ময় জেগে উঠছে আর তারপরই সেটা মিলিয়ে গিয়ে স্পষ্ট আনন্দের রেখা ফুঁটে উঠলো। "তেমন কিছু না। বেকন আর ডিম," আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বললো সে। "ক্যান্টিনে এমন কাউকে পেলাম না যে ফ্ল্যাপজ্যাক কিংবা ওয়াফেল বানাতে পারে!"

কার্টিন তার দিকে দাঁত বের ক'রে হেসে বললেন : "মিঃ শেলি, আমরা

আমেরিকানরা আপনাদের কোনো হোটেলে বুকিং দিলে সর্বপ্রথম খাঁটি ইংলিশ নাস্তারই অর্ডার দেই!" উদ্ভট আত্মতুষ্টিতে ভরে গেলো শেলির মন। অবরে ভাবলেন কার্টিনের কথার পরিহাসটুকু শেলি ধরতে পারে নি। যাহোক তাতে কিছু এসে যায় না।

একটা ঢাকনা তুলতে তুলতে বাকহোলজ বললো, "ধন্যবাদ।"

ভাজা মাংসের ঘ্রাণ গভীর করে টেনে নিলেন অবরে। তারপর চেয়ার ছেড়ে এসে ট্রলিতে তাদের সাথে যোগ দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবেই তাদের খাওয়া দাওয়া চলতে লাগলো, তারপর একটা ছোটো টোস্টের টুকরায় ছুরি দিয়ে মাখন লাগাতে লাগাতে অবরে কথা বলে উঠলেন। আন্তরিকতা আর মাধুর্যে ভরা সন্তুষ্ট কণ্ঠ তার : "ক্যাপ্টেন কার্টিন, আমাকে বলুন, যে হিমশৈলীর নিচে আমাদের জ্বালানি ট্যাংকারটি লুকিয়ে আছে, তার খবর কি?"

কার্টিন একা আমেরিকান স্টাইলে কাঁটা চামা দিয়ে খাচ্ছেন। যে টেবিলটার চারপাশে তারা বসেছে তাতে একটু কঁনুই ভর দিয়ে তিনি বললেন : "বরফের গভীরতা এবং পৃষ্ঠদেশের অবস্থা সম্পর্কে পাওয়া সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, অবতরনের জন্য সব সিস্টেম তৈরি হয়ে আছে, স্যার।"

তার মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতায় হেসে ফেললেন অব্রে। বললেন : "আপনি কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?"

"স্যার।" ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার সময় তিনি কাটাচামচটা শূন্যে ঝাঁকি দিলেন। "আপনি জানেন, মাদারওয়ানের সমস্ত সিগন্যাল সবচেয়ে নিকটবর্তী আবহাওয়া স্টেশন মারফত আসে। সিগন্যালগুলো এমনভাবে ছদ্মবেশী করে ফেলা হয় যে, কেউ ধরতে পারলেও সেগুলোকে সাধারণ আবহাওয়া রিপোর্ট ব'লে মনে করবে। কাজেই আমরা জানি না, ফ্র্যাংক সিয়ারবেকার জাহাজে বসে কী ভাবছেন, কেবলমাত্র তিনি যা পাঠাচ্ছেন সেগুলোই আমরা জানি। কিন্তু অবস্থা ভালো, স্যার, বাতাসের কারণে বরফের পৃষ্ঠদেশে কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি হয় নি। হিমশৈলীর আকার আসলে এখনো হ্রাস পেতে শুরু করে নি, বোধহয় তিন-চার দিনে আরো দক্ষিণে গেলে তখন বরফ গলা শুরু হবে।"

"ওটা কি যথেষ্ট পুরু আছে এখনও?" অবরে আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

কাঁটাচামচে আরো এক গ্রাস শূকর মাংস আর ডিম নিয়ে হাসলো শেলি, ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো সে। মেরু প্রদেশীয় বরফ এবং এর প্রকৃতি নিয়ে অবরে তেমন কিছু জানেন না, প্রায়ই তিনি যাদেরকে বিশেষজ্ঞ ব'লে মনে করেন তাদের কাছ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেন।

"স্যার," পরম সৌজন্য দেখিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন কার্টিন। "হিমশৈলীটা যথেষ্ট বড় আর চওড়া," ঠোঁটে তার হাসির আভাস। "গান্টের পেটে যদি পাইলটের সামান্য বিদ্যাও থেকে থাকে তাহলে খুব সহজেই অবতরণ করতে পারবে ওখানে।"

"আর আবহাওয়া?" অবরের প্রশ্ন অব্যাহত রইলো।

চোখ তুলে দাঁত বের ক'রে হেসে বাকহোলজ বললো : "কী ব্যাপার, অবরে? বদহজম হয়েছে নাকি?"

বাকহোলজের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্নটা আবার করলেন অবরে, "আবহাওয়ার কী খবর?"

"আপাতত আবহাওয়া চমৎকার আছে, স্যার," কার্টিন তাকে জানালেন। এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, "ওই অক্ষাংশে বছরের এরকম সময়ে আবহাওয়া অস্বাভাবিক রকমই ভালো আছে..."

"অস্বাভাবিক?"

"হ্যা, স্যার। ওখানকার আবহাওয়া দ্রুত পাল্টে যায়।" কার্টিন তার হাতের আঙুল মটকালেন।

"তাই নাকি?" অব্রে চোখ কুচকে রইলেন। আরো জানতে চাচ্ছেন। ভাবছেন, তাকে নিয়ে বড় রকম কোনো ঠাট্টা করা হচ্ছে কিনা। "কী রকম?"

"বলতে পারছি না, স্যার। স্যাটেলাইটের সর্বশেষ ছবিগুলোতেও তেমন কিছু দেখা যায় নি।"

"সরাসরি সাবমেরিন থেকে কি রিপোর্ট পাওয়া গেছে?"

"আবহাওয়া ঠিক আছে। সাবমেরিনের সেইল থেকে একটু পর পর বরফ ভেদ করে পানির ওপর তোলা হচ্ছে সেনসর। ওখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খবর রাখা হচ্ছে। স্থানীয় আবহাওয়া ভালোই আছে, স্যার। খুব ভালো।" অবরেকে আশ্বস্ত করার জন্যে কার্টিন বাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা শেষ করলেন।

তবে অবরে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বাকহোলজের দিকে ফিরলেন তিনি।

"এটা এক ধরণের পাগলামি–পুরো অ্যাসাইনমেন্টটার কথা বলছি আমি। এটা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বাকহোলজ, তাই না?"

তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো বাকহোলজ, বললো : "এরকম কোনো কিছুই স্বীকার করছি না আমি, অবরে। রিফুয়েলিং করা হয়ে গেলেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। স্বীকার করছি, কাজটা বিরাট। তবে আমার কথা যদি বলেন, তাকে আমি দেশে ফিরিয়ে আনবোই–আপনি শুধু আমার উপর আস্থা

রাখুন, অবরে। কারণ নতুন ক'রে আপনি কিছু ভেবে থাকলেও আমার পরিকল্পনা পাল্টাবে না।"

সামনের টেবিলে হাত বিছিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, "প্রিয় বন্ধু, আমি নতুন কোনো চিন্তাভাবনা করছি না–এ ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।" একটু হেসে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করলেন তিনি। "আমি শুধু সঠিক জিনিসটা জানতে চাই–শুধু সঠিক জিনিসটা, এর বেশি কিছু না।"

বাকহোলজ এবার কথার মধ্যে ঢুকে পড়লো। "ভাসমান হিমশৈলীর উপর অবতরণ করে সাবমেরিন থেকে রিফুয়েল করা নিশ্চিত পাগলাটে পরিকল্পনা, এটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এভাবেই কাজ হবে, অবরে। এ মুহূর্তে সাবমেরিনটার কোনো আলামতই পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ হিমশৈলীর নিচে আছে ওটা। সোনার স্ক্রিনের কোথাও ওটাকে দেখা যাচ্ছে না। হিমশৈলীরই অংশ হিসেবে ওটাকে দেখা যাচ্ছে। বরফের নিচ থেকে একবার উঠে এসে ফায়ারফক্সের ট্যাংক ভরে দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়বে, কাকপক্ষীও টের পাবে না।" অবরের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। "আমরা তো আপনার মতো ছদ্মবেশ ধরতে পারি না, অবরে। সমুদ্রে কোনো জাহাজকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে সেটাকে গর্ভবতী সিল মাছ হিসেবে তুলে ধরার উপায় নেই!"

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর অবরে বললেন : "খুব ভালো, বাকহোলজ, এই সাবমেরিন ব্যবহারের পেছনে আপনার যুক্তি আমি সমর্থন করছি। অবশ্য রিফুয়েলিং যখন শেষ হবে তখন আমি আরো অনেক বেশি খুশি হবো।"

পারকোলেটর থেকে এক কাপ কফি ঢালতে ঢালতে বাকহোলজ বললো, "আসুন, আমরা সেই প্রার্থনাই করি।"

উপকূলভাগের কুয়াশা সরে যেতেই নীচের সুবিস্তৃত ব্যারেন্টস সাগরের ধূসর পৃষ্ঠদেশ চোখে পড়লো গান্টের। অবাক ব্যাপার আকাশের ফ্যাকাশে নীল রঙের কোনো প্রতিফলন নেই সাগরের পৃষ্ঠদেশে। নীচ একটা ট্রলার দেখতে পেলো সে। গতি কমিয়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে নোভায়া জেমলায়ার যমজ দ্বীপের দিকে। এটাই হচ্ছে তার পরবর্তী ভিজুয়াল কো-অর্ডিনেট চেক পয়েন্ট। হঠাৎ করেই যেনো ট্রলারটা তার ঠিক নীচে চলে এলো। একশ ফুটেরও কম দূর থেকে ডেকের উপর তাকালো গান্ট। উপরের দিকে মুখ করে থাকা এক শ্বেতাঙ্গের মুখ দেখতে পেলো সে। হাতের বালতি উপুড় করে কী যেনো ফেলছে। তারপর ট্রলারটা উধাও হয়ে গেলো, রাডার

স্ক্রিনে একটা সবুজ আলোক বিন্দুতে পরিণত হলো ওটা। উপকূলরেখা অতিক্রমের সময় রাডারটা আত্মবিশ্বাসের সাথে অফ করে রেখেছিলো। এজন্যে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলো সে। আবার সেটা অন করে দিলেও বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ব্যাজারের সাথে লড়াইয়ে সফল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটু বেশি বেপরোয়া আর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো গান্ট। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকা শ্বেতাঙ্গের মুখাবয়বটা দেখার সময় অন্য একটা জিনিসও দেখতে পেয়েছে সে, আর সেটা অনেক বেশি ভয়াবহ। নিজের চোখের এই দেখাকে আরো নিশ্চিত করে তুললো ইসিএম রিড-আউটটা। জানা গেলো তার ঠিক পেছনে রাডার অ্যাকটিভিটি তুঙ্গে উঠেছে। একটা এলিন্ট শিপের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে সে–ওটা একটা স্পাই ট্রলার। ইনফ্রারেডের সাহায্যে ওরা তার যাত্রাপথ অনুসরণ করতে পারছে।

স্টিকটা সামনের দিকে ঠেলে দিলে ফায়ারফক্সের নাকটা নিচু হয়ে গেলো। সামনে ভেসে উঠলো ধূসর সমুদ্রপৃষ্ঠ। পঞ্চাশ ফুট উপরের উচ্চতায় স্থিত হলো সে। ভাগ্য খারাপ না হলে ইলেকট্রনিক চোখের আড়ালে চলে এসেছে এরইমধ্যে। এতোটা নিচে ইনফ্রারেডও খুঁজে নিতে পারবে না তাকে। এলিন্ট শিপের অপারেটররা তাদের স্ক্রিন থেকে মিগ-৩১'কে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু তবু বিপদ কাটে নি, কারণ ওরা জেনে ফেলেছে কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা। যেদিকে সে যাচ্ছে সেদিকে এক ধরণের মনোযোগ তাদের থাকবে। তবে সে যে এখন নোভায়া জেমলায়ার দিকে যাচ্ছে সেটা কোনো অন্ধ লোকও বুঁঝতে পারবে।

ফুয়েল গজের দিকে তাকালো গান্ট। ভোলগোগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েত এয়ারক্রাফট তাকে দেখে ফেলার পর আতঙ্কিত হয়ে উরাল পর্বতমালার দিকে ছুটে গিয়েছিলো সে। কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে শাপ-শাপান্ত করলো। ওখানে না গিয়ে যদি...

বুঝতে পারলো, অকারণ বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো সময় তার হাতে নেই। সিদ্ধান্ত নিলো, নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে নোভায়া জেমলায়ার পৌঁছে পরবর্তী এবং শেষবারের মতো গতিপথটা আবার সমন্বিত করে নেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

থ্রটলের উপরে গান্টের হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। নোভাইয়া জেমলাইয়ায় রুশ আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা হতো, এখন সেখানে মিসাইল ঘাঁটি বসানো হয়েছে। রাশিয়ান ডিইডব্লিউ লাইনের সর্বউত্তর বিস্তৃতিও ওদিকে, সাথে ফায়ারচেইন লিংক। সে জানে, সি-লেভেলে ফায়ারফক্স মাক ২.৬ স্পিডে ছুটতে পারবে। কিন্তু আসলে এর গতি কতো সেটা সে জানে না। তাকে বলা

হয়েছে শেষ সীমা মাক ৫, কিন্তু তার ধারণা মাক ৬-এ তোলা যেতে পারে স্পিড। তার মানে, প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজার মাইলেরও বেশি আর সি-লেভেলে সম্ভবত দুই পয়েন্ট দুই হাজার মাইল।

ফায়ারফক্স একটা স্ট্যাগারিং যুদ্ধবিমান। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী প্লেন।

থ্রটল খুলে দিলো সে। দামি জ্বালানী ব্যবহার করতে হচ্ছে তাকে। সে জানে তার জ্বালানী ক্রমশ কমে আসছে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে এখন। মাক কাউন্টার ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংখ্যা দেখা যাচ্ছে তাতে : মাক ১.৩, ১.৪, ১.৫... ফায়ারফক্সটা যেনো একটা পেলিক্যান, নিজেই নিজেকে গ্রাস করেছে।

নোভায়া জেমলায়ারের দুটো দ্বীপের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ খালের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মটোশকিন শারে'র মিসাইল সাইটে থাকা স্পটাররা যদি তাকে দেখেও থাকে তাহলে তাদের কাছে ফায়ারফক্সটাকে শুধু আলোর একটা ঝলক ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। তাও মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পাবে সেটা। তবে ঘাঁটি পেরিয়ে আসার পর ফায়ারফক্স ফেলে আসা পথে যে আওয়াজটা রেখে আসবে সেটা তারা শুনতে পাবে।

সাগর থেকে দুশ' ফিটেরও কম ওপরে রয়েছে গান্ট। প্লেনের দায়িত্ব রয়েছে টিএফআর এবং অটো-পাইলটের ওপর। সরু চ্যানেলে যদি কোনো জাহাজ থাকে, দেখার পর সময় পাবে না সে, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারে সেটা, দিক বদলে সংঘর্ষ এড়াবার তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। সেজন্যেই টিএফআর চালু করে দিয়েছে, হয়তো শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে পারবে সংঘর্ষ। স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। অপেক্ষায় আছেন কখন সেই আলোটা জ্বলে উঠবে যেটা দেখে বুঝতে পারবে একটা মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছুই হলো না।

চ্যানেলের শীর্ষভাগটা অস্পষ্ট শিলারাশির ধূসর পর্দা ব'লে মনে হচ্ছে। চোখের সামনে থেকে সেটা অদৃশ্য হতেই সামনে আবার সমুদ্র ভেসে উঠলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো গান্ট। ফায়ারফক্সের উড্ডয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কো-অর্ডিনেট পাঞ্চ করে দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এয়ারক্রাফটটা তাৎক্ষণিক নতুন গতিপথে দিক পরিবর্তন করে নিলো। ধীরে ধীরে থ্রটলগুলো ঢিলা করে দিলো সে। এয়ারক্রাফটটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে। যে হারে জ্বালানি খরচ হচ্ছে সেটা থামাতে মরিয়া হয়ে আছে।

জ্বরের পরে সেরে ওঠার মতো আস্তে আস্তে এয়ারক্রাফটটা সাব-সনিক গতি থেকে নেমে এলো। সাথে সাথে গান্ট বুঝতে পারলো ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত না হওয়ার কারণটা। ওই উচ্চতায় কোনো লক্ষ্যবস্তুর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত করা হলে সেটা পাথরের পাঁচিলে গিয়ে আঘাত করতো।

নতুন কোর্স ধরে উত্তর-পশ্চিম দিক যাচ্ছে ফায়ারফক্স। এই কোর্স ধরে গেলে স্পিটবারজেন আর ফ্র্যাঞ্জ যোশেফ ল্যান্ডের মাঝখানে আইসপ্যাকের কিণারায় পৌছাবে সে। তার অনেক আগেই অবশ্য ফায়ারফক্সের ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। পৌছাবার অনেক আগেই মারা যাবে গান্ট। ধূসর রঙের সাগর দেখতে অনেকটা কার্পেটের মতো লাগছে, প্রায় নিরেট। নিঃসঙ্গতা অস্থির ক'রে তুলল তাকে। কেঁপে উঠলো সে। 'ডেফ এইড' থেকেও স্বস্তিদায়ক কিছু পাচ্ছে না। খারাপ দিকগুলোই বারবার উঁকি দিচ্ছে মনে। ওটা আদৌ কাজ করছে কিনা ভাবতে লাগলো সে। রাশিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার ভয়ে রিফুয়েলিং ভেসেলটা দূরে কোথাও সরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে? তাকে ফুয়েল সাপ্লাই দেয়ার জন্যে সত্যিই কি কেউ আছে সামনের দিকে?

ধোঁয়াটে সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ফায়ারফক্স। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ফুয়েল।

এলিন্ট জাহাজ থেকে আসা রিপোর্টটাকে সত্য প্রমান করে ম্যাটোচকিন শার থেকে একটা খবর এসেছে। এতেই রেগে আছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। হঠাৎ করেই এরকম একটা খবর আসাতে তিনি হতভম্বও হয়ে গেছেন। ভ্লাদিমিরভের সন্দেহ এবং সতর্কতাই অবশেষে সত্যি ব'লে প্রমাণিত হলো। এখন বুঝতে পারছেন, এই সংশয় আর সতর্কতার দরকার ছিলো। কারণ, ব্যাজারের বিস্ফোরণে গান্টের মৃত্যু হয় নি।

তাদের সবাইকে বোকা বানানো হয়েছে, সম্ভবত সে কারণেই এতোটা রেগে গেছেন তিনি। ভ্লাদিমিরভের দিকে ফিরে তাকে মিগ-৩১ ধ্বংস করতে না পারার জন্য জোর গলায় ভর্ৎসনা করলেন। রাগে-ক্ষোভে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর রাগ কমে এলে কাঁপতে কাঁপতে গোলটেবিলে রাখা আর্কটিক মানচিত্রের সামনে চুপচাপ ব'সে পড়লেন। শেষমেষ কথা বললেন ভ্লাদিমিরভ। ফার্স্ট সেক্রেটারির অগ্নিমূর্তি দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এখন ভালো করেই বুঝতে পারছেন, নিজের ক্যারিয়ার আর ভবিষ্যত নিয়ে এক ধরণের ছিনিমিনি খেলছেন। গান্টের মরে যাওয়ার কথা ছিলো। এরচেয়ে

সরল হিসেব আর হয় না। তবে যতো সরল বলে মনে হোক না কেন কাজটা খুবই কঠিন।

ফার্স্ট সেক্রেটারি কিংবা মার্শাল কুটুজোভের সাথে কোনো কথা না বলেই দ্রুত সরে গেলেন তিনি। মনে হলো ফার্স্ট সেক্রেটারি আবার নীরব হয়ে গেছেন। বৃদ্ধ মার্শালকে দেখে মনে হচ্ছে, অসম্ভব একটি ব্যাপারের পেছনে ছুটতে থাকা সামরিক লোকটার বিরুদ্ধে একজন রাজনীতিকের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখে তিনি বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করছেন।

টেবিলের উপর উজ্জ্বল মানচিত্রটা একটু দেখে নিলেন ভ্লাদিমিরভ। নোভায়া জেমলায়া ছেড়ে আসার পরে গান্টের গতিপথের যে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে গান্ট এখনও জানে না, সরাসরি মিসাইল ক্রুজার আর তার দুই অ্যাটেনড্যান্ট হান্টারকিলার সাবমেরিনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে সে। এটা একটা ফাঁদ হিসেবে কাজ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান প্লেনগুলোকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন স্থায়ীভাবে তুষারাবৃত এলাকার দিকে যাওয়ার জন্য, সম্ভাব্য অবতরণের জন্য গান্ট ওই দিকেই যাচ্ছে। গান্টকে থামানো সম্ভব। নিজের অজান্তেই রিগার বর্তমান অবস্থান নির্দেশক পয়েন্টাতে আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন। এ মুহূর্তে রিগার দুটো অ্যাটেনড্যান্ট প্রোটেক্টর–মিসাইলবাহী, ডিজেল চালিত 'এফ' ক্লাসের এন্টি-সাবমেরিন–পানির নিচে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। মিসাইল ক্রুজার রিগাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এ দুটোর গুরুত্ব অনেক বেশি। সেজন্যেই বিমান আক্রমণের মুখোমুখি হলে রিগার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আরো বাড়ানোর জন্য সাব-সারফেস টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র বহনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এগুলোকে।

"রিগা এখন যেখানে আছে সেখানেই যেনো অবস্থান করে, সেই নির্দেশ পাঠাও," আদেশ দিলেন তিনি, "আর রিগার দুটো অ্যাটেনড্যান্ট প্রোটেক্টরকে পানির উপরে উঠে আসতে বলো।"

"ঠিক আছে, স্যার," কোড অপারেটর তার কথার জবাবে বললো।

একটু ভেবে তারপর বললেন, "রেড ব্যানার ফ্লিটের সবগুলো জাহাজের উদ্দেশ্যে সাধারণ সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দাও। গান্ট আবারো গতিপথ পাল্টাতে পারে, সেজন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে বলো। নতুন গতিপথটাও তাদের জানিয়ে দাও।"

"জি, স্যার।"

"গান্টের জ্বালানির কতোটুকু মজুদ আছে ব'লে ধারণা করা হচ্ছে?" তিনি জানতে চাইলেন।

আরেকটা কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো : "কম্পিউটার বলছে দুশ' মাইলেরও কম পথ চলার মতো জ্বালানির মজুদ আছে, স্যার।"

"কম্পিউটারের এই পূর্বাভাষ কতোটা নির্ভুল?"

"ভুলের সম্ভাবনা ত্রিশ শতাংশ, স্যার–তার বেশি না।"

তার মানে, হয় একশ' চল্লিশ মাইল নয়তো প্রায় তিনশ' মাইল পথ চলার মতো জ্বালানি গান্টের কাছে আছে। থুতনিতে হাত বুলালেন ভ্লাদিমিরভ। হিসেবটা যাই হোক না কেন, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুবিধাজনক হিসেবকে বিবেচনায় নিলেও, মেরু অঞ্চল পেরুতে গিয়ে গান্টকে জ্বালানি সংকটে পড়তেই হবে। কিন্তু অনুমানের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন না। বাকহোলজের উপদেষ্টা যেমনটি অনুমাণ করেছিলো সেইমতো ভাবলেন তিনি। ভ্লাদিমিরভ তার বৈমানিক জীবন থেকেই কল্পনাপ্রবণহীন আর সতর্ক একজন মানুষ : সোভিয়েত হাই কমান্ডের স্ট্যান্ডার্ড তাকে সাহসী করে তুলেছে। বাস্তবিকই তিনি একজন নিরাপদ এবং কল্পনাশক্তিহীন ব্যক্তি।

জ্বালানি যতোটুকু আছে তাতে যদি পোলার-প্যাকে পৌঁছাতে না পারে তাহলে সাগরে বিধ্বস্ত হবে প্লেনটা। এছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

আবার ম্যাপটা পরীক্ষা করলেন তিনি। "এলাকায় অচেনা কোনো এরিয়াল অ্যাকটিভিটি আছে?"

"না, স্যার, আকাশ এখনও পরিস্কার।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।" আবার টেবিলে মানচিত্রটা নিয়ে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। জ্বালানি ভরার আগ পর্যন্ত স্পিড বাড়াবার সাহস হবে না তার। যতোটা সম্ভব সাগরের গা ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে। তাই যদি হয়, ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, কারণ ক্রুজার থেকে খালি চোখে দেখে ক্লোজ রেঞ্জে মিসাইল ছোঁড়া যাবে। আর তা না হলে ইনফ্রারেড উইপন্স এইমিং-এর ওপর নির্ভর করতে হবে। মনটা খুঁত খুঁত করছে তার। রিগায় যে ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে সেটা অত্যাধুনিক নয়। তবে, কাজ চালানো যায়, কাজ চালাতেই হবে...

একটা কণ্ঠস্বর তার চিন্তায় ছেদ ঘটালো। "টাওয়ার থেকে মেজর সার্নিকের রিপোর্ট, স্যার। পিপি-টু টেকঅফের জন্য তৈরি হয়ে গেছে।"

যেদিক থেকে কণ্ঠস্বরটা শোনা গেলো সেদিকে মুখ ফেরালেন তিনি। তারপর টেবিলের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। বুঝতে পারলেন তার কাছ থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা কী তা বুঝতে পারলেন না। গান্ট তিন

হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্বে আছে। তার জ্বালানীও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর দ্বিতীয় মিগ-৩১ প্রথমটার পেছনে পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই। গান্টের পক্ষে এখন রিফুয়েল করা সম্ভব হবে না। কাজেই দ্বিতীয় প্লেনের সাহায্যে ইন্টারসেপ্ট করা এখন অপ্রাসঙ্গিক।

"পাইলটটা কে?" সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

"আমার মনে হয় না আমি সেটা জানি..." ভ্লাদিমিরভ বললেন। প্রশ্নে শুনে অবাক হয়েছেন তিনি।

"ট্রেটসভ," কুটুজোভ ফিসফিস করে বললেন। "মেজর আলেকজান্ডার ট্রেটসভ।"

"সময় কম, আমি সেটা বুঝি," ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন, "তবু টেকঅফ করার আগে তার সাথে কথা বলতে চাই।"

ফার্স্ট সেক্রেটারি কি চাইছেন বুঝতে পারলেন ভ্লাদিমিরভ। ফার্স্ট সেক্রেটারি চাচ্ছেন, বিমানটাকে সর্বোচ্চ গতিতে পশ্চাদ্ভাবনের জন্য দ্বিতীয় বিমানটার টেক অফের নির্দেশ তার কাছই থেকেই আসুক।

ভ্লাদিমিরভ জানতেন গান্টের পথ ধরে নোভায়া জেমালায়ায় পৌছতে হলে ট্রেটসভের এক ঘণ্টারও কিছু কম সময় লাগবে। তিনি যতোটুকু বুঝছেন, সেটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে তার মনমেজাজ বুঝে বললেন, "অবশ্যই, ফার্স্ট সেক্রেটারি।" সন্তুষ্ট হয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ভেতরে ভেতরে স্বস্তি বোধ করলেন ভ্লাদিমিরভ। গলা উঁচিয়ে বললেন : "মার্শাল ট্রেটসভকে এখনই তলব করতে বলো। টাওয়ার এবং সব ফোর্সকেও প্রস্তুত থাকতে বলে দাও। পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় মিগটা টেকঅফ করবে।"

রিফুয়েলিং প্লেনগুলোকে সতর্ক করে দিতে হবে, গান্ট যেখানে উপকূল পেরিয়েছে তার কিছুটা পশ্চিমে পিপি-টু'র জন্যে অপেক্ষা করবে ওগুলো। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি। এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না, মনে মনে হাসলেন। গান্ট তার রিফুয়েলিং পয়েন্টে কোনো দিনই পৌছাতে পারবে না, পিপি-ওয়ানকে মিসাইল ছুঁড়ে ঠিকই ধ্বংস করে দেবে রিগা...কিন্তু এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। বলার পর যদি অন্য রকম কিছু ঘটে তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

আবার মানচিত্রটার দিকে তাকালেন। এছাড়া আর তো কিছু করারও নেই। যা করার তা রিগা এবং তার সহচরী সাবমেরিনগুলোই করবে। ট্রেটসভের এখন আর কিছুই করার নেই।

'ডেফ এইড' থেকে এখনও কোনো সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে না। গান্ট দেখলো ফুয়েলগজের কাটা কাঁপছে। জ্বালানী প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। রিজার্ভ ফুয়েলও শেষ হয়ে আসছে এখন। রিজার্ভ ট্যাংকগুলোর ক্ষমতা কতোটুকু সেটা সে জানে না। কিন্তু যদি পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে ফুয়েল সাপ্লাই থেকে কোনো সিগন্যাল শুনতে না পায় আর সেই সিগন্যালটা যদি নিকটবর্তী কোনো জায়গা থেকে না এসে থাকে, তাহলে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর নেই।

সাগর এখনও ফাঁকা। রাডার বলছে, আকাশেও কোনো এয়ারক্রাফট নেই। এখনও বেঁচে আছে সে, শ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু মৃত্যু আর বেশি দূরে নয়। যেনো মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাকহোলজের রিফুয়েলিং পয়েন্টটা জাহাজ নাকি প্লেন, জানা নেই তার। প্লেন হবারই সম্ভাবনা বেশি। প্লেনটা হয়তো রাশিয়ান ডিইডব্লিউ লাইন পেরোবার চেষ্টা করেছিলো, ধরা পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। রিফুয়েলিং ট্যাংকার একটা ছিলো তবে এখন আর তার অস্তিত্ব নেই।

মৃত্যুর কথা ভাবলো না সে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে যখন প্লেনটা নিমজ্জিত হবে তখন সেও ডুবে যাবে, আলিঙ্গন করবে মৃত্যুকে, এরকম চিন্তা এখন তার মাথায় নেই। বাকহোলজেরই এক বিশেষজ্ঞ জীবনটাকে ক্ষণস্থায়ী বলে অভিহিত করেছিলো, তারপরও এভাবে মরার কোনো ইচ্ছে নেই তার। বুঝতে পারলো, মৃত্যুকে চরম বিরোধিতা ক'রে বেঁচের থাকার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা নেয়ার প্রয়োজন নেই। মৃত্যু এখনও একটা শব্দমাত্র, কোনো বাস্তবতা নয়–কিন্তু সেই শব্দটাই তার মনে আগুনের অক্ষরে ফুঁটে উঠছে।

রাডারে বড় আকারের একটা সারফেস ভেসেল দেখা গেলো। কোর্স সামান্য বদল করার জন্যে হাত দুটো তৎপর হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ্য করলো, স্ক্রিনে আরও দুটো ব্লিপ–সারফেস ভেসেলের দু'পাশে। ভালো করেই জানে কীসের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকটা কেঁপে উঠলো। নিশ্চই রাশিয়ান মিসাইল ক্রুজার, সাথে এক জোড়া অ্যাটেনড্যান্ট সাবমেরিন। সরাসরি ক্রুজারের দিকে এগোচ্ছে তার ফায়ারফক্স!

রিডঅফ দেখে বোঝা গেলো বর্তমান গতিতে লক্ষ্যবস্তুতে পৌছাতে এক মিনিটের মতো সময় লাগবে। মনের মধ্যে একটা কথা ভেসে উঠতেই হেলমেটের ভেতরেই দাঁত বের করে হেসে ফেললো সে। টার্গেট! একটা মিসাইল ক্রুজার। গান্ট নিজেই টার্গেট। কোনো সন্দেহ নেই, জাহাজের ইনফ্রারেড এরইমধ্যে তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে। হাইট, রেঞ্জ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য ফায়ার-কন্ট্রোল কম্পিউটারে চলে গেছে। এটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো কিছুই আর করার নেই।

ভাবলো, মরতেই যদি হয় তবে দেখে যেতে চায়, ফায়ারফক্সের দৌড় আসলে কতোদূর! বর্তমান কোর্সে স্থির থেকে আত্মহত্যার কোনো ইচ্ছে তার নেই। মরতে হবে জানে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার লোক সে নয়। সে একজন বৈমানিক, আর শত্রুর লক্ষ্যবস্তু তার সামনেই মাত্র এক মিনিটের দূরত্বে।

ঠিক তখনই 'ডেফ এইড'টা তীক্ষ্ণভাবে বিপ করে উঠলো। বসে থাকতে থাকতে জমে গিয়েছে যেনো। 'ডেফ এইডে'র দৃশ্যমান রিডআউটের দিকে তাকাতেও পারলো না। দেখলো না সিগন্যালটা কতোদূর থেকে আসছে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে কতোটা দূরত্ব, জানার সময় নেই। মিসাইল ক্রুজার আর সাবমেরিন দুটো এগিয়ে আসছে, চোখের পলক না ফেলে রাডারের দিকে তাকিয়ে আছে গান্ট। লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে আর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি। প্রায় জিরো হাইটে রয়েছে সে, তাই কিছু বোঝার আগেই ওগুলোর ঠিক ওপরে চলে এলো ফায়ারফক্স। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'ডেফ এইড' থেকে তার হেডসেটে অবিরাম, তীক্ষ্ম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। উন্মত্ত চিৎকার আর চোখ ধাঁধানো আলোর সেই আওয়াজ। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে অপেক্ষায় আছে খালি চোখে মিসাইল ক্রুজারকে দেখতে পাবার আশায়। মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

অধ্যায় ৮

ভয় আর সাড়া দেবার মধ্যবর্তী বিরতিটুকু এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের বেশি ছিলো না। ঐটুকু ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই ভেবেছিলো এই বুঝি পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে। এক হতচকিত শূন্যতায় ডুবে গেছিলো যেনো।

হোমিং সিগন্যালের রিড-আউট থেকে দেখা যাচ্ছে একশ' ছেচল্লিশ মাইলেরও কম দূরত্বে আছে রিফুয়েলিং পয়েন্ট, জ্বালানি আর জীবন থেকে দূরত্ব ওটুকুই। এভাবে এলোমেলো হয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ার কথা, কিন্তু সে ভেঙে পড়লো না। সিস্টেমের ব্যর্থতা পূরণ হয়েছে তার ব্যক্তিত্বের কোনো গুণের কারণে। গান্টের মাঝে যে এই জিনিসটার অস্তিত্ব আছে সেটা হয়তো বাকহোলজ কিংবা ল্যাংলে'তে মনোবিশেষজ্ঞরা তার ডোসিয়ার থেকে আঁচ করতে পেরেছিলো। এমনও হতে পারে, শুধুমাত্র বাকহোলজই ধারণা করেছিলো কোনো নিঃস্ব-রিক্ত মানুষ ভেঙে পড়ে না।

তীব্র এক শিহরণ বয়ে গেলো তার ভেতর দিয়ে। শীতল এক ক্রোধ...হিংস্র এক আনন্দ। রুশ মিসাইল ক্রুজারের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

দ্রুত ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলো। সরাসরি মিসাইল ক্রুজারের পেছন থেকে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে। ফুয়েল গজে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলো, ঘুরপথে যাবার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। কাজেই মিসাইল ক্রুজারের ভয়াবহ-ফায়ার পাওয়ার অগ্রাহ্য করে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সরল রেখা ধরেই যেতে হবে তাকে। আর কোনো বিকল্প নেই এখন। একটাই পথ। সে পথ জীবনের অভিমুখে, মৃত্যুর দিকে নয়। এই চিন্তাটার মধ্যে নিরান্দ এক সন্তোষ খুঁজে পেলো সে।

রাডার থেকে জানা গেলো, মিসাইল ক্রুজারের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে সাবমেরিন দুটো, প্রতিটি প্রায় তিন মাইল দূরে দূরে। ওগুলো এখন পানির ওপর ভেসে উঠে যার যার ইনফ্রারেড সিস্টেম ফায়ারফক্সের দিকে তাক করে রেখেছে। গান্ট যদি জিরো ফিটেই থাকে, তার দিগন্তরেখার ওপর ওগুলোকে দেখা যাবে, কিন্তু ওগুলোর ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম ফায়ারফক্সের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে সমস্যার মধ্যে পড়বে। তার মানে,

গান্টের দুশ্চিন্তা শুধু মিসাইল ক্রুজারটাকে নিয়ে। তার সবচেয়ে কাছে যে সাবমেরিনটা থাকবে সেটা কোন্‌টা থাকবে তা নির্ভর করবে ক্রুজারের কোন পাশ দিয়ে যাবে সে, ইনফ্রারেড মিসাইল ছোঁড়ার ঝুঁকি নেবে ব'লে মনে হয় না, কারণ এতো কাছে ক্রুজার আর তার বিশাল টারবাইন থাকায় সেইম-সাইড হয়ে যাবার ভয় আছে।

ফায়ারফক্সের বিরুদ্ধে ক্রুজার থেকে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে তার একটা হিসেব করে নিলো গান্ট। তার যা গতি, চোখে দেখে কামান দাগার প্রশ্নই ওঠে না। টর্পেডো-টিউব শুধু সাবমেরিনের বিরুদ্ধে কাজ করবে, জোড়া মাউন্টিংয়ে চারটা মর্টারও তাই। হান্টার কিলার হেলিকপ্টারগুলো আকাশেই থাকার কথা, কিন্তু ওগুলোর এয়ার-টু-এয়ার উইপন্স নাও থাকতে পারে। ষাট মিলিমিটার কামানগুলো রয়েছে ব্রিজের সামনে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটারাইজড ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে ওগুলো। কামানগুলোর সাথে সার্চ রাডার সংযোগ আছে। সার্চ রাডার ইনফ্রারেডেও পরিচালিত হয়। তবু এসব ভীতিকর কিছু নয়—অন্তত তার জন্যে। এই স্পিডে, এই জিরো ফিটে, ক্রুজারের খুব কাছ দিয়ে মিগ-৩১ উড়ে গেলে এগুলোর কোনোটাই লক্ষ্যস্থির করার জন্যে যথেষ্ট নোয়ানো যাবে না।

ক্রুজারের অস্ত্রগুলো এক এক করে বাতিল করে দিলো গান্ট, শুধু সারফেস টু-এয়ার মিসাইল লঞ্চার চারটা বাদে। ওগুলো এসএএন-থৃ শ্রেণীর। সারফেস-টু-সারফেস অ্যান্টি-সাব-মিসাইল তার জন্যে কোনো হুমকি নয়। কিন্তু এসএ মিসাইলে ইনফ্রারেড আছে, ওগুলো হিটসিকিং। ভরসা রিয়ার ওয়ার্ড ডিফেন্স পড। মনে মনে গান্ট প্রার্থনা করলো, ওটা যেনো কাজ করে। এসএ মিসাইল লঞ্চারগুলো ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচারের সামনে, জাহাজের আফটার কোয়ার্টার চারটা কামোভ হেলিকপ্টারের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ক্রুজারের ক্যাপ্টেন ঠিক কি ধরণের নির্দেশ পেয়েছে, জানা থাকলে ভালো হতো। ক্যাপ্টেন কি মিগ-৩১-এর টেইল-ইউনিট, ফায়ার-পাওয়ার বা স্পিড সম্পর্কে সব তথ্য জানে? এতোসব ভাবতে মাত্র চার সেকেন্ড লাগলো তার। রিড-আউট টার্গেট আর একুশ সেকেন্ডের পথ। মাইলের হিসেবে দুই পয়েন্ট দুই মাইল দূরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সামনে জাহাজের আকৃতি দেখতে পাবে সে।

ক্রুজারের নামটা জানা নেই। ভাবলো নামটা জানা থাকলে ভালো হতো।

ফায়ারফক্সের পেটের নিচ দিয়ে বরফের একটা বিশাল চাদর পিছলে বেরিয়ে গেলো, ধূসর সাগরের গায়ে চোখ ধাঁধানো সাদা রঙ। কয়েক মিনিট আগে থেকেই এ ধরণের বরফের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখতে

পেলো ক্রুজারটাকে। হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গেলো হৃদপিণ্ডে। দিগন্তরেখার ওপর নিচু একটা আকৃতি, ভয়াবহ গতিতে কাছে চলে আসছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো গান্টের। জানে ব্রিজের লোকজন ফায়ারফক্সকে দেখতে পাচ্ছে–ওদের চোখে ধূসর রঙের একটা সামুদ্রিক পাখি, হিম-শীতল পানির ঠিক ওপরে যেনো স্থির হয়ে আছে। তার চোখ স্ক্রিনের দিকে, জাহাজের গা থেকে মিসাইল ছুটলেই স্ক্রিনে রঙ ফুঁটে উঠবে। ছোঁড়ার মুহূর্তে এসএ মিসাইল-উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বিন্দু হয়ে ধরা পড়বে। রাডারে একটা বিন্দু ফুঁটে উঠলো, ওটা সম্ভবত ক্রুজারের একটা কামোভ হেলিকপ্টার। ইসিএম রিডআউট দেখে হাইট আর রেঞ্জ কতো জানা গেলো। একটা এএ মিসাইল ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। তাতে ক্রুজারের ফায়ার-কন্ট্রোল কম্পিউটার বিভ্রান্ত হলেও হতে পারে।

মিসাইল ফায়ার করলো গান্ট। প্লেন থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো সেটা, তারপর প্লেনকে ছাড়িয়ে উঠে গেলো ওপরে। হিশহিশ শব্দ করে ছুটে গেলো সামনের হেলিকপ্টারটার দিকে। স্ক্রিনে চোখ রেখে মিসাইলটাকে দেখলো গান্ট। সে জানে কপ্টারটা এখন মিসাইল এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। হেলমেটের ভেতরে দাঁত বের ক'রে হাসলো সে। যে ইলেকট্রনিক যুদ্ধের কথা এতোদিন ধরে শুনে এসেছে, এখন সেটাই তার হাড়ে হাড়ে শিহরণ জাগিয়ে তুলছে। প্রতিটি স্নায়ু আর মাংসপেশী সেই শিহরণে ভরপুর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধটা এখন এক ধরণের দাবা খেলা হয়ে উঠেছে। চাল আর পাল্টা চালের খেলা চলবে। আর সেক্ষেত্রে সে-ই সেরা।

ক্রুজারের ডেক ম্লান আলোয় ঝলসে উঠলো, স্ক্রিনে সেটা ধরা পড়লো উজ্জ্বল আলো হিসেবে। এতোক্ষণ ওরা অপেক্ষা করছিলো, ধরে নিয়েছিলো সাবমেরিন আর হেলিকপ্টারের ভয়ে দিক বদল করবে সে। অথচ সেই আগের কোর্সেই স্থির থাকলো গান্ট, সরাসরি ওদের দিকে ছুটলো মিগ-৩১। যেমন আশা করেছিলো, তার দিক থেকে হেলিকপ্টারের ওপর হামলা হতে দেখে ব্রিজের ফায়ার-কন্ট্রোলের ট্রিগার টেনে দেয়া হয়েছে। তার মাথার ওপর বিস্ফোরিত হলো হেলিকপ্টারটা, আকাশে যেনো আচমকা উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা ফুল ফুঁটলো, পাপড়িগুলো ডিগবাজি খেতে খেতে নিচের দিকে নামছে।

ওরা চেয়েছিলো ক্রুজার আর একটা সাবমেরিনের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাবে মিগ-৩১, আশা করেছিলো দিক বদলে অনেক ওপর দিয়ে ওদেরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে পাইলট। কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টোটা। সোভিয়েত ক্যাপ্টেন যাই জানুক না কেন, একটা ব্যাপার তাকে নিশ্চয় বলে দেওয়া হয়েছে : ফায়ারফক্সের জ্বালানির মজুদ নাজুক অবস্থায় আছে। ফলে গান্টের

আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার কথা। গান্টকে হামলা চালাতে দেখে সাথে সাথে পাল্টা হামলা চালিয়ে বসলো ক্যাপ্টেন।

আর মাত্র কয়েকশ' গজ সামনে জাহাজটা। ব্রিজের সামনের অংশ থেকে এক জোড়া এসএ মিসাইল উঠে এলে প্লেন কাত করলো গান্ট, পোর্ট সাইডের দিকে মেলে দিলো প্লেনের পেট, এই ভঙ্গিতে ক্রুজারটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাবে। তার সামনের স্ক্রিনে দেখা গেলো নিজেদের কোর্স থেকে সামান্য একটু সরে এসেছে মিসাইলগুলো, ভয়াবহ গতিতে ছুটে আসছে তার দিকে। মোক্ষম সময়ের মুখোমুখি সে। তারপর নির্দেশটা দিলো নিঃশব্দে। থট-গাইডেড উইপন্স-সিস্টেম টেইল-ইউনিটের ট্রিগার টেনে দিলো। অকস্মিক তার পেছনে বিশাল এক ঝলক আলো বিস্ফোরিত হলো, ম্লান হয়ে গেলো আকাশের সূর্যটা। এক ঝটকায় থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিলো গান্ট, প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে পানির ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো ফায়ারফক্স। সাগরের ঢেউ আলাদাভাবে চেনা গেলো না, পলকের জন্যে ককপিটের ওপরে ঝুলে থাকতে দেখা গেলো জাহাজের বো। জাহাজের পাটাতন থেকে পঞ্চাশ গজ ওপর দিয়ে উড়ে এলো ফায়ারফক্স। ধূসর জলরাশি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

তার পেছনে টেইল-ইউনিট থেকে বেরিয়ে গেলো একটা হিট-সোর্স। চার সেকেন্ড ধরে প্লেনের দুটো টারমানস্কি টারবো জেটের চেয়ে বেশি তাপ নিয়ে জ্বললো সেটা, হিট-সিকিং মিসাইল দুটোকে সাদরে কাছে টেনে নিলো। স্ক্রিনে আগুনের গোলা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো, চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার। তারপর হঠাৎ করেই নিভে গেলো আলোটা। স্ক্রিনে এখন ক্রুজারটা এক মাইলেরও বেশি পেছনে পড়ে গেছে, স্পিড সুপারসোনিকে তুলে দিলো গান্ট।

ফুয়েল গজের কাঁটা শূন্যের ঘরে স্থির হয়ে আছে। মাক কাউন্টারে স্থির হয়ে আছে মাক ১.৬-এ। অলটিমিটার রিডিং–সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ গজ ওপরে রয়েছে ফায়ারফক্স। এতো নিচে থাকায় সাবমেরিন দুটোর দৃষ্টি আর ইনফ্রারেড থেকে বেঁচে আছে সে। তবে ইতিমধ্যে ক্রুজারের কাছ থেকে প্লেনের রেঞ্জ আর বেয়ারিং পেয়ে গেছে ওরা। স্ক্রিনের দিকে তাকালো গান্ট। আরও দুটো এসএ মিসাইল আসছে। সন্দেহ নেই, ক্রুজারের ক্যাপ্টেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। ভালো টার্গেট পাবার অপেক্ষায় ছিলো সে, কিন্তু গান্টকে হেলিকপ্টারের ওপর হামলা চালাতে দেখে তড়িঘড়ি পাল্টা হামলা চালাতে হয়েছে তাকে। আরও একটা ধাক্কা খেয়েছে সে ফায়ারফক্সের টেইল-ইউনিটের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও আরও দুটো মিসাইল ছুঁড়েছে, যদিও জানে এ দুটোরও একই অবস্থা হতে পারে...

স্ক্রিনের পোর্ট সাইডের কিণারায় আরও এক জোড়া ম্লান বিন্দু দেখতে পেলো গান্ট। তার সবচেয়ে কাছের সাবমেরিনটা থেকে আরও এক জোড়া মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, ফায়ারফক্সের এগজস্ট লক্ষ্য করে তীব্র বেগে ছুটে আসছে সে দুটো।

'ডেফ এইডে'র রিডআউটটা দেখে নিলো সে। নোভায়া জেমলায়া চ্যানেল ছেড়ে আসার পরে এয়ারক্রাফটা সর্বশেষ যে পথ ধরে চালাচ্ছিলো, ঠিক সেই পথে, তার বর্তমান গতিপথের সামনে থেকে আসছে সিগন্যালটা। সিগন্যালের উৎস এখনও একশ' ষাট মাইল দূরে। বুঝতে পারলো স্পিড কমানো উচিত।

গতি কমিয়ে দিলো সে, ফলে স্ক্রিনে ফ্যাকাশে কমলা রঙের চারটা বিন্দু দ্রুত নিকটবর্তী হতে থাকলো। টেইল-ইউনিট নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, কিন্তু এবার ওটার সাহায্য না নিয়ে নতুন একটা পরীক্ষা চালাতে চাচ্ছে গান্ট। জানে জুয়া খেলার

মতো ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাটা পরখ না করলেই নয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় মিসাইলগুলোকে পরাজিত করতে চাইছে। আগে তার কাছে কোনো বিকল্প ছিলো না, কিন্তু এবার আছে। জ্বালানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পেছনে ফেলে চলে যেতে পারে সে।

অসহায়ত্বের কৌতুহলী সংবেদন এটা। কোনো একটা বোতামেও চাপ দেওয়ার দরকার নেই তার। কাছে এগিয়ে আসতে থাকা কমলা রঙের চারটা আলোক বিন্দুই হচ্ছে বাস্তবের সাথে তার একমাত্র যোগসূত্র। স্ক্রিন থেকে চোখ উঠছে না তার। নিজেকে নিশ্চল, অসহায় ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানের অফসাইডে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের মতো মনে হচ্ছে। অনুভব করলো প্রেসার সুটের ভেতরটা ঘেমে ভিজে যাচ্ছে। তার শক্ত হাতের কব্জায় রয়েছে থ্রটলগুলো। জানে তীব্রভাবে কেঁপে চলেছে তার হাতটা। অপেক্ষা করছে সে...

থ্রটল সামনে ঠেলে দিতেই চমকে ওঠা হরিণের মতো লাফ দিলো ফায়ারফক্স, উড়ে চললো আতঙ্কিত পাখির মতো। পিছিয়ে পড়লো ধাবমান মিসাইলগুলো, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য কোনো দিকে সরে যাচ্ছে না। পিছু পিছু আসছে, আসতেই থাকবে। দশ মাইল এগোলো গান্ট। বিশ মাইল। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ...আরও পিছিয়ে পড়লো চারটা মিসাইল, কিন্তু তাড়া করে আসছে এখনও। অপেক্ষার কোনো মানে হয় না। তৈরি হয়ে নিলো সে। টেইল ইউনিট আবার মিসাইল ফায়ার করলো। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলো নিজের কানে, শক-ওয়েভ কাঁপিয়ে দিলো প্লেনটাকে। থ্রটল নিজের দিকে টেনে নিলো সে, ১৭০ নটে নেমে এলো গতি।

ফুয়েল গজের দিকে আর তাকালো না সে। 'ডেফ এইড'-এর দিকে দৃষ্টি

দিলো, হোমিং সিগনালের আওয়াজের দিকেই তার পুরো মনোযোগ। রিফুয়েলিং পয়েন্ট আর একশ' মাইলও দূরে নয়। ক্রুজার আর সাবমেরিন থেকে নিক্ষিপ্ত সমন্বিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর হাত থেকে মুক্ত হতেই অকস্মাৎ অনেকটা বীর্যপাতের মতো অনুভূতি হলো তার। বুঝতেই পারছে না কীভাবে কাজটা করতে পারলো।

ফায়ারফক্সের পেটের নিচে বরফের বিশাল খণ্ড দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিকে ছুটে চলছে প্লেনটা।

ফার্স্ট সেক্রেটারির কথোপকথনটা ছিলো সংক্ষিপ্ত আর পরিস্কার। একজন রুশ এবং পার্টির অনুগত সদস্য হিসেবে আলেকজান্ডার ট্রেটসভকে অযথা উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে সময় নষ্ট করলেন না তিনি। বরং অন্য একটা হাতিয়ার ব্যবহার করলেন। তার নামের সাথে সেটা সমার্থক হয়ে গেছে–আর সেটা হচ্ছে ভয়। ট্রেট্রসভকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কী কী ব্যাপার এখন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। এ কাজের ব্যর্থতার দায়ভার যে তার উপরেই বর্তাবে সেটাও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মিগ-৩১-এর বিস্ময়কর শক্তির সবটুকু ব্যবহার করে সর্বোচ্চ গতিতে উত্তর দিকে যাবে ট্রেটসভ। রাশিয়ার উত্তর উপকূল রেখার কাছে একটা ট্যাংকার-প্লেনের সাথে মিলিত হবে পিপি-টু, ওখান থেকে মিসাইল ক্রুজার রিগার বর্তমান পজিশনের দিকে যাবে। রিগা থেকে এখনও কোনো রিপোর্ট আসে নি। রিগার কাছাকাছি আরও একটা ট্যাংকার অপেক্ষায় থাকবে, আবার যদি পিপি-টু'র ফুয়েল দরকার হয় তখন ঐ ট্যাংকার থেকে সাপ্লাই পাওয়া যাবে। ট্যাংকারগুলো এরই মধ্যে যার যার নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌছানোর জন্যে রওনা হয়ে গেছে।

বিশাল দায়িত্ব পেয়ে দৃশ্যত একটু নার্ভাস হয়ে গেলো ট্রেটসভ। রেড এয়ারফোর্সের একজন সিনিয়র টেস্ট পাইলট সে, যদিও বয়সের দিক থেকে বেশ তরুণ। ত্রিশের মতো বয়স, তবে দেখতে তাকে আরো বেশি তরুণ মনে হয়। ফার্স্ট সেক্রেটারির ব্যক্তিত্বের ভয়ঙ্কর গুরুভার তার উপরে চেপে বসেছে, আন্দ্রোপভের নীরব উপস্থিতি শীতল আঘাত হেনেছে তাকে। তার জন্য করুণা হলো ভ্লাদিমিরভের। তবে পাইলট হিসেবে সে খুব ভালো। তার রেকর্ডও অসাধারণ। সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ভ্লাদিমিরভ। গান্টের অবস্থান খুঁজে বের করা এক কথা আর আমেরিকানটাকে ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা তার রয়েছে কিনা সেটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। ট্রেটসভকে পরীক্ষাটার জন্য নিযুক্ত করা হলো বলে দুঃখই পেলেন ভ্লাদিমিরভ। বিলিয়ার্স্ক প্রজেক্টে কারিগরি

দিক দিয়ে জুনিয়র টেস্ট পাইলট ছিলো সে। সিনিয়র ভস্কোভের চাইতে কম ঘণ্টা উড্ডয়ন করেছে। কিন্তু ভস্কোভ এখন মৃত। গান্ট তাকে হত্যা করেছে। কেজিবি তার লাশ খুঁজে পেয়েছে পাইলটদের লকারে। জঘন্য ব্যাপার, পাথুরে কফিন থেকে মমি বেরিয়ে আসার মতো লকার থেকে হাস্যকরভাবে লাশটা বাইরে পড়ে গিয়েছিলো।

কাজটা বুঝে নিয়ে গোমড়া মুখে বেরিয়ে গেলো ট্রেটসভ। ওয়ার কমান্ড সেন্টারের পরিবেশটা এখন ফার্স্টসেক্রেটারির জন্য আরো বেশি সুখকর মনে হচ্ছে। পাইলট ট্রেটসভের চোখে ক্ষমতার যে বাহাদুরি আর ভয় মিশ্রিত কৃতজ্ঞভাজন আনুগত্যের ছায়া তিনি দেখেছেন তা স্বস্তিদায়ক। গান্ট, মানে ঐ আমেরিকান পাইলটের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব প্রতিকূলতার মাঝেও তা যেনো মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। এতো বড় আস্পর্ধা সেই পাইলটের...ফার্স্ট সেক্রেটারি বুঝতে পারলেন তার রাগ আবার বেড়ে যাচ্ছে, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। স্যাবোটাজ করার পরে দ্বিতীয় মিগ-৩১-এর গায়ে যে ফোম স্প্রে করা হয়েছিলো তা পরিস্কার করে ফেলা হয়েছে। এএ মিসাইল আর কামানের গোলা দিয়ে পুরোপুরি সশস্ত্র করা হয়েছে সেটা। এখন সেটা রাখা হয়েছে প্রধান রানওয়ের শেষ মাথায়। টাওয়ার থেকে চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে। কয়েক মুহূর্তেই ফার্স্ট সেক্রেটারির টুপোলেভের কাছাকাছি চলে যাবে ওটা। টেকঅফ পর্যবেক্ষণের জন্য কামরার ভেতরে ছোটো ছোটো পোর্টহোল রাখা হয়েছে, সোভিয়েত নেতা এরকম পোর্টহোলের কাছে গিয়ে অবস্থান নিলেন।

ভ্লাদিমিরভের জন্য পরিস্থিতিটা খুব বেশি সহজ-সরল নয়, আবার স্বস্তিদায়কও বলা যাবে না সেটাকে। ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে প্রায় নিশ্চুপ থাকা ট্রেটসভের কথোপকথনের সময়টা উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কেটেছে। মিনিটগুলো মনে হয়েছে খুব দীর্ঘ। মিসাইল ক্রুজার এবং তার দুটো সাবমেরিনের গতিপথের সাথে গান্টের সম্ভাব্য ইন্টারসেপশনের সময় ঘনিয়ে আসছে। তবে এ নিয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার। ভ্লাদিমিরভ জানে, ক্রুজারের মাধ্যমেই গান্টকে থামাতে হবে। কারণ গান্ট কিভাবে রিফুয়েল করবে তা এখনও তার অজানা, কিন্তু করবে যে সে ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চিত।

ক্যারিয়ার...ক্যারিয়ার-সাব...পোলার প্যাক...ক্রয়ারক্রাফট...সংগ্রহের কাজটা তাহলে সাবমেরিনের সাহায্যেই করা হবে?

ওটা সাবমেরিন হতে পারে না। কারণ মিগ-৩১-কে সাবমেরিনে ল্যান্ড করার উপযোগী করে তৈরি করা হয় নি। ওটা কোনো প্লেনও হতে পারে না,

কারণ রাডার থেকে জানা যাচ্ছে ওই এলাকায় অচেনা কোনো প্লেন নেই।

একটা সম্ভাবনা বিবেচনা করলেন তিনি : মিগ নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দেবে গান্ট, তারপর একটা সাবমেরিনের পেছনে বেঁধে সিআইএ যে জায়গায় রিফুয়েলিংয়ের ব্যবস্থা করেছে সেখানে নিয়ে যাবে। আইডিয়াটা উদ্ভট, কিন্তু ওভাবেই কাজটা সেরে ফেলা সম্ভব। সমুদ্রের নোনাজলে প্লেনটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারপরও আমেরিকানরা ওটা থেকে যথেষ্ট শেখার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ঘণ্টার পরে ঘণ্টা ধরে ওই এলাকায় কোনো সাবমেরিন কিংবা কোনো সারফেস ভেসেলও দেখা যাচ্ছে না যে গান্ট শেষমেষ কোথাও অবস্থান নিলে তারা এগিয়ে আসতে পারে।

তার মানে বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চলই হয়তো সেই উদ্দিষ্ট জায়গা। কিন্তু অতোদূর পর্যন্ত যেতে হলে যে ফুয়েল দরকার মিগ-৩১-এর তা নেই। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো তার মনে। শেষ যেটুকু ফুয়েল আছে সেটুকু ব্যবহার করে যতোটা সম্ভব আকাশের ওপর দিকে খাড়া উঠে যেতে পারে গান্ট, তারপর গ্লাইড করে নামবে–শুধু জেনারেটরগুলো চালু রাখলেই চলবে তখন, এতে সামান্য ফুয়েল খরচ হবে। সন্দেহ নেই, এই কাজে বিরাট ঝুঁকি আছে। হয়তো যতোটা ওপরে ওঠা দরকার তার অর্ধেক ওঠার পরই নিঃশেষ হয়ে যাবে ফুয়েল। তার মনে পড়লো, প্রতি হাজার ফিটে দু'মাইল গ্লাইড করতে পারবে মিগ-৩১। ফুয়েল থাকলে গ্লাইড করে পোলার প্যাকে পৌঁছাবার জন্যে যথেষ্ট ওপরে উঠতে পারবে গান্ট।

সমাধানের জন্য কম্পিউটার অ্যানালিস্ট করার অনুরোধ করতে যখন যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে কোড-অপারেটরের গলা শোনা গেলো। রিগা থেকে কম্পিউটারে ধারণকৃত যে সাংকেতিক বার্তা পাঠানো হয়েছে তার মর্মোদ্ধার করা হয়েছে। অপারেটর প্রিন্টআউট থেকে সেটা পড়ে শোনালো।

"স্যার," সে বললো, "রিগা থেকে এই মেসেজটা এসেছে..." সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরের মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ হলো।

"সেটা কি?" ভ্লাদিমিরভ কঠিন গলায় বললেন।

"অচেনা একটা প্লেনের দেখা পেয়েছে ওরা। ক্রুজার থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিলো, ইনফ্রারেড টাইপ, দুই গ্রুপে দুটো করে আর সাবমেরিন এসকর্ট থেকে এক গ্রুপে দুটো করে..."

"তারপর?"

"মিগের টেইল ইউনিট থেকে হিট-সোর্স বেরিয়ে আসে, স্যার। মিগ ধ্বংস হয়েছে কিনা ওরা বলতে পারছে না। প্লেনের সাথে মিসাইলের কন্ট্যাক্ট টাইমের আগেই রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় প্লেনটা, কিন্তু কন্ট্যাক্ট হয়েছে

কিনা ক্যাপ্টেন নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না। যে প্লেনটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন উনি সেটার টাইপ আর কেপ্যাবিলিটি সম্পর্কে জানতে চাইছেন..."

ভ্লাদিমিরভ মাথা ঘুরিয়ে সোভিয়েত নেতার ধূসর, পাথরতুল্য অবয়বের দিকে তাকালেন। সমর-কৌশল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার একটা অঙ্গ। শুধু যাকে না জানালেই নয় সে জানবে।

ফার্স্ট সেক্রেটারিকে কিছু না বলে কোড অপারেটরকে বাজখাই গলায় বলতে শুরু করলেন তিনি।

"গোপনীয়তা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যে কাজ উনি করেছেন তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ দিন, আর তাকে বলুন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে।"

"স্যার!"

কিছুক্ষণ পর ফার্স্ট সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখন কী করতে চান, ভ্লাদিমিরভ?" মুখে কোনো ভাঁজ নেই তার, চোখ অভিব্যক্তিবিহীন। সেই মুখে সত্যিকারের ক্ষমতার ছায়া দেখতে পেলেন, আরো দেখতে পেলেন ক্রেমলিনের ভেতরকার ক্যাডার এবং কোটারিদের অন্তঃকরণ। ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানোর ক্ষমতা ফার্স্ট সেক্রেটারির আছে। কিন্তু মিগ-৩১ হারানোর জন্য ভ্লাদিমিরভকে যদি অপমান করে বরখাস্ত করা হয় তাতে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তার সামনের এই লোকটা বাস্তব অবস্থা নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নন। নিজের ক্যারিয়ার আর ব্যক্তিগত রাজনীতি নিয়েই তার যতো দুশ্চিন্তা।

ভীত হওয়ার চাইতে ভ্লাদিমিরভ বরং ঘেন্না বোধ করলেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সামরিক-সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে নিজের স্বার্থকে কম গুরুত্ব দিতে শেখানো হয়েছে তাকে। এটাই হলো একজন মিলিটারি মানসিকতার সবচাইতে বড় গুন। নিজের বেঁচে থাকা বা সফলতা নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই তার মাঝে। সুতরাং কোনোভাবেই আমেরিকানদের হাতে মিগ-৩১ তুলে দেয়া যাবে না।

"রিগা যেখানে আছে ওখানটাতে উপস্থিত সবগুলো ইউনিটকে নির্দেশ দেবো আমি," আস্তে করে বললেন তিনি। কোনো রাগ কিংবা তিক্ততার লেশমাত্র যেনো না থাকে সেভাবেই কথাগুলো বললেন।

"আর তারা কী করবে?" ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলেন আন্দ্রোপভ।

তাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলো কুটুজোভ। ওয়ার কমান্ড সেন্টারে যা কিছু ঘটেছে তার নীরব সাক্ষী তিনি। একেবারে ত্যাক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছেন। হয়তো

ভ্লাদিমিরভের দুশ্চিন্তাটাও আঁচ করতে পেরেছেন, তাই তার ক্যারিয়ার বাঁচাতে সাহায্য করতে চাইলেন।

"মস্কো এবং বিলিয়ার্স্কে আপনার দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার কারণে মাত্র একজন লোক মিগ-৩১ চুরি করতে সক্ষম হয়েছে। চেয়ারম্যান, আপনি যেমনটা বলেছেন, মিগ-৩১ উদ্ধারের জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টাই তারা চালাবে," ভাঙা গলায় তার ফ্যাসফ্যাঁসে কণ্ঠের কথাটা ঘরের সবার কান পর্যন্তই পৌঁছালো, সবার মনে ধরলো কথাটা। কেজিবির চেয়ারম্যানের মুখ আরক্তিম হয়ে গেলো। তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো তাচ্ছিল্যভরা হাসি।

ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ভ্লাদিমিরভ। যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা তার মনে উঁকি দিচ্ছে মনে হয়। ক্ষমা না চেয়েই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো একটা কুশলী ভঙ্গিতে তিনি বললেন :

"মিহাইল ইলিচ, আমি জানি, আপনার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সবই আপনি করবেন। আপনার অধীনে থাকা পুরো রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট এবং 'ওলফপ্যাক'-এর উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর নিয়ে আপনি কি করতে চাচ্ছেন?" একেবারে শান্ত, নম্রপ্রায় কণ্ঠ তার।

কুটুজোভ ভ্লাদিমিরভের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন যেনো গোপন কোনো সমঝোতা হয়েছে তাদের মধ্যে। তারপর ভ্লাদিমিরভ বললেন : "ফার্স্ট সেক্রেটারি, প্রথম কাজ হলো দ্বিতীয় মিগটাকে টেকঅফ করানোর নির্দেশ দেওয়া।"

ফার্স্ট সেক্রেটারি ছোটো জানালাটার দিকে ফিরলেন যেনো 'ওলফপ্যাক'-এর কমান্ডিং অফিসারের কথাটা ভেবে দেখছেন।

"অবশ্যই," অবশেষে তিনি বললেন, "টাওয়ারে নির্দেশটা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।" জানালা দিয়ে এখনও বাইরের রানওয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। "আর তারপর?"

ভ্লাদিমিরভ সামনের মানচিত্রের দিকে তাকালেন। পোলার প্যাক অর্থাৎ স্থায়ী বরফাবৃত এলাকায় উত্তরে ব্যারেন্টস সাগরের যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে।

"রিগা এবং নৌবহরকে নির্দেশ দাও যেনো গতিপথ পাল্টে ফুল স্পিডে উত্তর দিকে যায় ওরা, মিগ যেদিকে গেছে।"

এনকোডিং কনসোলের ক্লিকক্লিক শব্দ ছাপিয়ে ভ্লাদিমিরভ শুনতে পেলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি বিড়বিড় করছেন "ভালো।" ইতিমধ্যেই লোকটার আত্মতুষ্টি ফিরে আসতে শুরু করেছে আবার। দেশ চালাচ্ছে যারা তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে এর আগে বহুবার এটা লক্ষ্য করেছেন তিনি। এরকম দ্রুত

আত্মতুষ্টি শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই দেখা যায়। সুট পরা ফার্স্ট সেক্রেটারির দিক থেকে চোখ সরিয়ে মানচিত্রের দিকে মনোযোগ দিলেন আবার।

"পোলার সার্চ স্কোয়াড্রনগুলোকে এক্ষুণি জরুরি ভিত্তিতে টেকঅফ করতে বলো।" আদেশ দিলেন তিনি। দেখতে পেলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছেন। সারফেস ক্রাফট, ভাবলেন তিনি। "স্থায়ী বরফাবৃত এলাকায় মিগের সম্ভাব্য অবতরণ এলাকায় পৌছানোর জন্য *অতলিতনি* এবং *স্লাভানি* মিসাইল ডেস্ট্রয়ারকে অর্ডার দিয়ে দাও।"

"স্যার।"

"তিনটা 'V' টাইপ সাবমেরিনকেও নির্দেশ দাও তারা যেনো এক্ষুণি পোলারপ্যাকের দিকে রওনা হয়ে যায়। পোলার প্যাকের সম্ভাব্য কোন্ জায়গায় গান্ট ল্যান্ড করতে পারে কম্পিউটার সেটা জানিয়েছে, লোকেশনটা তাদেরকে জানিয়ে দাও।"

"স্যার।"

ভ্লাদিমিরিভ একটু থামলেন। টুপোলোভের ভেতর থেকেও শুনতে পেলেন ইঞ্জিনের শব্দটা। টাওয়ার থেকে সংকেত পাওয়ার পর টেকঅফ করার জন্য তৈরি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রটোটাইপ মিগ। রানওয়ে বেয়ে ধেয়ে চলেছে সেটা। ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ, তবে দেখার জন্য ছোটো জানালাটার দিকে আর এগুলেন না। তার বদলে ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন। মৃদু আশাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছেন তিনি। জানালার বাইরে রানওয়েতে একটা ঝাপসা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। তার পর পরই একটা জেট এয়ারক্রাফট উড়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো। মিগটা উড্ডয়ন করার পরও কিছুক্ষণ জানালার কাছেই থাকলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, তারপর কামরার ভেতরে ফিরে এলে তার মুখে মৃদু হাসি খেয়াল করলেন ভ্লাদিমিরভ।

'ডেফ এইড' থেকে এখনও হোমিং সিগন্যালের আওয়াজ বেরুচ্ছে। ট্রান্সমিটারটা এখনও বিরানব্বই মাইল দূরে। কিন্তু ফুয়েল গজ শূন্য হয়ে গেছে। আকাশের অনেক ওপরে উঠে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছে না গান্ট। রিফুয়েলিং ট্যাংকারের সাথে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে পৌছানোর জন্য বাতাসে দীর্ঘক্ষণ গ্লাইড করে যাত্রা শুরু করতে হবে। এটাই তার একমাত্র ভরসা। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফিট উঠে যেতে পারলে গ্লাইড করে বিরানব্বই মাইল পেরোতে ফুয়েল লাগবে সামান্যই। একবার শুধু উঠে যেতে পারলেই হয়।

একবারের জন্যও ভাবে নি, ফুয়েল ট্যাংকারটা কোন্ ধরণের সারফেস ক্রাফট হতে পারে। কোনো ক্যারিয়ার এই কাজে ব্যবহার করার কথা নয়। কারণ ক্যারিয়ারের মতো বিশাল কোনো কিছু ব্যারেন্টস সাগরে মোতায়েন করার মতো সাহস ইউএস নৌবাহিনী দেখাবে না। ভ্লাদিমিরভ সেটা না জানলেও গান্ট জানে, আমেরিকানরা কোনো ধরণের ক্যারিয়ার সাবমেরিন এখন পর্যন্ত উৎপাদন করে নি।

কাজেই আকাশেই রিফুয়েলিংয়ের কাজটা সারা হবে। সে জানে ফায়ারফক্সের উত্তরসুরী মিগ-২৫ ফক্সব্যাট প্রায় ১১৯,০০০ ফুট উচ্চতার বিশাল রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছে। ফায়ারফক্সের মাধ্যমে সেই রেকর্ড ভাঙার উদ্দেশ্যে ছিলো। বর্তমানে যে ধরণের আবহাওয়া আছে, তাতে ক'রে প্রতি হাজার ফুট উচ্চতার বিপরীতে আড়াই মাইল হিসেবে গ্লাইড করতে পারলে সহজেই ট্যাংকারের কাছে পৌঁছে যাবে সে, তবে সেজন্য তাকে সম্ভবত চল্লিশ হাজার বা তার চেয়ে বেশি উপরে ফায়ারফক্সকে নিয়ে যেতে হবে।

তারপরও ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা করতে হচ্ছে। রিফুয়েলিং এয়ারক্রাফটের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যেও যথেষ্ট জ্বালানী থাকতে হবে।

ফায়ারফক্সের জ্বালানি ট্যাংক খালি করে ফেলতে হবে–প্রায় খালি, কথাটা সশব্দেই বললো সে। এয়ারক্রাফটের এমন বৈশিষ্ট্যের সাথে সে মোটেও পরিচিত নয়। বারানোভিচকে জিজ্ঞেস করেছিলো, কিন্তু ঐ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার এ ব্যাপারে তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে নি।

ধূসর, বরফাচ্ছাদিত সমুদ্রের উপর দিয়ে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই ইঞ্জিন ধীর গতিতে কাজ করে চলেছে। তারপক্ষে আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয় এমার্জেন্সি ট্যাংকগুলো এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এগুলোর সাহায্যে অতিরিক্ত আর কতো দূর যাওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার। কিন্তু অনুমাণ করলো, কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে যাওয়ার মতো যথেষ্ট দূরত্ব পাড়ি দেওয়া সম্ভবপর হবে না হয়তো।

থ্রটলগুলো সামনে ঠেলে দিলে ফায়ারফক্সের নাক উঁচুতে উঠে গেলো। দেখতে পেলো অলটিমিটারের রিডিং বেড়ে চলেছে। বিশাল দুটো টারবো জেটের ধাক্কায় ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর বাড়তে শুরু করলো। শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে না। উপরে আরোহনের দেড় মিনিটের মধ্যে একবারও বোধহয় নেয় নি, যতোই আরোহন করছে আকাশের ফ্যাকাশে বসন্তকালীন নীলিমা ততোই গাঢ় হচ্ছে। ˋ

বাষট্টি হাজার ফুট উপরে উঠে গেলো, জেনারেটরগুলো চালানোর মতো শক্তিটুকুই শুধু অবশিষ্ট আছে এখন। এই উচ্চতা থেকে ট্যাংকারের অবস্থানে

এসে সাতাশ হাজার ফুট উপরে থাকবে সে। ওটাই যথেষ্ট। স্ক্রিনটা দেখে নিলো। না, কিছুই নেই।

সামনেই সিগন্যালের বিয়ারিং ডেড হয়ে আছে। দূরত্বের রিডআউট থেকে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্যবস্তু এখনও আটাশি মাইল দূরে। এখনও সে ভেবে চলেছে কতোটুকু জ্বালানি অবশিষ্ট আছে। এই চিন্তাটাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে বারবার। ভাবতে লাগলো, যতোটুকু দরকার ছিলো তার চেয়ে বেশি আরোহন করে ফেললো কিনা। এজন্যেই হয়তো ইমার্জেন্সি ট্যাংকগুলো খালি হয়ে গেছে।

সামনে, বহু দূরে, দেখতে পেলা ভারি ধূসর মেঘ জমতে শুরু করেছে। স্ক্রিনে কোনো তৎপরতা চোখে পড়ছে না। শূন্য এক আকাশে গ্লাইড করে চলেছে ফায়ারফক্স, উপরে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরের গাঢ় নীল চাঁদোয়া আর নিচে আছে ব্যারেন্টস সাগরের উত্তরাংশের নীরব-ধূসর সীমানা। সামনে বহু দূরে যেখানে মেঘ জমতে শুরু করেছে ব'লে মনে হয়েছিলো সেখানটায় সাদা একটা ঝাপসা রেখা দেখতে পেলো–বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চল–পোলার প্যাক।

ইউনাইটেড স্টেটস নেভি ক্যাপ্টেন ফ্রাংক ডেলানো সিয়ারবেকার ইউএসএস *পিকোড*-এ নিজের সংকীর্ণ কোয়ার্টারের অপ্রশস্ত খাটে শুয়ে আছেন। ইউএসএস *পিকোড* হচ্ছে পারমাণবিক শক্তিচালিত 'স্ট্যার্জন' শ্রেণীর সাবমেরিন। গত পাঁচ দিন ধরে একটা হিমশৈলীর তলায় থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছে এটা। সিয়ারবেকারের সাবমেরিন গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চলের নিচ দিয়ে অতিক্রম করার পরে নীরবে পথ চলার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, চৌদ্দ দিন সমুদ্রে থাকার পর ব্যারেন্টস সাগরে গিয়ে পড়েছে।

এই ভ্রমনে ক্যাপ্টেন, তার কর্মকর্তা এবং ক্রুদের তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কানেকটিকাট উপকূলে ছিলো ওটা, নির্দেশ পেয়ে টপ স্পিডে আর্কটিক এলাকায় চলে আসে। পোলার প্যাকের নীচে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসতে হয়েছে ওটাকে, ঢুকেছিলো গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের কাছে, বেরিয়ে এসেছে ব্যারেন্টস সাগরে। সেটা ছিলো অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। তারপর থেকে ভাসমান বরফের নিচে আশ্রয় নিয়েছে *পিকোড*। ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। এটাই অভিযানের শেষ এবং তৃতীয় পর্যায়। একদিনে তিন দশমিক এক মাইল এগোচ্ছে *পিকোড*। এই

মন্থরগতি শুধু বিরক্তিকর নয়, বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। অফিসার আর ক্রুরা প্রচণ্ড একঘেয়েমিতে ভুগছে, স্নায়ুর ওপর চাপও কম পড়ছে না।

পিকোড একেবারে নিরস্ত্র। এই একটা ব্যাপার নিয়ে সিয়ারবেকার মনে মনে ভীষণ রেগে আছেন। সাবমেরিনের টর্পেডো রুম আর ফরওয়ার্ড কোয়ার্টারে ভরা হয়েছে হাই-অকটেন কেরোসিন। আমেরিকার কল্যাণের জন্য সিআইএ রাশিয়ার বিস্ময়, সুপার-প্লেন মিগ-৩১ চুরি করে নিয়ে এলে এই কেরোসিন তাতে সাপ্লাই দেয়া হবে।

সিয়ারবেকারের শক্ত, ভাঁজপড়া মুখাবয়ব ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেলো। তার দীর্ঘ নাক লাল হয়ে আছে। বুঝতে পারলেন সিআইএ'কে তিনি ভীষণ অপছন্দ করেন–বিশেষ করে এই অভব্য সংস্থাটি যখন তাকে প্রত্যন্ত এক জায়গার হিমশৈলীর নিচে বসে থাকতে বলেছে। আর সেখানে কিনা অপেক্ষায় থাকতে হবে কখন একটা সুপার জেট এসে এর উপরে অবতরণ করে তার জন্যে!

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একটু নাড়ানোর জন্য হাঁটুটা উপরে তুললেন। মাথার নিচে হাত রেখে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। আরো উপলব্ধি করলেন, তিনি এবং তার লোকেরা এই একঘেঁয়েমি অভিযানে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হিমশৈলীর দক্ষিণমুখী বৈচিত্র্যহীন, সর্পিল গতিপথে চলতে চলতে তারা ত্যাক্ত বিরক্ত।

ভাবতে লাগলেন, তথাকথিত রানওয়ে-হিমশৈলীটা স্যাটেলাইটের শতশত ছবি বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর বাছাই করা হয়েছে। প্রথমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো লকহিড ওরিয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়। লকহিড ওরিয়ন ফটোগ্রাফ এবং চাক্ষুষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য উভয়ই সংগ্রহ করেছিলো। সামুদ্রিক জরিপ থেকে ল্যাংলের বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিলো, হিমশৈলীটা ফায়ারফক্সের ওজন বহন করতে সক্ষম হবে। সিয়ারবেকারকে শুধু এতোটুকুই বলা হয়েছে যে, কোথায় হিমশৈলীটা পাওয়া যাবে। আপন মনেই বলে উঠলেন, সামরিক ক্ষমতা এবং ওদের পাগলামিকে শাপ-শাপান্ত করা ছাড়াও করার মতো অনেক কাজই তো পড়ে আছে। ওরাই এই বিশৃংখলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে, আর কোরোসিন দিয়ে নোংরা করে ফেলেছে তার শিপটা!

দরজায় মৃদু টোকা দেওয়ার শব্দ হলো।

"কি?" তিনি বললেন। হাবিজাবি ভাবনা থেকে জাগিয়ে তোলার কারণে কৃতজ্ঞ না হয়ে বরং বিরক্ত হলেন। অনুমতি পেয়ে কেবিনে ঢুকলো একজন ক্রু। ওয়েদার-অফিসার রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কাগজটা ক্রুর হাত থেকে নিয়ে পড়লেন তিনি। সেই কথাগুলোই লেখা রয়েছে এতোক্ষণ ধরে যা তিনি

প্রত্যাশা করে আসছিলেন। কিন্তু হাতে পাওয়ার পর দ্বিগুন বিরক্ত হলেন ক্যাপ্টেন। হিমশৈলীর উপরে বাতাসের তাপমাত্রা দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেলে আকাশ থেকে বরফের মাঠ দেখতেই পাবে না গান্ট।

তথ্যগুলো পেয়ে মাথা নাড়লেন সিয়ারবেকার। ক্রুকে বিদায় করে দিলেন তিনি। কন্ট্রোল রুমে তার থাকা দরকার, কিন্তু ওখানে যেতে ভালো লাগছে না। তেমন কোনো জরুরি খবর থাকলে ডিউটি অফিসাররা ঠিকই তাকে জানাবে। ভালো-মন্দ যাই হোক, খবরের জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। তবে বসে নেই কেউ, সবাই কাজে ব্যস্ত। বরফের সারফেস টেম্পারেচারের ওপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, টর্পেডো রুম আর ফরওয়ার্ড কোয়ার্টারে রাখা কেরোসিন কোথাও লিক করছে কিনা দেখতে হচ্ছে, এরকম আরও অনেক কাজ করে যাচ্ছে তারা। মনে মনে এসব কাজের নিকুচি করলেন। বিশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা তার আর নেভির অন্যতম সেরা নাবিকের দল রয়েছে তার সাথে। কিন্তু এই কাজটা যে তাদের জন্য একেবারেই বেমানান সেটা তিনি ভালো করেই জানেন।

বাতাসের তাপমাত্রাটা আবারো বিবেচনায় আনলেন। দ্রুত কমে যাচ্ছে সেটা, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে। বছরের এই সময়টাতে ওই অক্ষাংশে এতোদিন পর্যন্ত স্থিতিশীল মৃদু আবহাওয়া বিরাজ করছিলো। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণে খুব সহজেই জমাট কুয়াশা তৈরি হতে পারে। ওই এলাকার আশেপাশে এর বিস্তৃতি হতে পারে কয়েক বর্গমাইল পর্যন্ত। জমাট কুয়াশা তৈরি হলে গান্টের পক্ষে হিমশৈলীর উপর অবতরণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। জাহাজে কোনো নেভিগেশনাল এইডই নেই যে, তিনি কোনো সাহায্য পাবেন কিংবা গান্টের এয়ারক্রাফটাকে স্বয়ংক্রিয় অবতরণ করাতে পারবেন। একটা ট্রান্সমিটারই শুধু আছে। এর মাধ্যমে গান্টকে এতোটুকু বলতে পারবেন যে, তারা কোথায় আছে।

ইতিমধ্যেই বার্তা পেয়েছেন, ঐস্থানে নাকি মেঘ জমতে শুরু করেছে। সম্ভবত গান্ট নিচে নামতে পারবে না...যদি তাই হয়, তখন কে মরলো, কি হারালো, এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সাবমেরিন আর ক্রুদের নিয়ে রাশিয়ানদের চোখ ফাঁকি দিতে পারা।

সন্দেহ দানা বেঁধে গেছে তার মনে, এমার্জেন্সি প্রোসিডিউর রুলটা আবার দেখে নেওয়া দরকার বোধ করলেন, একেবারে শেষে এসে যেকোনো মূল্যে গ্রেপ্তার হওয়া এড়াতে হবে তাকে। ওয়াশিংটন কিছুতেই স্বীকার করতে পারবে না, ইউএস নেভির একটা সাবমেরিন ফায়ারফক্স চুরির ঘটনায় জড়িত ছিলো।

রুশদের হাতে যেনো ধরা না পড়ে সেজন্য প্রয়োজনে *পিকোড*টাও ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

তার মানে, আত্মহত্যা করতে বলা হয়েছে তাদের সবাইকে। অভিযানে বেরিয়ে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর গোপন নির্দেশে আরও জানানো হয়েছে তাকে, বরফের ওপর যদি গান্ট ল্যান্ড করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা ফায়ারফক্স যদি বরফে বা সাগরে বিধ্বস্ত হয়, *পিকোড* কাছাকাছি থাকলে অবশ্যই পাইলট আর প্লেনের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করতে হবে। প্লেনটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে আইস প্যাকের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে কাছাকাছি কোনো মার্কিন নৌঘাঁটিতে।

তার নাবিকদের জন্য আর নৌ-চালনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে সেগুলোকে বিবেচনায় আনার জন্য প্রস্তুত নন তিনি। তাত্ত্বিকভাবে এসব ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু আশা করছেন এসব কিছুই করার প্রয়োজন পড়বে না। কারণ গান্ট যথেষ্ট দক্ষ। ফায়ারফক্সকে পালকের মতো নিচে নামিয়ে আনতে পারবে সে।

অবশ্য সিয়ারবেকার বুঝতে পারলেন, আসল সমস্যাটা হচ্ছে গান্ট বিলম্ব করে ফেলেছে। ফায়ারফক্সের রেঞ্জ আর ফুয়েলের অবস্থা সম্পর্কে তাকে জানানো হয়েছে। হিমশৈলীর উপরে প্লেনটার অবতরণ সময় অর্থাৎ ETA অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগে। এইটুকু সময় যে প্লেনটার জন্য অনেক বিশাল সময় সেটা তিনি জানেন। একটা মানুষের মৃত্যু ডেকে আনার জন্য ওইটুকু সময়ই যথেষ্ট। সাবমেরিনের ইনফ্রারেডে গান্ট যতোক্ষণ না দৃশ্যমান হচ্ছে বা আদৌ যদি না-ই হয়, তাহলে হয়তো তিনি জানতেও পারবেন না, গান্ট বিমানটা আসলেও চুরি করতে পেরেছিলো কিনা।

সাবমেরিন থেকে বরফ ভেদ করে উপরে উঠে গেছে একটা সাদা রঙের মেটাল স্পাইক, বরফের সাথে কেমোফ্ল্যাজ করায় আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই সেটা, স্পাইকের ডগায় রয়েছে বিশেষ ধরণের একটি ট্রান্সমিটার, সেটা থেকে গান্টের 'ডেফ এইড'-এর জন্য হোমিং সিগন্যাল বের হবে। এটা আমেরিকান পাইলটের সাথে তার একতরফা যোগাযোগ। পাইলট সিগন্যাল রিসিভ করলে পাল্টা কোনো সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না।

ব্রিটিশ ডিজাইনার এমন কোনো সুবিধা এতে রাখে নি যাতে করে তাদের শনাক্তকরনের কাজটা গান্ট নিজেই করতে পারে। মনে মনে ব্রিটিশ ডিজাইনারকে গালি দিলেন তিনি। একেবারেই একমুখী ব্যবস্থা তৈরি করেছে লোকটা। *পিকোড* ট্রান্সমিট করবে আর ফায়ারফক্স গ্রহন করবে–নিদেনপক্ষে আইডেন্টিফিকেশন সিগন্যাল পাঠানোর জন্য হোমিং ডিভাইসের ট্রান্সপন্ডারের

খুব কাছাকাছি এয়ারক্রাফটটা না আসা পর্যন্ত এরকমই হবে। বরফের ওপর ফায়ারফক্স পৌঁছালে গান্ট যে সিগনাল পাচ্ছে সেটা বদলে যাবে। সিগনাল বদল হতে দেখেই পাইলট বুঝে যাবে নিচের বরফের ওপর ল্যান্ড করতে হবে তাকে। কিন্তু আকাশে এখন ঘন কালো মেঘে ঢেকে আছে। কিভাবে ল্যান্ড করবে পাইলট? আচমকা ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকাও পড়ে যেতে পারে। আর্কটিকের আবহাওয়া সম্পর্কে কয়েক সেকেন্ড আগেও কিছু বলা যায় না।

তিক্তভাবে কথাগুলো ভাবলেন সিয়ারবেকার। সম্ভবত তার মানে দাঁড়াবে, পানিতে নিমজ্জিত প্লেনের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাইলটকে উদ্ধার করে হাজার হাজার মাইল দূরে কানেকটিকাটে নিয়ে যেতে হবে বিধ্বস্ত প্লেনটা।

দেরি করে ফেলেছে গান্ট। মাত্র কয়েক মিনিট, কিন্তু সেটার মূল্য অপরিসীম। এতোক্ষণে নিশ্চই তার ফুয়েল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই তো হবার কথা। বাঙ্ক থেকে নেমে পায়চারি শুরু করলেন ক্যাপ্টেন সিয়ারবেকার। নিচে কন্ট্রোলরুমে যাবেন কিনা ভাবলেন। তবে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললেন। পাঁচদিন টানা পরিশ্রম করার পর লোকটা যখন মাত্র কয়েক মিনিট দূরত্বে আছে তখন তাকে হলুদ পতাকা দেখাতে পারেন না তিনি। খেয়াল করলেন, আকাশে তৎপরতা বলতে গেলে কিছু নেই।

ভেবে দেখলেন, স্বস্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই আর নেই। একেবারেই নেই...

বিস্ময়করভাবেই বিপুলদেহী, আত্মবিশ্বাসী আর কম কথা বলা বাকহোলজ নীরবতা ভাঙলো। সকালের নাস্তা আর কফি পান করার পর থেকেই ঘরের মধ্যে যে টেনশনটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে সে ব্যাপারে অবরে সচেতন আছেন। নাস্তা সারার পর হঠাৎ করেই মনে হলো তাদের কিছু করার নেই। ফলে ঘরের মধ্যে যে টানটান পরিবেশ বিরাজ করছে সেটা আরো বেড়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে রোমগুলো খাড়া হয়ে গেলো। পাঁচজনের উপরেই গভীর নীরবতা এসে ভর করেছে। শুধু মাঝেমধ্যে সেই নীরবতা ভেঙে যাচ্ছে স্টেপল্যাডারের ক্যাচক্যাচ শব্দে। দেয়ালে স্যাটেলাইট আবহাওয়াচিত্রগুলো গেঁথে দেওয়ার জন্য কিংবা ব্যারেন্টস সাগরের মানচিত্রের পিনগুলো বদলাতে স্টেপল্যাডার বেয়ে ওঠানামা করছে কার্টিন, তাতেই ক্যাচক্যাচ শব্দ হচ্ছে।

মানচিত্রের দিকে আর তাকাচ্ছে না বাকহোলজ। আধা ঘণ্টারও বেশি হলো, একটিবারের জন্যেও ওদিকে তাকান নি। অনেকটা যেনো নিজের ভেতরের কোনো কণ্ঠস্বরের কথা মন দিয়ে শুনছেন, কোনো মানসছবি

দেখছেন, এসব ছবি আর পিন দেখে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন তার নেই।

অবরে জানেন কেন তিনি নীরব, গোমড়া মুখ, উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। এই উদ্বেগ তার মাঝেও কাজ করছে, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, জ্বালানির ব্যাপারে কী রকম বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে গান্ট। *পিকোড*, মাদারওয়ান আর সিয়ারবেকারের কাছ থেকে সর্বশেষ যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে সেটা মামুলি আবহাওয়া রিপোর্ট। ইনফ্রারেডের মাধ্যমে গান্টের দেখা পাওয়া গেছে, এমন কোনো সাংকেতিক বার্তা তাতে নেই। বরং হিমশৈলীর এলাকায় আবহাওয়ার সংক্রান্ত কিছু হতাশাব্যঞ্জক খবর রয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে নাকি গান্টের অবতরন কঠিন হয়ে যেতে পারে। অবরে বেশ গুছিয়ে পরিকল্পনা করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অভিযানটা পরিচালনা করেছেন। আর শেষ মুহূর্তে এসে কিনা হিমশৈলীর উপরে ক্র্যাশ করবে এয়ারক্রাফটটা! পিকোডের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে এলে ফায়ারফক্স ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। সমুদ্রের নোনা পানিতে আক্রান্ত হবে ফায়ারফক্স। এই অবমাননা, কলঙ্ক তিনি চান না।

আবহাওয়ার চাইতে তিনি জ্বালানি নিয়েই বেশি চিন্তিত। অবরে অনুমান করলেন, বাকহোলজ সম্ভবত ধরেই নিয়েছে, গান্ট ব্যর্থ হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকালেন অবরে তারপর বাকহোলজের দিকে। বাকহোলজ স্পষ্টতই একটা জিনিস ভুলে গেছে। কিন্তু সেটা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া ভুল হবে মনে করলো। তারপরও কণ্ঠে শ্রদ্ধার ভাবটা সতর্কতার সাথে ধরে রেখে বললো :

"বাকহোলজ, আরো আগেই কি যুদ্ধক্ষেত্রে ডিকয় সাবমেরিনটা পাঠানো উচিৎ ছিলো না আমাদের?"

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর চট করে বললো বাকহোলজ, "কি লাভ হবে তাতে?" অবরের দিকে দৃষ্টি হানলেন।

হাতটা বাড়িয়ে দিলেন অবরে। "ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে, সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

"কেন ওটাকে অপচয় করতে চাচ্ছেন?" বাকহোলজ জানতে চাইলো।

"কিসের অপচয়ের কথা বলছেন?"

"ডিকয়ের কথা বলছি–কার জন্যে ডিকয় পাঠাবো?" মনে হলো রেগেমেগে বাকহোলজ তার আসন ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আমরা তো জানি না গান্ট মরে গেছে কিনা..."

"বিলিয়ার্স্ক আর রিগার মাঝখানে যে কথাগুলো হলো, তাহলে তার অর্থ কি, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?" ঝাঁঝের সাথে বললো বাকহোলজ। "তারা তাকে শেষ করে দিয়েছে–ঐ মিগটাসহ উড়িয়ে দিয়েছে!"

অবরে মুখে উৎসাহব্যঞ্জক হাসি ধরে রেখে বললেন : "আমি জানি না–এমনও তো হতে পারে, তারা তার নাগাল পায় নি।"

নীরবতা। বাকহোলজ তার চেয়ারে বসে পড়েছে মনে হলো, তার পাশে অ্যানডার্স হাতে একটা প্লাস্টিক কাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, বাকহোলজের ছোটো করে চুল ছাঁটা মাথার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর অবরের দিকে তাকালে তার দৃষ্টিতে লঘু পরিহাস আছে ব'লে মনে হলো। অবরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। একটা কথাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : "ডিকয়।" ঘরের এক পাশে রাখা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করে কথা বললেন অ্যানডার্স। তার গলার আওয়াজ শুনে বাকহোলজ ঘুরে তাকালো। তারপর অবরের দিকে চেয়ে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

সামনে রাখা কাগজপত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে আবার নিমগ্ন হলো বাকহোলজ। ততোক্ষণে অ্যানডার্স এমওডি'র অপারেশনরুমে কলটা সেরে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে ডিকয় সাবমেরিন স্পিটবারজেনের পশ্চিমে রয়েছে, আর ডিকয় প্লেন সম্ভবত গ্রিনল্যান্ডে অথবা এরইমধ্যে পূবদিকের জমাট বরফের কাছাকাছি পৌছে গেছে। অ্যানডার্সের নির্দেশ এমওডি'র অপারেশন রুম থেকে প্লেন আর সাবমেরিনে পৌছে যাবে।

অ্যানডার্সের টেলিফোন কলকে সমর্থন করে অবরে মাথা নেড়ে সায় দিয়েই কামরার অন্যপাশে মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাশিয়ানদের মাটি আর সাগরের রাডারে ডিকয় প্লেনগুলো ধরা পড়ে যাবে, রাডার দেখে বোঝা যাবে ওগুলো নর্থ কেপ-এর দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। আর ডিকয় সাবমেরিনগুলো রাশিয়ানদের সারফেস ভেসেল এবং সাবমেরিনগুলোর চোখে ধরা দিয়ে পিছু নিতে প্ররোচিত করবে, গাধার সামনে মুলা ঝোলাবার মতো করে ওগুলোকে পিকোড-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই পিকোড বরফের তলা থেকে পানির ওপর ভেসে উঠলে আশেপাশে কোনো রাশিয়ান ভেসেল থাকবে না। পিকোড তখন ফায়ারফক্সকে রিফুয়েলিংয়ের কাজ করবে নিশ্চিন্তে।

হঠাৎ একটা সন্দেহ তার মনে গেঁড়ে বসলো। পাকস্থলীতে একটা শীতলতা অনুভব করলেন তিনি। হৃদপিণ্ডের ধকধক শব্দটাও তার কানে গেলো। এখন তার মনে হচ্ছে, এই অ্যাসাইনমেন্টে হাত দেয়াই উচিত হয় নি। রাশিয়ান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে একজন পাইলটের পক্ষে পালিয়ে আসা সম্ভব নয়। এক এক করে অনেক আশঙ্কাই জাগছে তার মনে। পিকোডের হয়তো বরফের ওপর উঠে আসার দরকারই পড়বে না।

বাকহোলজের দিকে আবারো তাকালে বুঝতে পারলেন তিনি তা মনে করেন না। অবরে তার মসৃণ গালে হাত ঘষে ভাবতে লাগলেন।

বাইশ হাজার ফিট ওপরে অন্ধকার হয়ে গেলো আকাশ। গ্লাইড করে ঘন মেঘের ভেতর নামলো ফায়ারফক্স, কয়েকশ' ফিটের বেশি চোখে দেখা যাচ্ছে না। মেঘের এই বিস্তার ওপর নিচে কতোটা চওড়া, গান্ট সেটা জানে না। প্রায় শূন্যে ছেড়ে দেয়া পাথরের মতো নেমে যাচ্ছে তার প্লেনটা। টার্গেট আর চার মিনিটের পথ। প্রতি মিনিটে সাড়ে তিন হাজার ফুট অবতরণ করছে সে। একশ' আশি নট গতি, প্রতি মিনিটে তিন মাইল এগোচ্ছে। টার্গেট লোকেশনে যখন পৌছাবে, সি লেভেল থেকে আট হাজার ফিট ওপরে থাকবে গান্ট। ওটুকুই যথেষ্ট হওয়ার কথা। স্ক্রিনে কিছুই নেই। টিএফআর থেকে শুধু জানা যাচ্ছে তার নিচে সাগরে বরফের মাঠ একের পর এক ভেসে যাচ্ছে। সাগরে জাহাজ আকৃতির কিছু নেই, আকাশও ফাঁকা। 'ডেফ এইড'-এর একঘেয়ে সিগনালটা ছাড়া আর কিছু নেই।

মেঘের রাজ্যে শীতল অনুভব করলো গান্ট। বিরক্তিকর সিগন্যালটাই বাস্ত ব জগতের সাথে তার একমাত্র যোগসূত্র। কিন্তু ওটাকেও নিছক আওয়াজ ছাড়া আর কোনো কিছুর ইঙ্গিতবহ ব'লে মনে হচ্ছে না। আওয়াজটার ভৌত উৎস আছে, সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। একজন ইলেকট্রনিক পাইলট হিসেবে গান্ট সব সময়ই যন্ত্রের উপর নির্ভর করে এসেছে। বিগত যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জার্মানির আকাশে ফ্লাইংবোমারদের সম্পর্কে বৃদ্ধ লোকদের কাছ থেকে যেসব কাহিনী শুনেছে, সেগুলো নিছক গল্প, গ্রিক পুরাণ থেকেই এসবের উৎপত্তি হয়ে থাকবে, সেজন্যেই সে আতঙ্কিত নয়। যতো দূরবর্তী, যতো ভূতুড়েই হোক না কেন, সিগন্যালটার কোনো উৎস থাকবেই। তার বিশ্বাস ওটা কোনো যান্ত্রিকবিভ্রাট নয়।

তারপরও ফায়ারফক্সের কেবিনের ভেতর বসে প্রচণ্ড শীত অনুভব হচ্ছে তার। কনকনে মেরু অঞ্চলের শীত। সমুদ্রের মতো নোনা।

উত্তেজনার বশে প্রধান সহকারী তার কাছে চলে আসার পরও সিয়ারবেকার বাঙ্কে বসে পা দোলাচ্ছেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় রীতিমতো হাফাচ্ছে সে। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে বললো, "এয়ারক্রাফটের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, স্যার–এদিকেই এগিয়ে আসছে সেটা!"

সিয়ারবেকার মাথায় ক্যাপটা চাপিয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে দ্রুত যেতে যেতে সহকারীকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "রেঞ্জ?"

"চার মাইলেরও কম, স্যার। উচ্চতা প্রায় বারো হাজার–ওটা সঠিক পথেই আছে, স্যার। রাডারের সাথে কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। শুধু দূর্বল ইনফ্রারেড যোগাযোগ হয়েছে। হয়তো সর্বনিম্ন শক্তিতে বা আদৌ ইঞ্জিন ব্যবহার না করেই চলছে ওটা।"

সিয়ারবেকার পেছনে থাকা তরুণের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "তার মানে আমাদের লোকটাই আসছে।" একটু থেমে বললেন, "হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কতো?"

"এখন কমে যাচ্ছে, স্যার। আর দু'ডিগ্রি কমলেই শিশিরবিন্দু বরফ হতে শুরু করবে।"

হঠাৎ থেমে সিয়ারবেকার তার সহকারীর দিকে ফিরলেন। "মাত্র দু'ডিগ্রি?"

"হ্যা, স্যার।"

"বাতাস?"

"পাঁচ থেকে দশ নট, ওঠা-নামা করছে।"

"যথেষ্ট জোরালো নয়, তাহলে?" রহস্য ক'রে বললেন। তরুণ বয়সী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ডিক ফ্লেইশার তার তাড়না বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "কিন্তু ভূমিতে নামার পর তার টার্বুলেন্স কি হবে?"

"তা হবে না..." তরুণ বয়সী লোকটা বলতে শুরু করলো।

"ডিক, এই পুরনো তরীটার কী হতে পারে ব'লে তুমি মনে করো? সে চাকাগুলো নিচে নামিয়ে, স্টিক পেছনে নিতেই ফুট মারবে না তো!" হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। তারা দু'জনেই সেটা ভালো করে জানে। যেভাবেই কথাগুলো তিনি বলে থাকুন না কেন, সেগুলো সাংঘাতিক রকমের মারাত্মক। দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে যাওয়া মানে, হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশের উপরের তাপমাত্রা ঘন জমাটবাধা কুয়াশা তৈরি হতে শুরু করবে। অবতরণের সময়ে ফায়ারফক্সের টার্বুলেন্সের কারণে তাপমাত্রার এই অবনমন বেড়ে যেতে পারে।

সিয়ারবেকার দ্রুত পদক্ষেপে কন্ট্রোল-রুমে ঢুকেই বললেন :

"কোথায় সে?"

"তিন মাইল দূরে–এগারো হাজার ফুটের একটু উপরে আছে, স্যার!" রাডার অপারেটর চিৎকার ক'রে বললো।

"এখনও কি একই অভিমুখে আছে?"

"জি, স্যার।"

"সে কি হিমশৈলী দেখতে পাচ্ছে?"

"জি, স্যার। মেঘ এখান থেকে সাড়ে তেরো হাজার ফিট দূরে।"

"তাহলে তাকে একটু অবাক করে দেওয়া যাক," কঠিন হাসি হেসে সিয়ারবেকার বললেন। "সবগুলো ট্যাংক দাগাও–হিট হিট!"

গান্ট নিচে শুধু হিমশৈলীটাই দেখতে পাচ্ছে। তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় মেঘের বাইরে চলে এসেছে সে, লক্ষ্যবস্তু থেকে মাত্র মিনিট বা তার একটু বেশি দূরত্বে। ওখানেই সেটা আছে। বিশাল আয়তন, সম্ভবত উত্তর-দক্ষিণে দুই মাইল, চওড়াও প্রায় একই রকম। সরাসরি তার পথের সামনে রয়েছে। রাডার স্ক্রিনে কোনো ধরণের ক্রাফট দেখা যাচ্ছে না, অথচ টার্গেট রয়েছে মাত্র ছয় মাইলেরও কম দূরে, প্রায় ওই রকম দূরে আছে হিমশৈলীটাও। এখন তার সমস্ত মনোযোগ শুধু ওইটুকু দূরত্বের দিকে নিবদ্ধ।

সে জানে, এটাই সেই জায়গা যেখানে তাকে নামতে হবে। দীর্ঘ একটা সময় ধরে তার মাঝে সংশয় কাজ করেছে, বরফাবৃত মেরু অঞ্চলে সে পৌছাক সেটা চাওয়া হয় নি, বা এয়ারক্রাফটের সাথে কোনো ট্যাংকার মিলিত হওয়াটাও আশা করা হয় নি তার কাছ থেকে–সেটা খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আর বিপজ্জনক হবে। বুঝতে পারলো, যদি ল্যান্ড করতে হয় ওই হিমশৈলীর ওপরই করতে হবে। কিন্তু রিফুয়েলিং পয়েন্ট কোথায়? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না। তীব্র শীতল পানির উপরে একটা সমতল হিমশৈলী। এর আশেপাশে আরো কিছু ছোটো ছোটো হিমশৈলীও আছে। তবে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। মুহূর্তের জন্য সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য–তারপরই ঘটনাটা ঘটলো। হঠাৎ বদলে গেলো সিগন্যালের আওয়াজ। পিপ-পিপ আওয়াজ শুরু করলো হোমিং-সিগন্যালটা। সেকেন্ডে দুটো করে। সোনার কন্ট্যাক্টের তাৎক্ষণিক প্রতিধ্বনির সাথে এর সাদৃশ্য খুঁজে পেলো সে। প্রতি মুহূর্তে তীক্ষ্ণ আর তীব্র হচ্ছে সিগন্যালটা। টার্গেটের আরও কাছে চলে আসছে তাহলে। বাতাসের গতিটা আবারো হিসেব ক'রে সমুদ্রের অবস্থা বিচার করে নিলো। বাতাসের গতিবেগ পাঁচ থেকে দশ নট, তার বেশি নয়। বরফে যদি নামতেই হয়, ল্যান্ড করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখলো গান্ট।

হিমশৈলীর উপরিভাগ মোটামুটি সমতলই বলা চলে। সম্ভাব্য রানওয়ে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে হবে বেছে নেয়ার চেষ্টা করলো সে। এই সময় বরফের পশ্চিম কিণারায়, ফায়ারফক্সের পোর্ট সাইডে প্রথমে ফুলে উঠলো,

বরফের গায়ে ফাঁটল ধরলো, তারপর ফাঁটলের কিণারাগুলো ভাঁজ হয়ে গেলো। বিশেষ কোনো চিহ্ন আছে কিনা সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাতাসের অভিমুখ সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করছে...নিচেই একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের রিইনফোর্সড সেইল দেখতে পেলো গান্ট, উঠে আসছে বরফের নীচ থেকে। বরফের ছোটো-বড় টুকরো, কুচি ঝরে পড়ছে গা থেকে। সেইল থেকে কমলা রঙের বেলুন ছাড়া হলো। সুতোয় বাঁধা বেলুনটা খানিকদূর এগিয়ে বাতাসের চাপে কাত হয়ে স্থির থাকলো। গান্ট বুঝতে পারলো একটা আমেরিকান সাবমেরিনকেই দেখছে সে।

আর কিছু না ভেবে রাডার চেক ক'রে নিলো গান্ট। স্ক্রিনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। থ্রটল একটু ঠেলে দিয়ে প্লেনের নাক নিচের দিকে নামালো। দুশ' ষাট নট স্পিড তুলে এয়ার ব্রেক স্পর্শ করলো সে। প্রায় নিষ্ক্রিয় কৌতুহলে খেয়াল করলো তার উইংটিপের নিচ দিয়ে ধোঁয়া বয়ে যাচ্ছে। হোমিং ডিভাইস থেকে আসছে নিরবিচ্ছিন্ন সিগন্যাল। তার ঠিক নিচেই রয়েছে কেরোসিনে ভরপুর সাবমেরিনটা। এক ঘণ্টা বা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যেই সে রিফুয়েলিং করে টেকঅফের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারবে। বরফের মাঠটা একবার চক্কর দিয়ে ল্যান্ড করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলো গান্ট।

বায়ুপ্রবাহের দিকটা এমনই যে, হিমশৈলীর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর নেমে পড়বে সে। তাতে করে তুষার আবৃত প্রায় দুই মাইল জুড়ে বিস্তৃত হিমশৈলীর কোথাও তাকে থামতে হবে। ভালো করেই জানে, শক্তভাবে জমাট বেঁধে না গেলে কার্যকর ব্রেকিং-সিস্টেম হিসেবেই কাজ করবে হিমশৈলীর উপরকার বরফের স্তর–সেটাই হবে, মুচকি হেসে আপন মনে বলে উঠলো সে। সাবমেরিনটা খুঁজে পাওয়ার পর দারুণ স্বস্তি বোধ করছে। কোনো ক্যারিয়ারের উপর ল্যান্ডিং করার মতোই ব্যাপার এটি, আর এই জিনিসটা সে শিখেছিলো ভিয়েতনামে।

আন্ডার ক্যারিয়েজ নামিয়ে দিলে আলো জ্বলে উঠলো, তার মানে চাকাগুলো লক্ হয়ে গেছে। স্পিড কমিয়ে দুশ' বিশে নামিয়ে আনলো, সিধে করলো ডানা জোড়া। বরফের মাঠ সামনে, তার গায়ে গাঁথা রয়েছে কালো চুরুট আকৃতির সাবমেরিনটা। অলটিচুড চেক করলো গান্ট, এক হাজার ফিট। স্পিড আরও কমিয়ে একশ' আশিতে নামালো। প্রতি মিনিটে তিনশ' পঞ্চাশ ফিট নামছে এখন। ওপরে উঠে আসছে বরফ। থ্রটল পিছিয়ে আনলো, একশ' পঁচাত্তর নটে নামালো স্পিড। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বরফের সাদা আভা। তারপরও সেই আভার ভেতর দিয়েই হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে।

অনেকটা থ্রটল টানলো গান্ট। ছেড়ে দেয়া পাথরের মতো খসে পড়তে শুরু করলো ফায়ারফক্স। বরফের গায়ে ধাক্কা খেলো চাকা। মুহূর্তের জন্যে সামনে কিছুই দেখতে পেলো না সে। বিপদটা এলো আরেক দিক থেকে। হালকা কুয়াশা ছিলো, টেম্পারেচার হঠাৎ কমে যাওয়ায় বরফ কুচি হয়ে গেলো শিশির বিন্দু।

গান্টের মনে সন্দেহ দেখা দিলো, এয়ার-ইনটেক্সে তুষার ঢুকে পাড়ায় কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। মুহূর্তের জন্যে পরিস্কার হয়েছিলো স্ক্রিনটা, আবার সেটা ঝাপসা হয়ে গেলো। কুয়াশার ভেতর দিয়ে সগর্জনে ছুটে চলছে প্লেনটা, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে গান্ট তা জানে না।

অধ্যায় ৯

গান্ট বুঝতে পারলো কি হয়েছে–টেম্পারেচার হঠাৎ করে নেমে যাওয়ায় শিশির বিন্দুগুলো তুষার কণায় পরিণত হয়েছে। মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়। নিরেট বরফের ওপর তুষার জমে আছে, তাতে বাধা পেয়ে দ্রুত কমে আসছে ফায়ারফক্সে গতি। কিন্তু এটা বোঝার পরও তার ভেতরে ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিরকর অনুভূতিটা প্রশমিত হলো না। ইঞ্জিনটা বন্ধ হয় নি, সামনের চাকার পাশ দিয়ে ককপিটের চারদিকে ছলকে ওঠা তুষার স্ক্রিন থেকে সরে গেছে তারপরও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না–একেবারে অসহয়ায় হয়ে পড়েছে সে। হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশের তুষার এয়ারক্রাফটের চলার গতি আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে। তারপরও সেই বরফের পৃষ্ঠদেশ দিয়েই, হিমশৈলীর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর ব্যারেন্টস সাগরের বরফময় ধূসর জলরাশির দিকে এগিয়ে চলেছে তার প্লেনটা। হিমশৈলীর আকার যদি খুব ছোটো হয়, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়, কিংবা সে যদি হিসেবে ভুল করে থাকে...

ফায়ারফক্সের গতি এখন পদব্রজে চলার মতো ধীর গতিতে নেমে এসেছে, আপাত সমতল মনে হলেও হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশ এবড়োখেবড়ো, ফলে ঝাঁকি খেতে খেতে আরো বিষমভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা। কুয়াশা এরই মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলো, ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো গান্ট, কোথাও কমলা রঙের বেলুন দেখতে পেলো না। দেখতে পেলে সাবমেরিনটা কোথায় আছে বুঝতে পারতো। পোর্টের দিকে এয়ারক্রাফটটা একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে অবতরণস্থলের কাছে চলে এলো। সামনে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবার সময় হালকা কুয়াশার ভেতরে কোনো রকম আলো কিংবা সিগন্যাল দেখার চেষ্টা করলো সে। প্রচণ্ড রকমরে অস্বস্তি জেঁকে বসেছে তার ভেতরে, কারণ প্রত্যন্ত এক জায়গায় ল্যান্ড করেছে। ভুল করে থাকলে এখানেই মরতে হবে।

তার কাছে মনে হলো আকৃতিহীন দলাপাকানো কিছু তার পোর্টের কাছে নড়াচড়া করে উঠেছে। কিন্তু জিনিসটা কি বুঝতে পারলো না। মনে হলো

কুয়াশা আবারো গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেই অস্পষ্ট অবয়বটা কোনো আলো বহন করছে না। সুইচ টিপে ককপিটের কভার তুলে দিতেই কেবিনের উত্তপ্ত বাতাস বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেলো, সেই জায়গা দখল করলো হিমশৈলীর প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া। তাপমাত্রার এই হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে মনে হলো যেনো এন্টি-জি সুটের ভেতরে কেউ ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। সুটটা এখন আর ভারি বলে মনে হচ্ছে না। যেনো হালকা সামারওয়েট তুলো দিয়ে তৈরি এটা। মুহূর্তেই হাত কেঁপে উঠলো তার। ফ্লাইট হেলমেটের টিন্টেড মুখোশের ভেতরে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলো দাঁত, কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না সেই কাঁপুনি। কন্ট্রোলের উপরে রাখা হাত দুটোও কাঁপছে। মাথার হেলমেটটা আনলক করে খুলে ফেললো। হাঁড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় তার মাথার ছোটো ছোটো চুলগুলো খাড়া হয়ে গেলো মুহূর্তে। দাঁত ঠকঠক করে কেঁপেই চলেছে। সেটাকে আমলে না নিয়ে কুয়াশার ভেতরে যেখানে অবয়বটাকে দেখেছিলো সেদিকে তাকিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করলো গান্ট।

তার কাছে মনে হলো, দূরে বাম দিক থেকে পর পর দুটো আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, তাকে যারা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের সমান্তরালে চলছে সে। ঘন কুয়াশার মাঝে সেটা যেনো বিদেশী অচেনা পাখির ডাকের মতো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। কোন্ দিক দিয়ে যে কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছে নিশ্চিত হতে পারলো না। তারপরই বুঝতে পারলো, যেখানে তার থামার কথা লোকগুলো সেদিকেই যাচ্ছে—সেই জায়গাটা এখন তার ঠিক পেছনে পড়ে গেছে। তারা সম্ভবত আশা করতে পারে নি, ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে নিজে নিজেই ফিরে আসতে পারবে সে।

তারপর এক অনুজ্জ্বল আলো দেখতে পেলো। সেই আলোতে দেখতে পেলো কৃশাকায় আর লম্বা এক লোককে। হাত নাড়াচ্ছে সে, সেই হাতে একটা বাতি। শুনতে পেলো তার নাম ধরেই জোরে ডাকছে, তবে ক্ষীণ আর অস্পষ্ট শোনাচ্ছে সে ডাক। কোনো জবাব দিলো না গান্ট, আবারো লোকটা তার নাম ধরে ডাকলো। ঠাণ্ডা পরিবেশ, নিঃসঙ্গতার অনুভূতি হঠাৎ পেয়ে বসেছে তাকে। বিলিয়ার্স্ক থেকে অনন্ত সময় পেরিয়ে এখানে পৌঁছেছে—তারও আগে লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো সে। এতো কিছুর পরও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কণ্ঠস্বরটা কোনো আমেরিকানেরই হবে। নিজের নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও হেসে ফেললো সে। লোকটা এবার তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার কথায় নিউইয়র্কের টান স্পষ্ট, দেখতে একেবারে সাধারণ লোকজনের মতোই। সে যা করেছে আর এই অসাধারণ ফায়ারফক্সের সাথে লোকটা যেনো একেবারেই বেমানান।

অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে দিলো। বাতাস সম্ভবত বারো নট গতিতে বয়ে

যাচ্ছে, মুখে এসে ঝাপটা লাগছে, তাতে করে বাস্তব জগতে ফিরে এলো। হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু তার নিজের কণ্ঠস্বর এতোটাই দূর্বল যে, নিজের কাছেই সেটা প্রায় অবাস্তব ঠেকলো। "এদিকে–প্লেনটা এদিকে!"

"আপনি, গান্ট?" জবাবে বললো লোকটা। গান্ট বুঝতে পারলো, আমেরিকান লোকটা এতো বড় ফায়ারফক্সকে এখনও দেখতে পায় নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুশি লাগলো তার। লোকটার চেয়ে অন্তত তার নিজের দৃষ্টিশক্তি অনেক ভালো। কুয়াশার ভেতর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে ফায়ারফক্সকে নিয়ে গেলো নির্দিষ্ট জায়গায়। "হায় ঈশ্বর, আমার চশমার দরকার আছে," লোকটা বললো।

ব্রেক কষার কোনো দরকার পড়লো না গান্টের। পৃষ্ঠদেশের তুষারের কারণে গতি কমে এয়ারক্রাফটটা এক জায়গায় থেমে গেলো। পেছনের বিশাল টারবোজেট থেকে শুধু একটা অস্থির গুঞ্জন হচ্ছে। কাছে আসতেই সে শুনতে পেলো, মাথায় ঢাকনা দেওয়া ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট পরা লোকটি আর/টি হ্যান্ডসেটে কথা বলছে।

"শুনুন–তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। এখানে চলে আসুন আপনারা, দৌড়ে হেঁটে আসুন।" তারপর লোকটা সামনে এগিয়ে এসে ফায়ারফক্সের ফিউসলেজে দস্তানা পরা হাত দিয়ে চপেটাঘাত করলো।

গান্ট ককপিট থেকে বাইরে ঝুঁকে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বৈরাগ্য একটা মুখাবয়ব দেখতে পেলো। পার্কা হুডের নিচে নেভি ক্যাপে সোনালি পাত রয়েছে, তার মানে এই লোকই ক্যাপ্টেন। কিছুই বলার নেই ব'লে গান্ট শুধু বোকার মতো হাসলো। মুক্তির বিরাট এক উচ্ছ্বাস তার ভেতর বয়ে যাচ্ছে, একেবারে বিবমিষার মতোই সেটা। ঠাণ্ডার চাইতে সেই আবেগেই বেশি কাঁপছে সে।

"হাই, বন্ধু!" সিয়ারবেকার বললেন।

"হাই," চাপ কণ্ঠে বললো গান্ট। দেখতে পেলো কুয়াশার ভেতর আলো, আরো লোকজন দেখা যাচ্ছে, এদিকে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ল্যাম্প, সবাই ফার দিয়ে কিণারা মোড়া পার্কা পরে আছে।

"ক্যাপ্টেন, আপনি কি চান, আমরা এক্ষুণি লাইনআপ করি?" একটা কণ্ঠ বললো।

গান্টের চেহারা দেখছিলেন সিয়ারসেকার, সেদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে মাথা ঘুরিয়ে চিৎকার ক'রে বললেন, "হ্যা–এই পাখিটাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাও–তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে সে!" গান্টের দিকে ফিরে নিচু গলায় বললেন : "দেখে তো আপনাকে সেরকম স্পেশাল কিছু মনে হচ্ছে না, মিস্টার। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি অবশ্যই সেই রকম কিছুই হবেন!"

"এই মুহূর্তে আপনিও একজন স্পেশাল ব্যক্তি, ক্যাপ্টেন!" গান্ট বললো।

সিয়ারবেকার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হ্যান্ডসেটটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে বললেন :

"ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন বলছি। নাম্বারগুলো বলে যাও।"

ওপাশ থেকে নাম্বারগুলো বলতে শুরু করলে ক্যাপ্টেন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। আবার যখন নিস্তব্ধতা নামলো গান্টের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি বললেন : "পরপর দু'রাত ধরে আমার অর্ধেক ক্রুদের এই জঘন্য ঠাণ্ডা বরফের উপরে দুটো সুন্দর সোজা লাইন করে একেবারে সাবমেরিন পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখেছি, মিস্টার। দুই লাইনের মাঝখান দিয়ে যেতে পারবেন তো?"

"আরামসে," বললো গান্ট।

"বিনা ভাড়ায় আপনার সফরসঙ্গী হলে কিছু মনে করবেন কি?"

"এই পথ খুবই বন্ধুর, বিনা ভাড়ায় উঠলে খবর আছে।"

"তারপরও আমি সুযোগটা নিতে চাই," দাঁত বের ক'রে হেসে বললেন সিয়ারবেকার। "ঠিক আছে, চলেন, যাওয়া যাক।"

সিয়ারবেকার দ্রুত পিছিয়ে গেলে ব্রেক রিলিজ করলো গান্ট। ধীরে ধীরে সামনে এগোলো ফায়ারফক্স। দুই লাইনের মুখে প্রথম দু'জন লোককে দেখতে পেলো সে, মাথার ওপর ল্যাম্প তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে আরও ল্যাম্প চোখে পড়লো, ওগুলোর মাঝখানে কুয়াশার ভেতর একটা টানেল। টানেলের দিকে প্লেনের নাক সিধে করে নিলো গান্ট। এক এক করে পিছিয়ে যেতে লাগলো ল্যাম্পের আলোগুলো। শুনতে পেলো ক্যাপ্টেনের উত্তেজিত গলা।

"আরে, তোমরা আবার দাঁড়িয়ে আছো কী জন্যে! পাখিটা তো আর কামড়াবে না–আরে বাবা, ওটা এখন আমাদের!"

সামনের আলোগুলো কেঁপে কেঁপে সংকীর্ণ হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে গেলে তার জন্যে আরো বেশি সহায়ক হয়ে উঠলো।

সিয়ারবেকার নিচে রয়েছে, তাকে দেখতে না পেলেও তার উদ্দেশ্যে বললো, "ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে, মিস্টার। তারা আপনাকে সাহায্য করার জন্যই এখানে আছে– এমন কি ভালো না লাগলেও কাজটা করতে তারা বাধ্য।" তার কথাটার শেষ অংশে ক্ষোভের বহির্প্রকাশ টের পেলো গান্ট। ভাসমান হিমশৈলীর পথ ধরে পানির নিচে দিনের পর দিন শত্রুর ডেরায় লুকিয়ে ছিলো তারা। গান্ট পৌছানোর পর উদ্বেগ উপশমের সাথে একটা ক্ষোভও তাদের মাঝে জেগে উঠেছে।

"আমি দুঃখিত," মুখ ফস্‌কে বের হয়ে গেলো কথাটা।

"কী?" সিয়ারবেকার বলতে শুরু করলেন : "ও, হ্যা। আমাদেরকে এরকমই অর্ডার করা হয়েছিলো, মিস্টার। এ নিয়ে আপনার ভাবার দরকার নেই।" কুয়াশার ভেতর দিয়ে সামনে একটা বিশাল অবয়ব দেখতে পেলো গান্ট। "ঐ তো শিপটা," আপন মনেই বললেন সিয়ারবোকার। গান্ট তার কণ্ঠস্বরের অহমিকাটুকু অনুভব করতে পারলো। জাহাজের কমান্ডিং অফিসারের অহমিকা সেটা।

"হ্যা, দেখতে পাচ্ছি," বললো সে।

"একপাশে থামান," সিয়ারবেকার বললেন।

"আপনি কি এর ভেতরে বসেই খেতে চান নাকি আমার শিপের ভেতরে চলে আসবেন?"

জাহাজের অর্ধেকটা বরফের মধ্যে আছে। যেনো খোলস ছেড়ে কোনো সরীসৃপ বের হয়ে আসছে। জাহাজের স্থূল ফিগারের সমান্তরালে ফায়ারফক্সটা ঘুরিয়ে রাখলো গান্ট, মোটরগুলোর সংযোগ খুলে দিলে বিমানটা নিস্প্রাণ হয়ে গেলো। পরমুহূর্তের পরম নিস্তব্ধতার মাঝে এয়ারক্রাফটটার জন্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলো সে। এটা তার চুরির মাল নয়, এটা হলো সিআইএ'র জন্য একটা মালগাড়ি, এর মাধ্যমেই রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র থেকে চলে এসেছে সে, মিসাইল ক্রুজারের আক্রমণের হাত থেকে এটাই তাকে বাঁচিয়েছে, আক্রমণের হাত থেকে...আরেকটা যন্ত্রের জন্য তার তীব্র, শীতল, যান্ত্রিক ভালবাসায় সিয়ারবেকার ছেদ ঘটালেন।

"জো'র ডিনারে স্বাগতম, বেশি ভালো না, কিন্তু হ্যামবার্গার যা আছে ক্লান্ত পথিকের জন্য সেটা সুস্বাদুই হবে। নেমে আসুন, মিঃ গান্ট...নেমে আসুন, আপনাকে স্বাগতম।"

সিটবেল্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো গান্ট। মাংসপেশী আর শরীরের জয়েন্টগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মনে হলো বাতাস তার দিকেই ধেয়ে আসছে। মেরু অঞ্চলের হিমশীতল বাতাস খুঁজে খুঁজে তার সুটের ভেতর ঢুকে কামড় বসাচ্ছে। থরথর করে কেঁপে উঠলো সে।

"ধন্যবাদ," বললো গান্ট। ককপিটে থেকে নেমে পড়লো বরফের উপরে, নির্লিপ্ত ভাবটা আর তার মাঝে নেই।

"ওদের সবাইকে তলব করুন," ভ্লাদিমিরভ বললেন, "প্রতিটি পোলার সার্চ স্কোয়াড্রনকে রিপোর্ট করতে বলুন।"

চার মিনিট লাগলো রিপোর্ট তৈরি হতে। গান্ট যেখানেই থাকুক, যা-ই করতে থাকুক না কেন, এই সময়টা অপচয় হয় নি ব'লেই মনে করছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। যে রাজনৈতিক খেলা চলছে ভ্লাদিমিরভ সেটাকে চরম ঘৃণা করেন। এসবের মধ্যে তিনিও জড়িয়ে পড়েছেন, তার নীরবতা এতে সম্মতি যোগাচ্ছে আর ভীরুতা তাকে বলছে নীরব থাকতে। শেষ সার্চ-প্লেনের রিপোর্ট পাবার পর আর কোনো সন্দেহ থাকলো না–বরফের ওপর আমেরিকানরা কোনো ফুয়েল সাপ্লাইয়ের আয়োজন করে নি, বা কোনো মার্কিংয়ের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনোভাবে বরফের ওপর রানওয়ে তৈরি করারও চেষ্টা চালায় নি তারা।

ভ্লাদিমিরভের বিশ্বাস প্রচণ্ড নাড়া খেলেও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলো না। তার কাছে মনে হলো মাথার ভেতর এক ঝাঁক কীটপতঙ্গ গুঞ্জন করছে। মনের গহীনে কোথাও যে উত্তরটা লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত...!

ফার্স্ট সেক্রেটারির শীতল চোখে তার দিকে তাকালে নিজের চিন্ত াভাবনাগুলো আপাতত ধামাচাপা দিয়ে রাখলেন।

"সবগুলো ইউনিটকে নর্থ কেপের দিকে যেতে বলুন," সোভিয়েত নেতা বললেন।

ভ্লাদিমিরভ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"নর্থ কেপ সেক্টর থেকে শুরু করে আর্কাঞ্জেলেস্ক সেক্টর পর্যন্ত 'ওলফপ্যাক' স্কোয়াড্রনগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে টেকঅফ করতে বলুন," কঠিন সুরে বললেন তিনি, "সবকয়টা ইউনিটের জন্য স্ট্যাগার্ড সেক্টর স্ক্র্যাম্বলের নির্দেশ দিন।" টেবিলের মানচিত্রের দিকে তাকালেন না, মানচিত্রটার পাল্টানোর কথাও বললেন না। সে কথা তিনি ভুলে গেছেন। তার মানসপটে সবরকম সারফেস, সাব-সারফেস এবং এরিয়াল ইউনিটগুলো একেবারে স্পষ্টভাবে বিরাজ করছে যেনো।

"অতলিতনি এবং স্লাভনিকে এখনি নর্থ কেপের দিকে গতিপথ পাল্টানোর নির্দেশ দিন–সর্বোচ্চ গতিতে চলার জন্য আদেশ করুন।"

"স্যার!"

"ব্যারেন্টস সাগরের মানচিত্রে যেসব সাবমেরিন দেখা যাচ্ছে সব কয়টাকে গতিপথ পাল্টে সর্বোচ্চ গতিতে কেপ এরিয়ার দিকে যাওয়ার জন্য আদেশ করুন।"

"স্যার!"

"হেলিকপ্টার মোতায়েনের জন্য এক্ষুণি রিগা এবং এর নৌবহরকে আদেশ দিন, তাদেরও কেপের দিকে সর্বোচ্চ গতিতে যাত্রা করতে হবে।"

"স্যার!"

এসবই যে নিষ্ফল সেটা তিনি জানেন। বিপদ শেষ হওয়ার পর কাপুরুষের হম্বিতম্বি! পরাজিতের ক্রোধের অভিনয়। তারপরও এসব নিষ্ফল শক্তির কাছে তিনি বাঁধা পড়ে গেছেন। তার যে ক্ষমতা আছে তাতে বলীয়ান হয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

বহুদিন আগে শিশুকালে ওডেসার সৈকতে তিনি বালুর উপর বিল্ডিং বানানোর কাজ দেখেছিলেন। নিজের পেছনে চুপিসারে যে সত্যের সমুদ্র ধেয়ে আসছে, সেটা ভুলে ছিলেন। ভঙ্গুর আর ক্ষণস্থায়ী বালুর কাঠামোটি তৈরির কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। এসব ভাবনা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ব্যারেন্টস সাগরের প্রতিটি সারফেস এবং সাব-সারফেস ভেসেলের গতিপথ পাল্টে দেবার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

টেবিলের উপরকার মানচিত্রে এখন ব্যারেন্টস সাগরের পশ্চিম সেক্টর দেখা যাচ্ছে। ভ্লাদিমিরভের অগুণতি নির্দেশ পাঠিয়ে অপারেটর সেইমতো মানচিত্র প্রজেকশনে দিয়েছে। ভ্লাদিমিরভ বুঝতে পারলেন, ঘেমে যাচ্ছেন, পা দুটো হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে গেছে, তার ভার বহনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তারা। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। চোখ তুলে দেখলেন তার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি দিচ্ছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

"হুম, মাইডিয়ার ভ্লাদিমিরভ–একেবারে খারাপ কিছু হয় নি, তাই না?" হাসলেন তিনি। প্রতিধ্বনির মতো করে তার পেছন থেকে আন্দ্রোপভও পাতলা হাসি দিলেন। নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লেন ভ্লাদিমিরভ। পুরস্কার পাওয়ার পর শিশুরা যেমনটি করে সেরকম বোকামির হাসি দিলেন তিনি। "আপনি এটা উপভোগ করছেন মনে হয়? ক্ষমতা...বুঝতে পারছেন, নিশ্চয়?" তার দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। দাঁত বের করে বোকার মতো হাসি দেওয়া আর নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না ভ্লাদিমিরভ।

সোভিয়েত নেতার সাথে তার এই কথোপকথনের মধ্যে এক কণ্ঠ শোনা গেলো। "ট্রেটসভের রিপোর্ট বলছে, ইনডিগার কাছে ৫০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ রেখার উপকূল অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে মিগ-৩১।"

পুকুরের নিস্তরঙ্গ নীরবতায় একটা পাথরের টুকরো পতিত হওয়ার মতো ব্যাপার সেটা। যে জিনিসটা চুরি হয়েছে তার ভয়াবহ সম্ভাবনা, বিপুল শক্তির কথা মনে পড়ে গেলো টেবিলের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোর। ট্রেটসভের টেকঅফ করার পর পঁচিশ মিনিটের মতো সময় পার হয়েছে। উপকূলটা বিলিয়ার্স্ক থেকে সোজা উত্তরে প্রায় ১২৫০ মাইল দূরে। মিগ-৩১ ইতিমধ্যে ব্যারেন্টস সাগরের উপরে এক ট্যাংকার এয়ারক্রাফটের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উপকূল অতিক্রম করে চলে গেছে।

ভ্লাদিমিরভ ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে তার চোখে সাময়িক ইতস্ততভাব দেখতে পেলেন।

"গতিপথ পাল্টনোর জন্য কি ট্রেটসভকে আদেশ দেবো, ফার্স্ট সেক্রেটারি?" ক্লান্ত ভঙ্গিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বিপুল দেহের লোকটা নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লেন, হাসছেন তিনি। "এখন না-প্রথমে ট্রেটসভ ট্যাংকারটার কাছে পৌছাক। সেটা দেখতে পেলেই আমরা তাকে আমেরিকানটার দিকে তীরের মতো ছুটে যাবার নির্দেশ দেবো-হুম, ঠিক তীরের মতো, ভ্লাদিমিরভ!"

ফার্স্ট সেক্রেটারি হাসলেন কিন্তু সেই হাসিতে কোনো স্বস্তি পেলেন না ভ্লাদিমিরভ।

অবতরণের বিশ মিনিট পর গান্ট আবার হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশে ফিরে এলো, রিফুয়েলিংয়ের অগ্রগতি পরীক্ষা করে দেখলো সে। তীব্র হিম শীত বিরাজ করছে। তার চারপাশের ঘন কুয়াশা প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসে বইছে। এর মাঝেই গান্ট বরফের উপরে ফায়ারফক্সের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যেনো সিয়ারবেকারের ক্রুদের কাছে এয়ারক্রাফটা পুরোপুরি সপে দিতে চাচ্ছে না। তাকে একটা পার্কা জ্যাকেট দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই জ্যাকেট পরে উষ্ণ হতে পারছে না সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ফাঁকা দৃষ্টি হিমশৈলীর ধূসর, অবয়বহীন দিগন্তে। বরফের উপরে কিছু মানুষকে কাজ করতে দেখছে। চার ইঞ্চি ডায়ামিটারের দুটো হোসপাইপ হিমশৈলীর উপর দিয়ে প্লেনের দিকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ক্রুদের দেখে মনে হচ্ছে তারা খুব মরিয়া-বরফে জমাটবাধা আগুন! ঠেলে নিয়ে আসা হয়েছে একটা ট্রলি-পাম্প, সাবমেরিনের ফরওয়ার্ড হ্যাচ থেকে উইঞ্চের সাহায্যে নামানো হয়েছে ওটাকে। ছোটো আরও একটা হ্যাচের মুখ খোলা হয়েছে, সেটা ফরওয়ার্ড ডেকে। ওদিক থেকে তেলের গন্ধ ভেসে এলো গান্টের নাকে। ফরওয়ার্ড ক্রু কোয়ার্টারের ওপরের হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা হেভি-ডিউটি হোস।

গান্ট জানে, রিফুয়েল শেষ হতে সম্ভবত আরো বিশ মিনিট সময় লাগবে। যুদ্ধক্ষেত্রের বিমানঘাঁটিতে বিশাল প্রেসার-পাম্প থাকে, এর মাধ্যমে মিনিটে তিন হাজার গ্যালনের মতো কেরোসিন পাম্প করা যায়। সেই তুলনায় এই ট্রলি পাম্পটা একটা দম ফুরানো বৃদ্ধের মতো ধীরগতির।

কাজের শুরুতেই বাধা পড়লো। ট্রলি-পাম্পটা ঠিকমতো কাজ করছে না।

গান্ট সেই ফাঁকে সাবমেরিনে সিয়ারবেকারের কোয়ার্টারের বসে হালকা নাস্তা করতে লাগলো। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেলো, পাম্পটার কয়েক জায়গায় ওয়্যারিং আলগা হয়ে গেছে। এদিকে সাবমেরিন থেকে একটা তার টেনে ফায়ারফক্সকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফায়ারফক্সের ফিউসলেজ থেকে স্থির বিদ্যুতের কারণে ছলকে পড়া তরল পদার্থে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো কোনো স্ফুলিঙ্গ যেনো তৈরি হতে না পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা, কিন্তু তারটা বেশি ছোটো হয়ে গেছে। সাবমেরিনের ক্রু আরেকটা তার জোড়া লাগিয়ে দিলো। বিমানের সামনের চাকার সাথে বিশাল ক্রোকোডাইল ক্লিপটা আঁটকে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক করে নিয়ে রিফুয়েলিংয়ের কাজ শুরু হলো।

পিকোড-এ দু'জন বেসামরিক লোক আছে–একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যজন ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ। তাদের আশ্বাস পেয়ে সিয়ারবেকারের কেবিনে ফিরে এলো গান্ট।

সেখানে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকলো সে। শুধু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার বিড়বিড় করে বললো, "দশ মিনিট।"

এক বা দুই মিনিট পরে, দরজার টোকা দিলো কেউ।

"কে?"

এক্সিকিউটিভ ফ্লেইশার কেবিনের দরজা দিয়ে উঁকি দিলো। "আবহাওয়া রিপোর্ট, স্যার," বললো সে।

মনে হলো হঠাৎ করেই সম্বিৎ ফিরে পেলো গান্ট। তার দু'চোখ ফ্লেইশারের দিকে নিবদ্ধ। সেই চাহ্নির তীব্রতায় তরুণ লোকটা তোতলাতে শুরু করলো।

"কি হয়েছে?" গান্ট বললো।

"বাতাসের গতি বেড়ে যাচ্ছে, স্যার। মাঝে মাঝে পনেরো নটে উঠে যাচ্ছে।" ফ্লেইশার ইচ্ছে করেই সিয়ারবেকারের উদ্দেশ্যে কথাটা বললো। "মনে হয় কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।"

সিয়ারবেকার মাথা নেড়ে সায় দিলে গান্ট শিথিল হয়ে এলো। শূন্যে উড্ডয়নের জন্য পনেরো নট আসলে তেমন কোনো হুমকি নয়।

"শোর-পার্টির কী অবস্থা?"

"প্রায় শেষ, স্যার। পেকের হিসেব অনুযায়ী আর সাত-আট মিনিট বাকি।"

সিয়ারবেকার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন, পিকোড-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ার পেক হিসেবে করতে খুব একটা ভুল করবে না। গান্ট এবং জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে তার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা যা-ই হয়ে থাক না, লোকজনকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য বাধ্য করেছে।

ফ্লেইশার চলে যেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো গান্ট, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে টেবিলের উপরে হামলে পড়লো সে। পড়ে যাবার সময়ই এক ঝলক দেখতে পেলো সিয়ারবেকার তার বাঙ্ক থেকে ছিটকে পড়ছে, তারপর সজোরে তার বাম কাঁধ গিয়ে আঘাত হানলো বাল্কহেডের গায়ে। দু'বার দপদপ ক'রে উঠে নিভে গেলো সাবমেরিনের আলো, তারপর আবার ফিরে এলো। কাঁধসহ শরীরের একটা অংশ প্রায় অবশ হয়ে গেছে গান্টের। ডেক থেকে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলো তার বুকের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন সিয়ারবেকার। খোলা দরজা দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে, কম্প্যানিয়নওয়ে'তে আছাড় খেয়ে আর উঠতে পারছে না ফ্লেইশার, বোঝাই যাচ্ছে মেঝেতে ছিটকে পড়েছে সে। ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে উঠে বসতেই গান্ট দেখতে পেলো স্তম্ভিত আর ভয়ার্ত চোখে সিয়ারবেকার তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"এটা আবার কি হলো...?" তিনি বললেন। তার কণ্ঠটা ফিসফিসে শোনালো।

"কি হয়েছে?" বললো গান্ট।

দাঁড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সিয়ারবেকার। পা থেতলে গেছে। মুখের কোণ থেকে রক্ত পড়ছে। নিজের জিহ্বায় কামড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। চেহারার রক্ত মুছে ফেলে লাল হয়ে যাওয়া আঙুলের দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন।

বাইরের দৌড়াদৌড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাথে সাথে তৎপর হয়ে উঠলেন সিয়ারবেকার। দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

"হয়েছেটা কী, সেইলর?" চিৎকার ক'রে বললেন তিনি।

গান্ট মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত বুলালো। অনুভূতি ফিরে আসছে কাঁধে। বুঝতে পারলেন কাঁধে ফ্র্যাকচার হয় নি ।

"স্যার–আমরা জানি না!"

"কী? তাহলে এখানে করছোটা কি তোমরা, সেইলর? খুঁজে বের করো কি হয়েছে!"

"জি, স্যার!" কোম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে লোকটার চলে যাবার শব্দ শোনা গেলো।

"ফায়ারফক্স!" গান্ট বললো।

"আরে রাখুন আপনার ফায়ারফক্স! আমি আমার শিপের কথা ভাবছি। ওটার কি অবস্থা?"

তার পিছু পিছু কেবিনের বাইরে গেলো গান্ট। বাল্কহেডের দেয়ালে ঠেস

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্লেইশার। কপালে একটা গভীর ক্ষত, তা থেকে রক্ত পড়ছে। বিমূঢ় হয়ে আছে সে। সিয়ারবেকার তাকে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে চলে গেলেন। ক্ষতটা পরীক্ষা করার জন্য গান্ট একটু থেমে তারপর তরুণ লোকটার কাঁধে মৃদু চপেটাঘাত করে ক্যাপ্টেনের পিছে পিছে ছুটে চললো।

কন্ট্রোল রুমের অবস্থা একেবারে বিভ্রান্তিকর। মনে হলো উল্টে যাওয়া আসবাবপত্র থেকে লোকজন উঠে দাঁড়াচ্ছে। ব্রিজের কাছে হ্যাচ-লাডারের দিকে এগিয়ে গেলো গান্ট।

"আমাকে এক্ষুণি ড্যামেজ রিপোর্ট দাও–জলদি!" গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

বরফ শীতল বাতাস গান্টের পারকা জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকে কামড় বসাচ্ছে। সেইলের উপর থেকে ফায়ারফক্সকে পরিস্কার দেখতে পেলো সে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি বলেই মনে হচ্ছে। বরফের উপরে কাজ করছিলো যেসব লোকজন তারা এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। দু'একজন এখনও উবু হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, আহত হয়েছে তারা। বাকিরা কেউ কেউ বরফের উপর পড়ে আছে।

সাবমেরিনের নিকটবর্তী এক নাবিকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো গান্ট : "কী হয়েছে?"

লোকটা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো গান্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন।

"জানি না, স্যার–বিদঘুটে একটা শব্দ শুনলাম, তারপর দেখি বরফের ওপর পড়ে আছি। হিমশৈলীর উপর কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিলাম আমি। মনে হয় আমাদের বোটের দিকে কোনো মাছ তেড়ে এসেছে!"

"তাহলে কোনো টর্পেডো নয়। মিঃ পেক কোথায়?"

"স্যার, ওদিকে গিয়েছিলেন," হিমশৈলীর উপর দিয়ে সোজা ভেতরে নির্দেশ করে জবাবটা দিলো সেই নাবিক।

চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করলো গান্ট। উত্তর দিকে এখনও কুয়াশা রয়েছে, তবে হালকা। কিন্তু দেড়শ' ফিটের বেশি দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। পেক যেদিকটাতে গিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সে। একটা আতঙ্ক যেনো একটু একটু করে গ্রাস করছে তাকে। এক এক মিনিট পার হয়ে যাবার পর মনে হলো বাতাস আরো শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছে জানার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওরা দু'জনেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো, সময়ের সাথে সাথে বাতাসের বেগ

আরও বাড়ছে। চোখে-মুখে ঝাপটা লাগায় দু'জনেরই চোখ ছলছলে হয়ে উঠলো।

তখনই দেখতে পেলো হালকা কুয়াশার ভেতর থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে পেক। যেনো হঠাৎ করে কোনো কিছু মনে পড়ার কারণে কিংবা পেকের ভাবসাব দেখে কিছু একটা বুঝতে পেরে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে দৌড়ে ছুটে গেলো সে।

"কি হয়েছে?" বিশালদেহী লোকটার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো গান্ট।

পেক তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে বললেন : "প্রেসার রিজ।"

"কী?" প্রচণ্ড বিস্ময়ে গান্টের মুখ হা হয়ে গেলো। "কতো বড়?"

"তিন-চার ফুটের মতো হবে–হিমশৈলীর এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত, যদি আমার অনুমান সঠিক হয়ে থাকে তো।"

"কোথায়–কোথায় সেটা? আমাকে দেখান!" পেকের আস্তিন ধরে টান দিলে বিশালদেহী লোকটা ঘুরে তাকে অনুসরণ করলো। স্পষ্টত অধৈর্য নিয়ে সামনে এগুচ্ছে গান্ট। প্রভুর পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকা কুকুরের মতো পিছে ফিরে ফিরে দেখছে। গান্টের সাদা, বেপরোয়া চেহারা আর হাঁটার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হলেন সিয়ারবেকার। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক্যাপ্টেনও তাদের পিছু পিছু এগোলেন।

প্রেসার রিজটা প্রায় চার ফিট উঁচু। দু'পাশের প্রচণ্ড চাপে হিমশৈলীর মাঝখানটা ফুলে উঠেছে। গান্ট দেখতে পেলো, সাগর থেকে উঠে এসে নিচু পাঁচিলের মতো বরফের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে সোজা চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে।

"আপনি বলছেন–এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত গেছে এটা?"

"হ্যা, দু'দিকেই চলে গেছে। আমি অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে দেখেছি।"

গান্টকে দেখে মনে হচ্ছে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কিন্তু সে জানে, টেকঅফ করার জন্যে প্রেসার রিজ কি রকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সেটা বোঝে, সেজন্যেই বাতাস উপেক্ষা করে যতোদূর সম্ভব দু'দিকটা দেখে এসেছে, তার কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

"এটা কীভাবে হলো?" নির্বোধের মতো বললো গান্ট।

"কিভাবে হয়েছে বুঝতে পেরেছি," গম্ভীরভাবে বললেন বিশালদেহী লোকটা। "দমকা বাতাসে ছোটো একটা হিমশৈলী ভাসতে ভাসতে আমাদের হিমশৈলীটার পেছনে আঘাত হেনেছে–পেছন থেকে মোটরগাড়ির ধাক্কার মতো করে আর কি। এরফলেই প্রেসার রিজটার সৃষ্টি হয়েছে।"

পার্কা জ্যাকেটের আস্তিন দুটো দুই হাতে ধরে পেকের দিকে ফিরলো গান্ট। "তার মানেটা তাহলে কী দাঁড়ায়, আপনি বুঝতে পারছেন?" বললো সে। "আমি আর এখান থেকে বের হতে পারবো না। এই বিমানটা নিয়ে টেকঅফ করতে পারবো না আমি!"

এখন একেবারে নিশ্চিত করে বুঝতে পারছেন তার নিজের চিন্তাভাবনা আর বিচার বিবেচনাই সঠিক। অন্যদিকে ফার্স্ট সেক্রেটারির ধারণা ক্রমশ ধ্বংসাত্মক রকমের ভুল হিসেবে প্রমাণ হতে যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করেই ভ্লাদিমিরভ তিক্তভাবে বুঝতে পারলেন, এটা আসলে দ্বিধাগ্রস্ততা ছাড়া আর কিছু না। বিশালদেহী লোকটা সর্বশেষ অর্ডারটা দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিতেই ভ্লাদিমিরভ সামনের কনসোলের দিকে ফিরে কথা বললেন।

"ট্রেটসভ-ভ্লাদিমিরভ বলছি।" সংকেত উপেক্ষা করলেও যে এয়ারক্রাফটের সাথে তিনি যোগাযোগ করছেন সেটার পরিচয় দিলেন না। শুধু এর পাইলটের নামটা উল্লেখ করলেন। এরফলে কিছুটা গোপনীয়তা বজায় থাকলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে, মিগ-৩১ প্রজেক্টের দ্বিতীয় টেস্ট-পাইলট ট্রেটসভ পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে নির্দিষ্ট এক গন্তব্যের দিকে। একটা রিফুয়েলিং প্লেনের ভেতর প্রটোটাইপ মিগটার নোজ প্রোব ঢুকে রয়েছে। কয়েক মিনিট আগে এই প্লেনটার সাথে মিগের সংযোগ ঘটেছে শূন্যে ভাসমান অবস্থায়।

কনসোল স্পিকার থেকে জট পাকানো শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসছে। "ট্রেটসভ-ওভার," ক্ষীণ কণ্ঠটা বললো।

"ট্রেটসভকে ভ্লাদিমিরভ। রিফুয়েলিং সম্পন্ন হওয়ার পরপরই নর্থ কেপ এরিয়ার দিকে যাত্রা করুন।"

"নর্থ কেপ-মেসেজটা আবার বলুন, প্লিজ।"

ভ্লাদিমিরভের কণ্ঠ শুনে বোঝা গেলো না তিনি খুব রেগে আছেন। অবশ্য পরিকল্পনা বদলে ফেলায় পাইলট নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে!

"বলছি, নর্থ কেপ-এই ইউনিটগুলোর সাথে রেডিও'তে কন্ট্যাক্ট করুন- মিসাইল ক্রুজার রিগা, মারমানস্কের 'ওলফপ্যাক' গ্রাউন্ড কন্ট্রোল। কপি করবেন কি?"

একটা নীরবতার পর ওপর প্রান্ত থেকে জবাব এলো : "ট্রেটসভ-কপি

করছি। নর্থকেপের দিকে যাত্রা করতে হবে, রিগা এবং মারমানস্কের গ্রাউন্ড কনট্রোলের সাথে যোগাযোগ করবো–ওভার।"

"বেশ। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন–ওভার।"

ভ্লাদিমিরভ সুইচ টিপে ট্রান্সমিটারের কাছ থেকে সরে গেলেন। আমেরিকানরা ওদের দু'জনের কথাবার্তা নির্ঘাত শুনতে পাবে, ভাবলেন তিনি–পাক, তাতে কিছু এসে যায় না। নর্থ কেপের দিকে তিনি শুধু আরও একটা ইউনিটকে যেতে বলেছেন।

আরেকবার ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন তিনি কিন্তু সোভিয়েত নেতা তখন আন্দ্রোপভের সাথে ফিসফাস আলাপে ব্যস্ত। কুটুজোভের দিকে তাকালেন। বৃদ্ধ লোকটার সাথে চোখাচোখি হতেই তিনি মাথা নাড়লেন আলতো করে। তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং পুরো বিষয়টা বোঝার জন্যে কৃতজ্ঞতার আভাস দেখা গেলো ভ্লাদিমিরভের দু'চোখে।

তারপর আবার সেই চিন্তাগুলো তাকে পেয়ে বসলো। কোনো উপায়ে যদি নিশ্চিত হতে পারতেন!...তিনি জানেন কীভাবে কাজটা করা হয়েছে, সার্চ ইউনিটগুলো এখন কি অনুসন্ধান করবে সেটাও তিনি জানেন। কিন্তু তার উপরে আস্থা না থাকায় কিংবা তার বাকি কর্মজীবনের জন্য এতোটুকু ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছেন ব'লে কথাটা বলতে পারলেন না। ঢোক গিললেন, উত্তরটা তার জানা, আর এটা তিনি জানেন, ফার্স্ট সেক্রেটারি তার কথা মন দিয়ে শুনবেনও না।

নিজের প্রতি ঘৃণা হলো। বোকামি করে আমেরিকানদের হাতে মিগ-৩১ তুলে দিয়েছেন...তারপরও কিছুই করতে পারছেন না। বাকিরা তাকে একটুও বিশ্বাস করবে না।

হিমশৈলীটা তারা পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। পেকের অনুমানই সঠিক। চার ফিট উঁচু পাঁচিলটা পূব মাথা থেকে পশ্চিম মাথা পর্যন্ত লম্বা। মাঠের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। এয়ারক্রাফটের রানওয়ে বরাবর এর অবস্থান। তার মানে ফায়ারফক্স যে অংশটাকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করবে তার ঠিক মাঝখানে। রিজ থাকলে টেকঅফ করা গান্টের জন্য সম্ভবপর হবে না।

"এতেই কাজ হবে, স্যার," পেক বললো। সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে। সিয়ারবেকারের কৃশকায় শরীরের চেয়েও লম্বা তার দেহ, যে প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা ফ্লেইশায়ের আছে এই বিশেষ মুহূর্তের জন্য তা অপর্যাপ্ত। চুপচাপ আছে সে। পেকের সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার হেইনেস তার চিফের

সমর্থনে নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরলো। গান্টসহ এখানে এখন পাঁচ জন আছে। স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা বাতাসে আড়ষ্ট হয়ে হিমশৈলীর উপরে এখনও ঝুলে থাকা হালকা কুয়াশার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তারা, বাতাস এখনও বয়ে চলেছে তবে আগের চাইতে তীব্রতা কম, যেনো লক্ষ্য অর্জনের পরে সন্তুষ্ট, শান্ত হয়ে গেছে।

"ধ্যাত্তারিকা, জ্যাক–কাজটা করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কুড়াল আর বেলচা কি আমাদের কাছে আছে?" সিয়ারবেকার বললেন, এক মুহূর্তের জন্য গান্টের দিকে চোখ গেলো তার। মনে হলো নিবিড়ভাবে হিমশৈলীটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। এসব কথাবার্তার দিকে তার খেয়ালই নেই। লোকটার এরকম উদাসীনতায় সিয়ারবেকার রুষ্ট হলেও মন থেকে সেই রুষ্টতা ঝেড়ে ফেললেন।

"স্যার, আমাদের কাছে ক্রোবার, ভারি স্ক্রু ড্রাইভার, কুড়াল, সব কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে!" পেক বললো। "দরকার হলে না হয় দু'একটা ছোটোখাটো বিস্ফোরণও ঘটানো যাবে। আপনি কি বলেন?"

"আরে কী বলেন, জ্যাক!"

"না, স্যার। ঠিকমতো বসাতে পারলে বরফের তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।"

একমুহূর্ত নীরব থেকে গান্টকে উদ্দেশ্য করে সিয়ারবেকার বললেন :

"ঐ পাখিটার হুইল-ট্র্যাক কতোটা চওড়া, গান্ট?"

"বাইশ ফুট," যন্ত্রের মতো জবাব দিলো গান্ট।

"আপনি নিশ্চিত?"

গান্ট শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো। এখনও ব্রিজের দিকেই তার দৃষ্টি। একটা বুট জুতো দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে লাথি মারলো ওটাতে। কিছু আলগা তুষার ছিটকে গেলো। সাদা হয়ে গেলো বুটের ডগা, কিন্তু রিজের গায়ে কোনো দাগ পড়লো না।

"আপনার কতোটুকু দরকার–এই দেওয়ালটা কতোটুকু ভেঙে দিলে আপনার চলবে?" পেক জানতে চাইলো।

বিশালদেহী লোকটার কথার চ্যালেঞ্জটুকু ধরতে পারলো গান্ট। মাথা ঘুরিয়ে নীরস হাসি হেসে এক মুহূর্ত চিন্ত করে বললো : "ত্রিশ ফুট।"

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর সিয়ারবেকার বললেন, "আজেবাজে বকবেন না, গান্ট। আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে কিছু প্রমাণ করে দেখানোর জন্য আমার সময়গুলো নষ্ট করার পাশাপাশি ওই পাখিটাকে ধ্বংস করবেন না!" লোক দুটোর মাঝেই তার দৃষ্টি ঘুরতে লাগলো। চ্যালেঞ্জটা আর

তার জবাব আঁচ করতে পারছেন তিনি। একটু আগে পেকের সামনে গান্টের আতঙ্কবোধ থেকেই এর উৎপত্তি।

"ত্রিশ ফুট," গান্ট বললেন। "এটুকু হলেই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

"তাহলে ওই বালের ত্রিশ ফুটই আপনি পাবেন, মিস্টার!" পাল্টা বললেন। "এবার জায়গাটা খুঁজে বের করুন–মিঃ পেক এবং তার দল আপনার জন্য কাজে নেমে পড়বে!"

গান্ট ধীর পেয়ে হেঁটে তাদের কাছ থেকে চলে গেলো। আর বাকি চারজন লোক যেনো অনিচ্ছায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার পিছু নিলো। সিয়ারবেকার গান্টের সাথে যেরকম আচরণ করেছে সেজন্য অনুতাপ বোধ করলেন। তাকে এমন কিছু বলতে বাধ্য করেছে সে, এজন্য গান্টও পরে অনুতপ্ত হবে। তারপরও গান্টের মুখে সন্দেহের কোনো লেশ মাত্র নেই। তার দু'পাশে চার ফুটের মতো এদিক ওদিক হলে যে নির্ঘাত প্রাণে মারা পড়বে সেটা নিয়েও কোনো ভয়ও নেই তার মধ্যে।

গোল্লায় যাক সে! সিয়ারবেকার ভাবলেন। আমাকে কঠিন এক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে এই লোক!

গান্ট এক জায়গায় থেমে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো সে : "এখানে।"

কোমর সমান উঁচু দেয়ালের মাথায় একটা লাথি মারলো সে। দেয়ালের মাথা সামান্য একটু খসে পড়লো মাত্র। পার্কা জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে পেক একটা এ্যারোসলের ক্যান বের করে বরফের উপরে স্প্রে করে দিলে অ্যালকোহল-বেইস্‌ড তরল ডি-আইসিং পড়ায় থেঁতলানো দেয়ালের মাথা কয়েক ইঞ্চি দেবে গেলো। গুনে গুনে ত্রিশ ফিট এগোলো গান্ট, পেক এসে জায়গাটা চিহ্নিত করার অপেক্ষায় থাকলো। তারপর হ্যা-সূচক মাথা নাড়লো। সিয়ারবেকার আঁচ করতে পারলেন, হিমশৈলীর প্রায় মাঝখানে, রিজের ঠিক কেন্দ্রে আছে তারা। টেকঅফের জন্য গান্ট উত্তর-দক্ষিণের দীর্ঘতম অক্ষরেখাকে বেছে নিয়েছে।

"ত্রিশ ফুট দূরত্ব পরিস্কার করতে কতোক্ষণ লাগবে, মিঃ পেক?" সিয়ারবেকার জিজ্ঞেস করলেন।

"এক ঘণ্টা, স্যার। স্প্রে করার সময়সহ।"

গান্ট বলতে চাইলো, সময়টা অনেক বেশি হয়ে যায় কিন্তু শুধু শুধু অনুযোগ করার কোনো মানে হয় না।

"এক ঘণ্টা?"

পেক মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সিয়ারবেকার পকেট থেকে হ্যান্ডসেট বের করলেন। বোতাম চেপে বললেন : "ওয়াটারসন, কথা বলার জন্য শিপের অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাথে আমার সংযোগ ঘটিয়ে দাও, হুঁ?" তার অনুরোধমতো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলেন। তারপর বললেন : "ক্যাপ্টেন বলছি, সবাই শোনো। প্রেসার রিজ পরিস্কার করতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। তার মানে ততোক্ষণ ধরে বরফের পৃষ্ঠদেশে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। সর্বক্ষণ নজরদারি চাই আমি, এয়ার সারফেস এবং সাব-সারফেস অনুসন্ধান পুরোপুরি চলতে থাকবে। তোমরা কেউ কিছু মিস করলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। তোমরা কেউই নিজেদের কিংবা নিজেদের সার্ভিস রেকর্ড নষ্ট করবে না, আশা করি! যতোদূর সম্ভব আওয়াজ না করে ছোটাছুটি করার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই এখানে যথেষ্ট নয়েজ তৈরি করে ফেলেছি আমরা। সুতরাং নিঃশব্দে কাজ করবে। তোমরা যারা প্লেনে কাজ করছো যতো তাড়াতাড়ি পারো শেষ করো তোমাদের কাজ। রিফুয়েলিং ছাড়াও আরও কাজ আছে তোমাদের। মুহূর্তের নোটিশে পাইলট যাতে প্লেন নিয়ে আকাশে উঠতে পারে তার জন্যে যা যা করা দরকার সব করে রাখবে। প্লেনের গায়ে তুষার লেগে থাকলে সরিয়ে ফেলবে।" একটু থামলেন তিনি। "রিজে কাজ করার জন্য শোর পার্টির দায়িত্বে আছেন মিঃ পেক। তার দলে কে কে স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবে সে-ই জানাবে তোমাদের। যন্ত্রপাতি কি কি দরকার, তাও তার কাছ থেকে জানতে পারবে তোমরা। একটু অপেক্ষা করো, তার আগে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিই –ডাক্তার?"

একটা বিরতি, তারপর :

"হ্যা, ক্যাপ্টেন?"

"আমাদের ক্ষয়ক্ষতির কি খবর?"

"হারপার মাথায় আঘাত পেয়েছে–ডেকপ্লেটের সাথে মাথায় বেশ জোরে আঘাত লেগেছে। স্মিথের দুটো দাঁত পড়ে গেছে, আমি রিলের মাথার পেছনে চারটা সেলাই দিচ্ছি। এর চেয়ে বেশি কিছু হয় নি।"

"ধন্যবাদ, ডাক্তার। রিলেকে বলবেন, এর ফলে তার ব্রেন আরো আরো ভালো হবে, স্মিথের চেহারাটাও আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। ঠিক আছে, মিঃ পেক এখানে আছেন। তার কথা শুনুন।"

নিজের হ্যান্ডসেটটার সুইচ অফ করে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। গান্টের দিকে মনোযোগ দিলেন সিয়ারবেকার। এক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন : "আপনি নিশ্চিত?"

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"চিন্তা করবেন না, পরিস্কার বরফের ভেতর দিয়ে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত যেতে পারবো আমি।"

"এরকম ঘন কুয়াশায়?"

"এরচেয়ে খারাপ হলেও পারবো।"

"কী জানি–ঠিক আছে, মরলে আপনি মরবেন, আমার তাতে কী!"

নীরবতা ভেঙে গান্ট বললো, "ধন্যবাদ, সিয়ারবেকার–এই ঘণ্টাখানেক সময়টার জন্য।"

সিয়ারবেকার বিব্রত বোধ করলেন, বুঝতে পারলেন, গান্ট কথাটা আক্ষরিক অর্থেই নিয়েছে।

"হ্যা। আর কারোর জন্যে এতোবড় ঝুঁকি আমি নিতাম না," বলেই দাঁত বের করে হাসলেন তিনি।

"আমি–আমি একবার প্লেনটা দেখে আসতে চাই।"

"অবশ্যই–দেখে আসুন।"

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হেটে চলে গেলো। পিকোড-এর কাছে দেখতে পেলো হালকা কুয়াশায় ধূসর পর্দার ভেতর দিয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন, নিজেদের কাজে নিমগ্ন তারা। সে ভাবলো, পেক কাজের ওস্তাদ...সে লাফাও বললেও তার লোকজন লাফ দেবে। পেক জানে সে কি করছে।

শুরু থেকেই পরামর্শটা দিয়ে এসেছে সে। প্রথমে রিজের একটা অংশ যেভাবেই হোক কেটে আলাদা করার পর সমান করার কাজ করতে হবে। কেটে ফেলার কাজটা কুড়াল দিয়ে করতে হবে। আর সুপারহিটের স্টিম, যার সাহায্যে সাবমেরিনের টারবাইন চালানো হয়–প্রেসার হোস দিয়ে বরফের গায়ে স্প্রে করতে হবে। ফায়ারফক্সের গা থেকে তুষার পরিস্কার করা হচ্ছে। প্লেনের পাশে দশ ফুটের একটা ইকুইপমেন্ট রয়েছে, দেখতে অনেকটা গার্ডেন-স্প্রের মতো, ওটা থেকে একটা হোস বেরিয়ে এসে ঢুকেছে সাবমেরিনের সেইলে রাখা একটা ট্যাংকে। ছোটো একটা ইলেকট্রিক মটরের সাহায্যে প্লেনের গায়ে পাম্প করা হচ্ছে অ্যালকোহল-বেইস্‌ড তরল অ্যান্টি-আইসিং মিক্সচার। সিয়ারবেকারের ক্রু'রা ফ্লুইডটার নাম বলছে 'বুজ।' প্লেনের ডানা আর ফিউসলেজকে সম্পূর্ণ বরফমুক্ত করেছে এই তরল পদার্থ। স্প্রেয়ার অপারেট করছে চারজন ক্রু, দু'জন হোস টেনে নিয়ে গেছে আন্ডার ক্যারিজে, অপর দু'জন হোসের দুটো মুখ বগলের নিচে আঁটকে নিয়ে যেখানে যেখানে দরকার স্প্রে করছে।

গান্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফায়ারফক্সটা দেখে গেলো। যেনো যন্ত্রটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে সে। যেনো দু'চোখে গিলে খাচ্ছে। এখন পর্যন্ত একটা মুহূর্ত সময় পায় নি প্লেনটা ভালো ক'রে দেখার। সরু কোমরের মতো ফিউসলেজ, প্রচুর জায়গা দখল করে রাখা ভারি ইঞ্জিনগুলোর সামনে ফুলে থাকা এয়ার-ইনটেকস ইনটারসেপটর–অ্যাটাক প্লেনে এর চেয়ে বড় আকারের এয়ার-ইনটেকসের কথা ভাবা যায় না–অসম্ভব ছোটো আর মোটা ডানা। তার নিচেই অ্যাডভান্সড অ্যানাব মিসাইলগুলো জায়গামতো বসানো আছে। যে দুটো ক্ষেপণাস্ত্র গান্ট ছুঁড়েছিলো তাদের ঝলসানো দাগ দুটো দেখতে পেলো সে। ক্ষেপণাস্ত্র দুটোর একটা ছোঁড়া হয়েছিলো ব্যাজারটাকে নিচে নামানোর জন্য আর অন্যটা রিগার ক্যাপ্টেনকে যথাসময়ের আগে কাজে নামানের জন্য বাধ্য করতে। আরো কাছে হেটে গেলো গান্ট। আগের মিসাইল দুটোর জায়গায় নতুন দুটো মিসাইল বসিয়ে মোট চারটা করা হয়েছে। এটা দেখে সে বিস্মিত হলো না। সিরিয়ান অঞ্চলে মহড়া দেবার সময় একটি মিগ-২৫ কৌশলে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিয়েছিলো সিআইএ। ধারণা করা যায়, ওটাও অস্ত্রসজ্জিত ছিলো। ওটার দুটো অ্যানাব মিসাইল বাকহোলজের নির্দেশে ডেলিভারি দেয়ার জন্যে সাথে করে নিয়ে এসেছেন সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন সিয়ারবেকার। গান্ট বুঝতে পারলো, বাকহোলজ কোনো কিছুই বাদ রাখে নি। এই অভিযানের সব কিছুই সে নিখুঁত দক্ষতায় করেছে।

সিয়ারবেকার, পেক আর সে যখন রিজ সংক্রান্ত আলোচনা করছিলো তখনই রিফুয়েলিংয়ের কাজ শেষ করা হয়েছে। অপসারণ করা হয়েছে হোসপাইপগগুলো। রিফুয়েলিং কাজে নিয়োজিত ক্রুরা এখন বরফ ভাঙার কাজে যোগ দিয়েছে।

ফায়ারফক্স থেকে হাটতে হাটতে দূরে সরে গেলো গান্ট। দূর থেকে ফায়ারফক্সটা হালকা কুয়াশায় অবছা আর অবাস্তব এক অবয়বে পরিণত হলো। প্রায় আধঘণ্টা পর দক্ষিণ প্রান্তে চলে এলো। তারপর উত্তর দিকে এগোলো। রানওয়ে হিসেবে এই উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতিটুকু ব্যবহার করবে সে। দুটো ভাসমান বরফের সংঘর্ষে রানওয়ের কোনো ক্ষতি হয় নি, শুধু ওই একটাই প্রেসার রিজ মাথাচাড়া দিয়েছে। বরফের উত্তর প্রান্ত থেকে ফিরছে যখন তখন ফ্লেইশার তাকে যে হ্যান্ডসেট দিয়েছিলো সেটা পকেটের ভেতর পিপ পিপ করে উঠলো।

"হ্যা?"

"গান্ট?" সিয়ারবেকারের কণ্ঠটা ঝাঁঝালো শোনালো। "আমার কথা শুনুন, মিস্টার। আপনি যে পথ ধরে এখানে এসেছেন, ওদিকে তিনটা সোনার কন্ট্যাক্ট। এর মানে বোঝেন?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে গান্ট বললো, "হ্যা, মিসাইল ক্রুজার আর তার দুটো এসকর্ট-হান্টার-কিলার সাব।"

"হায় ঈশ্বর-আপনি আসলেই জানতেন আমাকে কীভাবে সমস্যায় ফেলতে হবে-সত্যিই, সত্যিই জানতেন!"

"এখানে পৌছাতে ওদের কতোক্ষণ সময় লাগবে?"

"চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট।"

"তাহলে যথেষ্ট সময় আছে।"

"বালের সময় আছে! এখান থেকে ওই জিনিসটা নিয়ে আপনার চলে যাবার জন্যে সেটা যথেষ্ট হলেও আমার জাহাজের কি হবে? সেই দুঃসাহসী ক্রু'দের কি হবে যারা এই মুহূর্তে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে আপনার জন্য রানওয়ে তৈরি করার কাজ করে চলেছে?"

"আমি-আমি দুঃখিত, সিয়ারবেকার। আমি আসলে ভাবি নি..."

যেনো কথায় জিতে গেছেন সেরকমভাবে সিয়ারবেকার জবাব দিলেন : "যাইহোক, আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে। মনে হচ্ছে মিঃ পেক একটু বেশি আশাবাদী হয়ে হিসেব ক'রে ফেলেছিলেন। আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে যতোটুকু সময় লাগবে আমাদেরকে এখানে এসে ধরে ফেলার জন্যেও তাদের সেই সময় লাগবে!"

গান্ট চুপ ক'রে রইলো। শেষ পর্যন্ত সিয়ারবেকারই বললেন : "আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"উহ্-হ্যা। আপনি নিশ্চিত তারা এদিকেই আসছে?"

"হয়তো আসছে, হয়তো আসছে না। আসছিলো না, সেটা নিশ্চিত।"

"আসছিলো না মানে?"

"ওরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা যখন ওদেরকে দেখতে পেয়েছি, ওরাও তেমনি আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে, গান্ট। অবশ্যই দেখতে পেয়েছে।"

অধ্যায় ১০

ফার্স্ট সেক্রেটারির মুখোমুখি হলেন ভ্লাদিমিরভ। নতুন করে কোনো স্থির সংকল্পও তার উদ্বেগ দূর করতে পারছে না। প্রবল ঘৃণাভরেই তিনি বুঝতে পারলেন, নিজের কর্মজীবন ধ্বংস করতে চান না। কুটুজোভ অবসরে গেলে তার পদে তিনি স্থলাভিষিক্ত হতে চান। তারপরও উভয় সংকটে আছেন। ক্রমশ যে সন্দেহ দানা বাঁধছে সেটাকে প্রশমিত করে যদি নির্দেশমতো কাজ করেও যান, তারপরেও গান্ট অক্ষত মিগ-৩১ নিয়ে পালাতে পারলে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য তাকেই দোষারোপ করা হবে। শুধু এই চিন্তার কারণেই তিনি রিগার কাছ থেকে এক মিনিট আগে সোনার কন্ট্যাক্টের যে রিপোর্ট পেয়েছেন সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানালেন।

"ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমার ধারণা," তিনি বলতে শুরু করলেন, জোর করে কণ্ঠটা স্বাভাবিক আর মসৃণ করে রেখেছেন, "এই কন্ট্যাক্ট, বরফের জন্য অস্পষ্ট হলেও, তদন্ত করে দেখা দরকার আছে ব'লে মনে করছি।"

ওয়ার কমান্ড সেন্টারের নীরবতা যেনো তার কথাগুলো গিলে ফেললো। ভ্লাদিমিরভ জানেন, আন্দ্রোপভ থেকে শুরু করে সবচেয়ে জুনিয়র রেডিও অপারেটর পর্যন্ত সবাই বুঝেছে, এই ঘরের সবার মনোযোগ ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং 'ওলফপ্যাক' ও.সি-এর দিকেই কেন্দ্রীভূত। এই দুই লোকের মাঝে শক্তির যে খেলা চলছে তারা তার দর্শক। জেনারেলের কাছে মনে হয়েছিলো তিনি যে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন তারজন্য সবাই তার প্রশংসায় মুখর হতে যাচ্ছিলো কেবল।

"আপনার ধারণা," কিছুক্ষণ পর নরম করে বললেন সোভিয়েত নেতা, কণ্ঠ শুনে মনে হলো ভ্লাদিমিরভকে যেনো অভিযুক্ত করছেন তিনি।

ভ্লাদিমিরভ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন : "আমি–আমি একদম নিশ্চিত, মানে এখন বুঝতে পারছি, কীভাবে তারা সমুদ্রে মিগকে রিফুয়েল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে..." সতর্কতার সাথে কথাটা বললেন তিনি। অবাধ্য, ভয়ঙ্কর হাঙর মাছের মতো ফার্স্ট সেক্রেটারিকে নিয়ে তাকে খেলতে হবে। তারপরও তিনি কথাটা না বলে পারলেন না। নিজের কাছে তারও কিছুটা দায়বদ্ধতা আছে। তার অনুমান যদি সঠিক ব'লে প্রমাণিত হতে ব্যর্থ

হয়–এখন পর্যন্ত সেগুলো ব্যর্থই বলা যায়–তাহলে নিজের ধারণাগুলো ব্যক্ত করাটা পেশাগত আত্মহত্যারই শামিল। এই বন্য ধারণাটি আস্তে আস্তে তার মাঝে জন্ম নিয়েছে। তিনি এটাকে অস্বীকার করতে কিংবা এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফার্স্ট সেক্রেটারিকে সেটা না জানিয়ে পারলেন না। সোভিয়েত নেতার সাথে তার আসন্ন দ্বন্দ্বের ফলাফল কী হতে পারে সেটা ভেবে দাঁতে দাঁত পিষে ফেললেন। কিন্তু মিগটা যাতে আমেরিকানদের হস্তগত না হয় তার জন্যে এটাই তাদের সর্বশেষ এবং একমাত্র সুযোগ।

গান্টের জন্য মনে মনে সুতীব্র ঘৃণা বোধ করলেন তিনি।

"হ্যা–তারা বিশাল একটি হিমশৈলীকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করবে–মানে করছে। নিঃসন্দেহে রিফুয়েলিং ভেসেলটা একটা সাবমেরিনই হবে। এটার সাথেই রিগার সোনার কন্ট্যাক্ট হয়েছে!" দ্রুত বলে যাওয়া কথাগুলো শুনে ধারণাটাকে হাস্যকর, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। তার পরও পুরো দৃশ্যটা তার মানসপটে খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন! পারকা জ্যাকেট পরা কিছু লোক, ফুয়েল লাইনগুলো, বরফের উপরে ল্যান্ড করা একটা এয়ারক্রাফট...হাজার হাজার হিমশৈলীর ভেতর থেকে আমেরিকানরা যেকোনোটাকে বেছে নিতে পারে!

"এয়ারক্রাফটটা অবতরণ করে ফেলেছে, ভ্লাদিমরভ?"

ভ্লাদিমিরভ জানেন, তিনি হেরে গেছেন। শুষ্ক, শান্ত কণ্ঠস্বরটা তাকে যেনো বলছে, ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেন নি। চারপাশে তাকালেন তিনি। সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। এমনকি কুটুজোভও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, যেনো চোখের সামনে সড়ক দুর্ঘটনার কোনো দৃশ্য দেখা থেকে বিরত রাখছেন নিজেকে।

"হ্যা।" তিনি জানেন তার গলাটা খুব চড়ে গিয়েছে। ধুর! নিজের কণ্ঠস্বরটাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না! অবাক হয়ে গেলেন। মানচিত্রের টেবিলটার ওপার থেকে লোকটা কীভাবে তাকে সন্ত্রস্ত করে ফেলেছে! টেবিলটার পৃষ্ঠদেশে নর্থ কেপের অভিমুখে রঙ্গিন আলোগুলো ছুটে চলেছে। অবরের টোপ গিলেছে তারা– ভ্লাদিমিরভ জানতেন ওগুলো হচ্ছে টোপ। এয়ারক্রাফট আর একটা সাবমেরিন। তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া এদের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। ওখানে অবস্থান করতে থাকা সোভিয়েত বিমান এবং নৌবাহিনীকে নর্থ কেপের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। এ মুহূর্তে তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা শক্তিমান। ক্ষিপ্ত হলে তার সেই শক্তি তাকে ধ্বংসও করে ফেলতে পারে। এমনকি চাইলে

বন্দীও করতে পারে তাকে। আর ভ্লাদিমিরভ চাচ্ছেন না, গ্রিগোরেনকোর মতো তারও পাগলা গারদে ঠাঁই হোক।

আরো একবার চেষ্টা করলেন তিনি।

"সোনার কন্ট্যাক্টটা কোন্ দিকে লক্ষ করেছেন? আমরা ওটার ট্রেস হারিয়ে ফেলার আগে *রিগা* আর তার এসকর্টদের রিপোর্ট বলছে, মিগ-৩১টাকেই তারা ওদিকেই যেতে দেখেছে।"

উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে নিশ্চুপ হলেন তিনি। বিশালায়তন, গোলগাল, ধূসর সুট পরিহিত লোকটা মানচিত্রের টেবিলের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আপাত অলস সেই দৃষ্টি। দর্শকের মতোই চেয়ে চেয়ে দেখলেন শুধু। সোভিয়েত সারফেস এবং আকাশ তৎপরতা আরো পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে। সেজন্য *রিগা* আর তার সহচরী সাবমেরিন দুটোর নির্দেশক আলো ক্রমশ একাকী হয়ে যাচ্ছে। তারপর তিনি ভ্লাদিমিরভের চোখের দিকে তাকালেন। চোখ দুটোতে জেনারেল দেখতে পেলেন এক ধরণের ভীতি। তথ্যটা আত্মস্থ করতে পারছেন না তিনি। পারলেন যখন ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন :

"হেলিকপ্টার ডেকে পাঠিয়ে ঐ এলাকায় অনুসন্ধানের অর্ডার দিতে খুব বেশি সময় লাগতো না। কিন্তু প্রিয় জেনারেল, আপনি যেহেতু হিমশৈলী এবং ট্যাংকার সাবমেরিন নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন..." তিনি একটু থামলেন। তার পাশে বসে থাকা আন্দ্রোপভ মুচকি হাসছেন। চশমার পেছন থেকে তার নীরস চোখ দুটো দেখে বোঝা যাচ্ছে সোভিয়েত নেতার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। "তাই আপনার মানসিক শান্তির জন্য, প্রিয় ভ্লাদিমিরভ, পুরো বিষয়টা তদন্ত ক'রে দেখার জন্যে এসকর্ট সাবমেরিনগুলোর একটাকে ওদিকে পাঠানো যেতে পারে।"

"কিন্তু মাত্র একটা–" ভ্লাদিমিরিভ বলতে শুরু করলেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারি হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাকে। "একটা এসকর্ট সাবমেরিনই যথেষ্ট। কতো সময় লাগবে, ভ্লাদিমিরভ?"

"চল্লিশ মিনিটের বেশি না।"

"তারপর–যদি রিপোর্ট করার মতো কিছু পাওয়া যায়, যদি দেখা যায় আপনার অনুমান মিথ্যে নয়, তাহলে দ্বিতীয় মিগটাকে ওখানে যাবার অর্ডার দেয়া হবে। নর্থ কেপ থেকে সেটা দ্রুত গতিতে ফিরে আসবে।"

ব্যাপারটা শেষ হলো। ভ্লাদিমিরভ অনুভব করলেন তার মধ্যে জমে থাকা উদ্বেগ কেটে যাচ্ছে। শারিরীকভাবে দুর্বল আর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। অন্তত কিছু একটা করা হচ্ছে। তারপরও বিজয়ের কোনো আভাস খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজেকে গালাগাল করা ছাড়া আর কিছু করার নেই তার।

মুখাবয়বে অবশ্যম্ভাবীভাবে যে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে যেনো সেটাকে আড়াল করতেই দ্রুত এনকোডিং কনসোলের দিকে ফিরলেন *রিগার* ক্যাপ্টেনকে অর্ডার দেবার জন্য।

সবুজ সোনার স্ক্রিনের সচল বাহুগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ব্যাথা শুরু হয়ে গেলে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো গান্ট। বাহুটা আবর্তনের বিরাম নেই। এর ঘূর্ণন থেকে তিনটি সুস্পষ্ট আলোক বিন্দু সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্তহীন আবর্তন দেখে গান্ট যেনো সাহস হারিয়ে ফেললো। *পিকোড*-এর কনট্রোল রুমে অপারেটরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে, সোনার থেকে বেরিয়ে আসা ওয়ার্নিং সিগন্যাল শুনে বুঝতে পারছে কি ঘটবে। স্ক্রিনের একটা ব্লিপ, একটা এসকর্ট সাবমেরিন, পশ্চিম দিকের কোর্স বদলে একাই এদিকে এগিয়ে আসছে। সোজা তাদের দিকে। বাকি দুটো পশ্চিমের গতিপথ ধরেই এগুচ্ছে।

এটা লং রেঞ্জ সোনার স্ক্রিন, এর আওতায় রয়েছে ত্রিশ মাইল। এই মুহূর্তে বিশ মাইল দূরে রয়েছে সাবমেরিনটা। স্ক্রিন থেকে বাকি দুটো ব্লিপ অদৃশ্য হয়ে গেছে গান্ট কন্ট্রোল রুমে ঢোকার আগেই। কেবলমাত্র ক্রুদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর কন্ট্যাক্ট-ইকোর পৌণপুনিক তীক্ষ্ণ শব্দে সেই নীরবতায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

গান্টের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিয়ারবেকার বললেন, "এখানে আসতে ওটার কতোক্ষণ লাগবে?"

অপারেটর না তাকিয়েই বললো, "বলতে পারি না, স্যার। এই দূরপাল্লার সোনারটা কী রকম আপনি জানেন–লং রেঞ্জ সোনার স্ক্রিনে ব্লিপ দেখে কিছু বলা খুব কঠিন–ডিস্টরশন ফ্যাক্টর বিশ পার্সেন্ট। আমি নিশ্চিত হতে পারছি না, স্যার।"

"সর্বনাশ!"

"ওই রুশ সাবমেরিনগুলো কতো দ্রুত চলতে পারে?" গান্ট জানতে চাইলো এবার।

"কতো তা আমরা কীভাবে জানবো?" তার দিকে ফিরে চিৎকার ক'রে উঠলেন সিয়ারবেকার, রাগ আর ভয়ে তার লম্বা মুখ সাদা হয়ে গেছে। "আমি এমন কি এও জানি না এটা কী ধরণের সাবমেরিন! শর্ট রেঞ্জ সোনারে ধরা পড়লে জানা যাবে। তখন কম্পিউটার ওটাকে আইডেনটিফাই করবে, কিন্তু আরো কাছে না এলে ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যাবে না।"

"কন্ট্যাক্ট বেয়ারিং রেড থ্রি-নাইনার, আরও কাছে চলে আসছে," ঠাণ্ডা, যান্ত্রিক কণ্ঠে বললো অপারেটর। সিয়ারবেকারের রাগ তাকে নাড়া দিতে পারে নি বলেই মনে হচ্ছে।

"এখন–এখন আপনি কি করবেন?" গান্ট জিজ্ঞেস করলো।

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে সিয়ারবেকার বললেন : "আপনার জন্য আমার কাছে একটা সিল করা প্যাকেট আছে–আপনার রুটের কথা বলা আছে সেটাতে। এটাই প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ হলো, ওয়ার্ডরোব থেকে আমাদের ছদ্মবেশটা বের করে ঝেড়েঝুড়ে সাফ করে নিতে হবে।"

গান্ট হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে তাকালো।

"কন্ট্যাক্টে এখনও রেড থ্রি-নাইনারের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে, আর সেটা আমাদের খুব কাছে এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে।"

সিয়ারবেকার অপারেটরের দিকে তাকালেন। যেনো চাচ্ছেন লোকটা মরে যাক কিংবা নিদেনপক্ষে বোবা হয়ে যাক। তারপরে বললেন : "ব্লোয়ারটা আমাকে দাও।" ফ্লেইশার তার হাতে মাইক্রোফোনটা ধরিয়ে দিলো। ট্রান্সমিটারের পাশের অ্যালার্ট বাটনে চাপ দিয়ে ক্রুদের সিগন্যাল দিয়ে দিলেন, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার জন্য যেনো সবাই প্রস্তুত হয়ে যায়। সিয়ারবেকার ইতিবাচকভাবে মাথা নেড়ে মাইক্রোফোনে বললেন : "মন দিয়ে শোনো–ক্যাপ্টেন বলছি। এখন আমরা 'নিরীহ' ভূমিকায় নামছি, এক্ষুণি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো সবাই। আমাদের হাতে ত্রিশ মিনিট সময় আছে, তবে আমার সন্দেহ তার চাইতেও কম সময় পাবো আমরা। দয়া করে নিজেদের পাছা তুলে কাজে নেমে পড়ো। যতো দ্রুত পারো এগিয়ে যাও।"

ক্রুদের সাথে একটু বসগিরি ফলিয়ে যেনো নিজের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন সিয়ারবেকার। গান্টের দিকে ফিরলেন তিনি প্রসন্ন হাসিমুখে। হাসতে হাসতে কেবিনে দিকে যাওয়ার জন্য মাথা নেড়ে ঈশারা করলেন তাকে। তার পেছন পেছন এগিয়ে গেলো গান্ট।

" 'নিরীহ' কি?" কোম্পানিয়নওয়ে দিয়ে শব্দ করে হেটে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলো সে।

কেবিনে ঢোকার আগ পর্যন্ত সিয়ারবেকার কিছু বললেন না। ভেতরে ঢোকার পর কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলো গান্ট। সিয়ারবেকার একটা দেওয়াল আলমারির কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ছোটো দরজাটা খুলে সেলোফেন আবরণে মোড়া একটি প্যাকেজ গান্টের হাতে দিলেন। সিয়ারবেকারের দুই আঙুলের মাঝে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ভেতর একটা এসিড ক্যাপসুল দেখে মাথা নেড়ে সায় দিলো গান্ট। এটা গোপন নির্দেশের জন্য একটি 'অটো ডেস্ট্রাক্ট'।

খামের ভেতরে পাতলা কাগজের টুকরোটা বের করে সতর্কতার সাথে দেখতে লাগলো গান্ট।

" 'নিরীহ' বলতে কি বুঝিয়েছেন?" আবারো জানতে চাইলো সে।

দাঁত বের করে হাসলেন সিয়ারবেকার। "এটা আমাদের ছোট্ট একটি কৌতুক। শুধু এটাই আমাদের জীবন বাঁচাতে পারে," বললেন তিনি। "কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একেবারে উপরে উঠে যাবো—তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।"

গান্ট মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, যেনো প্রশ্নের উত্তরটা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। সাদামাটা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে। মানচিত্রের কো-অর্ডিনেট আর সময়ের একটা তালিকা আছে। সে জানে এটা অনুসরণ করে প্রথমে নর্থ কেপ ডিকয় এলাকার পূর্ব দিকে ফিনিশ উপকূলের মাঝ দিয়ে বেশ নিচু হয়ে যেতে পারবে। তারপর চলে যেতে পারবে ফিনল্যান্ডের হ্রদময় ভূ-ভাগের ভেতর দিয়ে সোজা স্টকহোমে। ওখানেই বালটিক সাগরের সাথে মিশেছে বসনিয়া উপসাগর। ওখানে যেতে পারলে স্টকহোম থেকে লন্ডনগামী শেষ বিকেলের ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ঠিক পেছনে থাকতে হবে তাকে। একটা প্লেনের পেছনে আর একটু নিচে থাকলে প্যাসেঞ্জার-প্লেনের আরোহীরা তাকে দেখতে পাবে না, সেই সাথে ইনফ্রারেড স্ক্রিনেও ধরা পড়বে না। ইনফ্রারেড হিট-সোর্সের সন্ধান ঠিকই পাবে, কিন্তু সেটার উৎস প্যাসেঞ্জার প্লেন ব'লে ধরে নেবে রাশিয়ানরা। চোখে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায়ে তাকে শনাক্ত করা যাবে না। তবে চোখে দেখার সম্ভাবনাও খুব কম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আগেই পেয়েছে গান্ট। জানে, রাশিয়ানরা শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। তাকে পর্যবেক্ষণের জন্য নর্থ সি'র যেসব এলিন্ট জাহাজকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারা অনুমানও করতে পারবে না সে কোথায় আছে। ইংলিশ উপকূলে নির্ধারিত কো-অর্ডিনেটরে পৌছালে লিংকনশায়ারে আরএএফ স্ক্যাম্পটনে একটা কল করার কথা। সাধারণ বিমান চলাচলের ব্যান্ডের কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতেই সে কলটা করবে। মনে হবে, বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমানের কোনো টেস্ট ফ্লাইট এটা, উড়াল দিতে সক্ষম কিনা তার সনদ পাওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে আছে। সৌভাগ্যক্রমে এতে যদি কাজ হয়, তাহলে রুশরা তাকে আর পাবে না। এমন কি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইটের সাথে যখন ইনফ্রারেড ইমেজের লিংক করবে তখন সুইডেনের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে যদি তাকে দেখেও ফেলে তবুও তাকে খুঁজে পাবে না।

আরো একবার কো-অর্ডিনেটগুলো পড়ে নিয়ে স্মৃতিতে ভালো করে গেঁথে নিয়ে কাগজটা খামের ভেতর রেখে দিলো। সিয়ারবেকার ইতিমধ্যে ইস্পাতের তৈরি বড় একটা ছাইদানি টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছেন। কাগজ আর ম্যাপ

তাতে রেখে তারপর হাত দিয়ে চাপ দিতেই সাথে সাথে এসিড বেরিয়ে ঝাঁঝালো ধোঁয়া তৈরি হলো। গলতে শুরু করলো প্যাকেটটা। গান্ট দেখতে লাগলো চোখের নিমেষে ছাই হয়ে গেলো সব।

তারপর যেনো নিজের উদ্দেশ্যেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো : "ঠিক আছে, আমাদের সবকিছু জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে, ক্যাপ্টেন। আমার রানওয়ের কাজ কতোদূর এগোলো দেখতে চাই।" বিস্ময়করভাবে তার দুই চোখ সিয়ারবেকারের দিকেই নিবদ্ধ থেকে এক মুহূর্তের জন্য মিটমিট করে উঠলো, তারপর সে বললো, "'নিরীহ' জিনিসটা দেখতে চাই আমি।"

অবরে মনে বিজয়ের আনন্দ বয়ে গেলেও তিনি জানেন একদম নিশ্চিত হতে পারেন নি–না, কোনোভাবেই পুরোপুরি নিশ্চিত হবার মতো সময় এখনও আসে নি। অন্তত এখন এ কথা বলা যাবে না। তারপরও ভালোমানের ব্র্যান্ডির মতো তার পাকস্থলিতে আশার একটি ছোট্ট শিখা উষ্ণ করে রেখেছে। এটা হলো সাফল্যের উত্তাপ। আর সেই শিখাকে নির্বাপিত করতে একেবারেই অক্ষম তিনি। রুশদের সাংকেতিক কার্যক্রম চলছে। নর্থ কেপ এলাকায় যে টোপ ফেলা হয়েছে রুশরা সেটা গিলেছ। পিকোড থেকে সিয়ারবেকার সিগন্যাল পাঠিয়েছে : ফায়ারফক্স নিরাপদে অবতরণ করার পর রিফুয়েল করা হয়েছে। এসবের ফলে মনের গভীরে চেপে রাখা সন্তোষ আরো বেড়ে গেছে।

দেখতে পেলেন শেলি স্কুলপড়ুয়া ছেলের মতো দাঁত বের করে হাসছে। বাকহোলজের সন্দেহে আমেরিকানরা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলো, এখন তারাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কার্টিন মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে রাশিয়ান প্লেন আর নৌযানগুলোর অবস্থান ঠিক করে নিচ্ছে। ওগুলো ক্রমশ টোপ গিলে ডিকয় এরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশাল মানচিত্রটার দিকে মুখ তুলে তাকালেন অবরে। সেখানে শুধু হিমশৈলী আর তার পাশে ফায়ারফক্সের নির্দেশক পিনটাই দেখতে পেলেন।

অগ্রসরমান রুশ সাবমেরিনের সাথে সোনার কন্ট্যাক্ট নিশ্চিত করার জন্য সিয়ারবেকার যদি আরেকটি সিগন্যাল পাওয়ার ঝুঁকি নিতো, অবরে যদি ভ্লাদিমিরভের স্বজ্ঞা কিংবা বিলিয়ার্স্কে তার আংশিক সাফল্য সম্পর্কে অবগত থাকতেন তাহলে তার মেজাজ আরেকটু ভালো থাকতো। তবে এখনও নিজ ডিজাইনের দ্যুতিতে তিনি অন্ধ, সিয়ারবেকার তার সন্নিকটে সন্দেহজনক সহচরী সাবমেরিনগুলোর ব্যাপারে কিছু জানান নি। অবরের জন্য ডিজাইনটা এখন একটা যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে–যতোক্ষণ গান্ট নির্দেশনা মেনে

চলছে ততোক্ষণ ফলাফল তাদের অনুকূলেই থাকবে।

অবরে একটা ব্যাপার ঠিকই মেনে চলেন : কোনো ক্ষেত্রেই তিনি অতিরিক্ত আশাবাদী হন না, কিন্তু এখন তা হচ্ছেন। শুরু থেকে আরম্ভ করে পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে গিয়ে অতঃপর তা বাস্তবায়ন করে যে অর্জন তার হয়েছে, তার ফলে দারুণ আত্মশ্লাঘায় ভুগছেন।

"হুম-মহোদয়গণ," গলা ঝেড়ে তিনি বললেন। "বুঝতে পারছি এটা একটু আগেভাগে বলা হয়ে যাবে..." অপ্রসন্ন হাসি হাসলেন তিনি, জানেন, তারাও তার মতো মেজাজেই আছে, "তবুও আমরা বোধহয় সেলেব্রেট করার জন্য একটু মদ্যপান করতে পারি, আপনারা কি বলেন?"

দাঁত বের করে খোলাখুলি হাসলো বাকহোলজ। "ব্যাপারটা আপনি জটিল করে ফেলেছেন, অবরে। তবে হ্যা, আমার মতে একটা বোতল আমরা খুলতেই পারি।"

"বেশ।"

অপারেশন কক্ষের এক কোণে মদের ট্রলিটা সারা রাত ধরে অস্পর্শই রয়ে গেছে। অবরে ট্রলিটার কাছে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরে থাকা জামাকাপড় আর সিগারেটের জমাট ধোঁয়ার বাসি আর পঁচা দুর্গন্ধটা হঠাৎ ঘর থেকে চলে গেছে বলে মনে হলো। কারো মুখে আর দুশ্চিন্তার টান টান ভাবটা নেই, শুধুমাত্র কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এটা ভালোভাবে কাজ করার বা কোন কিছু সম্পন্ন করার তৃপ্তিকর ক্লান্তি।

একটা মল্ট হুইস্কির বোতল খুলে চারটা গ্লাসে ঢেলে একটা ছোট্ট সোনালী ট্রেতে করে গ্লাসগুলো সবাইকে একে একে দিলেন। এই ট্রে'টা তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে এসেছেন তিনি।

অবরে তার নিজের গ্লাসটা তুলে ধরে কোমল হাসি হেসে বললেন : "ভদ্র মহোদয়গন, ফায়ারফক্স আর গান্টের জন্য শুভ কামনা জানিয়ে..."

"গান্ট এবং ফায়ারফক্স," চারজন লোক সমস্বরে বলে উঠলো। কিছুটা বিরক্ত হয়েই অবরে দেখলেন বাকহোলজ এক ঢোকে গ্লাসের সবটুকু মদ নিঃশেষ করে ফেললো। ভাবলো, লোকটার আসলেই কোনো রুচি নেই-একদমই নেই।

নিজের পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে তার মনে হলো, এটা নিছক সময়ের ব্যাপার এখন। টেলিফোনের দিকে তাকালেন। একটা গাড়িতে করে তাদেরকে আরএএফ স্ক্যাম্পটনে পৌছে দেওয়ার আদেশ করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না। অবশ্য গান্ট যদি তাদের আগে এসে না পড়ে তো।

ব্যাপারটা ভেবে হাসলেন তিনি।

গান্ট এবং সিয়ারবেকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পেক। তার হুডের চারপাশে যে ঘাম জমেছিলো সাথে সাথে তা বরফ হয়ে গেছে। তার ঠোঁটের ওপর গোঁফেও বরফের কুচি লেগে আছে। ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত চেহারা।

"বলুন?" সিয়ারবেকার বললেন, তার হাতটা এখনও পিকোডের সেইল ল্যাডারের উপরে।

"কাজ শেষ, স্যার," পেক বলেই গান্টের দিকে তাকালো। ঝাঁঝালো গলায় বললো, "আপনার ঐ বালের রানওয়ে আমরা পরিষ্কার ফেলেছি, মি; গান্ট!"

"পেক!" সিয়ারবেকার সতর্ক করে দিলেন।

এক মুহূর্তের জন্য গান্ট ভাবলো, বিপুলদেহী চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে মারার জন্য উদ্যত কিনা। একটু পিছিয়ে গিয়ে সে বললো : "আমি দুঃখিত, পেক।"

মনে হলো গান্টের কথাটা শুনে পেক হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। গান্টের মুখটা এমনভাবে দেখলো যেনো ততে কোনো কপটতা লুকিয়ে আছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। তবে তাকে সন্তুষ্ট বলেই মনে হলো। এরপরেই পেক বুঝতে পারলো তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। সে বললো : "দুঃখিত, মেজর..." গান্টের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেলো। এই প্রথমবারের মতো কেউ তার পুরনো পদবীটা উচ্চারণ করলো। "এটা নিছক আমার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, স্যার। ঐ বালের প্রেশাররিজে কাজ করার সময় আমি এবং আমার লোকগুলো শুধু ভাবছিলাম, নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে কিভাবে এখান থেকে সটকে পড়তে পারবো।" বিশালদেহী লোকটার কণ্ঠ মিইঁয়ে গেলো, মাথা নীচু করে নিজের পায়ের পাতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

গান্ট বললো, "ঠিক আছে, পেক। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমাকে বলুন আমরা কোথায় আছি, কোন পর্যায়ে পৌছেছেন আপনারা।"

পেক সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথায় ডুবে গেলো। "তিরিশ ফুট জায়গা জুড়ে রিজ কেটে ফেলেছি আমরা। এখন টারবাইন থেকে হোস টেনে নিয়ে যেতে হবে ওখানে, প্রচুর পাইপ দরকার, মেজর। এতে সময় লাগবে খুব বেশি।"

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তাহলে সেটাই করুন, পেক। যতো তাড়াতাড়ি করতে পারবেন ততো দ্রুত চলে যেতে পারবেন। হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশ যতোটা সম্ভব মসৃণ করবেন। কারণ দেড়শ নট গতিতে আমার প্লেনের চাকা কোনো উঁচু-নীচু জায়গায় হোচট খাক সেটা আমি চাইবো না। তারপর বরফের উপরে রানওয়েটা বাষ্প স্প্রে করে দেবেন। একেবারে যতোটা সম্ভব হিমশৈলীর উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে ফায়ারফক্স পর্যন্ত স্প্রে করবেন যদি আপনার কাছে সময় থেকে থাকে তো।"

পেককে হতবুদ্ধি দেখালো। "কেন, মেজর?"

"আছে। প্রচুর তুষার জমেছে, ফায়ারফক্সের চাকা তাতে আঁটকে যেতে পারে।"

"কাজ শুরু করে দিন, পেক," সিয়ারবেকার বললেন, "ডিকয় প্রোসিডিউরটা আমাকে একটু খতিয়ে দেখতে হবে, তারপর আপনার নৈশ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দেখতে আসবো!"

পেক দাঁত বের করে হাসলো। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিকোডের গা ঘেষে সামনের দিকে এগোলো। টারবাইনের ওপরের হ্যাচ থেকে দু'জন ক্রু হোসপাইপের বিশাল আকৃতির লুপ টেনে-হিঁচড়ে বের ক'রে আনছে।

"আপনি 'নিরীহ'কে দেখতে চান?" সিয়ারবেকার বললেন। "আসুন, দেখে যান।"

গান্ট স্বীকার করতে বাধ্য হলো 'নিরীহ' স্থূল হলেও অসাধারণ একটি আইডিয়া। সাবমেরিনের যেসব ক্রু প্রেশার রিজে ছিলো না, প্রথমে তাদের দেখে মনে হলো, এই দলটা কোনো নিয়ম মানছে না, অকাজে খামোকাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে তারা। সবার কাজ শেষ হলে যে একটা কিছু দাঁড়াবে, দেখে মনেই হয় নি। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পরই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলো গান্ট।

সাবমেরিনটাকে একটা আর্কটিক ওয়েদার স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পকেট থেকে ট্র্যান্সমিটার বের করে সিয়ারবেকার আদেশ জারি করে দিলেন, টর্পেডো-টিউব আর ফরওয়ার্ড ক্রু কোয়ার্টার সাগরের লোনা পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে, কোনোমতেই যেনো কেরোসিনের গন্ধ না থাকে। ওই জায়গাগুলো ভেজা কেন রাশিয়ানরা জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেয়া হবে, তাও জানিয়ে দিলেন তিনি–জাহাজের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভুয়া আলামত দেখানো হবে। বরফের ওপর তড়িঘড়ি খাড়া করা হয়েছে একটা বিশাল ঘর, ঘরের ভেতর ক্রুটিপূর্ণ কাঠের আসবাবপত্র সাজানো হয়েছে। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে গান্ট দেখলো, সদ্য খাড়া করা দেয়ালে ক্রুরা ম্যাপ, আর চার্ট ঝোলাচ্ছে। ঘরের ভেতর অনেকগুলো ক্লিপবোর্ড, প্রতিটি ক্লিপবোর্ডে কাগজ আটকানো, প্রতিটি কাগজে জ্যামিতিক রেখা আর সংখ্যা ঠাসা। ঘরের বাইরে দুটো আকাশ ছোঁয়া মাস্তুল দাঁড় করানো হয়েছে। সবচেয়ে লম্বাটা রেডিও মাস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে, অপরটার মাথায় ঘুরবে অ্যানিমোমিটার। আরও অনেক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে এখানে সেখানে, কোন্‌টা বাতাসের গতিবেগ মাপবে, কোন্‌টা তুষারের ঘনত্ব। মোট কথা, একটা ওয়েদার-স্টেশনে যা যা থাকা দরকার, সবই আছে। এমন কি বিশাল

আকৃতির ওয়েদার-বেলুন পর্যন্ত বাদ যায় নি। পনেরো মিনিটের মধ্যে যেটুকু কাজ বাকি ছিলো শেষ হয়ে গেলো। এটা যে একটা ওয়েদার-স্টেশন, একবাক্যে স্বীকার করতে হবে সবাইকে।

গান্ট চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। পেক আর তার লোকজন হোসপাইপটা খুলে গুটিয়ে ফেলেছে। সে সময়ই দেখলো আকাশে উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা আবহাওয়া বেলুন উড়ছে। হিমশৈলীর পৃষ্ঠদেশে এখনও ঝুলে আছে অপসৃয়মান হালকা কুয়াশার আস্তরণ। দ্বিতীয় আরেকটা বেলুন নাইলনের সুতায় বাঁধা অবস্থায় একশ' ফুট উপরে বাতাসে ভেসে আছে, গান্টের অবতরণের সময় যে সিগন্যাল বেলুনটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো এই বেলুনগুলো তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

ইউএস ওয়েদার স্টেশনে রূপদানের কাজটা শেষ করতে পনেরো মিনিটের একটু বেশি সময় লাগলো। রাশিয়ানদের দেখানো হবে, ওয়েদার স্টেশনটা দক্ষিণ অভিমুখে আত্মবিধ্বংশী পথে চলনশীল বিশাল একটা হিমশৈলীর চলাফেরা এবং বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণ করছে। গ্রিনল্যান্ডের পূর্বদিকের বদলে উত্তর ব্যারেন্টস সাগরে কাজ করছে পিকোড, গান্টের কাছে এটাকেই একমাত্র দুর্বলতা ব'লে মনে হচ্ছে।

সাবমেরিনের ব্রিজ-ল্যাডারের কাছে গান্টের সাথে যোগ দিলেন সিয়ারবেকার। বললেন, "রুশ তরীটা আমাদের কাছে এসে পড়ার আগেই আপনি যদি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারেন তাহলে তারা আর কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।"

চিন্তিত হয়ে নিচে বরফের দিকে তাকালো গান্ট, তারপর বললো : "যে বাষ্প নির্গমন হয়েছে, সেটা? এই হিমশৈলীর উপরে ইনফ্রারেড দিয়ে নজরদারি করতে থাকবে তারা। কিছু একটা তো বুঝতে পেরেছেই, নাকি?"

"ধুর, ঐসব হিট-ট্রেইলের ব্যাপারে কি বলবো না বলবো সেটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এই চিড়িয়াটাকে এখান থেকে নিয়ে সটকে পড়ুন, বাকি চিন্তা-ভাবনা আমাকে করতে দিন। ঠিক আছে?"

সিয়ারবেকারের তাচ্ছিল্যভরা জবাব শুনে গান্ট হেসে ফেললো। সে জানে লোকটা ভয় পেয়ে গিয়েছে। ধারালো ইস্পাতের উপর দিয়ে যে তাকে চলতে হচ্ছে সেটাও ক্যাপ্টেনের অজানা নয়। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "অবশ্যই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সটকে পড়বো।"

"বেশ।" পার্কা জ্যাকেটের পকেট থেকে রেডিও ট্রান্সমিটারটা বের করে সুইচটা চালু করলেন সিয়ারবেকার। "ক্যাপ্টেন বলছি–শুনছো, ফ্লেইশার?"

"জি, স্যার।" রেডিও থেকে ফ্লেইশারের কথা শোনা গেলো। অবাস্তব

শোনাচ্ছে কণ্ঠটা। তার আবেশে পুরো পরিস্থিতিটা গান্টের মনে ভেসে উঠলো আরেকবার–ছোট্ট হিমশৈলী, ব্যারেন্টস সাগরের তিক্ত নিরানন্দ দৃশ্য, রুশ হান্টার কিলার সাবমেরিনের আগমন, সবকিছু।

"আমাদের বন্ধুদের খবর কি?"

একটা বিরতির পর তার সহকারী বললো : "এখন আমরা কম্পিউটারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আগাম কিছু জানার চেষ্টা করছি। স্যার, সোনার-কন্ট্যাক্ট, শতকরা সাত পার্সেন্ট ভুল হবার সম্ভাবনা..."

"হ্যা। এবার খারাপ খবরটা বলো।"

"ওদের এখানে পৌছাতে আর মাত্র সতেরো মিনিট বাকি আছে।"

"হায় ঈশ্বর!"

"কোর্স আর গতি একইরকম আছে, স্যার। সোজা আমাদের দিকে।"

এক মুহূর্ত সিয়ারবেকারের চেহারা কঠিন হয়ে গেলো, তারপর গান্টের দিকে দাঁত বের ক'রে হাসলেন। "শুনছেন তো?" গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ঠিক আছে, ফ্লেইশার, এই সেটটাকে এখন থেকে রিসিভ মুডে রেখে দিচ্ছি। আমি চাই প্রতি মিনিটে তুমি এখানে কল করবে। বুঝতে পারছো?"

"জি, স্যার।"

"ক্লোজ-রেঞ্জ সোনারে ধরা পড়লে প্রতি ত্রিশ সেকেন্ড পরপর এর সঠিক গতি আর দূরত্ব আমাকে কল করে জানাবে।"

"জি, স্যার।"

সিয়ারবেকার তার পারকা জ্যাকেটের বুক পকেটে হ্যান্ডসেটটা আঁটকে রাখলেন যেনো পড়ে না যায়। তারপর গান্টের দিকে মাথা নেড়ে সাবমেরিনের কাছ থেকে বের হওয়া হোসপাইপের কাছে চলে গেলেন তিনি। কালো রঙের সাপের মতো এঁকে বেঁকে পাইপ দুটো যেনো হালকা কুয়াশার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রেশার রিজটা এখনও অনেক দূরে, তবু স্টিমের হিস হিস আওয়াজ এলো কানে। সিয়ারবেকারের পিছে পিছে গান্টও যাচ্ছে। এখন যে অবস্থানে আছে, তার ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। সিয়ারবেকারের কুঁজো, বাঁকা দেহটাকে বেশ ভঙ্গুর দেখাচ্ছে। এখান থেকে পালানোর গুরুভার সেই ভঙ্গুর দেহ সইতে পারবে ব'লে মনে হলো না। ঘাড় ফিরিয়ে ফায়ারফক্সকে একবার দেখলো গান্ট। এসব থেকে আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু পাচ্ছে না সে। রুশ সাবমেরিনটা হিমশৈলী এবং পিকোডকে লক্ষ্য করেই এগুচ্ছে। ষোলো মিনিটের একটু বেশি বা কম সময় হাতে আছে। দু'জন লোক হোসের মুখ বগলদাবা ক'রে ভাঙা পাঁচিলের ওপর স্টিম স্প্রে করছে। এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে বরফের গা, তবে মসৃণ করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

পেক একবার পেছন ফিরলো, গান্ট আর ক্যাপ্টেনের উপস্থিতি টের পেলেও তাদের উপেক্ষা করে গেলো সে। কেটে ফেলা জায়গাটা মসৃণ করে ফেলার পরে তার দলকে চিৎকার করে বললো : "ঠিক আছে। এবার তোমরা এই রানওয়েটা মসৃণ করে ফেলো।"

"কি জন্যে, চিফ?" একজন ক্রু জানতে চাইলো।

"কারণ আমি করতে বলেছি তাই–কাজটা করতে খুব আনন্দ পাবে, ক্লেমেন্স!"

ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো হোসপাইপ, কুয়াশার ভেতর আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকগুলো। সিয়ারবেকারের পাশ থেকে ফ্লেইশার চেঁচিয়ে উঠলো। সাথে সাথে ঘড়ির দিকে তাকালো গান্ট।

"ক্লোজ রেঞ্জ স্ক্রিনে এখন সাবমেরিনটাকে দেখা যাচ্ছে, স্যার।"

সিয়ারবেকার বললেন : "সবচেয়ে খারাপ খবরটা আগে বলো।"

"কম্পিউটার আইডেনটিফিকেশন : রাশিয়ান, হান্টার কিলার টাইপ সাবমেরিন, রেঞ্জ ফোর পয়েন্ট সিক্স মাইল। পৌছাতে আর মাত্র নয় মিনিট লাগবে..."

"কি?" সিয়ারবেকার চিৎকার করে উঠলেন।

"দুঃখিত, স্যার। আমরা যতোটা ভেবেছিলাম, সোনার-এর ক্রটি তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকবে..."

"এ কথা তুমি এখন বলছো!" একমুহূর্ত নীরব থেকে সিয়ারবেকার বললেন : "ব্রডকাস্টিং বন্ধ করো–পেক!"

"স্যার?"

"আপনি কি শুনতে পেয়েছেন, চিফ?"

"হ্যা, স্যার। রানওয়ে সমান করা এখন আর সম্ভব নয়। ত্রিশ গজ চওড়া, রানওয়ের সবটুকু...অসম্ভব!"

সিয়ারবেকার গান্টের দিকে তাকালেন, "আপনার এখন কী চাই?"

"হিমশৈলীর এই দিকটাতে একশ' গজ পরিষ্কার করলেই হবে।" উত্তর দিকে রিজের কেটে ফেলা জায়গার পেছন দিকে নির্দেশ করে গান্ট বললো। "আমাকে ওইটুকু জায়গা দিয়ে দিন আর ফাঁকা জায়গাটার ওই দিকে একটা পরিষ্কার রানওয়ের ব্যবস্থা করে দিন।" ফায়ারফক্সের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলো সে।

সিয়ারবেকার তার নির্দেশগুলো পুণরাবৃত্ত করলেন। পেকের কথা শুনে মনে হলো তার সন্দেহ আছে কাজটা শেষ করতে পারবে কিনা। তবে কথা দিলো সে চেষ্টা করবে। হালকা কুয়াশার ভেতরে তাকিয়ে দেখলো লোকজন

কাজে নেমে পড়েছে। হোসপাইপ দুটো টানতে টানতে তারা ক্লান্ত। আবারো স্প্রে করা শুরু হয়েছে শুনতে পেলো। পৃষ্ঠদেশের উপর তুষারের আলগা অংশ বাতাস দিয়ে উড়িয়ে রানওয়েটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। টেকঅফ করার আগে প্রয়োজনীয় স্পিড তুলতে হলে বরফের গা মসৃণ হতেই হবে। তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সিয়ারবেকার আবারো কথা বললেন। "নিরীহ সম্পর্কে রিপোর্ট করো আমার কাছে–এটাই শেষবার এরপরে আর কেউ আবহাওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে কথা বলবে না। বুঝতে পেরেছো?" কানখাড়া করে শুনছেন তিনি, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে প্রায় সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। হ্যান্ডসেটের অন্য পাশের কণ্ঠটা কথা শেষ করলে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে গান্টের দিকে তাকালেন। "সব ঠিক আছে, এবার আপনি চলে গেলেই আমরা কভার নিতে পারবো।"

"আর মাত্র সাত মিনিট, স্যার," ভয়াবহ আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ ফ্লেইশারের কণ্ঠে।

"ওরা তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে স্ক্রিপ্টে যেরকম বলা আছে ঠিক সেভাবে কথা বলবে–ঠিক আছে, ডিক?" সিয়ারবেকারের কণ্ঠে কোনো উদ্বেগ নেই এখন।

"জি, স্যার।"

গান্ট দেখলো এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে হোসপাইপ, কুয়াশা মেশানো বাতাসে তুষারকণা উড়ছে। আরও একদল ক্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাজে, রেডিওযোগে এদের ডেকে এনেছে পেক। সাদা তুষারকণা ঘন ধোঁয়া হয়ে উঠলো, ঘিরে ফেললো ওদের সবাইকে।

"আর মাত্র ছয় মিনিট...এখনও কোনো রেডিও কন্ট্যাক্ট হয় নি, স্যার।" গান্ট শান্ত হয়ে আসা ঝড়ের ভেতর থেকে ফ্লেইশারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠটা শুনতে পেলো, আরেকবারের জন্য দেখলো কৃশকায় সিয়ারবেকার ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। হোসপাইপগুলো হিমশৈলীর উপর দিয়ে প্লেনের দিকে চলে গেছে। দস্তানার উল্টো পিঠ দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি থেকে তুষার মুছে ফেললেন তিনি।

গান্টের দিকে পেছন ফিরে সিয়ারবেকার দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থেকে পেকের লোকজনের রানওয়ে পরিষ্কার করা দেখছেন। তার কাছে মনে হচ্ছে, তারা ধীরে খুব ধীরে নড়াচড়া করছে। সেই উদ্বেগ আর সেই নীরবতা সইতে না পেরে গান্টের দিকে ফিরে বললেন :

"তারা কি কাজটা সময় মতো শেষ করতে পারবে?"

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি আরো এক মিনিট সময় দেবো তাদেরকে," বললো সে।

"এই সময়ের মধ্যে কি আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন?"

"আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না কতো দূরে চলে যেতে পারবো!" দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো গান্ট।

"আপনার কথাই যেনো ঠিক হয়, মিস্টার-একদম ঠিক হয়।"

"কন্ট্যাক্টটা নিশ্চিত করা গেছে, ফার্স্ট সেক্রেটারি," ভ্লাদিমিরভ কথাটা বলেই হাত দিয়ে মানচিত্রের টেবিলে চাপড় দিলেন। আলোগুলো কেঁপে উঠে এক মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে গেলো।

তার সামনের লোকটাকে নিশ্চল মনে হচ্ছে। সম্ভবত সামরিক লোকটার তোড়জোড়কে ঘৃণা হচ্ছে তার। ভ্লাদিমিরভ জানেন, সবকিছুতেই এখন ঝুঁকি নিচ্ছেন তিনি। কর্মজীবন আর রাজনীতির সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বিবেচনা করার সময় এখন আর নেই। তিনি আগে থেকেই জানতেন ওটা কোনো আমেরিকান সাবমেরিনই হবে, আর সেটা কেন এখানে আছে সেটাও জানা ছিলো তার। এখন তাকে ক্লান্ত আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কপালে ঘাম জমে গেছে। বুঝতে পারলেন, এ ঘরে একমাত্র কুটুজোভই তার পক্ষে, যদিও তিনি কিছু বলছেন না।

"ভ্লাদিমিরভ, শান্ত হোন!" ফাস্ট সেক্রেটারি গর্জে উঠলেন।

"শান্ত হবো-আমি শান্ত হবো?" ভ্লাদিমিরভের কণ্ঠ চড়ে গেলো, এখন সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি দৃঢ়প্রতীজ্ঞ ছিলেন এ ব্যাপারে, আর এখন তো সেটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও নিজেকে ধরে রাখত পারছেন না। যদিও নিজের মনকে বার বার বলেছেন শান্ত থাকতে। নিজের স্বার্থ আর কর্তব্যপরায়ণতা-এই দুইয়ের মাঝে পেন্ডুলামের মতোন ঝুলছেন তিনি। সারাটা সকাল ধরে এই অস্থিরতা তাকে বেশ ভুগিয়েছে। সেটাকেই বাগে আনার চেষ্টা করছেন। দুপুরের খাবারও খেতে পারেন নি। ক্ষিদের চোটে পেটটা চৌ চৌ করছে। একটা ভয়ও জট পাকিয়ে ছিলো পাকস্থলীতে। সব কিছু বোঝার পরও ঝুঁকি নেবার ভয়ে গুটিয়ে থাকার সময়টাতে নিজেকে বড্ড কাপুরুষ বলে মনে হয়েছিলো, আর এই ভাবনাটিই তাকে নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করেছে।

"হ্যা-শান্ত হোন!"

"কিভাবে নিজেকে শান্ত করবো-আপনার নিবুর্দ্ধিতার জন্যই তো এয়ারক্রাফটটা আমেরিকানদের কাছে চলে গেছে! আপনি ফাইলটা পড়েছেন, আপনি ভালো করেই জানেন গান্ট লোকটা কী জিনিস। এয়ারক্রাফটটা

হিমশৈলীর উপর অবতরণ করিয়ে আবার সেখান থেকে টেকঅফ করার সামর্থ্য তার আছে। বড় বেশি দেরি হবার আগে আমি কি বলছি সেটা আগে শুনুন।"

ভ্লাদিমিরভ দেখতে পেলেন ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে ভয়ে বিহ্বল খরগোশের মতো বাকি মুখগুলো চেয়ে আছে। অপমানের প্রাথমিক ধাক্কা এক মুহূর্তে সামলে নিয়েছেন তিনি। ভ্লাদিমিরভ এক ধরনের মর্ষকামী আনন্দ টের পেলেন।

ভ্লাদিমিরভ বুঝতে পারছেন এসব কথা বলে নিজের ধ্বংস ডেকে আনলেও তাকে এখন উপেক্ষা করার সাহস ফার্স্ট সেক্রেটারির নেই। ভ্লাদিমিরভের দিকে এমনকি সরাসরি তাকাতেও পারছেন না সোভিয়েত নেতা। আন্দ্রোপভের দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। চেয়ারম্যানের চেহারা দুর্বোধ্য দেখাচ্ছে।

"আপনাকে এক্ষুণি পদক্ষেপ নিতে হবে, ফার্স্ট সেক্রেটারি, রাজনীতি করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।"

মনে হলো বিপুলদেহী লোকটা ও.সি 'ওলফপ্যাক'-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হবে। তারপরে তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠিক আছে, ভ্লাদিমিরভ, ঠিক আছে। আপনি যদি এ নিয়ে এতোটা নিশ্চিত থাকেন..." তারপরই কণ্ঠটা কঠিন হয়ে গেলো, "নিজের আচরণের মাধ্যমে সব কিছু নষ্ট করে ফেলতে যদি আপনি এতোটাই উদগ্রীব থেকে থাকেন, তাহলে আপনার সাথে রসিকতা করা ছাড়াও বেশি কিছু করতে পারি।" উদার ভঙ্গিতে তিনি তার হাত নাড়লেন। "আপনি এখন কী করতে চান?"

"নর্থ কেপের মিলনস্থল থেকে দ্বিতীয় মিগটাকে এক্ষুণি ডেকে পাঠানো দরকার।"

ভ্লাদিমিরভ অনুভব করলেন গলায় কথা আঁটকে যাচ্ছে তার। দেহ থেকে যেনো তার সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। শুধু ভয়ের অনুভূতিটাই এখন অবশিষ্ট আছে। সম্মান আর ক্ষমতা হারানোর অনুভূতিটাও চলে গেছে। তার বিজয়ের মুহূর্তটা তিক্ত আর শীতল বোধ হচ্ছে। হ্যা-সূচক মাথা নাড়লেন তিনি। কেপের দিকে ভুল করে বিশাল শক্তি-সামন্ত পাঠানো হয়েছে। আর বাকি আছে কতোটুকু সেটা এখন কোনো ব্যাপার না। এতো বিলম্বের পরে এখন শুধুমাত্র দ্বিতীয় মিগ-৩১ এবং ট্রেটসভের উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। নিজের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়েছেন ভ্লাদিমিরভ, যেনো তারই ক্ষতিপূরণ হিসেবে এখন চাচ্ছেন, গান্ট মরে যাক। চাচ্ছেন ট্রেটসভ তাকে শেষ করে দিক।

ট্রেটসভকে অর্ডার দেবার জন্য কনসোলের দিকে যেতেই কুটুজোভের দিকে তাকালেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, তার ছলছল চোখে

হৃদ্যতাপূর্ণ এমনকি প্রশংসার ছ'টা দেখতে পাচ্ছেন। গভীর এক সমবেদনায় ভরপুর তার দু'চোখ। তারপরই মনে হলো, বৃদ্ধ লোকটা বিচ্ছিন্ন, কী হচ্ছে তার কিছুই তিনি জানেন না। খুব নিঃসঙ্গ বোধ করলেন তিনি, বুঝতে পারছেন না তার কোন্ ধরাণাটা সঠিক।

জোর গলায় অর্ডারটা জানিয়ে দিলেন। ভাবলেন, সম্ভবত ও.সি 'ওলফপ্যাক' হিসেবে এটাই তার সর্বশেষ অর্ডার–গলার স্বর শান্ত, মসৃণ। পেছনের চোখগুলো যে তার দিকেই চেয়ে আছে তা তিনি জানেন। ঘরটা এখন দুশ্চিন্তায় ভরপুর।

ট্রেটসভ সাড়া দিয়েছে, দ্বিতীয় মিগটা তার কোর্স পাল্টে ঘণ্টায় চার হাজার মাইলেরও বেশি গতিতে ছুটে যাচ্ছে হিমশৈলীর দিকে। ভ্লাদিমিরভ এই ভেবে আশান্বিত হলেন যে, এবার গান্টকে হত্যা করতে পারবে ট্রেটসভ।

"ওরা কল করছে, স্যার–এক্ষুণি পরিচয় জানতে চাচ্ছে," হ্যান্ডসেটে ফ্লেইশেয়ারে কণ্ঠটা বলে উঠলো, সেটটা এখনও সিয়ারবেকারের পকেটেই আঁটকানো আছে।

"আরে সেটাই তো করবে তারা। কি বলতে হবে তা তো জানোই। সবই তো তোমার সামনে লেখা আছে। সেটাই বলো।"

"রাশিয়ানরা আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, স্যার।"

"বলো, আসছি। বরফের আরেক প্রান্তে জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি আমি। বলো, আমাকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে।"

"স্যার, আর মাত্র তিন মিনিট চৌদ্দ সেকেন্ড বাকি।"

গান্ট আর সিয়ারবেকার এখন এয়ারক্রাফটের পাশে অপেক্ষা করছে। মানুষজন আর হোসপাইপের সর্পিল চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করছে তারা। গান্ট প্রায় সেকেন্ড ধরে জানে, কতো সময় বাকি আছে, আর কতোটা সময় তাদের প্রয়োজন। কাঁটায় কাঁটায় এক মিনিট সময় হাতে আছে তাদের।

সিয়ারবেকারকে হিমশৈলীর কিণারায় দেখা যাচ্ছে। ফ্লেইশারের কণ্ঠস্বর পুতুল নাচের সুতার মতো তার লম্বা দেহটাকে যেনো পরিচালিত করছে এখন। টানটান হয়ে যাচ্ছেন তিনি। রুশরা পিকোডের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। রাশিয়ানরা যতোই এগিয়ে আসছে তার বিশ্বাসও ততোই ফিকে হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে পারছেন না, কোনো রকমে দাঁড় করানো একটা ঘর, ভুয়া চার্ট, থার্মোমিটার, মাস্তুল এসব তাকে বাঁচাতে পারবে। গান্টের অবস্থা অবশ্যই সেই যাত্রীর মতো যার ট্রেন প্লাটফর্মে এসে গেছে। চলে যাওয়ার আগে শান্তভাবে

চিন্তা নামের মালপত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করছে সে। সিয়ারবেকার যেমনটা ভেবেছেন আসলে সে তেমন নয়। সিয়ারবেকার মনে করে তার উল্লেখযোগ্য কোনো অতীত নেই, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতও নেই। একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে কেবল। হালকা কুয়াশা আর বরফের উপর কাজ করতে থাকা লোকজনকে নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

দুশ্চিন্তা আর সইতে পারলেন না সিয়ারবেকার, নিজের লোকগুলোর দিকে চেয়ে গর্জে উঠে বললেন : "ধুর–কাজটা তারা শেষ করতে পারবে না!"

"পারবে,' শান্তভাবে বললো গান্ট। এতোটা শান্ত তার কণ্ঠস্বর যে প্রায় ফিসফিসানির মতো শোনালো। কৌতুহলী হয়ে তার দিকে তাকালেন সিয়ারবেকার।

"আপনি তো দেখি শান্তই আছেন..."

গান্ট হাসলো। "একবার আমাকে একজন 'লাশ' বলেছিলো–ভিয়েতনামে ওরা আমাকে 'উড়ন্ত লাশ' বলতো।"

"আপনি কি মাইন্ড করতেন?"

"না," গান্ট জবাব দিলো। "যারা আমাকে এ নামে ডাকতো তাদের বেশিরভাগই দেশে ফেরার আগে মারা গিয়েছিলো...ক্ষেপণাস্ত্র, এএ গান, শত্রু বিমান, এসবে।"

"হ্যা," সিয়ারবেকার আস্তে করে বললেন। "বালের একটা যুদ্ধ ছিলো..."

ঘর্মাক্ত, ফ্যাকাশে, ক্রুদ্ধ আর ক্লান্ত পেক তাদের কাছে আসলো। "আর একশ গজের মতো রানওয়ে পরিষ্কার করতে বাকি আছে, স্যার।" তারপর গান্টের দিকে তাকিয়ে বললো : "আমরা এটা করতে পারবো না, মিস্টার। রেডরা আসার আগে আপনি যদি আপনার ঐ বিহঙ্গটাকে নিয়ে এখান থেকে না যান, তাহলে আমাদের সবার ঠাঁই হবে লুবিয়াঙ্কায়!"

গান্ট দু'পাশে মাথা নাড়লো। "আপনাদেরকে আরো এক মিনিট দিলাম, চিফ!" বললো সে। তার দিকে তাকিয়ে রইলো পেক। তার মুখ একবার খুলছে আরেকবার বন্ধ হচ্ছে। দু'চোখে দুর্বোধ্য বিভ্রান্তির প্রতিফলন।

"বেশ," বিড়বিড় করে বলে ফিরে গেলো হোসপাইপের দিকে, অশালীন ভাষায় তার লোকজনকে তাড়া দিতে লাগলো।

"আপনি নিশ্চিতভাবেই চিফকে খুশি করতে পেরেছেন," স্মিত হাসি হেসে সিয়ারবেকার বললেন, "তবে আমি আশা করবো, রাশিয়ানদের এভাবে খুশি করতে যাবেন না।"

"আর মাত্র দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড," ফ্লেইশার বললো। "সে তো বার বার আপনাকে চাচ্ছে, স্যার। আশ্বস্ত হতে চাচ্ছে আর কি–আমার মনে হয় না

আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তেমন কিছু করতে পেরেছি।"

"জাহান্নামে যাক শালারা। ডিক...তার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবে না–সে কিছু জানে ব'লে কি মনে হচ্ছে? অদ্ভুত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে কি?"

"না, স্যার। তাকে স্বাভাবিকভাবেই সন্ধিগ্ধ মনে হচ্ছে। বিশেষ কিছু খুঁজছে ব'লে মনে হচ্ছে না।"

মিহি তুষারের ঝাপটা গান্টের মুখে এসে লাগলো। এক মুহূর্তের জন্য বিভিন্ন জনের কথাবার্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। হালকা কুয়াশায় অর্ধেকটা ঢেকে আছে আকাশ। তারপর বুঝতে পারলো, পেকের ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের পূর্বাভাস এটা। হোসপাইপগুলো নিয়ে যারা কাজ করছে তারা এখনও কাজ করে যাচ্ছে। আপন মনে হেসে পারকা জ্যাকেটটা খুলে ফেললো। পেকের লোকজন ফায়ারফক্স থেকে চল্লিশ গজ দূরে আছে। বরফ গলানোর কাজে নিয়োজিত দলটা তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে সে তাদের দিকে হ্যা-সূচক মাথা নাড়লো। মনে হলো তার এই আচরণে তারা বিরাট রকমের স্বস্তি পেয়েছে। বিশাল গার্ডেন স্প্রেটা পিকোড-এর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে। রুশদের আসার আগেই পিকোড-এর স্বস্থানে রেখে দেওয়া হবে এটা।

সিয়ারবেকার তার সহকারীর সাথে আলাপ শেষ না করা পর্যন্ত গান্ট অপেক্ষা করতে লাগলো। যেনো সে কোনো অতিথি, চলে যাওয়ার জন্য এখন উদগ্রীব।

মনে হলো আবারো অ্যান্টি-জি সুটটা তাকে পরতে দেখে সিয়ারবেকার অবাক হয়ে গেছেন। অদ্ভুত রকম হাসি দিলেন তিনি। "–অবশ্যই..." বললেন ক্যাপ্টেন।

"সিয়ারবেকার–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"এখান থেকে এক্ষুণি চলে যান, গান্ট!" কৃত্রিম ধমক দিয়ে সিয়ারবেকার বললেন।

গান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলো। বিমানের ফিউসলেজে স্থাপিত পাইলট ল্যাডার বেয়ে উপরে উঠে প্রথমে ককপিটে পা রাখলো। ইনটিগ্র্যাল হেলমেটটা পরে নিয়ে অক্সিজেন আর উইপন্স কনট্রোল জ্যাকপ্লাগ আর কমিউনিকেশন্স ইকুইপমেন্ট প্লাগ-ইন করে নিলো সে। সবার আগে হিমশৈলীর দক্ষিণপ্রান্তে বিমানটা চাকার উপর ভর দিয়ে ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এখানটাতে এখনও ভালোভাবে তুষার পরিষ্কার করা হয় নি, সুতরাং গতি যে কমে যাবে সেটা সে জানে। কিন্তু রিজ পর্যন্ত যতোটা সম্ভব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা প্রয়োজন। টেকঅফ করার আগে পরীক্ষাগুলো দ্রুত সেরে নিতে

শুরু করলো সে। ডায়াল আর গজ থেকে ফ্ল্যাপ, ব্রেক আর জ্বালানীর অবস্থা জেনে নিয়ে অ্যান্টি-জি সুটটা প্লাগ-ইন করে নিলো। জ্বালানির ট্যাংকগুলো একেবারে পরিপূর্ণ দেখে দাঁত বের করে হেসে ফেললো সে। হুড কন্ট্রোল প্রেস করলে নিচে নেমে এসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেলো সেটা। তারপর পুণরায় ম্যানুয়ালিও বন্ধ করে দিলো। সিয়ারবেকার তাকে যে হ্যান্ডসেটটা দিয়েছিলেন সেটা বুক পকেটেই রাখা আছে। শুনতে পেলো, দূর থেকে ফ্লেইশার বলছে :

"মাত্র এক মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড বাকি।"

"কথাটা শুনেছেন তো, গান্ট?" সিয়ারবেকারের কণ্ঠটাও শোনা গেলো সঙ্গে সঙ্গে। জবাবের অপেক্ষা না করে তিনি বলে চললেন : "আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি, বন্ধু। মিঃ পেকের সন্দেহজনক হোসপাইপগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজেই এখান থেকে সটকে পড়ুন এবার।"

গান্ট ইগনিশান গ্যাং-লোড করে স্টার্টার-মটরের বোতামে চাপ দিলো। জোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে সাথে চালু হয়ে গেলো কার্ট্রিজ। গম্ভীর একটা গুঞ্জন শোনা গেলো, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেই আওয়াজটা। ফুয়েল-বুস্টারের বোতাম টিপলো এবার, সন্তর্পণে খুলতে শুরু করলো থ্রটল, যতোক্ষণ না আরপিএম গজের কাঁটা সাতাশ শতাংশে স্থির হলো। পঞ্চাশ শতাংশ আরপিএম-এ না পৌছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর ছেড়ে দিলো ব্রেক।

কিন্তু ফায়ারফক্স নড়লো না।

থ্রটল পেছনে টেনে ধরে আবার ব্রেক কষলো। তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি এবং কিভাবে সেটা সারতে হবে। তারপরও একটু ভড়কে গেলো সে। কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে লাগলো।

হুড তুলে ফেস-মাস্ক খুলে হ্যান্ডসেটে চিৎকার ক'রে বললো : "সিয়ারবেকার–দুটো হোসপাইপ এখানে নিয়ে আসুন!"

"আবার কী হলো, গান্ট–আপনি কি আমাদের ছেড়ে যেতে পারছেন না..."

"এখানে নিয়ে আসুন! চাকাগুলো বরফে জমে গেছে!"

"ওরকম শক্তিশালী ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও আঁটকে গেছেন?"

সিয়ারবেকার এসব বলতে থাকলেও গান্ট দেখতে পেলো পেক এবং তার কর্মীবাহিনী এয়ারক্রাফটের দিকে হোসপাইপগুলো টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

ককপিট থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলো সিয়ারবেকার তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছেন। আঁটকে থাকা চাকাগুলোর নীচে তপ্ত বাষ্প প্রয়োগ করা হলে ফায়ারফক্সের ককপিটের চারপাশ ছেয়ে গেলো বাষ্পের ধোয়ায়।

খুব বেশি উত্তপ্ত বাষ্প টায়ারে দেয়া হলে যে সেগুলো গলে যাবে সে বিষয়ে পেককে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নি গান্টের।

পেক ব্যাপারটা জানে। ফিউসলেজের নীচ থেকে বের হয়ে এসে গান্টের দিকে তাকিয়ে হ্যান্ডসেটে বললো সে : "ঠিক আছে, মেজর গান্ট–এবার ঈশ্বরের দোহাই লাগে, এখান থেকে ফুটুন!"

বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে গান্ট তাকে সংকেত দিলো। আরো একবার হুডটা বন্ধ করে গজগুলো দেখে নিলো সে। আরপিএম গজ পঞ্চান্ন শতাংশে না আসা পর্যন্ত আবারো থ্রটলগুলো খুলে রেখে ব্রেক ছেড়ে দিলো। চাকা আর বাষ্প প্রয়োগের ফলে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এয়ারক্রাফটটা তা থেকে লাফিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে গেলো। পেক, সিয়ারবেকার এবং বাকিরা পুরু, সর্পিলাকার হোসপাইপগুলো টানতে টানতে দ্রুত সরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে *পিকোড* থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তাদের সবার পরনে সিভিলিয়ান পারকা জ্যাকেট। রুশরা এসে পৌছানোর আগেই ছদ্মবেশী বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা সিয়ারবেকারের পরিকল্পনা মতো হিমশৈলীতে ছড়িয়ে পড়বে।

গান্ট এয়ারক্রাফটার মোড় ঘুরিয়ে হিমশৈলীর ওপর দিয়ে সোজা রানওয়ে ধরে এগিয়ে গেলো। ফায়ারফক্সকে পুরোপুরিভাবে সঠিক গতিপথে ধরে রেখেছে সে। ঘুরে আসার পর নিজের গতিপথের চিহ্নের দরকার হবে।

তার সামনে ধূসর সমুদ্র। রুশ সাবমেরিনের কোনো আলামত পাওয়া যায় কিনা চেয়ে দেখেলো। তেমন কিছুই নেই। সম্ভবত ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, *পিকোড*-এর অবস্থানে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে তবেই পানির উপরে উঠে আসবে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভড়কে দেবার জন্য এমনটি করা হয়। যাইহোক না কেন, সিয়ারবেকার এবং তার ক্রুরা গান্টের কাছে কৃতজ্ঞ, ফায়ারফক্সকে কেউ চোখে দেখতে পাবে না।

অর্ধবৃত্তাকারে প্লেনটা ঘুরালো সে। পৃষ্ঠদেশের তুষারে যে চিহ্ন ফেলে গেছে সেটা ধরে এগোতেই প্রায় সাথে সাথেই টের পেলো, জমে থাকা তুষারের বাধা পেয়ে প্লেনের গতি সাবলীল হতে পারছে না। খুব বেশি পাওয়ার ব্যবহার করা যাবে না, তাতে তুষার ভেদ করে বরফের গায়ে চাকা ঢুকে যাবার ভয় আছে। যেখানে পার্ক করা ছিলো ফায়ারফক্স, সেই জায়গাটা পেরিয়ে এলো গান্ট। এখনও প্লেনের গতি সাবলীল নয়। এরপর শুরু হলো মসৃণ করা রানওয়ে। একটু পরই প্রেশার রিজটা চোখে পড়লো, ঝাপসা মতো কী যেনো একটা মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে। এদিকে তুষারের বাধা নেই, দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো ফায়ারফক্সে গতি। থ্রটল খুলে স্পিড আরও বাড়ালো গান্ট। এ মুহূর্তে পঞ্চাশের একটু বেশি গতি আছে তার। অনেক দূর থেকে কিন্তু খুবই

স্পষ্টভাবে সিয়ারবেকারের কণ্ঠ শুনতে পেলো সে :

"গুডলাক, বন্ধু। কথা না বলে পারলাম না। আমাদের এখানে কিছু অযাচিত অতিথির আগমন হচ্ছে!" হ্যান্ডসেট থেকে শোনা গেলো কণ্ঠটা।

শরীর হিমশীতল, তারপরও সে ঘামছে। সিটয়ারিং হাতে এক সেকেন্ডকে তার কাছে মনে হচ্ছে এক যুগের মতো। স্পিড সর্বোচ্চ নব্বই নটে উঠে গেলো এবার। রানওয়ের মাঝেই রাখতে পেরেছে ফায়ারফক্সটা। থ্রটলগুলো আস্তে ক'রে খুলে দিলে মনে হলো ডায়ালের উপরে আরপিএম কাঁটটা ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে উঠলো। দেখতে পেলো রিজের কেটে ফেলা ফাঁকা জায়গাটা দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে; হিমশৈলীর বিস্তৃত শুভ্রতায় নিবদ্ধ ছিলো তার দু'চোখ, হঠাৎ করেই নিজের গতি নিয়ে সজাগ হয়ে উঠলো। ডায়াল থেকে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে নজর দিলো আবার। আপন মনেই আওড়াতে লাগলো, টেকঅফ করার জন্য আরো কম জায়গার দরকার ছিলো। কিন্তু একটু আগেও এটা তার বিশ্বাস হয় নি।

রিজের ফাঁকা অংশটা যেনো লাফিয়ে চলে এলো তার কাছে। ১৫০ নট গতিতে ফাঁকা জায়গাটা পেরোতে পারলো সে। টেকঅফ করার জন্য প্রয়োজনীয় গতি হচ্ছে ১৭০ নট।

তুষার দেখতে পাচ্ছে সে। দিব্যি দিয়ে বললো সে তুষার দেখতে পাচ্ছে। যেখানে গিয়ে রানওয়েটা শেষ হয়েছে। অসম্ভব ব্যাপার সেটা। স্টিক টেনে ধরে রেখে দেখতে পেলো ওই তুষার এলাকা প্লেনের পেটের তলা দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। সে জানে আন্ডার ক্যারিয়েজ এখন হিমশৈলী থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে না প্লেনটা শূন্যে আছে এখন।

রিয়ার-ভিউ মিরর দিয়ে গান্ট তুষারের মেঘ দেখতে পেলো। জেটের হঠাৎ নিম্নমুখী বাতাসের ধাক্কায় এটি তৈরি হয়েছে। মনে হলো একটা পোকা কাদার মধ্য থেকে আঁটকে থেকে হঠাৎ করে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ফায়ারফক্সের আন্ডারক্যারিয়েজ গুটিয়ে নিলো গান্ট। গতি বাড়িয়ে দিলে পেছনের দিকে ধাক্কা খেলো সে। অ্যান্টি-জি সুটটা যে কাজ করতে শুরু করেছে অনুভব করলো এবার। ফুয়েল প্রবাহ চেক করে দেখতে পেলো সবগুলো কাঁটা সবুজ ঘরে রয়েছে। এবার আকাশের দিকে নাক তুলে প্রায় খাড়া উঠে যেতে শুরু করলো ফায়ারফক্স।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে মেঘের রাজ্য পেছনে ফেলে এলো গান্ট। মাক মিটার উঠে যাচ্ছে–১, ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪...

বাইশ হাজার ফিট উঠে এসে আশপাশে কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখলো না। দিগন্ত রেখা পর্যন্ত শুধু গাঢ় নীল আকাশ।

২২,০০০ ফুট উপরে উঠে মেঘের এলাকা ছেড়ে উজ্জ্বল সূর্যালোকে, নির্মেঘ বিশাল নীল ছেড়ে উঠে গেলো ফায়ারফক্স।

ঠিক উত্তর দিক টেকঅফ করেছিলো সে। ফিনিশ উপকূলের ক্রসিং পয়েন্টের কো-অর্ডিনেট পাঞ্চ করে নিজের গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিলো। উপরে ওঠা অবস্থায় ২১০ ডিগ্রিতে প্লেনটাকে ঘুরিয়ে দিলো সে। ১২০,০০০ ফুটের উপরে ফায়ারফক্স সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় উঠতে পারে ব'লে তার সুখ্যাতি আছে সেটা পঁচিশ মাইলেরও বেশি। গান্ট ঠিক করলো যতোটা ভয়াবহ উচ্চতায় ওঠা সম্ভব সে উঠবে, যদিও অতো উঁচুতে উঠলেও ইনফ্রারেড ডিটেকশন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না। তবে ব্যারেন্ট সি এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারলে পাকড়াও হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। উপকূল পার হওয়ার একটু আগে সমুদ্র সমতলে নেমে গিয়ে ফিনল্যান্ডের ভেতর দিয়ে বসনিয়া উপসাগর এবং স্টকহোমের দিকে সর্বোচ্চ গতিতে ভ্রমণ শুরু করতে হবে।

ওরকম উচ্চতায়, ওরকম গতিতে এমন কোনো এয়ারক্রাফট নেই যে তাকে ধরবে, এমন কোনো ক্ষেপণাস্ত্র নেই যে তার পিছু নিতে পারবে। অলটিমিটারের কাঁটা পঞ্চাশ হাজারের ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আপন মনে হাসলো গান্ট। ভাবলো, এবার ফায়ারফক্সকে তার সর্বোচ্চ গতিতে চালাতে পারবে।

তীব্র শীতল আনন্দ হচ্ছে তার মধ্যে। উচ্ছসিত আবেগের মতো সেই অনুভূতি। তুলনা করা যাবে না। সায়গনে সামরিক মনোচিকিৎসকের রিপোর্ট সে পড়েছিলো গভীর রাতে তালা ভেঙে রেকর্ড অফিসে ঢুকে। রিপোর্টে এটাকে আবেগিয়-পঙ্গুত্ব বলা হয়েছে যদিও ঠিক এই ভাষাতে কথাটা বলা হয় নি। তার আগের অভিজ্ঞতাগুলোর কারণে আবেগিয়-পঙ্গুত্ব জীবনের উপরে গভীর দাগ ফেলে দিয়েছে। ক্লার্কভিলের যেসব আজেবাজে ঘটনার কথা সে মনোচিকিৎসককে বলেছিলো, তার উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিলো। যে মানুষটা সম্পর্কে এই মন্তব্য সে পঞ্চাশটিরও বেশি কমব্যাট মিশন ফ্লাই করেছে, যে কিনা সবার মধ্যে ছিলো সেরা। অথচ ভিয়েতকঙ সৈন্য বা শত্রুর মিসাইল থেকে শতশত মাইল দূরে থেকে পাছা মোটা মনোচিকিৎসকটা এরকমই মন্তব্য করেছিলো তার সম্পর্কে।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো সে। এ নিয়ে কোনো তর্ক হতে পারে না। মোটেই না, আপন মনে বললো গান্ট। সে-ই সেরা। বাকহোলজ সেটা

জানতো, আর জানতো বলেই তাকে বাছাই করা হয়েছিলো। ৬০০০০ ফুট উচ্চতায় আরোহণ করলো ফায়ারফক্স।

উপেন্সকয়, বারানোভিচ, ক্রেশিন, সেমেলোভস্কি এবং আরো যারা ছিলো তাদের কারোর কথা তার মনে পড়ছে না। বিলিয়ার্স্ক ছেড়ে আসার পর থেকে তারা তার মন থেকে মুছে গেছে। মৃত লোকদের ফিকে হয়ে আসা ছবির মতো নয়, তারা পুরোপুরিই তার মন থেকে মুছে গেছে।

ট্রেটসভ তাকে দেখতে পেলো, ৬০,০০০ ফুট উচ্চতায় এগিয়ে চলছে সে। মেঘের রাজ্যে একটা ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে ধূসর রঙের সাগর দেখা যায়। ফাঁকটা তার সামনে আর অনেক নিচে। হঠাৎ সেই ফাঁকে ভেপার-ট্রেইল দেখলো সে দেখেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। রাডার স্ক্রিনে কোনো ইমেজ নেই। এটা সেই চুরি করা মিগ-৩১ না হয়ে যায় না।

সার্জিক্যাল ছুরির মতো কাজ করছে ট্রেটসভের মন। কি করতে হবে সেটা সে ভালো করেই জানে। গান্টের ফাইলটা সে দেখেছে। ভালো করেই জানে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার নিজের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা বলতে পুরনো মিগ-২১ চালানো। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে যেসব রুশ পাইলট মিশরিয়দের হয়ে যুদ্ধ করেছে সে ছিলো তাদের মধ্যে সবচাইতে তরুণ। নিঃসন্দেহে গান্ট তার চেয়ে সেরা...

কাগজে-কলমে।

গান্ট মিগ-৩১ চালিয়েছে সম্ভবত পাঁচ ঘণ্টার মতো। ট্রেটসভ এয়াক্রাফটটা চালিয়েছে দুশ' ঘণ্টারও বেশি। গান্ট তার মিশন সম্পন্ন করতে চায় আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ট্রেটসভের আছে ভস্কোভ। গান্টকে হত্যা করবে সে। এটা তাকে করতেই হবে।

পিপি-ওয়ানের ঠিক পেছনে থাকতে হবে তাকে, যাতে মিসাইলগুলো হিট সোর্সে আঘাত হানার সবচেয়ে ভালো সুযোগ পায়। ঠিক পেছনে থাকলে একেবারে শেষ মুহূর্তে ইনফ্রারেডে তাকে দেখতে পাবে গান্ট, তখন তাকে দেখতে পেলেও করার কিছু থাকবে না। দেখতে পেলো একই গতিতে একটানা ওপরে উঠে যাচ্ছে পিপি-ওয়ান। বুঝলো, পাইলট তার উপস্থিতি টের পায় নি। ট্রেটসভের সরল যাত্রাপথ পেরোচ্ছে পিপি-ওয়ান, তাছাড়া ওটার স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে পিপি-টু, এই দুই কারণে ইনফ্রারেডের ব্লাইন্ড স্পট কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে রেখেছে তাকে। দ্রুত আমেরিকান পাইলটের পেছনে চলে যেতে হবে তাকে, আর তারপর...

মিগটা এখন তার উপর দিয়ে চলছে। তার নিজের উচ্চতা ৭০,০০০ ফুট। এই গতিপথ পাল্টালো। এয়ারক্রাফটের পেছনে সৃষ্ট বাষ্পীয় মেঘের দিকে দৃষ্টি রাখছে সে। স্ক্রিনের তথ্যের সাথে চোখে দেখা দৃশ্যটা মিলিয়ে নিচ্ছে। ফায়াফক্স পিপি-টু'টাকে আমেরিকানটার পেছনে স্থিত করে নিলো যতোক্ষণ না স্ক্রিনের উজ্জ্বল কমলা রঙের ব্লিপটা সেন্ট্রাল রেঞ্জিং-বার বরাবর তার ঠিক সামনে চলে এলো। চিন্তা-চালিত উইপন্স সিস্টেম দুটো অ্যানাব ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে সে লক্ষ্য করলো রেঞ্জিং-বারের উপর দিয়ে গিয়ে আমেরিকানটার তাপীয় উৎসের উজ্জ্বলতর ব্লিপটার দিকে এগুচ্ছে ওগুলো।

ইসিএম ইকুইপেমন্টটা গান্টের ইয়ারফোনে এমন ভয়ঙ্করভাবে ব্লিপ করে চললো যে গান্টের মাথা খরাপ হবার জোগার হলো। স্ক্রিনে দেখতে পেলো দুটো ক্ষেপণাস্ত্র তার দিকেই ছুটে আসছে। অসম্ভব! কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে...তার মন এখনও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে তার। হিট-সিকিং ক্ষেপণাস্ত্রগুলো উৎস খুঁজে পেলো কী করে! আত্মরক্ষার জন্যে নিজের অজান্তেই ইলেকট্রনিকের সাহায্য নিলো গান্টের হাত দুটো। পুরনো একটা টেকনিকই ব্যবহার করলো সে।

গান্ট জানে, ইনফ্রারেড মিসাইল এড়ানোর একটাই মাত্র উপায় আছে। ইসরায়েলি পাইলটরা ছয় দিনব্যাপী আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে এবং আমেরিকানরা ভিয়েতনামে এই টেকনিক অবলম্বন করেছিলো। সে যদি চোখের পলকে দিক বদলাতে পারে, তাহলে মিসাইলের নাকে বসানো ট্র্যাকিং সেন্সর তার ইঞ্জিনের হিট-সোর্স হারিয়ে ফেলবে, তারপর আর পিছু লেগে থাকা বা নতুন করে ধাওয়া করা সম্ভব হবে না।

সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিয়ে স্টিক পিছিয়ে আনলো গান্ট, খাড়া ওপর দিকে উঠে যেতে চায় সে। মিগ-৩১ যেনো সদ্য নিক্ষিপ্ত রকেট হয়ে গেলো, তুমুল বেগে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। পরমুহূর্তে ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ফায়ারফক্স। দ্রুত এগিয়ে আসা মিসাইলের সেন্সর অস্থিরমতি হিট-সোর্স হারিয়ে ফেলেছে। আচমকা শেষ একটা ডিগবাজি খেয়ে ফায়ারফক্সের নাক নিচের দিকে তাক করলো সে, ডান দিকে কাত হয়ে বৃত্তের খানিকটা অংশ তৈরি করে চলে এলো মিসাইলগুলোর সরল যাত্রাপথের নিচে। বিপদটা এলো আরেক দিক থেকে। জি-এফেক্টের ফলে ঝাপসা হয়ে গেলো তার দৃষ্টি। চোখে ভয় নিয়ে জি-মিটারের দিকে তাকিয়ে থাকলো, দেখতে পেলো, প্লাস এইট-জি তৈরি করেছে সে। দৃষ্টি আরও যদি ঝাপসা হয়, কিছুই

দেখতে পাবে না। টেন জি মানে অন্ধ হয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তার প্লেনটা। চোখে শুধু অলক্ষুণে জি-মিটারটাই দেখছে। পা আর পেটের ওপর সেঁটে বসা জি-সুটের চাপ টের পাচ্ছে সে। পুরো ব্যাপারটার জন্য নিজেকে গালি দিলো গান্ট।

স্ক্রিনে মিসাইলগুলোর পজিশন বদলে গেছে। নিজেদের আগের কোর্সে বহাল থেকে ছুটে চলে গেলো ওগুলো, প্রত্যাশিত সংঘর্ষের মুহূর্ত পেরিয়ে গেছে আরো আগেই। হিট সোর্স হারিয়ে ছুটতেই থাকবে ওগুলো, ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে সাগরে পড়ে ডুবে যাবে। ধীরে ধীরে স্টিক ঠেলে দিলো গান্ট, দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হলো, কেটে গেলো ঝাপসা ভাব, যেনো ঘরের সবগুলো পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। গতি কমে আসতে শুরু করার সাথে সাথে ঘামতে শুরু করলো সে। আর একটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো! স্ক্রিনে এখনও কিছু নেই। গান্ট এখনও জানে না, ট্রেটসভ তার ঠিক পেছনে আর ইনফ্রারেড ডিটেকশনের ব্লাইন্ড স্পটে আছে। তার মধ্যে আতংক্ক জেঁকে বসলো। শত্রুকে দেখতে পেতে হবে, তা না হলে এই যুদ্ধে টেকা দায়। নিজেকে মনে হলো অন্ধ একজন মানুষ, একটা ঘরে বসে আছে একজন সাইকোপ্যাথ হিসেবে। প্রেশার সুটের ভেতরে শীতল এক ভয় শরীর বেয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এ কোন্ জাতের শত্রু, আন্দাজ করতে পারলেও বিশ্বাস করতে মন চাইলো না।

ওটা নিশ্চই একটা প্লেন হবে, আর কিছু হতে পারে না। তার পিছু নেয়ার জন্যে তার চেয়ে ওপরে উঠে গেছে। চুপিচুপি হামলা চালিয়ে খুন করতে চেয়েছিলো তাকে, প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নিশ্চই খেপে গেছে নিজের ওপর।

রিয়ার-ভিউ মিররে গান্ট হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো একটা আলো ঝিক করে উঠলো–চকচকে ধাতব কিছুর গায়ে রোদ লাগলে যেমন হয়। রাডারে এখনও কিছু নেই। একটা ব্যাপার এখন সে নিশ্চিত, বারানোভিচ আর সেমেলোভস্কি হ্যাঙ্গারে আগুন লাগিয়ে দ্বিতীয় ফায়ারফক্সটাকে বিকল করতে পারে নি। ক্ষতি যাইহোক না কেন সেটা মেরামত করে ফেলা হয়েছে, আর এখন তারা সেটাকেই লেলিয়ে দিয়েছে তার পেছনে।

খুব ঠাণ্ডা অনুভব করলো এখন। দুই বগল ঘেমে একাকার। প্রেশার সুটের তলায় অন্তর্বাসের স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা অনুভব করতে পারছে। অন্য প্লেনটা দেখতে একেবারে তারটার মতোই। যেনো ফটোকপি–আর তার পাইলটও বেশ অভিজ্ঞ...

মনের ভেতর নানা রকম চিন্তা-ভাবনা চলছে। কল্পনার ঘোড়া লাগামহীন ছুটে বেড়াচ্ছে। বুঝতে পারলো খাড়া আরোহন যদি অব্যাহত রাখে তবে তাকে ইন্টারসেপ্ট করে ফেলবে রাশিয়ানরা। আবারো রিয়ারভিউ মিররে ঝিকমিক

করে উঠলো আলোটা। এক ঝটকায় থ্রটল খুলে দিলে বিশাল টারবাইনগুলো থেকে শক্তির নির্গমন হতে লাগলো। নিজের সিটে আরাম করে হেলান দিয়ে আছে সে।

খাড়া আরোহন থেকে এবার হঠাৎ করেই বামে ঘোরালো ফায়ারফক্সটাকে। রুশটা তার পিছু ছাড়ছে না। বাম দিক দিয়ে কাছাকাছি চলে আসছে। আরো ক্ষিপ্রভাবে বামে ঘুরে অকস্মাৎ সোজা পথ ধরলে গতিজড়তার কারণে মাথার হেলমেটের সাথে ককপিটের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো। হাত দিয়ে লিভার অপারেট করছে সে। ব্যাট্‌ল পজিশনে চলে এলো তার সিট। গান্ট এখন সিটের ওপর প্রায় শুয়ে আছে।

রিয়ারভিউ মিররে এখনও রয়েছে পিপি-টু। আদর্শ ফায়ারিং পজিশনের অপেক্ষায় রয়েছে রুশ লোকটা। চারটার মধ্যে দুটো মিসাইল নষ্ট হয়েছে তার, আন্দাজের ওপর নির্ভর ক'রে আর কোনো ঝুঁকি নেবে না সে। এবার কাছাকাছি এসে ফায়ার করতে চাইবে যাতে ক'রে টার্গেটকে ঘায়েল করতে পারে।

মনে মনে স্বীকার করলো রুশ পাইলটটা বেশ দক্ষ। অতীত আর ভবিষ্যত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না গান্ট। তাকে রুশ পাইলট বাগে পেয়ে গেছে–সে যাই-ই করুক না কেন রুশ লোকটা তার পেছন পেছনই থাকবে, ক্লোজ রেঞ্জে চলে আসবে খুব জলদি।

স্ক্রিনে দ্বিতীয় ফায়ারফক্সের উপস্থিতি একটা কমলা রঙের বিন্দু হিসেবে নির্দেশিত হচ্ছে। এটা তার কাছে নতুন কোনো খবর নয়। সে তো ভালো করেই জানে কোন্ প্লেনটা তার পিছু নিয়েছে।

রুশ প্লেনটা সূর্যের দিকে উঠে যাচ্ছে, কেউ যাতে ওটাকে দেখতে না পায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো গান্ট। বাম দিকে সরলো একটু, তারপর গড়িয়ে দেয়া ড্রামের মতো ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ফায়ারফক্স। ভিউ-মিররে স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি, পিপি-টু'র ডানা থেকে সাদা একটু ধোঁয়া বেরুতে দেখলো। ট্রেটসভ ফায়ার করেছে। কমলা রঙের ছোট্ট একটা গোলা মন্থর গতিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, যেনো অনেক কষ্টে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে পানির ভেতর দিয়ে। রাশিয়ান পাইলটের মনের অবস্থা আঁচ করতে পারলো গান্ট। উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে গেছে সে, আর ধৈর্য ধরতে না পেরে দ্রুত একটা পরিণতির আশায় মিসাইল ফায়ার করেছে। নিজ এয়ারক্রাফটের যে অসাধারণ শক্তি আছে সেটা ব্যবহার করার লোভ হাতছানি দিচ্ছে তাকে।

গান্ট এখন ডিগবাজির মধ্যে রয়েছে। কামানের গোলা যে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছে ট্রেটসভ। রাশিয়ান পাইলট এখন আশা করছে

এবার সূর্যের সাথে একই রেখায় চলে আসবে পিপি-ওয়ান। কিন্তু তা না গিয়ে আরও নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত ডিগবাজি খেলো গান্ট, স্টিক টানতেই আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ঝাঁকি খেলো ফায়ারফক্স, গান্টের তলপেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। আবার ঝাপসা হয়ে গেলো তার দৃষ্টি। জি-ফোর্স এফেক্ট অসহ্য লাগছে, ফেস-মাস্কের ভেতর চিৎকার করে উঠলো সে। জি-মিটারে প্লাস নাইন, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গান্ট।

ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ করে গান্ট দেখলো তার সামনে চলে এসেছে পিপি-টু। একটু আগেই পরিস্থিতি উল্টে গেছে, এখন গান্টের পালা। ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা। তার দৃষ্টিশক্তি আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রাশিয়ান পাইলটের পেছনে রয়েছে সে, তার ছয়শ' গজ সামনে পিপি-টু। আঘাত হানার এটাই ঠিক সময়। ভাবার সাথে সাথেই কেঁপে উঠলো মিগ-৩১, সাই করে এক জোড়া অ্যানাব মিসাইল বেরিয়ে গেলো। এইমিং সিস্টেমের সাহায্যে লক্ষ্যস্থির করেছে সে, সিস্টেমটা বসানো আছে উইন্ডস্ক্রিনের সামনে। রাশিয়ান পাইলটের মতো গান্টও কোনো গাইডেন্স পাবে না, কারণ থট-গাইডেড সিস্টেমের সাথে রাডারের সংযোগ আছে, ইনফ্রারেডের নেই।

কোনো রাডার ইমেজ না থাকার কারণে মিসাইলগুলো নিক্ষেপ করার পরে ট্রেটসভ আর সেগুলোকে পরিচালনা করতে পারে নি। হতাশ হয়ে গান্টও এবার বুঝতে পারলো সেও মিসাইলগুলো পরিচালনা করতে পারছে না–পরাজয়ের তীব্র উপলব্ধি সেটা। এই মুহূর্তে গান্টের কৌশলটাই ব্যবহার করছে রাশিয়ান পাইলট। থ্রটল সামনে ঠেলে দিয়ে খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে পিপি-টু, সেই সাথে ডিগবাজি খেতে খেতে সরে যাচ্ছে ডান দিকে। গান্টের ছুঁড়ে দেয়া মিসাইল দুটো লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। দু'জনই একজোড়া করে মিসাইল অপচয় করেছে। হাল ছাড়লো না গান্ট। পিপি-টু'র পিছু ধাওয়া করলো সে। থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিতেই আবার জি-ফোর্স এফেক্ট অসহ্য হয়ে উঠলো, সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো দৃষ্টি।

গান্ট বুঝতে পারলো, মন দেহের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। অনেকটা হাসপাতালে যাবার আগে ভিয়েতনামের শেষ দিনগুলোর মতো ব্যাপারটা। অতীত ব্যর্থতা আর বর্তমানের অযোগ্যতা এক মুহূর্তের জন্য তাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেললো। এখন সে বাজেভাবে ফ্লাই করছে। অপরিপক্ক স্নায়ু আর নিঃশেষিত মানসিক শক্তি নিয়ে চলছে সে। আবারো ভয় পেয়ে গেলো। মারাও যেতে পারে। জীবন বাঁচানোর জন্য আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার মতো সময় হয়তো তার হাতে নেই।

এক নিমেষে তার শরীরের যন্ত্রণা তিরোহিত হয়ে গেলো। এখন তার যে

রকম সুস্থিত দেহের দরকার সেটাই যেনো ফিরে পেলো আচম্বিত। প্লেনটার কন্ট্রোল কলামে হাত বুলালো অতি কষ্টে। কেঁপে উঠলো প্লেনটা। পাক খেতে শুরু করলো সেটা।

ফ্ল্যাট স্পিনের ভঙ্গিতে দিগন্তরেখার নিচে আর ওপরে পনেরো ডিগ্রি ওঠা-নামা করছে পিপি-ওয়ানের নাক। গান্টের অনেকটা ওপর দিয়ে অ্যানাব মিসাইলটা বেরিয়ে গেলে স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো সে। কিন্তু জি-ফোর্স আবার বেড়ে ওঠায় বিচলিত বোধ করলো। সাড়ে আট থেকে নয়-জি'তে উঠে যাচ্ছে। একশ' নট মার্কারে স্থির হয়ে রয়েছে স্পিডমিটারের কাঁটা।

হেডফোনে ওয়ার্নিং সিগন্যাল শুনলো, টারবাইনে আগুন ধরে যেতে পারে, তাই অটোমেটিক ইগনাইটার কাজ শুরু করেছে–এটা তারই সতর্ক-সঙ্কেত। প্লেন দ্রুত পাক খেতে শুরু করায় এয়ারফ্লো ইঞ্জিনকে বাধা দিচ্ছে। আরপিএম গজের ওপর চোখ রাখলো গান্ট, সিক্সটি পার্সেন্টে এসে থরথর করে কাঁপছে কাঁটা। টের পাবার আগেই আট হাজার ফিট নেমে এসেছে। দ্রুত নামছে আরও।

পিপি-টু'কে গান্ট দেখতে না পেলেও, রাশিয়ান পাইলট চোখে চোখে রেখেছে তাকে। পিপি-ওয়ানকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো ট্রেটসভ। আমেরিকানটি এখন তার জন্যে চমৎকার একটি টার্গেট।

প্লেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে গান্ট। ঝরা পাতার মতো সাগরের দিকে হু হু করে নামছে ফায়ারফক্স। নামতে নামতে সাগরের অনেক কাছে চলে এসেছে সে, সাগর আর ত্রিশ হাজার ফিট নিচে। এখনও নামছে প্লেনটা। কন্ট্রোল কলামে হাত দিলো গান্ট, অন্ধের মতো এটা সেটা ধরে টান দিলো। হঠাৎ করেই বন্ধ হলো পাক খাওয়া। অপজিট রাডার ব্যবহার করলো সে, খুলে দিলো থ্রটল। সাগর থেকে বিশ হাজার ফিট ওপরে রয়েছে এখন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আবার ফিরে পেয়েছে। ফায়ারফক্স সিধে করে নিলো সে। আঁটকে থাকা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সশব্দে। স্ক্রিনে উজ্জ্বল একটা আভা দেখে চমকে উঠলো গান্ট। তারই সাথে কাছাকাছি নেমে এসেছে পিপি-টু। তার সামান্য পেছনে, একটু ডানদিক ঘেঁষে তেড়ে আসছে। রাশিয়ান পাইলটের স্পিড হিসেব করলো গান্ট–মাক ১.৬। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে ট্রেটসভের, একেবারে কাছাকাছি এসে হামলা চালাতে চাইছে সে, যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

ভিউ মিররে তাকে দেখতে পেলো গান্ট। বুঝতে পারলো, পিপি-টু'র

পাইলটের কাছে সিটিং ডাক হয়ে গেছে সে। আর বড় জোর দুই কি তিন মিনিট। তারপর হাজার টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে পিপি-ওয়ান নিচের সুগভীর সাগরে। কমলা রঙের একটা বৃত্ত ছুটে এলো। ফায়ার করেছে ট্রেটসভ। এড়িয়ে যাবার জন্যে প্লেনটা একপাশে সরিয়ে নিলো গান্ট। মিররে দেখলো, মিসাইলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বটে, তবে তার পিছু ছাড়ে নি পিপি-টু। ঠিক একই অবস্থানে থেকে অনুসরণ করছে তাকে। পিপি-ওয়ানের হিট-সোর্সের একেবারে কাছে চলে আসতে চাইছে ট্রেটসভ। হাতে আর মাত্র একটা মিসাইল রয়েছে–নিশ্চিত হয়ে ফায়ার করতে চায়।

হঠাৎ বুদ্ধিটা খেলে গেলো তার মাথায়। আকাশ-যুদ্ধের সমস্ত নিয়মের বাইরে একটা কাজ করে বসলো গান্ট। যেনো বাম দিকে সরে যাচ্ছে এমনি একটা ভঙ্গি করেই সাথে সাথে ফিরে এলো আগের কোর্সে, হঠাৎ কমিয়ে দিলো স্পিড, সেই সাথে রিয়ারওয়ার্ড ডিফেন্স পড থেকে শেষ ডিকয় হিট সোর্সটা ফায়ার করলো। ফাইনাল কিল্-এর জন্যে একেবারে কাছে চলে এসেছিলো ট্রেটসভ। পিপি-ওয়ানকে বামে সরে যেতে দেখে সে-ও বামে সরতে গেলো, কিন্তু সামনের প্লেনটা যতো দ্রুত আগের কোর্সে ফিরে এলো ততো দ্রুত ডানদিকে সরতে পারলো না রাশিয়ান পাইলট–ফলে সরাসরি পেছনে পড়ে গেলো গান্টের। ঠিক এটাই চেয়েছিলো সে। ডিকয় হিট সোর্সটা ছেড়েই বুঝতে পারলো কাজ হয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার। পিপি-ওয়ানের পেছন থেকে বেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে গোলাকার অগ্নিকুণ্ড। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিপি-টু'র বিশাল ইনটেক গিলে নিলো গান্টের ফায়ার করা ডিকয় অগ্নিকুণ্ড–সঙ্গে সঙ্গেই ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। শকওয়েভ আঁচ করতে পারলো গান্ট। দিক পরিবর্তন করলো দ্রুত। রিয়ার মিররে চোখ রেখে দেখলো পেছনে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, তার ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে পিপি-টু'র খণ্ডবিখণ্ড টুকরোগুলো। অনেক নিচে গাঢ় নীল সমুদ্র।কোনো কোনোটা ঝিক করে উঠছে রোদ লেগে।

কি ঘটেছে বুঝতে পারলো গান্ট। বিজয়ের আনন্দে শিহরিত হলো সে। সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো। কেমন যেনো বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার আগেই চট্ করে কোর্স ঠিক করে নিলো সে, অটো পাইলটের সুইচ অন করে দিতেই কাত হয়ে ঘুরলো ফায়ারফক্স। তারপর স্থিত হয়ে ফিনল্যান্ডের দিকে এগিয়ে চললো। চোখ বুজে এলিয়ে পড়লো সিটের ওপর।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে, এটা সে ভালো করেই জানে। তখন আবার

প্লেনের ম্যানুয়াল কন্ট্রোল হাতে নেবে, কিন্তু এখন না, এখন সে বিশ্রাম নেবে...

মিগ-৩১কে দেওয়া ন্যাটোর সাংকেতিক নাম হচ্ছে ফায়ারফক্স। বর্তমানে এর একটা মাত্র অমূল্য নমুনাই আছে, আর সেটা এখন ৮০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে মাক ৩.৭ গতিতে ফিনল্যান্ডের গোপন উপকূলভাগের দিকে এগিয়ে চলছে।

• • •